আল্লামা জারীর তাবারী (র.) ইতিহাস চর্চায় তাঁর অবদান

ড. মোঃ আজিজুল হক

পারিবারিক গ্রন্থাগার
তামরীনা বিনতে মুজাহিদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পারিবারিক গ্রন্থাগার
তামরীনা বিনতে মুজাহিদ

আল্লামা জারীর তাবারী (র.) ঃ ইতিহাস চর্চায় তাঁর অবদান

ড. মোঃ আজিজুল হক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

আল্লামা জারীর তাবারী (র.) ঃ ইতিহাস চর্চায় তাঁর অবদান

ড. মোঃ আজিজুল হক

ইফাবা গবেষণা ঃ ৪০
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৯৮০
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৯২২.৯৭
ISBN ঃ 984-06-0561-5

প্রকাশকাল
জুন ২০০০
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৭
রবিউল আউয়াল ১৪২১

গ্রন্থস্বত্ত্ব
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশনায়
মাওলানা মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান
পরিচালক, গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
প্রকল্প ব্যাবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

প্রচ্ছদ
জসীম উদ্দিন

মূল্য ঃ ৬০.০০ (ষাট) টাকা

ALLAMA JAREER TABARI (R.) ঃ ITIHASH CHORCHAY TAR OBODAN (Allama Jareer Tabari ঃ His contribution in the study of History) ঃ Written in Bengali by Dr. Md. Azizul Haque and published by the Research Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.
Price : Tk. 60.00 US Dollar : $2.00 June 2000

www.pathagar.com

মহাপরিচালকের কথা

আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুফাস্‌সিরুল কুরআন এবং ইতিহাসবেত্তা। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে যাঁরা মানব ইতিহাস রচনা করেছেন, তাঁদের অগ্রপথিক ছিলেন আল্লামা জারীর তাবারী (র.)।

হিজরী তৃতীয় শতকের গোড়ার দিকে ইরানের তাবারিস্তান শহরের এক অভিজাত মুসলিম পরিবারে এই মনীষীর জন্ম। বাল্যকাল থেকেই তাঁর জ্ঞান-পিপাসা ছিল অত্যন্ত প্রবল। সাত বছর বয়সেই তিনি পবিত্র কুরআন হিফয করেন। বার বছর বয়স থেকেই শুরু হয় তাঁর জ্ঞান আহরণের জন্য তৎকালীন বিভিন্ন ইসলামী জ্ঞান কেন্দ্রে সফর। তিনি প্রথমে বাগদাদ, তারপর কূফা, বসরা, সিরিয়া প্রভৃতি শহর সফর করেন। এরই মধ্যে তিনি ইল্‌মে হাদীসেও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এরপর তিনি চলে যান মিসর। সেখানে অবস্থান কালেই তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও পাণ্ডিত্যের সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মিসর থেকে তিনি পুনরায় বাগদাদে ফিরে আসেন এবং জীবনের শেষ দিনগুলো সেখানেই জ্ঞান সাধনায় কাটিয়ে দেন।

জ্ঞান তাপস আল্লামা তাবারী (র.) বাদগাদে অবস্থান কালে আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, তর্কবিদ্যা, ভূতত্ত্ব ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি পবিত্র মক্কায় কয়েক বছর অবস্থান করে কুরআন মজীদের বিশদ তাফসীর ও হাদীস অধ্যয়ন করেন। পবিত্র কুরআনের তাফসীর ও হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা এবং ইতিহাসের তথ্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জনে তাঁর সুকঠিন সাধনা জগৎবাসী আজও স্মরণ করছে। তিনি তাঁর জ্ঞান সাধনায় জীবনে বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছেন ; বহুদিন অর্ধাহারে অনাহারে কাটিয়েছেন তবুও জ্ঞান সাধনার পথ

www.pathagar.com

ছাড়েননি। সরকারী উচচ পদমর্যাদা লাভের সুযোগ পেয়ে তা গ্রহণ করেননি। বরং অধ্যাপনা ও গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনায় জীবন কাটিয়ে দেন এবং উম্মাতে মুসলিমার অনন্য খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যান। পবিত্র কুরআনের তাফসীর, হাদীস, ফিকহ্, ইতিহাস, কবিতা ও চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন।

আল্লামা তাবারী (র.) ইসলামের ইতিহাস ও বিশ্ব ইতিহাস রচনার যুগস্রষ্টা। তিনিই প্রথম মানব ইতিহাসকে কুরআন মজীদে বর্ণিত সৃষ্টির ধারাবাহিকতার সাথে সামঞ্জস্য করে উপস্থাপন করেন এবং হাদীসের বর্ণনা ধারার মত সনদ যুক্ত করে ইতিহাস রচনা করেন। ইতিহাসে তাঁর অমর সৃষ্টি হলো- 'তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক' বা 'তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক' (تاريخ الامم والملوك)। আরবী ভাষায় তাঁর পূর্বে কেউ এতো বিশাল ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেননি।

তাঁর রচিত ইতিহাস গ্রন্থ পাঠে মনোযোগ দিলে বিস্মৃত হতে হয় যে এ মহান জ্ঞান সাধক কিভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। শুধু কি তাই, তাঁর রচিত বিশ্বখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ "আল-জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন"- ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত যা 'তাফসীরে তাবারী' নামে প্রসিদ্ধ।

জ্ঞানের এই মহা সাধক তাবারী (র.) বাগদাদে শায়িত আছেন। আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ "আল্লামা জারীর তাবারী (র.): ইতিহাস চর্চায় তাঁর অবদান" শীর্ষক গবেষণা পত্রটি ছাপানোর ব্যবস্থা করেছে। এটি প্রকাশনার সাথে যারা সংশ্লিষ্ট আমি সবাইকে জানাচ্ছি মুবারকবাদ।

আল্লাহ্ আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

মওলানা আবদুল আউয়াল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম।

জগত বিখ্যাত জ্ঞান তাপস আল্লামা জারীর তাবারী রাহ্‌মাতুল্লাহ্‌ আলাইহি ছিলেন একাধারে কুরআন ও হাদীস বিশারদ, ফিক্‌হ ও ইতিহাস এবং দর্শন, তর্কশাস্ত্রে আলিম ব্যক্তিত্ব। ইসলামী জ্ঞান রাজ্যে ব্যাপক ও গভীর বিচরণের জন্য তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি বিশ্বজোড়া।

এই জ্ঞানসাধক অনারব হয়েও আরবী ভাষায় যে সব মৌলিক গবেষণামূলক ইসলামী গ্রন্থাবলি রচনা করেছেন, তা অধ্যয়ন করলে অবাক হতে হয়। ঐতিহাসিক খতীব বাগদাদী (র.) বলেছেন, "ইমাম তাবারী (র) মানবজাতির ইতিহাস জ্ঞাত একজন বিজ্ঞ ইতিহাসবেত্তা ছিলেন।" ইমাম জুরাইজ (র.) বলেছেন, "ইমাম তাবারী (র.) ইলমে ফিকহে একজন বিজ্ঞ ফাকীহ্‌ ছিলেন। তাছাড়া তিনি জ্ঞানের বহু শাখায় পারদর্শী ছিলেন। যেমন ইল্‌মে কিরা'আত, তাফসীর, হাদীস ও ইতিহাস।" ইব্‌ন খাল্লিকান, আস্‌-সুব্‌কী, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইমাম নববী, ইব্‌ন তাইমিয়াহ, ইব্‌ন খুযায়মা (র.) প্রমুখ ইসলামী পণ্ডিত, দার্শনিক ও বিজ্ঞজনের মতে, ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ জারীর আত্‌-তাবারী (র.) ইলমে তাফসীর ও ইসলামের ইতিহাসের জনক। তিনি ছিলেন এক অনন্য ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব।

তাফসীর ও ইতিহাস প্রণয়নে আল্লামা তাবারী (র.) তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, সুক্ষ্মবিশ্লেষণ শক্তি, সুদূর প্রসারী অন্তরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মননীশলতা, একাগ্রতা, বাচনভঙ্গি, বর্ণনাশৈলী ছিল অনন্য সাধারণ বিস্ময়কর ও প্রশংসার দাবীদার। তিনি ছিলেন অবিস্মরণীয় স্মৃতিশক্তির অধিকারী। এ কারণে তাঁকে ইলমে লাদুন্নীর অধিকারীও বলা হয়ে থাকে। তাঁর ইতিহাস ও তাফসীর গ্রন্থ পাঠে সহজেই বুঝা যায় তিনি আজীবন কিরূপ কঠোর সাধনা করেছিলেন এবং সত্যিকার জ্ঞানের অনুশীলনে তাঁর জীবনকে

www.pathagar.com

কিভাবে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি একাধারে দীর্ঘ চল্লিশ বছর দৈনিক চল্লিশ পাতা করে মৌলিক গবেষণামূলক রচনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ ছিল মুলত একশত পঞ্চাশ খণ্ডে। ছাত্রগণের অধ্যয়নের সুবিধার্থে পরবর্তীতে তা মাত্র পনের খণ্ডে সংক্ষিপ্তভাবে রচনা করেন। এর দ্বারা বুঝা যায় ইমাম তাবারী (র.)-এর জ্ঞানের বিশালতা ও গভীরতা কত ব্যাপক ও প্রসারিত ছিলেন। আরবী ভাষায় তাঁর আগে কেউ এত বিশাল ও বিস্তৃত ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম হননি। তিনি মানব সৃষ্টির আদিকাল অর্থাৎ হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে রিসালাতের সর্বশেষ হযরত মুহাম্মদ (সা.) খুলাফায়ে রাশিদূন এবং উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগ পর্যন্ত সকল ইতিহাস অত্যন্ত নির্ভরযোগ্যভাবে তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। তিনি ইতিহাস বর্ণনার ধারাকে হাদীসের অনুরূপ সনদযুক্ত করেছেন। পরবর্তীকালে তাঁর অনুসরণে ইতিহাসবিদ মিস্‌কাওয়া, ইবনুল আসীর, আল্লামা যাহাবী (র.) সহ অনেক জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগি অধ্যাপক ড. মোঃ আজিজুল হক "আল্লামা জারীর তাবারী (র.) ঃ ইতিহাস চর্চায় তাঁর অবদান" গ্রন্থখানা প্রণয়ন করেছেন। আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তাঁকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। গ্রন্থখানা প্রকাশের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন আমি সকলকে মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি। মহান আল্লাহ্ আমাদের পরিশ্রম কবূল করুন। আমীন ॥

মাওলানা মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান
পরিচালক
গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৩

প্রথম অধ্যায়
আল্লামা মুহাম্মদ জারীর তাবারী (র.)-এর
পরিচিতি ও সমসাময়িক সমাজ

জন্ম ২৪
বংশ ২৬
জন্মস্থান ২৯
শিক্ষা ও দেশভ্রমণ ৩২
জীবন পরিক্রমা ও মৃত্যু ৪১
সমকালীন সমাজ ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর ৪৩

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইতিহাস চর্চার ধারার সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা

প্রাচীন ও ইসলামপূর্ব যুগ ৪৯
ইসলামী যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে ইতিহাস চর্চার সূচনা ৫৭
ইতিহাস চর্চার ক্রমোন্নয়নে কুলজীবেত্তা ও আখ্‌বারীর ভূমিকা ৭১
ইতিহাস চর্চার বিকাশ যুগ এবং বিশ্ব ইতিহাস রচনার প্রয়াস ৮২

তৃতীয় অধ্যায়
হাদীস, সীরাহ্ ও ইতিহাস চর্চার পদ্ধতি পর্যালোচনা

হাদীস ও সীরাহ্ চর্চায় উসূল বা নীতিমালা নির্ধারণের পটভূমি ও প্রয়োজনীয়তা ৯৭
হাদীস ও খবর সমালোচনা অভিজ্ঞানের অধিভুক্ত প্রধান বিষয়সমূহের
পরিভাষা, সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ ১০৪
হাদীস ও তারীখের নিরীক্ষায় আসমাউর রিজাল ১১০

www.pathagar.com

হাদীস ও খবরের বিশুদ্ধতা নিরূপণে রিওয়ায়াত ও দিরায়াত ১১৩
গুণাগুণ বিচার ও দোষত্রুটি নির্ণয়ে জারহ্ ও তা'দীল ১১৭

চতুর্থ অধ্যায়
তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল মুলূক ঃ বিষয় পর্যালোচনা
(প্রাক ইসলাম যুগ)

সৃষ্টিতত্ত্ব ১২০
জামাদাত (জড় পদার্থ ও বস্তু) ১২৩
নাবাতাত (উদ্ভিদরাজি) ১২৮
হাইওয়ানাত (প্রাণীজগত) ১২৮
রিসালাত ও নবুওয়াতের ধারা ১৩৪
প্রাচীন সম্রাজ্য ও শাসকবর্গ ১৪৪
ব্যাবিলন ১৪৫
মিসর ১৫০
আরব ও ইয়ামন ১৫৩
প্যালেস্টাইন ১৫৬
পারস্য ১৬১

পঞ্চম অধ্যায়
তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল মুলূক ঃ বিষয় পর্যালোচনা
(ইসলামী যুগ)
মহানবী (সা.) ও খুলাফা রাশিদূন

মহানবী (সা.) ১৬৭
মুবতাদা ১৬৭
মাব'আস ১৭১
মাগাযী ১৭৬
খুলাফা রাশিদূন : উদ্ভব ও পর্যালোচনা ১৯২
উমাইয়া ও আংশিক আব্বাসীয় যুগ ২০০
আংশিক আব্বাসীয় যুগ ২১৩
আব্বাসীয় প্রশাসনে অনারব প্রভাব ২১৯

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

আল তাবারী (র.)-এর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী ঃ সমীক্ষা ও মূল্যায়ন

আল্লামা তাবারী (র.)-এর কয়েকটি প্রধান গ্রন্থ পর্যালোচনা ২২১
আল্লামা তাবারী (র.)-এর রচনা বৈশিষ্ট্য ২২৬
আল্লামা তাবারী (র.) ও ইতিহাস দর্শন ২২৯

সপ্তম অধ্যায়

তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল মুলূক ঃ প্রাসঙ্গিক ও নির্বাচিত অংশ বিশেষের অনুবাদ

মানুষ সৃষ্টি ও পৃথিবীতে মানব সমাজের সূচনা ২৩৩
হযরত আদম (আ.) ২৩৩
বেহেশ্‌তে কালযাপন ২৩৪
পৃথিবীতে মানব সমাজ ২৩৫
নবী ও রাসূলগণের জীবনের বিশেষ ঘটনা প্রবাহ ২৩৬
হযরত নূহ্ (আ)-এর প্লাবন ২৩৬
হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর আগমন ২৩৮
হযরত মূসা (আ.) ও ফিরআউন ২৪১
হযরত দাউদ (আ.) ও সমকালীন প্রসঙ্গ ২৪৩
হযরত ঈসা (আ.) এক ব্যতিক্রম সৃষ্টি ২৪৪
প্রাচীন শাসক ও শাসিতের ইতিবৃত্ত ২৪৬
বখ্‌তে নাসের ও বায়তুল মাক্‌দাস ২৪৬
আসহাবে কাহাফ ২৪৭
সামসুন ২৪৯
হারমুয ২৫০
কিস্‌রা নাওশারওয়ান ২৫১
মহানবী (সা.) ও তাঁর প্রতিনিধিগণ ২৫১
মহানবী (সা.) এর বংশক্রম ২৫১
মহানবী (সা.) ও খাদীজা (রা.)-এর পরিণয় ২৫২
রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রথম ওয়াহী লাভ ২৫৩
বদরের যুদ্ধের পটভূমি ২৫৪

www.pathagar.com

মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপট	২৫৭
ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আবূ বকর (রা.)-এর ভূমিকা	২৫৮
দীওয়ান প্রতিষ্ঠায় উমর (রা.)-এর অবদান	২৬০
মুয়াবিয়ার সকাশে হযরত আলী (রা.)-এর প্রতিনিধি	২৬১
উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতের প্রধান কয়েকটি ঘটনা	২৬৩
উমাইয়া খিলাফত ও মারওয়ান ইব্ন হাকাম	২৬৩
আবদুল মালিকের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরের সর্বশেষ প্রচেষ্টা	২৬৫
আব্বাসীয়দের চূড়ান্ত আন্দোলন ও উমাইয়া খিলাফতের পরিসমাপ্তি	২৬৭
আল মনসূর ও আবূ মুসলিমের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব	২৬৯
উপসংহার	২৭১
গ্রন্থপঞ্জী	২৭৬

www.pathagar.com

শব্দ সংক্ষেপ

BME	Blackie's Modern Encyclopaedia of Universal Information.
CE	Chamber's Encyclopaedia.
EA	Encyclopaedia Americana.
EB	Encyclopaedia Britannica.
EI	Encyclopaedia of Islam.
EIU	Encyclopaedia of Islam (Urdu).
ESS	Encyclopaedia of Social Science.
History of Civilization	History of Civilization Ancient and Medieval. (Hutton Webster)
IICP	International Islamic Colloquium Papers.
আল মাওয়াহিব	আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়্যা (আল-কুস্তলানী)
আল-রাহীক	আল-রাহীক আল-মাকতূম (শফী উদ্দীন মুবারকপুরী)
ইল্‌ম আল-তারীখ	ইল্‌ম আল-তারীখ ইনদা আল-মুসলিমীন (মূল ঃ ফ্রাঞ্জ রোজেন্‌থ্যাল)
উলূম আল-হাদীস	উলূম আল-হাদীস ওয়া মুস্‌তালাহুহু (সুবহী সালিহ)

www.pathagar.com

[বার]

জামি'আল-বায়ান	জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন (আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী)
তাদবীন	তাদবীন সিয়ার ওয়া মাগাযী (কাযী আতাহার মুবারকপুরী)
নুযহাত আল-নযর	নুযহাত আল-নযর ফী তাওযীহ মুখ্তার আল-ফিক্র (ওয়াকার আলী ইব্ন মুখ্তার আলী)
নুর আল-ইয়াকীন	নূর আল-ইয়াকীন ফী সীরাত সাইয়েদ আল-মুরসালীন (মুহাম্মদ আল-খুদ্রী বেগ)
মুরুজ আল-যাহাব	মুরুজ আল-যাহাব ওয়া মা'আদিন আল-জাওহার (আল মাসউদী)
মুসলিম মুদ্রা	মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প (এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী)
মাদারিজ	মাদারিজ আল-নবুওয়াত (আবদুল-হক মুহাদ্দিস দেহলবী)

www.pathagar.com

ভূমিকা

কোন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করার পূর্বে ইতিহাস ও ইতিহাস চর্চা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। ইতিহাসকে কেন্দ্র করে ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত। সাধারণভাবে মনুষ্য কার্যাদির সার্বিক বিবরণ ইতিহাস হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়ে থাকে।[১] কিন্তু সে সবের কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ধারণ ও প্রায়োগিক দিক বিচার বিশ্লেষণ না করে গ্রহণ করলে তাতে সত্যের কোন প্রতিফলন ঘটে না; বরং কিংবদন্তী ও আখ্যান-উপাখ্যানে পরিণত হয়ে চিত্ত বিনোদনমূলক নিছক পুরাকাহিনী হিসেবে গণ্য হয়। ইতিহাসের একজন গবেষক পূর্ব ধারণার বশবর্তী হয়ে গবেষণার উপাদানসমূহ সংগ্রহ করেন না; বরং অনুসন্ধান করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তিনি বিষয়াদির পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ, তত্ত্বানুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা ইতিহাসের পূনর্গঠন করে থাকেন। মানব জীবনের বিস্তৃত পরিসরে যে ঘটনা প্রবাহের অবতারণা হয় একে অবলম্বন করে সমীক্ষণ ও অবেক্ষণের মাধ্যমে রচিত হয় ইতিহাস। কোন বিষয়ের ইতিহাস আলোচনার উপকরণের সংগ্রহ হতে যাচাই-বাছাই করে তথ্য নির্বাচন করতে হয়। নির্বাচন করার সময়ে তথ্যের সমালোচনা অত্যাবশ্যক। সমালোচনার আলোকে যাচাই না করলে সংগৃহীত উপাদান ও উপাত্তের নির্ভরযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। এর পরবর্তী পর্যায়ে আসে তথ্যের বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতীতের পুনর্গঠন সম্ভব। ঘটনার কারণ ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ইতিহাস-দর্শন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরীক্ষা নিরীক্ষার এসব স্তর পেরিয়ে যখন কোন ঐতিহাসিক বিবরণ

---

১. মমতাজুর রহমান তরফদার সম্পাদিত, ইতিহাসের দর্শন (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮১) পৃ. ১-২, বাদল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'ইতিহাস রচনার পদ্ধতি ও সমস্যাবলী', ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৮০ বাংলা, পৃ. ১-২।

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তা বিজ্ঞানসম্মত ও পদ্ধতিগত হয়েছে বলে স্বীকৃত হয়।[২] সমাজের সাথে সম্পৃক্ত থেকে মানবগোষ্ঠীর অতীত ও সমসাময়িক কার্যাবলীর খতিয়ান ইতিহাস হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। কিন্তু ইতিহাসের লিখন ও পঠন-পাঠন, পদ্ধতি বিশ্লেষণ, তথ্যাদির যাচাই-বাছাই, ঘটনা প্রবাহের বিশ্বস্ততা ও বিশুদ্ধতা নিরূপণ এবং এ সবের নিরিখে ইতিহাস সংক্রান্ত রচিত গ্রন্থাবলী ও রচয়িতাগণের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন ইতিহাস চর্চা হিসেবে অভিহিত হয়।

ইতিহাস ও ইতিহাস চর্চার এই প্রেক্ষাপট সামনে রেখে মূল বিষয়ের উপর আলোকপাত হবে। প্রাচীন বিশ্বে গ্রীকগণ অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে ইতিহাস চর্চাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোদোতাস (জন্ম ৪৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) বহুস্থান পরিভ্রমণ করে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে ইতিহাস রচনার প্রয়াস পান।[৩] তাঁকে অনুসরণ করে থুকিদিদিস (৪৭৮-৪১১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ ইতিহাস রচনায় ব্যপৃত ছিলেন।[৪] পরবর্তীকালে রোমকগণও ইতিহাস রচনার ধারা অব্যাহত রাখেন।[৫] এমনিভাবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবপূর্ব যুগে পারস্যও ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। প্রাক ইসলাম যুগের আরবদের কবিতা রচনা, কবিতা ও গল্পের সান্ধ্য মজলিসে তাঁদের জীবনধারা ও গোত্রীয় শৌর্য ও বীরত্বের ইতিহাস যশ কীর্তিত

---

২. ইব্ন খাল্লিকান, ওফায়াত আল-আইয়ান, ১ম খণ্ড (মিসর ঃ বুলাক, ১২৯৯ হিজরী), পৃ. ৪২০-৪২১, আবদুল-আযীয আল-দূরী, নাশ'আত ইল্ম আল-তারীখ ইনদা আল-আরব (বৈরূত মাতবা'আহ আল-কাছুলীকীয়াহ, ১৯৬০) পৃ. ৫৫-৫৬, এ. কে. এম. ইয়াকূব আলী, আরব জাতির ইতিহাস চর্চা (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২) পৃ. ৬-৭, ৫০-৫১)।

৩. Hutton Webster, History of Civilization Ancient and Medieval (Boston : D. C. Heath and Company, 1947) PP. 220-238 (Henceforth the Source is referred to as History of Civilization); Feinand Schevill, Six Historians (Chicago : The University of Chicago Press, 1956), PP. 1-3; Chambers's Encyclopaedia, Vol.vi (London : Pergamon Press, 1967), P. 119 (Henceforth the source is referred to as CE) ; Encyclopaedia Britannica, Vol. II (London : William Benton, 1973), P. 530 (Henceforth the source is referred to as EB) ; আশরাফ উদ্দিন আহমেদ, 'ইতিহাসের জনক হিরোদোতাস' ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহস পরিষদ পত্রিকা, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা ১৯৮১, পৃ. ৩-৬, মুহাম্মদ জহুরুল ইসলাম, 'প্রাচীন ঐতিহাসিক থুকিদিদিস', ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৭৬ বাংলা, পৃ. ২০-২৬।

৪. অত্র গ্রন্থ, দ্বিতীয় অধ্যায়।

৫. প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় অধ্যায়।

www.pathagar.com

হয়েছে। উপরন্তু দক্ষিণ আরবের শিলালিপিতে রাজরাজড়াদের প্রশস্তিমূলক কীর্তি ও প্রশাসন কাঠামো-সম্পর্কিত বিষয়াদি লিপিবদ্ধ ছিল।[৬] প্রাক-ইসলাম যুগের এসব ক্রিয়াকর্ম পরবর্তী সময়ে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। মহানবী (সা.)-এর আগমনের পর বিভিন্ন অতীত ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁর উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়। এতে অতীতের সংগে পরিচিত হওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে ইতিহাস চর্চার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। মহানবী (সা.) ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবনের ঘটনাবলী ও প্রতিপক্ষের বিরদ্ধে সামরিক অভিযানসমূহ সীরাত ও মাগাযীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে আরবের মুসলমানদের মধ্যে ইতিহাস সচেতনতা সৃষ্টি করে।[৭] মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কারণে তাঁর বাণী ও জীবনের ঘটনাবলী লিখে রাখার সাধারণ অনুমতি ছিল না। আল-কুরআন সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত হওয়ার পর এই বাঁধা অপসারিত হয় এবং হিজরী প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্ধের পর হতে মহানবী (সা.)-এর মাগাযী ও সীরাতের উপর তথ্যাদি সংগৃহীত হয়, গ্রন্থ রচনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই পর্যায়ে যে সব ব্যক্তিত্ব মহানবী (সা.)-এর গায্ওয়া ও সীরাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে উরওয়া ইব্ন যুবাইর (মৃ. ৯৪ হি.), আবান ইব্ন উসমান (মৃ. ১০০ হি.), আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা (মৃ. ১২০ হি.), আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন হাযম (মৃ. ১৩০ হি.) ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব আল-যুহরীর (মৃ. ১২৪ হি.) নাম উল্লেখযোগ্য।[৮] এর পরবর্তী পর্যায়ে ইতিহাস চর্চা মদীনা এবং কূফা-বাসরা কেন্দ্রীভূত হয়ে গতি লাভ করে। মদীনায় মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক অনুসৃত ধারা এবং কূফা-বাসরায় আখ্বারীদের গোত্রীয় বর্ণনা-ধারা প্রাধান্য লাভ করে।[৯] মদীনায় ইতিহাস চর্চার ইসনাদ পদ্ধতির উপর গুরত্ব

---

৬. ইব্ন হিশাম, আল-সীরাত আল-নববীয়্যা, ১ম খণ্ড (মিসর ঃ মুস্তাফা আল-বাব আল-হালাবী ওয়া আওলাদুহু ১৯৫৫, পৃ. ৪-৫, হাজী খলীফা, কাশফ আল-যুনূন, ১ম খণ্ড (বৈরূত ঃ দার আল-ফিক্র, ১৯৮১) পৃ. ৩৫, B. Lewis, Historians of the Middle East (London : Oxford University Press, 1962), P. 47.

৭. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০, আবর জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৮, শিবলী নু'মানী সীরাতুন নবী (সা.), ১ম খণ্ড, অনুবাদ, মহীউদ্দিন খান (ঢাকা ঃ প্যারাডাইস লাইব্রেরী, ১৯৭৪) পৃ. ২০-২৯,; H.A.R. Gibb, Studies on the Civilization of Islam (London : Routledge & Kegan Paul Ltd., 1962(, P III ; EB, Vol. II, P. 538.

৮. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪-৬, আল-ওয়াকিদী, কিতাব আল-মাগাযী, ১ম খণ্ড (লন্ডন ঃ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৬৬), পৃ.ঃ ২০-২১, ইব্ন সা'দ, আল-তাবাকাত আল-কুবরা, ৫ম খণ্ড (বৈরূত ঃ দার সদর, ১৩৭৬ হি.), পৃ. ১৩৩-১৫৬, আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১, আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৯।

৯. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯, আরব জাতির ইতিহাস চর্চা পৃ. ৭, B. Lewis, op.cit., P 46.

www.pathagar.com

আরোপিত হয় এবং ঘটনার যাচাই-বাছাইয়ে অধিক সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। অপরপক্ষে কূফা-বসরায় আখ্‌বারী ঐতিহাসিকদের যে ধারা গড়ে ওঠে তাতে সনদের প্রয়োগ ও তথ্যাদির বিশ্লেষণে শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী পর্যায়ে দেশ বিজয়ের সাথে সাথে ইতিহাসের পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে। এ সময় গোত্রীয়, বংশীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় ইতিহাস রচনার উপর গুরত্ব আরোপিত হয়।[১০] এসব ইতিহাস রচনার প্রেক্ষাপট তৈরী করতে মহানবী (সা.)-এর চরিত ইতিহাস গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উমাইয়া খলীফা উমর ইব্‌ন আবদুল-আযীয (র.) প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন শিহাব আল-যুহরীকে মহানবী (সা.)-এর সীরাত সংক্রান্ত ঘটনাবলী এবং তাঁর হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রাসূলে আকরাম (সা.)-এর গায্‌ওয়া সম্পর্কিত হাদীসসমূহ একত্রিত করার প্রয়াস পান। তাঁর রচিত 'কিতাব আল-মাগাযী' এই প্রচেষ্টার স্বাক্ষর বহন করে।[১১] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকের (মৃ. ১৫১ হি.) 'সীরাতু রাসূলিল্লাহ্' গ্রন্থে মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ চরিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই গ্রন্থ তিনটি অংশে বিন্যস্ত। প্রথম অংশ 'আল-মুবতাদা' ঃ সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাব কাল পর্যন্ত সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। দ্বিতীয় অংশ 'আল-মাব'আস' ঃ মহানবী (সা.)-এর রিসালতের ইতিহাস এবং তৃতীয় অংশ 'আল-মাগাযী'ঃ মদীনা জীবনে মহানবী (সা.)-এর সামরিক অভিযানসমূহের বিবরণ।[১২] ইব্‌ন ইসহাকের সীরাত পরবর্তীকালে আবদুল-মালিক ইব্‌ন হিশাম (মৃ. ২১৩ হি. মতান্তরে ২১৮ হি.) কর্তৃক সংশোধিত হয়ে জাতির সামনে প্রকাশ পেয়েছে।[১৩] এরপর নবী করীম (সা.)-এর সীরাতের উমর উল্লেখযোগ্য লিখিত গ্রন্থ মুহাম্মদ ইব্‌ন উপর আল-ওয়াকিদীর (মৃ. ২০৬ হি.) 'কিতাব আল-মাগাযী'।[১৪] এই গ্রন্থে

---

১০. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০, আরব জাতির ইতিহাস চর্চা পৃ. ৪৪, ১৪১; M.S Khan, 'Medieval Arabic Historiography' Islamic Studies, Islamic Research Institute, Vol. XXIII, No. 3, Islamabad, 1984, PP. 234-235.

১১. ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫, আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২-২৩, আবূ আল-ফালাহ আবদুল-হাই, শাযারাত আল-যাহাব, ২য় খণ্ড (কায়রো ঃ আল-মাকতাবাত আল-কুদসী, ১৩৫০ হিজরী), পৃ. ১৬২, EIU, Vol. iv, P. 50.

১২. অত্র গ্রন্থ, দ্বিতীয় অধ্যায়।

১৩. প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় অধ্যায়।

১৪. আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩, ইব্‌ন নাদীম, আল-ফিহ্‌রিস্ত (বৈরূত ঃ মাকতাবাহ আল-খাইয়াত, ১৮৭২) পৃ. ৯৮-৯৯, আবূ আল-বারকাত আবদুর-রউফ দানাপুরী, আসাহ্ আল-সিয়ার (করাচীঃ এডুকেশন প্রেস, ১৩৫১ হি.), পৃ. ১৫, ফ্র্যাঞ্জ রোজেনথ্যাল, ইলম আল-তারীখ ইনদা আল-মুসলিমীন, তাহকীক, সালিহ্ আহ্‌মদ (বাগদাদ ঃ মাকতাবাহ আল মাসনা ১৯৬২), পৃ. ২৭৪-২৭৭ (এখন থেকে এই উৎসটি সংক্ষেপে 'ইলম আল-তারীখ' ব্যবহৃত হবে)।

www.pathagar.com

তিনি মহানবী (সা.)-এর সামরিক অভিযানসমূহের বিস্তারিত বর্ণনার সাথে সাথে ওকুস্থলের পটভূমি নির্দেশ করেছেন। এই গ্রন্থ পাঠে আমরা মহানবী (সা.)-এর মদীনা জীবনের বাস্তব চিত্রের সাথে পরিচিত হতে পারি। আল-ওয়াকিদীর সচিব মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ (মৃ. ২৩০ হি.) 'আল-তাবাকাত আল-কুব্‌রা' নামে যে গ্রন্থটি রচনা করেন তার প্রথম অংশে মহানবী (সা.)-এর জীবনের ইতিহাস বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।[১৫] হিজরী তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর রচিত ইতিহাসের উপর প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনার প্রয়াস চলেছে।

দেশ বিজয়ের সাথে সাথে মুসলিম ইতিহাস চর্চার পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে। আঞ্চলিক ইতিহাস, বিজয়ের ইতিহাস এবং তাদের সমন্বয়ে জাতীয় ইতিহাসের রূপরেখা সৃষ্টি হয়েছে। রাজনৈতিক দলের দ্বন্দ্ব, বিদ্রোহীদের দমন এবং নতুন নতুন স্থান বিজয় সম্পর্কে খবর সংগৃহীত হয়ে ইতিহাস রচনার প্রেক্ষিত সৃষ্টি করেছে। বিজিত অঞ্চলের নতুন সমস্যার সমাধানে ইজ্‌মা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা ইতিহাসের উপাদান হিসেবে গণ্য হয়েছে। প্রশাসনিক অবকাঠামোয় উমাইয়া যুগে গোত্রীয় গৌরবের ভিত্তিতে কর্মকর্তাগণের নিয়োগ কুলজী পঠন-পাঠন ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আবূ মিখনাফ (মৃ. ১৫৭ হি.), আওয়ানা ইব্ন হাকাম (মৃ. ১৪৮ হি.), সাইফ ইব্ন উমর (মৃ. ১৮০ হি.), নস্‌র ইব্ন মাজাহিম (মৃ. ২১২ হি.) ও আল-মাদায়িনী (মৃ. ২২৫ হি.) বিদ্রোহ দমন, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং বিজয় সম্পর্কিত বিষয়ের খবর সংগ্রহ করে ইতিহাসের উপকরণকে একত্রিত করেছেন।[১৬] এঁরা আখ্‌বারী হিসেবে পরিচিত এবং খবরের বিবরণে বিশেষ কোন গ্রোত্রের রিওয়ায়াত গ্রহণ করা এবং সনদ বর্ণনায় গুরত্ব আরোপ না করায় এসব আখ্‌বারীর রচিত গ্রন্থের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়। আবূ ইয়াকজান আল-নাস্‌সাব (মৃ. ১৯০ হি.), হায়সুম ইব্ন আদী (মৃ. ২০৬ হি.), আবূ উবাইদা (মৃ. ২০৮ হি.) ও মুস'আব ইব্ন আব্‌দুল্লাহ আল-যুবায়রী (মৃ. ২৩৩ হি.) কুলজী চর্চাকে ইতিহাসের পরিমণ্ডলে প্রবেশ করিয়েছেন।[১৭] হাদীসবেত্তা ও মুয়ার্‌রিখূন জাতীয় গৌরব সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন তথ্যের সমন্বয় সাধন করে ইতিহাস চর্চার গতিপথ সৃষ্টি করেছেন। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় হতে এমন ঐতিহাসিকগণের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা কোন বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্রে অথবা ধরাবাধা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে

১৫. অত্র গ্রন্থ, দ্বিতীয় অধ্যায়।
১৬. গ্রাগুক্ত, দ্বিতীয় অধ্যায়।
১৭. গ্রাগুক্ত, দ্বিতীয় অধ্যায় ।

www.pathagar.com

সীরাত বা জীবন চরিত, আখ্‌বার ও কুলজী গ্রন্থ এবং বিভিন্ন বিশ্বস্ত উৎস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুবিন্যস্তভাবে জাতির ইতিহাস সৃষ্টিতে মূল্যবান অবদান রেখেছেন। ইতিহাস রচনার এই অগ্রগতিতে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও জাবির আল-বালাযূরী (মৃ. ২৭৯ হি.) নাম উল্লেখ করা যায়।[১৮] তাঁর 'ফাতূহুল-বুলদান' ও 'আনসাব আল-আশরাফ' গ্রন্থদ্বয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'ফাতূহুল-বুলদান' গ্রন্থে তিনি ঘটনার প্রেক্ষাপটসহ ইসলামের বিজয়ের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। উপরন্তু এ গ্রন্থে শহর ও নগর প্রতিষ্ঠা, মসজিদ ও অন্যান্য ইমারত নির্মাণ, প্রশাসনিক কাঠামো, কর নির্ধারণ ও মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদি আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একটি জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিক্রমায় যে সব বিষয় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তা সংক্ষিপ্তভাবে এই গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে।[১৯] ফিকরাত আল-উম্মাহ্‌ বা জাতির চিন্তাধারা এ সবের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। তাঁর 'আনসাব আল-আশরাফ' ইসলামের ইতিহাসের উপর একটি মূল্যবান গ্রন্থ। এর রচনাশৈলী তাবাকাত, আখ্‌বার ও আনসাব গ্রন্থের লিখন পদ্ধতিকে একত্রিত করেছে। খলীফাদের সীরাত আলোচনার সাথে সাথে সে সময়ের সংঘটিত ঘটনাবলী ও দলীয় রাজনৈতিক কার্যাবলী এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মোটকথা আল-বালাযূরীর গ্রন্থদ্বয় মুসলিম জাতির চিন্তাধারার অগ্রগতি এবং প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেছে।[২০] জাতির ইতিহাস রচনার গতিপথ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বিগত সমাজ, জনগোষ্ঠী, নবী-রাসূল ও শাসক সম্প্রদায়ের কার্যাদির সাথে পরিচিত হওয়ার প্রবণতা থেকে বিশ্ব ইতিহাস রচনার প্রেক্ষাপট গড়ে ওঠে। এই পর্যায়ে আল-ইয়াকূবী (মৃ. ২৮৪ হি.) তাঁর 'তারীখ' গ্রন্থের সৃষ্টির ইতিহাস থেকে শুর করে প্রাচীন শাসকগণের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করে ইসলামী যুগের ২৫৯ হিজরী/৮৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এসে সমাপ্ত করেছেন।[২১] ইব্‌ন কুতাইবার (মৃ. ২৭৬ হি.) 'আল-মা'আরিফ' গ্রন্থে বিশ্ব ইতিহাস লেখার প্রয়াস প্রতিফলিত

---

১৮. আল-বালাযূরী, ফাতূহুল-বুলদান, ১ম খণ্ড (মিসরঃ আল-মাকতাবাত আল-তিজারীয়াহ আল-কুবরা, তা.বি.), পৃ. ২-৬, ইব্‌ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩-১১৪, আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০, আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪২।

১৯. অত্র গ্রন্থ, দ্বিতীয় অধ্যায়।

২০. আল-বালাযূরী, আনসাব আল-আশরাফ, ৫ম খণ্ড (জের জালেম ঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৪০ খ্রী), পৃ. ১০৫-১৬৪, ৩৭৮, আল-দূরী, প্রাগুক্তা, পৃ. ৪৯-৫০, আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪২-৪৩।

২১. অত্র গ্রন্থ, দ্বিতীয় অধ্যায়।

www.pathagar.com

হতে দেখা যায়। তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে বর্ণনা শুর করে আব্বাসীয় খলীফা আল-মু'তাসিমের (৮৩৩-৮৪২ খ্রিস্টাব্দে) যুগ পর্যন্ত এসে শেষ করেছেন।[২২] আল-দিনওয়ারী (মৃ. ২৮২ হি.) রচিত 'আল-আখ্বার আল-তিওয়াল' গ্রন্থ বিশ্ব ইতিহাস আলোচনায় এক অনন্য সৃষ্টি। রিসালতের যুগ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করার পর তিনি প্রাক-ইসলাম যুগের বিভিন্ন দেশ ও জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেছেন এবং ইসলামী যুগের ইরাক ও ইরানের ঘটনাবলী তাঁর আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে।[২৩] বিশ্ব ইতিহাস রচনার তালিকায় আল-তাবারীর (মৃ. ৩১০ হি.) 'তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক' গ্রন্থ একটি অনন্য সৃষ্টি হিসেবে উল্লেখ করা যায়।[২৪] তাঁর এই ইতিহাস গ্রন্থ সৃষ্টির আদি থেকে শুর করে প্রাচীন যুগের নবী-রাসূল, জনগোষ্ঠী, সমাজ ও শাসক সম্পর্কে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং মহানবী (সা.)-এর সীরাহ থেকে শুর করে ৩০২ হি./৯১৫ খ্রি. পর্যন্ত খিলাফতের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।[২৫] ইতিহাসকে তিনি আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে মনুষ্য সম্পাদিত কার্যাদির ভূমিকার স্থান নির্দেশ করেছেন। প্রাচীন যুগের ইতিহাস বর্ণনায় তিনি কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে কেন্দ্রবিন্দু করে তার পূর্বের ও পরের ঘটনাবলী বিন্যস্ত করেছেন। অপর পক্ষে মহানবী (সা.) থেকে শুরু করে ৩০২ হি./৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ইতিহাস আলোচনা তিনি বর্ষভিত্তিক করে উপস্থাপিত করেছেন। ঘটনার যাচাই-বাছাই করে তিনি তা গ্রহণ করেছেন।[২৬] এই ক্ষেত্রে সনদের বলিষ্ঠতার উপর ঘটনার বিশ্বস্ততা নির্ভর করতো। তিনি একটি ঘটনার উপর একাধিক রিওয়ায়াত বিভিন্ন সনদে উপস্থাপিত করে ঘটনার গ্রহণযোগ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। ঘটনার অবেক্ষণ ও

---

২২. প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৯৮-১০০।

২৩. প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ১০০-১০১।

২৪. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী, তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, সম্পাদনা, নাসির ইব্ন সা'দ আল-রশীদ (মক্কা ঃ মাতাবি আল-সাফা, ১৪০২ হি.), ভূমিকা, আল-খাতীব আল-বাগদাদী, তারিখ বাগদাদ, ২য় খণ্ড (কায়রো ঃ মাকতাবাত আল-খান্জী, ১৩৪৯ হি.), পৃ. ১৬৩, মুহাম্মদ হুসাইন আল-যাহাবী, আল-তাফসীর ওয়া আল-মুফাস্সিরূন, ১ম খণ্ড (মিসর ঃ দার আল-কুতুব আল-হাদীস, ১৩৯৬ হি.), পৃ. ২০৫, 'আব্দুর রশীদ আল-ইমাম আল-তাবারী ফী হাদীসিহি, আন আল-সীরাত আল-নুবুবিয়্যাহ, আল-বাআছ আল-ইসলাম, নাদওয়াতুল উলামা, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, লাক্ষ্ণৌ, ১৩১১ হিজরী, পৃ. ৪০।

২৫. অত্র গ্রন্থ, দ্বিতীয় অধ্যায়।

২৬. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪, আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬, আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৫১-৫২; P.K. Hitti, op.cit, P. 390 ; B. Lewis, op.cit, P. 53 ; EB, Vol. II, P. 480; Islamic Studies, No. 3, 1948, P. 236; আল-বাআস আল-ইসলাম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৪১১ হি., পৃ. ৪০, ইতিহাস, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংল, পৃ. ৩০।

www.pathagar.com

চুলচেরা বিশ্লেষণ এবং সনদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের কারণে আল-তাবারীর 'তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক' গ্রন্থে আলোচিত ঘটনা পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ সনদের উল্লেখ না করে তাঁদের গ্রন্থে উপস্থাপিত করেছেন। এটি আল-তাবারীর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের উপর আলোকপাত করে। তাঁর এই গ্রন্থে প্যান ইসলামী ধারা বা ইসলামের গৌরব সমুন্নত রাখার প্রয়াস প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। হিজরী তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাস রচনার ধারায় তিনি পূর্ণতা দান করেছেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এক নবযুগের সূচনা করেছেন।[২৭]

ভূমিকা ও উপসংহারসহ মোট সাতটি অধ্যায়ে এই গ্রন্থ বিন্যস্ত হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তুর পটভূমি হিসেবে গণ্য করা যায়। চতুর্থ অধ্যায় ও পঞ্চম অধ্যায় 'তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক' গ্রন্থের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে আল-তাবারীর ইতিহাস চর্চার ধারা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আল-তাবারীর অন্যান্য গ্রন্থের মূল্যায়ন করে তাঁর ইতিহাস-দর্শন উপস্থাপন করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে আল-তাবারীর 'তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক' গ্রন্থ হতে তাঁর ইতিহাস চর্চা সম্পর্কে গ্রন্থে উপস্থাপিত প্রাসঙ্গিক ঘটনার অনুবাদ পেশ করা হয়েছে। ভূমিকায় আরব ইতিহাস চর্চার স্তর পর্যালোচনা, বিষয়বস্তুর উপর অধ্যায়ওয়ারী পর্যালোচনা, উৎস বিচার ও গ্রন্থে অনুসৃত পদ্ধতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আল-তাবারীর জন্ম ও বংশ পরিচয়, শিক্ষাজীবন ও দেশভ্রমণ, আকীদা ও বিশ্বাস এবং সমসাময়িক সমাজের প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতির ধারা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আল-তাবারী ২২৪ হিজরী/৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ উপকূলের পার্বত্য অঞ্চল তাবারিস্তানের আমুল শহরে এক অভিজাত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[২৮] তাঁর মেধাশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআন মজীদ মুখস্থ করেন। নয় বছর বয়সে হাদীস লেখা আরম্ভ করেন। তিনি 'ইল্‌ম লাদুনী' লাভ করেছিলেন বলে অনুমান করা যায়।[২৯] তিনি সে যুগের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র পরিভ্রমণ করে প্রখ্যাত আলিমগণের নিকট থেকে কুরআন, তাফসীর, ফিকহ্, ভাষাতত্ত্ব ও তারীখ সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। এই অর্জিত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে তিনি তাফসীর ও তারীখের উপর যে গ্রন্থ রচনা করেন তা

২৭. অত্র গ্রন্থ, ষষ্ঠ অধ্যায়।
২৮. প্রাগুক্ত, প্রথম অধ্যায়।
২৯. প্রাগুক্ত, প্রথম অধ্যায়।

www.pathagar.com

বিদগ্ধজনের নিকট উক্ত শাস্ত্রের দিক নির্দেশনা হিসেবে ভাস্কর হয়ে রয়েছে। আল-তাবারী 'আহ্লুস্ সুন্নাহ্ ও জামাআহ্' স্বীকৃত মাযহাব চতুষ্ঠয়ের মধ্যে শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। পরে একজন স্বীকৃত মুজতাহিদ হিসেবে তাঁর জারীরিয়া মাযহাব অনুসৃত হয়েছে।[৩০] তিনি কোন রাজপদ গ্রহণ করেননি, বরং অল্পেতুষ্ট থেকে সারা জীবন ধরে নিরলসভাবে জ্ঞান সাধনা করে গেছেন। দীর্ঘ জীবন পেয়ে তিনি ৩১০ হি./৯২৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[৩১]

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইতিহাস চর্চার ধারার উপর সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা পেশ করা হয়েছে। আল-তাবারীর ইতিহাস চর্চার ধারা ও দর্শনকে বুঝতে হলে প্রাচীন যুগ ও ইসলাম পূর্ব যুগের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক সম্পর্কে ধারণা প্রয়োজন। সে কারণে গ্রীক, রোমক ও পারসীয় ইতিহাস চর্চার ধারা এবং প্রধান ঐতিহাসিক সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হয়েছে।[৩২] এরপর ইসলামী যুগের হিজরী তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে যে সব স্তর লক্ষ্য করা যায় তার সীমারেখা নির্দেশ করা হয়েছে এবং সীরাত-মাগাযী, কুলজী ও আখ্বার প্রভৃতি বিষয়কে সংজ্ঞায়িত করে মুসলিম ইতিহাস চর্চার পরিসরের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ইতিহাস চর্চার ক্রমোন্নয়নের ধারায় বিশ্ব ইতিহাস রচনায় যে উন্নতি সাধিত হয়েছে সে সম্পর্কে বৈশিষ্ট্যসহ বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা পেশ করা হয়েছে।[৩৩] তৃতীয় অধ্যায়ে সীরাত, আখ্বার ও তারীখ চর্চার পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিজ্ঞান ও পদ্ধতি সম্মত উপায়ে মুসলমানগণ ইতিহাস চর্চা করেছেন, এবং সেজন্য ঘটনার বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের ঐতিহাসিকগণ হাদীস ও মহানবী (সা.)-এর সীরাত চর্চাকে একই পর্যায়ভূক্ত করতেন। ফলে হাদীসের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি সীরাত-মাগাযীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং বৃহত্তর পরিসরে তা তারীখের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়েছে। হিজরী তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়েছে।[৩৪] ইসনাদ পদ্ধতি এবং তা থেকে আসমাউর-রিজাল, খবরের বিশুদ্ধতা নিরূপণে রিওয়ায়াত ও দিরায়াত এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর দোষত্রুটি নির্ণয়ে জারহ্ ওয়াত্ তা'দীল প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এই অধ্যায়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।[৩৫]

---

৩০. প্রাগুক্ত, প্রথম অধ্যায়।
৩১. প্রাগুক্ত, প্রথম অধ্যায়।
৩২. প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় অধ্যায়।
৩৩. প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় অধ্যায়।
৩৪. প্রাগুক্ত, ষষ্ঠ অধ্যায়।
৩৫. প্রাগুক্ত, তৃতীয় অধ্যায়।

www.pathagar.com

চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে আল-তাবারীর 'তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক' গ্রন্থের মনোনীত বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রাক-ইসলাম যুগ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্বের উপর বিভিন্ন তত্ত্ব ও মতবাদ উপস্থাপন করে আল-তাবারীর দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত করা হয়েছে।[৩৬] উপরন্তু রিসালাত ও নবুওয়তের ধারা বর্ণনা করতে গিয়ে রিসালতের মর্যাদাসহ নবী ও রাসূলগণের কার্যক্রম, প্রতিপক্ষের সাথে সংঘাত এবং আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় তাঁদের ত্যাগ স্বীকারের অনুপম দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে।[৩৭] পঞ্চম অধ্যায়ে ইসলামী যুগ পর্যালোচিত হয়েছে। এতে মহানবী (সা.)-এর জীবন চরিতের বিভিন্ন দিকসহ খিলাফতের উৎপত্তি, খুলাফা রাশিদীনের কার্যক্রম, মুলুকিয়্যাত (রাজতন্ত্র) প্রতিষ্ঠা এবং উমাইয়া যুগ (৬৭১-৭৫০ খ্রি.) ও আব্বাসীয় যুগের ৩০২ হি./৯১৫ খ্রি. পর্যন্ত ইতিহাস রচনায় আল-তাবারীর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে।[৩৮] ষষ্ঠ অধ্যায়ে আল-তাবারীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর মূল্যায়ন, রচনাবৈশিষ্ট্য ও ইতিহাস দর্শনের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।[৩৯] সপ্তম অধ্যায়ে 'তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক' গ্রন্থে অনুবাদ আকারে মনোনীত কিছু ঘটনার সার সংক্ষেপ উপস্থাপিত হয়েছে এবং তা মূল বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ততা সৃষ্টি করেছে। উপসংহারে সংক্ষিপ্তভাবে গ্রন্থে উপস্থাপিত প্রধান প্রধান বিষয়ের মৌলিকত্ব ও অভিনবত্ব নির্দেশ করে গবেষণার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি গবেষক, সাধারণ বোদ্ধা পাঠক ও প্রাগ্রসর শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

আল-তাবারীর ইতিহাস চর্চা সম্পর্কে গভীরভাবে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। 'তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক' গ্রন্থ পাঠ করলে তাঁর ইতিহাস চর্চা সম্পর্কে আমরা সম্যক ধারণা লাভ করতে পারি। বিশ্ব ইতিহাস রচনায় তিনি যে অবদান রেখেছেন তা ভালভাবে পর্যালোচিত হওয়া প্রয়োজন। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আল-তাবারী সম্পর্কে বিভিন্ন উৎস হতে তথ্যাদি সংগ্রহ করে সে সবের আলোকে আল-তাবারীর ইতিহাস রচনায় মূল্যায়ন করেছি। তাঁর 'তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল মুলূক' গ্রন্থকে মূল উপজীব্য করে তাঁর ইতিহাস চর্চা সম্পর্কে গবেষণা চালিয়েছি এবং নতুন তথ্যের প্রয়োগ ও পুরাতন তথ্যের নতুন ব্যাখ্যা

---

৩৬. প্রাগুক্ত, চতুর্থ অধ্যায়।

৩৭. প্রাগুক্ত, চতুর্থ অধ্যায়।

৩৮. প্রাগুক্ত, পঞ্চম অধ্যায়।

৩৯. প্রাগুক্ত, ষষ্ঠ অধ্যায়।

www.pathagar.com

প্রদান করে বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তোলার প্রয়াস পেয়েছি। তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ দু'টি নামে দু'স্থান হতে প্রকাশিত হয়েছে এবং তা বর্তমানে পাওয়া যায়।[৪০] মিশরের কায়রো থেকে প্রকাশিত গ্রন্থটির নাম 'তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক' এবং লাইডেন থেকে প্রকাশিত গ্রন্থের নাম 'তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক'। মূল বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে গ্রন্থটিতে তেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তবে কায়রোয় প্রকাশিত 'তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক' গ্রন্থের অনেক স্থানে দূর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা করে বিষয়বস্তুকে সহজ করে তোলা হয়েছে।

ইতিহাসে আবেগ ও অনুভূতির স্থান নেই। সংগৃহীত উপাদান ও উপাত্তের বিশ্লেষণের আলোকে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার দ্বারা ইতিহাসের পুনর্গঠন হয়ে থাকে। আর ইতিহাস চর্চা সে ধারণাকে বাস্তবরূপ প্রদান করে। তাই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আল-তাবারীর উপস্থাপিত ঐতিহাসিক বিষয়সমূহকে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছি। স্বভাবত এই বিষয়ে বা Historical Methodology-ইতিহাসের নিরীক্ষাতত্ত্ব প্রয়োগ করে এই গ্রন্থে বিষয়বস্তুর সন্নিবেশন, বিন্যাস, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও ধারা উপস্থাপিত হয়েছে এবং সর্বোপরি টিকা, তথ্য নির্দেশ ও গ্রন্থপঞ্জি সুসামঞ্জস্যভাবে প্রদত্ত হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবূল করুন। যাঁরা এ মহান কাজে আমাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন আমি তাঁদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এবং তাঁদেরকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে উত্তম প্রতিফল দান করুন। আমীন!

ড. মোঃ আজিজুল হক

---

৪০. প্রাগুক্ত, তৃতীয় অধ্যায়।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

আল্লামা মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.)-এর পরিচিতি ও সমসাময়িক সমাজ

জন্ম

মুহাম্মদ ইব্ন জারীর (র.) কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ উপকূলের পার্বত্য অঞ্চল তাবারিস্তানের আমূল (آمُل) শহরে ২২৪ হিজরীতে / ৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।[১] তাঁর জন্মতারিখ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়।[২] কারো মতে তিনি ২২৪ হি./৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের রবিউল-আউয়াল মাসে জন্ম গ্রহণ করেন।[৩]

---

১. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী, তাহ্যীব আল-আসার ১ম খণ্ড, সম্পাদনা, নাসির ইব্ন সা'দ আল-রশীদ (মক্কা ঃ মাতাবি আল-সাফা, ১৪০২ হি.), ভূমিকা, পৃ. 'সা', ইব্ন খাল্লিকান, ওফায়াত আল-আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড (মিসর ঃ বুলাক, ১২৯৯ হি.), পৃ. ৫৭৭, ইব্ন নাদীম, আল-ফিহরিস্ত (বৈরূত ঃ মাকতাবাহ্ আল-খাইয়াত, ১৮৭২ খ্রী), পৃ. ২৩৪, মুহাম্মদ হুসাইন আল-যাহবী, আল-তাফসীর ওয়া আল-মুফাস্সিরূন, ১ম খণ্ড (মিসর ঃ দার আল-কুতুব আল হাদীস, ১৩৯৬ হি), পৃ. ২০৫, আবূ আল-ফালাহ আবদুল-হাই আল-আম্মাদ আল-হাম্বলী, শাযারাত আল যাহাব ফী আখবার আবনায়িয (কায়রো ঃ বিজাওয়ার আল-আযহার, ১৩৫০ হি.), পৃ. ২৬০ (এখন থেকে এই উৎসটি সংক্ষেপে আল-'আম্মাদ আল-হামবালী ব্যবহৃত হবে) P. K. Hitti. History of the Arbs (London : Macmillon & co. Ltd. 1961). P. 390; আবদুল মওদুদ, মুসলিম মনীষা (ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭০ খ্রী), পৃ. ৪৪, Encyclopaedia Britannica. Vol. XXI (London : William Benton. 1973). P. 594 (Henceforth the source is referred to as EB); মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, 'আরবূ কী তারীখ নবেসী', আল-মা'আরিফ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা লাহোর, ডিসেম্বর, ১৯৮৬, পৃ. ৬২, সাঈদ ইব্নুল কাদির, 'ইসলামের ইতিহাস পঞ্জী', ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা, দ্বাদশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩, পৃ. ৫৯।

২. তাহ্যীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, পৃ. 'সা', আল-খাতীব আল-বাগদাদী, তারিখ বাগদাদ, ২য় খণ্ড (কায়রো ঃ মাকতাবাত আল-খানজী, ১৩৪৯ হি), পৃ. ১৬৬।

৩. 'আবদুর-রশীদ, 'আল-ইমাম আল-তাবারী ফী হাদীসিহি আন আল-সীরাত আল-নুবুবিয়াত',আল-বা'স আল-ইসলাম, নাদওয়াত আল-'উলামা, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, লক্ষ্মৌ, ১৪১১ হি., পৃ. ৪০।

www.pathagar.com

আবার কারো মতে তিনি ২২৫ হি/৮৩৯ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন।[৪] জন্মতারিখ নিয়ে মতপার্থক্য হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ ইসলামপূর্ব এবং ইসলাম উত্তর যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার জন্মের পূর্ব অথবা পরের বছরে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য ঘটনার সাথে তার জন্মতারিখ সম্পৃক্ত করার রীতি প্রচলিত ছিল।[৫] উপরন্তু পারসীয়রা আরবদের ন্যায় বংশপঞ্জি রক্ষার ক্ষেত্রে তেমন সতর্কতা অবলম্বন করেনি। আল-তাবারীর জন্মের পূর্ব অথবা পরের বছরে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার সংবাদ আমাদের জানা নেই। আল-তাবারীর উক্তি থেকে অনুমান করা যায় যে, তাঁর পিতামাতা জন্মের তারিখ লিখে রেখে যাননি। ইব্ন জারীর (র.) বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর জন্মতারিখ সম্পর্কে নিকট আত্মীয়দেরকে জিজ্ঞাসা করতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ ২২৪ হিজরীর শেষ দিকে এবং কেউ ২২৫ হিজরীর প্রথম দিকে তাঁর জন্ম নির্দেশ করে।[৬] অধিকাংশ পণ্ডিতদের অভিমত এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রের উপর ভিত্তি করে তাঁর জন্মতারিখ ২২৪ হিজরীর/৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের রবিউল-আউয়াল মাসে নির্দেশ করা যায়।[৭]

ইব্ন জারীর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ এবং আবূ জা'ফর তাঁর উপাধি। কিন্তু তাবারিস্তানে জন্ম হওয়ার জন্য তিনি 'তাবারী' নামে পরিচিতি লাভ করেন।[৮] আল-তাবারীর পিতার নাম জারীর এবং পিতামহের নাম ইয়াযীদ। আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারীর পিতামহ ইয়াযীদের পিতার নাম কোন সূত্রে খালিদ[৯] এবং কোন সূত্রে কাসীর ইব্ন গালিব উল্লেখিত হয়েছে।[১০] তাবারীর

৪. তাহ্যীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, পৃ. 'সা'; EB Vol. II, P. 934 ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, (ঢাকা ঃ ভূমিকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২), পৃ. ৪৬৮, আল-মা'আরিফ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ৬২।

৫. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী, তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, (কায়রো ঃ মাতবা'আহ্ আল-ইসতিকামাহ্, ১৩৫৭ হি.), পৃ. ৫৭১।

৬. তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. 'সা', আল-খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৬, Encyclopaedia of Islam, Vol. vi (Leyden: E. J. Brill Ltd., 1924), P. 578 (Henceforth the source is referred to as EI) সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৮।

৭. তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. 'সা', ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৬, ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪, আল-যাহবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫, আল-আম্মাদ আল-হামবালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০; P. K. Hitti, op.cit., P. 390; EB Vol. xxi, P. 594 আল-বা'স আল-ইসলাম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৪১১ হি, পৃ. ৪১, ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃ. ৪৯।

৮. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪, আল-যাহবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫, আবুল বাশার মোশাররফ হোসেন, "মুসলিম ইতিহাস চর্চার সূচনা", ইতিহাস, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, চট্টগ্রাম, ১৩৭৪ বাং, পৃ. ৩০।

৯. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪, ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৭, তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. 'সা'।

১০. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬২, আল-যাহবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫।

www.pathagar.com

পিতামহের পিতার নাম সম্পর্কে মত পার্থক্য নিরসনের কোন প্রামাণ্য তথ্য আমাদের হাতে না পৌঁছা পর্যন্ত আমরা এই নামের কোন একটি নামকে নির্দিষ্ট করে দিতে পারি না। তবে বলা যায় যে, পণ্ডিতগণ আল-তাবারীর পিতামহ পর্যন্ত নাম সম্পর্কে একমত পোষণ করেন। আল-তাবারীর পিতামহের পিতার নাম খালিদ হিসেবে গ্রহণের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন।[১১]

বংশ

প্রাক-ইসলাম যুগে আরবগণ বংশ ভিত্তিক আভিজাত্যকে লালন করেছে। বংশ কৌলিণ্যের জন্য তারা গর্ববোধ করতো এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তারা বংশের আভিজাত্যকে প্রাধান্য দান করতো। এ ধরনের মানসিকতা আল-কুরআনে বর্ণিত "হামিয়্যাত আল-জাহিলিয়্যা"-এর অন্তর্ভুক্ত।[১২] আল-শি'রু দীওয়ান আল-আরব (شعر ديوان العرب)[১৩] বা কবিতা আরবদের জীবনধারার প্রামাণ্য দলীল উক্তিটি প্রাক-ইসলাম আরবদের জীবন ধারার বিভিন্ন দিক আমাদের সামনে তুলে ধরে। বংশ গৌরবের বর্ণনা দান তার মধ্যে অন্যতম। এ জন্য আরবে নসব বা কুলজী বিদ্যার উদ্ভব ঘটেছে।[১৪] ইসলামে বংশ ভিত্তিক প্রাধান্য দানের স্বীকৃতি নেই। পরিচয়ের সুবিধার জন্য বংশ ও গোত্রের স্বীকৃতির কথা উল্লেখিত হয়েছে। ইসলামে 'তাক্ওয়া' বা পরহেজগারী ও সাবধানতা অবলম্বনকে অভিজাত শ্রেণী নির্ণয় এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে।[১৫] মহানবী (সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণে আদর্শ সমাজের যে রূপরেখা তুলে ধরেছেন তাতে জাহিলিয়া যুগের বংশ কৌলিণ্যের কোন স্থান নেই। তেমনিভাবে অনারবের উপর আরবের এবং আরবের উপর অনারবের কোন প্রাধান্য স্বীকৃতি পায়নি।[১৬] মহানবী (সা.) এবং খুলাফায়ে রাশিদূনের যুগে এই আদর্শের ভিত্তিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতি নির্ধারিত হয়েছে এবং সেভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

---

১১. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪, ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৭, তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. 'সা'।

১২. R. A Nicholson, A Literary History of the Arabs (Cambridge : Cambridge University Press, Reprint, 1969), P. 31.

১৩. R. A Nicholson, op.cit., PP. 30-31.

১৪. ইব্ন হিশাম, আল-সীরাত আল নববিয়্যা, ১ম খণ্ড, (মিসর ঃ শারকাহ মাকতাবাত মুস্তাফা আল-বাব আল-হালাবী ওয়া আওলাদুহু, ১৩৭৫ হি), পৃ. ৩-৪।

১৫. আল-কুরআন, সূরা হুজুরাত ঃ ১৩।

১৬. আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০৩-১০৪।

www.pathagar.com

হয়েছেন।[২৪] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি মাওলা হিসেবে আরব জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রভূত অবদান রেখেছেন।

আল-তাবারীর পিতা জারীরের চরিত্রে সদগুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি ন্যায়পরায়ণ, আলিম, স্বাবলম্বী, স্পষ্টভাষী ও আবিদ ছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে আল-তাবারীর জীবনে এসব গুণের কর্ষণ ও লালন হয়েছিল। এ প্রসংগে আল-তাবারীর পিতা যে স্বপ্ন[২৫] দেখেছিলেন তা আল-তাবারীর জন্য যথাযোগ্যভাবে প্রযোজ্য হয়েছিল। জারীর তাঁর সন্তানের মধ্যে যে প্রতিভা শৈশবকাল থেকে লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর কর্ষণ ও বিকাশের জন্য সুযোগ দিতে এবং পুত্রের জ্ঞান অন্বেষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করতে তিনি কোন সময় কার্পণ্য করেন নি।[২৬]

জন্মস্থান

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী তাবারিস্তানের আমূল (آمُل)[২৭] নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাবারিস্তান পারস্যের একটি বিখ্যাত প্রদেশ। তাবারিস্তানের পূর্বনাম ছিল মাজেন্দ্রান। আরবদের বিজয়ের পর তাবারিস্তান নামকরণ করা হয়।[২৮] তাবারিস্তান প্রদেশটি ছিল পাহাড়-পর্বতে পরিবেষ্টিত এবং বৃক্ষরাজিতে সমৃদ্ধ একটি বনভূমি অঞ্চল। আরবদের বিজয়ের পর তাঁরা এসব বনজঙ্গল ও বৃক্ষরাজি কেটে এ অঞ্চলটিকে খারাজী ভূমিতে পরিণত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু মরবাসীদের বনজঙ্গল কেটে পরিষ্কার করার প্রক্রিয়া জানা থাকলেও কোন ভারী কাটারী বা অস্ত্র তাদের সাথে ছিল না। অনুসন্ধান করে তাঁরা আঞ্চলিক কর্তনকারী যন্ত্র 'তাবার' লাভ করেন এবং তা দিয়ে বনজঙ্গল পরিচ্ছন্ন করে এ স্থানটিকে বসবাসের উপযোগী করে

---

২৪. তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. সা ; EB, Vol. II, P. 538 ; M. S. Khan, "Medieval Arabic Historiography", Islamic Studies, Vol. XXIII , No. 3 Islamic Research Institute, Islamabad, 1984, P. 253.

২৫. একদা জারীর স্বপ্ন দেখলেন যে, তাঁর সন্তান মহানবী (সা.)-এর সামনে একটি পূর্ণ থলি থেকে নুড়ি পাথর চারিদিকে ছুড়ে মারছে। স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী অভিমত প্রকাশ করলেন যে, এই শিশু বড়ে হয়ে ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করবেন এবং শরী'আতকে সকল অসামঞ্জস্যতা থেকে পবিত্র রাখার প্রচেষ্টা চালাবেন। দ্রষ্টব্য-তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. সা।

২৬. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. জীম।

২৭. আমূল (آمُل) তাবারিস্তান প্রদেশের অন্তর্গত একটি সমৃদ্ধশালী শহর। শহরটি পূর্ব মাজেন্দ্রান সমভূমির দক্ষিণ-পশ্চিমে হারহায নদীর পশ্চিম তীরে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত। মুসলিম আমলে আমূল বিখ্যাত শিল্প ও ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়।

২৮. আবূ আবদুল্লাহ্ ইয়াকুত ইব্ন আবদুল্লাহ, মু'জাম আল-বুলদান (লণ্ডন ঃ লিপজিগ, ১৯৬৮(, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫০৩ (এখন থেকে এই উৎসটি সংক্ষেপে ইয়াকূত ব্যবহৃত হবে) ; EI, Vol. 6, P. 579.

www.pathagar.com

তোলেন। এই তাবার থেকে এই স্থানের তাবারিস্তান হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।[২৯]

প্রাসংগিকভাবে উল্লেখ্য যে, কোন স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য, বৈশিষ্ট্য কিংবা বিশেষ কোন বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রেখে সে স্থানের নামকরণ করার রীতি আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পারস্যের সাসানীয় সাম্রাজ্যের বিরদ্ধে অভিযানে লিপ্ত মুসলিম সেনাবাহিনী প্রধান সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করে পরবর্তী সম্ভাব্য আক্রমণের প্রতিরোধ কল্পে সীমান্ত শহর ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৩০] এমনি একটি সীমান্ত শহর কূফা যা সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) কর্তৃক ১৭ হিজরীতে / ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শাব্দিক অর্থের দিক থেকে নুড়ি পাথর ও বালির সংমিশ্রণের ভূ-অঞ্চলকে কূফা হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে।[৩১] আব্বাসীয় বংশের খলীফা হারূন আল-রশীদের পুত্র আল-মু'তাসিম বাগদাদ হতে প্রায় ষাট মাইল উত্তরে টাইগ্রিস নদীর তীরে ২২১ হিজরীতে / ৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে সামাররা নামে একটি রাজধানী শহর প্রতিষ্ঠা করেন।[৩২] এই 'সামাররা' শব্দটি আরবী سرمن رأى এর অপভ্রংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। এর অর্থ হচ্ছে, যে দেখবে সেই বিমোহিত হবে।[৩৩] নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ার কারণে এই স্থানের নৈসর্গিক দৃশ্য অতি মনোরম। কাজেই এই স্থানের ভূ-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এর সামাররা নামকরণের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। এসব উদাহরণ থেকে এটি অনুমান করা অসমীচীন হবেনা যে, 'তাবার' নামক বৃক্ষরাজি কর্তন-যন্ত্রের কারণে প্রাচীন মাজেন্দ্রানের নাম আরবদের হাতে 'তাবারিস্তান' হয়েছে।

ভৌগলিক অবস্থানের দিক হতে তাবারিস্তান মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত। এর সীমা হিসেবে উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর, দক্ষিণে আল-বুরজ, পূর্বে জুরজান এবং পশ্চিমে জীলান উল্লেখ করা যায়। তাবারিস্তানের প্রধান শহরগুলির মধ্যে আমূল, সারী, সোলাস, রাইয়ান ও বারফোরাস উল্লেখযোগ্য।[৩৪] তাবারিস্তানের নৈসর্গিক

---

২৯. ইয়াকূত, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫০৩, তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা; EI, Vol. 6, P. 579.

৩০. আহমাদ ইব্ন ইয়াহইয়া আল-জাবির আল-বালাযূরী, ফাতুহুল-বুলদান, ১ম খণ্ড, (মিসর ঃ আল-মাকতাবাহ তিজারাহ আল-কুবরা, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ২৮৪।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪।

৩২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৩১-২৩২, সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, সালাজুকাহ, ১ম খণ্ড, (লাহোর ঃ মাকতাবাহ জামাত আল-সালাফী, তাঃ বিঃ), পৃ. ৮, William Muir, op.cit., P-516.

৩৩. আল-বালাযূরী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৫, সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮।

৩৪. ইয়াকূত, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫০২, EI, Vol. 6, P. 579.

www.pathagar.com

সৌন্দর্য অতি মনোরম। আরবদের বিজয়ের পূর্বে ইসপাহবাজ[৩৫] (বা শায়খ ইসপাহ্বাজ) তাবারিস্তানের শাসক পদে নিযুক্ত হন।[৩৬] দ্বিতীয় ইসপাহ্বাজের শাসনামলে খলীফা উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.) সা'ঈদ ইব্ন আসী ইব্ন উমাইয়াকে ২৯ হিজরীতে / ৬৫০ খ্রিস্টাব্দে কুফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এ সময় আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির ইব্ন কুরাইয ইব্ন রাবীআ ইব্ন হাবীব ইব্ন আবদ-শাম্স বস্রার শাসনকর্তা ছিলেন।[৩৭]

তূস নগরের শাসনকর্তা পত্রের মাধ্যমে কূফার শাসনকর্তা সাঈদ ইব্ন আসী ও বসরার শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমিরকে খুরাসানে আসার জন্য আহ্বান জানান এবং পত্রে উল্লেখ করেন যে, যে ব্যক্তি প্রথমে পৌঁছবেন তাঁর উপর খুরাসানের শাসনভার অর্পণ করা হবে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির সাঈদের পূর্বেই খুরাসান পৌঁছেন। ফলে সাঈদ ইব্ন আসী খুরাসান যাত্রা বন্ধ করে তাবারিস্তান আক্রমণ করেন। কথিত আছে যে, হযরত আলী (রা.)-এর পুত্র হাসান (রা.) ও হুসাইন (রা.) সাঈদের সাথে ছিলেন।[৩৮] অন্য সূত্র হতে জানা যায় যে, সাঈদ ইব্ন আসী কোন আমন্ত্রণ ব্যতিত কূফা হতে তাবারিস্তান আক্রমণ করেন।[৩৯] তাবারিস্তান ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল প্রতিরোধ ব্যতিরেকে খারাজ প্রদানের শর্তে মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করে।[৪০]

উমাইয়া খলীফা মু'আবিয়া মাস্কালাহ্ ইব্ন হুবাইরাহ্কে তাবারিস্তানের শাসককর্তা নিযুক্ত করেন। উমাইয়া আমলে তাবারিস্তানের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছিল না।[৪১] তাবারিস্তানের স্থায়ী শাসক সিপাহবাদ হিসেবে পরিচিত। তারা উমাইয়া খলীফাদের সাথে কোন সময় সন্ধি করে খারাজ প্রদান করেছে। আবার সুযোগ বোঝে খারাজ বন্ধ করে দিয়ে বিদ্রোহের পাতাকা উত্তোলন করেছে। উমাইয়া খলীফাগণ তাদের বিদ্রোহ দমন করে তাদেরকে পরাভূত করেছেন এবং

---

৩৫. ইসপাহবাজ তাবারিস্তানের শাসক বা নেতার উপাধি। দ্রষ্টব্য- আল-বালাযূরী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৪, ইয়াকূত, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫০৫।

৩৬. ইয়াকূত, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫০৪; EI, Vol. 6, P. 579.

৩৭. আল-বালাযূরী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২, ইয়াকূত, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫০৫।

৩৮. আল-বালাযূরী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২, ইয়াকূত, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫০৫।

৩৯. আল-বালাযূরী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২।

৪০. ইব্ন কুতায়বাহ, আল-মা'আরিফ (মিসর ঃ মাকতাবাহ আল-ইসলামিয়া, ১৩৫৩ হি.), পৃ. ২৪৭, আল-বালাযূরী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২-৩৪৫, ইয়াকূত, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫০৫।

৪১. আল-বালাযূরী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২-৩৪৪, ইয়াকূত, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫০৫। EI, Vol. 6, P. 579.

www.pathagar.com

তারা পুনরায় খারাজ প্রদান করে আনুগত্য নবায়ন করেছে।[৪২] আব্বাসীয় আমলেও (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) আল-সাফ্ফাহ ও আল-মানসূরের সাথে তাবারিস্তানের ইসপাহ্বাজের সন্ধি স্থাপিত হয়।[৪৩]

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, আব্বাসীয় আমলে তাবারিস্তানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা মাঝে মাঝে বিঘ্নিত হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহ সমভাবে বজায় ছিল। আমূলসহ সকল শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার পরিবেশ গড়ে ওঠে। জ্ঞান অনুশীলনের এমন সুস্থ পরিবেশে মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারীর জন্ম হয়।

শিক্ষা ও দেশভ্রমণ

আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী (র.) বাল্যকাল থেকে অত্যন্ত মেধাবী ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর বাল্যশিক্ষা পিতার নিকট শুর হয়। সাত বছর বয়সে তিনি কুরআন মজীদ মুখস্থ করেন, আট বছর বয়সে নামাযের ইমামতি করেন এবং নয় বছর বয়সে হাদীস লেখা আরম্ভ করেন।[৪৪] এ থেকে অনুমান করা যায় যে, নয় বছর বয়সের পূর্বে তিনি কুরআন, হাদীস ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞান লাভ করেন। আমূলের কৃতী সন্তান আল-তাবারী কিছু কালের মধ্যে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ফকীহ্, ভাষাতত্ত্ববিদ এবং শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।[৪৫] প্রথিত যশা একজন ব্যক্তি হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী শৈশবকালে তাঁর মধ্যে বিকশিত হতে দেখা গেছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর পিতা এক স্বপ্ন[৪৬] দেখেছিলেন যা তাঁর 'ইল্ম লাদুন্নী[৪৭]

---

৪২. আল-বালাযূরী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২-৩৪৪, ইয়াকূত, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫০৫। EI, Vol. 6, P. 579.

৪৩. আল-বালাযূরী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৬, ইয়াকূত, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫০৫।

৪৪. তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. সা, EI, Vol. 6, P. 578 ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৮।

৪৫. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩, ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪-২৩৫, ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৭, আল যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬; তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. জীম; জামি আল-বায়ান, ১ম খণ্ড, অনুবাদ (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯১), পৃ. ১৪, আব্দুল-আযীয আল-দূরী, নাশ্'আত ইল্ম আল-তারীখ ইনদা আল-আরব, অনুবাদ, এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ৫০, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৯।

৪৬. আল-তাবারীর পিতা জারীর স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তাঁর সন্তান মহানবী (সা.) এর সম্মুখে রাখা একটি পূর্ণ থলি থেকে নুড়ি পাথর চারিদিকে নিক্ষেপ করছে। স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী অভিমত প্রকাশ করলেন যে, তাঁর বালক পুত্র আবূ জা'ফর মুহাম্মদ একদিন রাসূল (সা.) এর আদর্শে গড়ে উঠবে এবং শরী'আতের প্রকৃত রূপরেখা জনসম্মুখে তুলে ধরবে। দ্রষ্টব্য - তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. সা।

www.pathagar.com

প্রাপ্তির সম্ভাবনার প্রতি নির্দেশ করে। কারণ অর্জিত জ্ঞান দ্বারা এত অল্প বয়সে ব্যুৎপত্তি লাভ করা সম্ভব নয়। এর সমর্থনে তিনি চল্লিশ বছর ধরে হাদীস ও ইতিহাসসহ অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রত্যহ যে চল্লিশ পৃষ্ঠা করে লিখতেন তা পেশ করা যায়।[৪৮] সাধারণভাবে কারও পক্ষে এ ধরনের সাধনা বা প্রচেষ্টা সম্ভব বলে মনে হয় না। হাদীস সংকলক ইমাম বুখারী (র.) সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করা হয়। বিশেষ করে হাদীস ও ইতিহাস চর্চায় উভয়ের অবদান তাঁদের সম্পর্কে আরোপিত বক্তব্যকে সত্য বলে প্রমাণ করে। অধ্যবসায়ী ও জ্ঞান-পিপাসু আল-তাবারী সে সময়ের প্রচলিত উচ্চতর জ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন। তাঁর পিতা সন্তানের উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য অর্থ ব্যয় করতে কোনরূপ কার্পণ্য করেননি।[৪৯] তাঁর নিজ শহর আমূল এবং পার্শ্ববর্তী প্রসিদ্ধ শহর রায়-এর পণ্ডিত ও জ্ঞান তাপসদের নিকট থেকে তিনি আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান লাভ করেন। তিনি রায় শহরে হাদীসের উপর যে সব শায়খ থেকে পাঠ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে মুহাম্মদ ইব্ন হামীদ আল-রাযী ও মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন হাম্মাদ আল-দাওলাবী উল্লেখযোগ্য।[৫০] এঁদের নিকট থেকে তিনি হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তা লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক পর্যায়ে

---

৪৭. 'ইল্ম লাদুন্নী' হচ্ছে আল্লাহ্র নিকট হতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান লাভ করা। এটি অর্জিত জ্ঞান নয়। অর্জিত জ্ঞানের জন্য উৎস ও সূত্র প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহ্ সূত্র ছাড়া যখন কোন বিশেষ ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে জ্ঞান দান করেন তখন তা ইল্ম লাদুন্নীর অন্তর্ভুক্ত হয়। হযরত জিব্রাঈলের মাধ্যমে নবী ও রাসূলগণের নিকট ওয়াহী বা প্রত্যাদেশ আসে। আবার আল্লাহ্ জিবরাঈলের মাধ্যম ব্যতীত কোন কোন নবী ও রাসূলকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দান করেন। এটি ইলম লাদুন্নীর অন্তর্ভুক্ত। হযরত মূসা (আ.)-এর প্রশিক্ষণের জন্য হযরত খিযির (আ.) সম্পর্কে আল-কুরআনের সূরা আল-কাহ্ফে (আয়াত ৬৫) বলা হয়েছে, وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا এবং সুলাইমান (আ.) সম্পর্কে আল-কুরআনের সূরা আম্বিয়া (আয়াত ৭৯) বলা হয়েছে, فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ । তবে নবী-রাসূল ছাড়া অন্য ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে 'ইল্ম লাদুন্নীর প্রয়োগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাসংগিকভাবে আল-কুরআনে সূরা আল-কাহ্ফে বর্ণিত হযরত মূসা (আ.) ছিলেন প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত নবী, বনূ ইসরাঈলের রাসূল, আর খিযির ছিলেন আল্লাহ্র নিকট থেকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভকারী ব্যক্তি। এজন্য আল্লাহ পাক সম্ভবত হযরত মূসা (আ.)-কে বিষয়বস্তুর গূঢ় রহস্যের প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য খিযিরের নিকট গমনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। দ্রষ্টব্য-আল-কুরআন, সূরা আল-কাহ্ফ, আয়াত ৬৫, আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী, তারীখ আল-রুসূল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, সম্পাদনা, M. J. De Goeje (Leyden : E. J. Brill, 1964, PP. 417-418.

৪৮. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩ ; P. K. Hitti, op.cit., PP. 391 ; আল-বা'স আল-ইসলাম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৪১১ হি., পৃ. ৪০।

৪৯. তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, EI, Vol. 6, P. 578.

৫০. তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, মফিজুল্লাহ কবীর, মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ২১২, EI, Vol. 6. P. 578. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৮।

www.pathagar.com

মুহাদ্দিসগণ যে সব হাদীস সংগ্রহ করতেন সে গুলোর মধ্যে তারীখ বা ইতিহাসের উপাদান ছিল। সেজন্য হাদীসের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি মেনে চলা হতো তা তারীখ বা ইতিহাসের জন্য প্রযোজ্য ছিল।[৫১] আল-তাবারী (র.) একজন মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক ছিলেন। ফলে তাঁর হাদীস ও তারীখের উপাদান সংগ্রহ একই সাথে চলেছে। রায় এবং পার্শ্ববর্তী স্থানগুলোর শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ থেকে জ্ঞান লাভ করে তিনি সে সময়ের সর্বোচ্চ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাদপীঠ আব্বাসীয় খিলাফতের রাজধানী মদীনাতুস্ সালাম[৫২] বা বাগদাদে গমন করেন।[৫৩] এ সময় বাগদাদে ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল[৫৪] একজন হাদীসবেত্তা ও ফকীহ্ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। একজন রক্ষণশীল ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি মু'তাযিলা মতবাদের প্রবক্তাদের কোপদৃষ্টিতে পতিত হন। আল-তাবারী (র.) এই নিষ্ঠাবান ও প্রথিত যশা আলিমগণের নিকট থেকে হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান লাভের মহান ব্রত নিয়ে

---

৫১. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪, আল-যাহবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ২য় খণ্ড, (মিসর ঃ দায়িরাহ আল-মা'আরিফ, ১৩২৫ হি.), পৃ. ২৫১ (এখন থেকে এই উৎসটি সংক্ষেপে তাযকিরাতুল-হুফ্ফায ব্যবহৃত হবে) ; ইব্ন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়া ফী আল-তারীখ, একাদশ খণ্ড (কায়রো ঃ আল-মাতবা'আহ আল-সা'দাহ, ১৩৪৮-১৩৫৮ হি.), পৃ. ১৪৫ ; . EI, Vol. II, P. 480. আল-মা'আরিফ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৯৮৬, পৃ. ৬৪।

৫২. আব্বাসীয় খলীফা আল-মানসুরের (৭৫৪-৭৭৫ খৃ.) শাসনকালের স্মরণীয় গৌরবময় কীর্তি বাগদাদ নগরীর (৭৬২-৭৬৬ খৃ.) প্রতিষ্ঠা। তাইগ্রীস নদীর পশ্চিম তীরে সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে মনোমুগ্ধকর পরিবেশে, সুস্বাস্থ্যকর এবং নিরাপদ স্থানে অবস্থিত ; এজন্য একে মদীনাতুস্ সালাম (শান্তি নিবাস) বা খলীফার নামানুসারে মানসূরিয়া নামকরণ করা হয়। আব্বাসী খিলাফতের রাজধানী বাগদাদ নগরী মধ্যযুগে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা ও সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল। বিভিন্ন দেশের জ্ঞান পিপাসু ছাত্রবৃন্দ জ্ঞান আহরণের জন্য জ্ঞান রাজ্যের স্বপ্নপুরী বাগদাদে সমবেত হতেন।

৫৩. তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪; ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৮ ; আল-যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫ ; ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৮ ; আল-বা'স আল ইসলাম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৪১১ হি., পৃ. ৪০।

৫৪. ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল (র.) ৭৮০ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু হাদীসবেত্তার নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর সম্মানিত শিক্ষকদের মধ্যে ইমাম শাফিঈ (রহ.) ছিলেন অন্যতম। হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের জন্য তিনি মুসলিম বিশ্বের প্রধান প্রধান শহর ও শিক্ষা কেন্দ্র ভ্রমণ করেন। হামবাল সমকালীন মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ ছিলেন। তিনি খলীফা মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহর (৮৪৭-৮৬১ খৃ.) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল (র.) রচিত আল-মুসনাদ লি আহ্মাদ নামক হাদীস গ্রন্থটি প্রাথমিক পর্যায়ের সংকলিত হাদীসের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এছাড়া কিতাব আল-আ'মাল, কিতাব আল-তাফসীর, কিতাব আল-নাসিখ ওয়া আল-মানসুখ, কিতাব আল-যুহ্দ, কিতাব আল মাসুয়ল, কিতাব আল-ফাযাইল, কিতাব আল-মানাসিক, কিতাব আল-ঈমান, কিতাব আল-ইতিকাদ, কিতাব আল-সালাত ও কিতাব আল-ওয়ারা উল্লেখযোগ্য। তিনি ৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে ৭৫ বছর বয়সে বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। দ্রষ্টব্য- ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬, তায্কিরাতুল-হুফ্ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫০, Goldziher. Muslim Studies. Vol ১, (London : George Allen and Unwin Ltd., ১৯৬৭), P. 257 ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮২-৮৪।

www.pathagar.com

বাগদাদে উপনীত হন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যে, তিনি বাগদাদে পদার্পণ করার পূর্বেই ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (র.) ইনতিকাল করেন।[৫৫] তাই বলে জ্ঞান অর্জনের অদম্য স্পৃহাকে তিনি অতৃপ্ত রাখেনি ; বরং সে স্থানের প্রখ্যাত হাদীস ও ইতিহাসবেত্তা এবং ইল্‌মে ফিকহ্ বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান লাভ করে তিনি তাঁর মননশীলতার প্রবৃদ্ধি সাধন করেন।[৫৬] এ পর্যায়ে তিনি আল-হাসান ইব্ন মুহাম্মদ আল-জা'য়াফরানীর নিকট থেকে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর ফিকহ্ শিক্ষা লাভ করেন এবং ইউনুস ইব্ন আবদুল-আ'লা, আবদুল-হাকীম মুহাম্মদ, আব্দুর-রহমান ও ওয়াহাব প্রমুখ আলিমগণের নিকট থেকে ইমাম আনাস ইব্ন মালিক (র.)-এর ফিক্‌হ লাভ করেন।[৫৭] এরপর তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র বসরায় গমন করেন এবং মুহাম্মদ ইব্ন মূসা আল-হাশরী, আম্মার ইব্ন মূসা আল-কায্‌যায, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল-আ'লা আল সান'আনী, বিশর ইব্ন মু'আয, আবূ আল-আশ'আস, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার, ইব্ন দার ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না প্রমুখের নিকট হতে আরবী সাহিত্য সহ শরী'আতের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞান লাভ করেন।[৫৮]

বসরার ন্যায় কূফা সে সময় শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। তিনি ইসলামের মূখ্য বিষয়ের উপর অধিক জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করেন এবং আবূ কুরাইব মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা আল-হামাদানী, হান্নাদ ইব্ন আল-সাররি ও ইসমাঈল ইব্ন মূসা প্রমুখ প্রখ্যাত আলিমগণের নিকট থেকে ইল্‌ম হাসিল করেন।[৫৯] সেখানকার শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তা আবূ কুরাইবের[৬০] নিকট হতে তিনি এক

---

৫৫. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬ , El, Vol. vi, P. 578 ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৮।

৫৬. তাহযীব আল-আসার , ১ম খণ্ড, ভূমিকা, আল-যাহবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫।

৫৭. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪, তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা।

৫৮. তাহযীব আল-আসার , ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ.. জীম। ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ.. ২৩৪, আল-খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬২, El, Vol. 6, P. 578 ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৮।

৫৯. তাহযীব আল-আসার , ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. জীম। ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪, El, Vol. 6, P. 578 ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৮।

৬০. আবূ কুরাইব মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা আল-হামাদানী কূফা শিক্ষা কেন্দ্রের একজন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। জ্ঞান আহরণের জন্য তাঁর নিকট বহু শিক্ষার্থীর সমাবেশ হত। একদিনের ঘটনা : তিনি হাদীসের উপর ছাত্রদেরকে পাঠদান করছিলেন। আল-তাবারী (র.) তাঁর সংগীসহ সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। আবূ কুরাইব পাঠদান শেষে শিক্ষার্থীদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি যে পাঠদান করেছেন তা কেউ মুখস্থ করতে পেরেছে কিনা। শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নের কোন প্রত্যুত্তর না করে একে অপরের দিকে তাকাতে থাকেন। সবার দৃষ্টি আল-তাবারীর দিকে নিবদ্ধ হয়। তিনি উক্ত মজলিসে

www.pathagar.com

লক্ষ হাদীস গ্রহণ করেন।[৬১] কূফা থেকে তিনি আবার বাগদাদে ফিরে এসে কিছুকাল কুরআন, হাদীস ও ফিক্‌হ প্রভৃতি বিষয়সহ ইতিহাসের পঠন পাঠনে নিয়োজিত থাকেন।[৬২] জ্ঞান লাভের অদম্য আগ্রহ নিয়ে তিনি সভ্যতার লীলাভূমি ও ইসলামী শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র মিসর গমন করেন।[৬৩] মিসর যাওয়ার পথে তিনি সিরিয়ার কয়েকটি শহর পরিভ্রমণ করেন এবং শিক্ষা গ্রহণ করেন। উমাইয়া খিলাফতের (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) রাজধানী দামিশ্‌ক শহরে অবস্থান করে তিনি হাদীস ও ইতিহাস বিদ্যায় প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন।[৬৪] শিক্ষার জন্য ভ্রমণ পরিক্রমায় আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আল-তাবারী (র.) ২৫৩ হিজরীতে/৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে মিসরের অন্যতম শহর ফুস্‌তাতে পৌঁছেন। ফুসতাতে অবস্থানকালে অনেক গুণী ব্যক্তি ও বিদগ্ধ আলিমের সংস্পর্শে আসেন এবং মালিকী ও শাফিঈ মাযহাবের ফিক্‌হ-এর উপর প্রভূত জ্ঞান লাভ করেন।[৬৫] জ্ঞান অর্জনের অদম্য স্পৃহা নিয়ে তিনি বেশ কিছুকাল মিসরে অবস্থান করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের শায়খদের নিকট হতে ইল্‌ম গ্রহণ করেন। এ সময় তাঁর সফরসংগী ও সহপাঠী ছিলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন খুযায়মা, মুহাম্মদ ইব্‌ন নাসর আল-মারূযী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হারন আল-রয়ানী। তাঁরা আর্থিক সংকটে পড়েও জ্ঞানচর্চা থেকে বিরত থাকেননি। তাঁরা অনেক সময় অনাহারে রাত কাটিয়েছেন, কিন্তু কারও নিকট হাত পাতেন নি ; রবং আল্লাহ তা'আলার রহমতের প্রত্যাশায় ইবাদতে মশগুল থেকেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অসীম কুদরতে তাঁদের ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত করার ব্যবস্থা করেছেন। অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁরা মিসরের শাসনকর্তার অনুকম্পা লাভ করে ইল্‌ম অর্জনের পথে প্রতিকূল অবস্থা হতে মুক্তি লাভ করেছেন।[৬৬] আল-তাবারী (র.) জ্ঞান অর্জনের

আলোচিত সব হাদীস কোন শব্দ ও বাক্য বাদ না দিয়ে অবিকল উপস্থাপিত করেন। আবূ কুরাইব (র.) তাঁর ধীশক্তির প্রমাণ পেয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে তার পাঠকেন্দ্রের মনোনীত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। দ্রষ্টব্য- 'তাহযীব আল-আসার', ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ.. জীম।

৬১. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. জীম।

৬২. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. জীম, EI, Vol. vi, P. 578; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬।

৬৩. 'তাহযীব আল-আসার', ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. জীম-হা, ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৮, ইব্‌ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪, আল-যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫ , P.K. Hitti, op. cit., P. 391 ; EI Vol. vi, P. 578 ; EB Vol. II, P. 480 সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৮।

৬৪. তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. জীম-হা, আল-যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫ ; EB Vol. II, P. 480 ; EI Vol. vi, P. 578 ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৮।

৬৫. তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. জীম-হা, ইবন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪, ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৮।

www.pathagar.com

পথে কোন বাধা বিপত্তি ও কষ্টকে আমল দেননি ; বরং সর্বাবস্থায় তিনি ধৈর্যের সাথে সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। ইতোমধ্যে একজন অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে মিসরে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।[৬৭]

মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারীর জ্ঞানের গভীরতা তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মান থেকে অনুমান করা যায়। ইল্মের বিভিন্ন শাখায় তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তিনি নিষ্ঠার সাথে এবং পার্থিব কোন প্রতিদানের আশা না করে জ্ঞান চর্চা করেছেন। তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকহ্, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব ও ছন্দতত্ত্বের ইমাম হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন।[৬৮] এসব বিষয়ের উপর তাঁর রচনাবলী সে যুগের পণ্ডিতগণের রচিত গ্রন্থাবলীকে ম্লান করে দিয়েছে। এই প্রসংগে আবূ মুহাম্মদ আব্দুল আযীয ইব্ন মুহাম্মদ আল-তাবারী বলেছেন যে, সে সময়ে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারীর পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি নেই। তাঁর তাফসীর গ্রন্থ 'জামিউল বয়ান, ফী তাফসীরুল কুরআন, হাদীস গ্রন্থ 'তাহযীব আল-আসার' এবং ইতিহাস গ্রন্থ 'তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক' বিশেষ করে মুসলিম জাতির জন্য অমূল্য সম্পদ।[৬৯] জানা যায় যে, তিনি ত্রিশ হাজার পৃষ্ঠায়

---

৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী এবং তাঁর কয়েকজন সফরসংগী মিসরের শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠ গ্রহণ করছিলেন। এ সময় তাঁদের অত্যন্ত অর্থ সংকট দেখা দেয়। এমনকি এক বেলার জন্যও তাঁদের কোন খাবার ছিল না। মুহাম্মদ ইব্ন জারীর, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মা, মুহাম্মদ ইব্ন নাসর আল-মারূযী ও মুহাম্মদ ইব্ন হারূন আল-রূয়ানী এই চারজন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, লটারীর মাধ্যমে যার নাম আসবে তাঁকে এ সময়ের জন্য খাদ্য সংগ্রহের দায়িত্ব নিতে হবে। লটারীতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মার নাম উঠায় তিনি খাদ্য সংগ্রহের প্রাক্কালে নামাযে দাঁড়িয়ে যান। এমন সময় মিসরের শাসনকর্তার নিকট হতে একজন কর্মচারী এসে প্রত্যেককে পঞ্চাশ দীনারের (স্বর্ণমুদ্রা) একটি করে থলি প্রদান করেন এবং বলেন যে, মিসরের শাসনকর্তা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে আপনাদের নিকট এই সামান্য অর্থ প্রেরণ করেন। এটি শেষ হয়ে গেলে তিনি আপনাদের প্রয়োজনে আরো অর্থ দান করবেন। এই ঘটনা থেকে আল-তাবারীসহ উল্লিখিত ব্যক্তিদের জ্ঞান সাধনা ও তাকওয়ার ব্যপ্তি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। দ্রষ্টব্য-তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ.. জীম-হা, আল খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৫।

৬৭. তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. জীম ; ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৮ , EI, Vol. vi, P. 578 ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৮।

৬৮. 'তাহযীব আল-আসার', ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. জীম; আল-খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩; ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত , ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৭; ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪-২৩৫; আল-যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬; ফিকর ওয়া নযর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ১৯৬৮, পৃ. ১৯০-১৯৫।

৬৯. তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. সাদ-দাদ ; ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪-২৩৫, আল-খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩ ; আল-যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫-২০৬ ; আল-মা'আরিফ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ৬৩।

www.pathagar.com

তাফসীর গ্রন্থ এবং অনুরূপ পৃষ্ঠা সংখ্যায় ইতিহাস গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু জীবনের আয়ুষ্কালের সীমাবদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বন্ধুদের পরামর্শে তিনি উভয় গ্রন্থ তিন হাজার পৃষ্ঠা সংখ্যায় সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত করেন এবং সে মুতাবিক কাজ করেন।[৭০] এই পরিকল্পনা মুতাবিক তিনি বিশ্ব ইতিহাস গ্রন্থ সমাপ্ত করে গেছেন। কিন্তু হাদীস গ্রন্থ 'তাহযীব আল-আসার' তিনি শেষ করে যেতে পারেননি।

আল-তাবারীর আরও উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে যয়ল আল-মুযায়য়িল, ইখ্তিলাফ উলামা আল-আমসার ফী শারঈ' আল-ইসলাম, লতীফ আল-কাওল ফী আহ্কামি শারাঈ আল-ইসলাম, আল-খাফীফ ফী আহ্কামি শারাঈ আল-ইসলাম, বাসীত আল-কাওল ফী আহ্কামি শারাঈ আল-ইসলাম এবং আল-মসনাদ আল-মুজার্‌রাদ।[৭১] তাঁর জ্ঞান সাধনা সম্পর্কে আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল গাফ্ফার আল-সামদামানী বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী জীবনের চল্লিশ বছর ধরে প্রতিদিন চল্লিশ পৃষ্ঠা করে লিখেছেন।[৭২] আবূ মুহাম্মদ আল-ফারগানী সিলাহ আল-তারীখে উল্লেখ করেছেন যে, আল-তাবারী বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে প্রতি দিন লিখেছেন। এ দীর্ঘ সময়ের প্রেক্ষিতে তাঁর রচনাবলী হিসাব করলে দেখা যায় যে, তিনি প্রতি দিন গড়ে চৌদ্দ পৃষ্ঠা করে লিখেছেন।[৭৩] এসব বিবরণ থেকে এটি বলা অসমীচীন হবেনা যে, তাবারী (র.) পার্থিব প্রতিদানের আশা না করে পরবর্তী প্রজন্মের নিকট তাঁর অর্জিত জ্ঞানকে হস্তান্তরিত করার প্রয়াসে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী (র.)-এর আকীদা বা ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ কোন ঘটনা বিবরণের প্রেক্ষিতে অথবা ব্যক্তি বিশেষের অভিমতের ভিত্তিতে তাঁর প্রতিপক্ষ আল-তাবারীর ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে বিরূপ প্রচারণা চালিয়েছে। তাঁকে রাফিযী শী'আর মতবাদে বিশ্বাসী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের ধর্ম বিশ্বাসের প্রবক্তা হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।[৭৪] কিন্তু পূর্বাপর ঘটনার বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি আহ্লে-

৭০. 'তাহযীব আল-আসার', ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. শীন-সাদ্ ; আল-খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩, আল-মা'আরিফ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ৬৩।

৭১. 'তাহযীব আল-আসার', ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. সাদ্ ; ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪-২৩৫।

৭২. 'তাহযীব আল-আসার', ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. শীন ; আল-খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩ ; P. K. Hitti, op.cit., P. 391.

৭৩. 'তাহযীব আল-আসার', ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. শীন।

৭৪. 'তাহযীব আল-আসার', ১ম খণ্ড ভূমিকা, পৃ. রা ; আল-যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৭ ; Montgomery Watt, The Formative Period of Islamic thought (Edinburgh:

www.pathagar.com

সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত একজন মিসরী ইমাম। এ সম্পর্কে আব্দুল-আযীয ইব্ন মুহাম্মদ আল-তাবারী বলেছেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী আহলুস্ সুন্নাহ-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তিনি আল্লাহ্র গুণাবলী ও তাঁর কালামের চিরন্তন হওয়ার উপর দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। উপরন্তু তিনি খিলাফত ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে হযরত আবূ বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-এর খলীফা নির্বাচিত হওয়া ইসলামী উসূলের সাথে পূর্ণ সমর্থন করতেন।[৭৫] তিনি রাফিযী ও খারিজী মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের কোন সংবাদ ও সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন না। তিনি ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর উপর কোনরূপ কটুক্তির কঠোর উত্তর প্রদান করে তাঁর ইল্মের গভীরতা সম্পর্কে প্রশস্তি গেয়েছেন। আবদুল-আযীয ইব্ন মুহাম্মদ আল-তাবারী প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে বলেছেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারীর নিকট একজন বৃদ্ধ আসলে তিনি তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন এবং বলেন যে, এই ব্যক্তি তাঁর জন্য এক হাজার বেত্রাঘাত সহ্য করেছেন। কাজেই তাঁর নিকট হতে এই ব্যক্তির সম্মান পাওয়ার যথেষ্ট অধিকার আছে। তিনি ঘটনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন যে, এক সময় তিনি তাবারিস্তানে প্রবেশ করেন যখন সেখানকার শী'আ প্রাদেশিক শাসনকর্তার প্রভাবে হযরত আবূ বকর ও হযরত উমরকে মসজিদের বক্তৃতা মঞ্চ থেকে গালি প্রদান করা হতো। তিনি জনগণের মন থেকে বিদ্বেষ দূর করার জন্য এই দু'জন বিচক্ষণ ও স্বীকৃত খলীফার মানাকিব ও গুণাবলী বর্ণনা করে ভাষণ দান করেন। এই সংবাদ পেয়ে শাসনকর্তা তাঁকে গ্রেফতারের জন্য কর্মচারী প্রেরণ করেন। কিন্তু তার পূর্বেই এই ব্যক্তি তাঁকে শাসনকর্তার মনোভাব জানিয়ে শহর ছেড়ে যেতে বলেন। তিনি শহর ছেড়ে আসায় শাসনকর্তার শাস্তি থেকে মুক্তি পান, কিন্তু শাসনকর্তার প্রেরিত ব্যক্তি সংবাদ ফাঁস করে দেয়ার অপরাধে নির্যাতন ভোগ করেন।[৭৬] এসব তথ্যের ভিত্তিতে বলা অযৌক্তিক হবে না যে, মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী (র.) আহ্লে-সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতের একজন দৃঢ় অনুসারী এবং নির্ভরযোগ্য শ্রেষ্ঠ ইমামদের অন্যতম ছিলেন।[৭৭]

মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারীকে রাফিযী হিসেবে সনাক্ত করে বলা হয়েছে যে, তিনি 'গাদীর আল-খুম' সংক্রান্ত হাদীস একত্রিত করে একটি গ্রন্থ রচনা

University Press, 1973). P.297: Encyclopaedia of Islam (Urdu), Vol. 1 (Lahore: The University of Panjab, 1962), P. 934 (Henceforth the Source is referred to as EIU).

৭৫. তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড ভূমিকা, পৃ. রা-যা।

৭৬. তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড ভূমিকা, পৃ. যা।

৭৭. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড ভূমিকা, পৃ. যা ; ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪, আল-যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬-২০৭।

www.pathagar.com

করেছেন। উপরন্তু তিনি উযূর সময় পানি দিয়ে পা ধৌত না করে মোজার উপর মাস্হ্ সিদ্ধ হওয়ার পক্ষে অভিমত পেশ করেন। এসব একজন রাফিযীর পক্ষে সম্ভব। একজন সুন্নী আলিমের নিকট থেকে এরূপ আচরণ আশা করা যায় না। একজন সুন্নী হয়েও ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর জন্য 'গাদীর আল-খুম' সম্পর্কে হাদীস সংগ্রহ করা দোষণীয় কিছু নয়। উপরন্তু মুহাম্মদ ইব্ন জারীর নামে (ব্যক্তি ও তাঁর পিতার নাম) দু'জন ব্যক্তি সে সময় খ্যাতি লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে একজন শী'আ যাকে অধিক প্রসিদ্ধতার কারণে মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারীর সাথে এক করে দেখা হয়েছে এবং সে কারণেই এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।[৭৮] আল-তাবারী (র.) খারিজী কিংবা রাফিযী কোন ব্যক্তির নিকট থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন না।

আহ্লুস্ সুন্নাহ্ স্বীকৃত মাযহাব চতুষ্ঠয়ের মধ্যে আল-তাবারী (র.) বেশ কিছুকাল পর্যন্ত শাফিঈ মাযহাবের ফিকহ্ অনুসরণ করেন। পরে শরী'আতের বিভিন্ন শাখায় তাঁর জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত হওয়ায় এবং ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করায় তিনি বিশেষ কোন মাযহাবের তাক্লীদ করেননি; বরং তিনি নিজে ইজতিহাদ করে উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান দান করেছেন এবং সে মুতাবিক নিজের জীবন পরিচালিত করেছেন। একজন মুজতাহিদের জন্য তাক্লীদ করা আবশ্যক নয়। সাবাকী উল্লেখ করেছেন যে, আল-তাবারী (র.) বাগদাদে দশ বছর যাবত ইমাম শাফিঈর ফিক্হ অনুসরণ করেছেন এবং সে অনুযায়ী ফাত্ওয়া প্রদান করেছেন।[৭৯] ফারগানী বলেছেন যে, বাগদাদে দু'বছর তিনি শাফিঈ মাযহাব প্রচার করেছেন এবং সেভাবে জনগণকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। কিন্তু এরপর তাঁর জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হওয়ায় তিনি ইজতিহাদ করে সমস্যার সমাধান দান করেছেন।[৮০] শরী'আতের বিভিন্ন শাখায় তাঁর রচিত গ্রন্থ এই সত্যতার প্রতিধ্বনি করে। তাঁর সম্পর্কে ইব্ন খাল্লিকান বলেছেন যে, তিনি একজন মুজতাহিদ ও ইমাম

---

৭৮. শীআ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন মুহাম্মদ ইব্ন জারীর ইব্ন রস্তম আবূ জা'ফর আল-তাবারী। নাম ও পিতার নাম এক ও অভিন্ন, কিন্তু দু'জনের দাদার নাম পৃথক। আল-তাবারীর দাদার নাম ছিল ইয়াযীদ (মুহাম্মদ ইব্ন জারীর ইব্ন ইয়াযীদ আবূ জা'ফর আল-তাবারী)। দ্রষ্টব্য- 'তাহযীব আল-আসার', ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. শীন ; আল-যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৭ ; Montgomery Watt, op.cit., P. 297.

৭৯. 'তাহযীব আল-আসার', ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ.. শীন ; আল-যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.. ২০৬ ; আবদুল-খালিক, 'ইমাম তাবারী' ফিকহ্র ওয়া নযর, ইদারাহ তাহকীকাত ইসলামী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ইসলামাবাদ, ১৯৬৮, পৃ. ১৯০-১৯১।

৮০. 'তাহযীব আল-আসার', ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. শীন ; আল-যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬ ; ফিকর ওয়া নযর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ১৯৬৮, পৃ. ১৯০-১৯১।

www.pathagar.com

ছিলেন। তিনি কোন বিশেষ মাযহাবের অনুসরণ করেননি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাযহাব 'জারীরিয়া' হিসেবে পরিচিত।[৮১] ইব্ন তাররাদ নামে খ্যাত আবূ আল-ফারাজ আল-মু'আফী ইব্ন যাকারিয়া-নাহ্রাওয়ানী তাঁর জারীরিয়া মাযহাবের উঁচুদরের একজন অনুসারী।[৮২] তাঁর মাযহাব সম্পর্কে এসব মতামত থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি ইজতিহাদ করার যোগ্যতা অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু মুজতাহিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর তাঁর তাক্লীদের প্রয়োজন পড়েনি। এই সংবাদ যার নিকট যেভাবে পৌঁছেছে তিনি সেভাবে তাঁর তাক্লীদের কালক্রম উল্লেখ করেছেন। ফলে কেউ দশ বছর এবং কেউ দু'বছর শাফিঈ মাযহাবের তাক্লীদের তথ্য পরিবেশন করেছেন।

জীবন পরিক্রমা ও মৃত্যু

আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী (র.) দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। তিনি ছিয়াশি কিংবা সাতাশি বছর জীবিত ছিলেন। নিরলস জ্ঞান সাধনাকে তিনি জীবনের প্রধান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। অত্যন্ত সংযত জীবন যাপনের ফলে দীর্ঘায়ূ পেয়ে তাঁর শারীরিক গঠনে বার্ধক্যের ছাপ তেমনভাবে প্রকাশ পায়নি। তাঁর চুল ও দাঁড়িতে তেমন পাক ধরেনি। তাঁর গায়ের রং মৃত্তিকা বর্ণের ন্যায় ছিল এবং তিনি সুঠাম ও স্বাধীনচেতা পুরষ ছিলেন। তিনি সুলতান ও অমাত্যগণের দরবারে গমন ও তাঁদের অনুদান গ্রহণকে ঘৃণা করতেন। তাঁর পিতার নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির আয় থেকে তিনি সাধারণভাবে জীবন যাপন করতেন।[৮৩] তিনি তাঁর অর্জিত অল্প অর্থে তুষ্ট থাকতেন এবং প্রায়ই তিনি এই পংক্তি কয়েকটি পাঠ করতেন -

اذا عسرت لم يعلم شقيقى * واستغنى فيستغنى صديقى

حيائى حافظالى ماء وجهى * ورفقى فى مطالبتى رفيقى

ولو انى سمحت ببذل وجهى * لكنت الى الغنى سهل الطريق [৮৪]

একবার আব্বাসীয় খলীফা আল-মুকতাফী বিশেষ কোন বিষয়ে এমন সিদ্ধান্ত পেতে চাইলেন যাতে কোন মতপার্থক্য না থাকে এবং জ্ঞানী ও গুণীজন তার

---

৮১. 'তাহযীব আল-আসার', ১ম খণ্ড ভূমিকা, পৃ. শীন, আল-যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬ ; EI, Vol. vi, P. 578. 'তাহযীব আল-আসার', ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. শীন, ইব্ন খাল্লিকান, 'প্রাগুক্ত', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৭।

৮২. 'তাহযীব আল-আসার', ১ম খণ্ড ভূমিকা, পৃ. শীন, ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৭।

৮৩. 'তাহযীব আল-আসার', ১ম খণ্ড ভূমিকা, পৃ. দাল, EB, Vol. II, P. 480 ; EI, Vol. vi, P. 578; সংক্ষিপ্ত 'ইসলামী বিশ্বকোষ', ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৮।

৮৪. 'তাহযীব আল-আসার', ১ম খণ্ড ভূমিকা, পৃ. দাল; আল-খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৫ ; ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.. ৫৭৮।

www.pathagar.com

বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন না তুলতে পারে। এই সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য আল-তাবারী (র.) ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই বলে খলীফাকে জানিয়ে দেয়া হয়। খলীফার অনুরোধে ইব্ন জারীর (র.) উক্ত বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। খলীফার তরফ থেকে তাঁর নিকট মূল্যবান উপহার উপস্থাপিত হলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।[৮৫] কোন এক মন্ত্রীর অনুরোধে ফিকহ্ বা ব্যবহারিক শাস্ত্র সম্পর্কে গ্রন্থ প্রণয়ন করে তিনি তার বিনিময়ে কোন সম্মানী গ্রহণ করেননি। এমনকি তিনি কাযী বা বিচারকের পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। সারা জীবন পার্থিব সম্মান কিংবা প্রতিপত্তির কোন প্রত্যাশা না করে তিনি নিরলসভাবে জ্ঞান সাধনা করে গেছেন।[৮৬] এই জন্যই তিনি স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তাঁর অর্জিত অভিজ্ঞানকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করে যেতে পেরেছেন। জীবনের শেষ অবধি তিনি জ্ঞান সাধনাকে পবিত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী (র.) অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন না ; বরং স্বাভাবিক অবস্থায় বার্ধক্য জনিত কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইব্ন নাদীম ও আল-যাহাবীর বর্ণনা হতে জানা যায় যে, তিনি ৩১০ হিজরীর / ৯২৩ খ্রিস্টাব্দের শাওয়াল মাসে মৃত্যুবরণ করেন।[৮৭] তাঁর মৃত্যুর বছর ও মাস সম্পর্কে কোন দ্বিমত লক্ষ্য করা যায় না। তবে তাঁর মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে কিছুটা মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ঈসা ইব্ন হামিদ ইব্ন বিশরের বরাত দিয়ে আল-খাতীব আল-বাগদাদী উল্লেখ করেছেন যে, শনিবার সন্ধ্যায় আল-তাবারী মৃত্যুবরণ করেন এবং রবিবার সকালে তাঁর গৃহে তাঁকে দাফন করা হয়। ৩১০ হিজরীর শাওয়াল মাসের চারদিন অবশিষ্ট থাকতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।[৮৮] তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে ইব্ন খাল্লিকানের বর্ণনায় এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে, আল-তাবারী (র.) শনিবার দিবা ভাগের শেষাংশে মৃত্যুবরণ করেন এবং ৩১০ হিজরীর শাওয়াল মাসের ছাব্বিশ তারিখ রবিবারে বাগদাদে তাঁর গৃহে তাঁকে দাফন করা হয়।[৮৯] হাসান ইব্ন আবূ বসর আহ্মাদ্ ইব্ন কামিল আল-কাযী হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল-তাবারী

---

৮৫. তাহযীব আল-আসার , ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ.. দাল।

৮৬. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড ভূমিকা, পৃ. দাল। আল-খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩-১৬৫; ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৭-৫৭৮।

৮৭. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪ ; আল-যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫ ; আল-'আম্মাদ আল-হাম্বালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০।

৮৮. তাহযীব আল-আসার , ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ত্বা; আল-খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৬।

৮৯. তাহযীব আল-আসার , ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ত্বা ; ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৮।

www.pathagar.com

(র.) ৩১০ হিজরীর শাওয়াল মাসের দু'দিন অবশিষ্ট থাকতে শনিবার দিন মাগরিবের সময় মৃত্যুবরণ করেন এবং পরদিন রবিবার সকাল বেলায় ইয়াকূবের পল্লীতে তাঁর গৃহে তাঁকে দাফন করা হয়।[৯০] আল-সুবকী ও আল আম্মাদ আল হাম্বালী এই মত সমর্থন করে তাঁর তাবাকাত-এ উল্লেখ করেছেন যে, ৩১০ হিজরীতে শাওয়াল মাসের দু'দিন অবশিষ্ট থাকতে শনিবারের সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাযের সময় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৯১] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ছিয়াশি অথবা সাতাশি বছর।[৯২] তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনে বাগদাদের চারদিক থেকে তাঁর গৃহে অগণিত লোকের সমাগম ঘটে। অসংখ্য লোক তাঁর জানাযার নামাযে শরীক হয়েছিল।[৯৩]

সমকালীন সমাজ ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর

ইসলামের আবির্ভাবের পর প্রাচীন আরবের গোত্রীয় গৌরব, আভিজাত্য ও কৌলিণ্য প্রথার বিলুপ্তি ঘোষিত হয় এবং সাম্য ও সহঅবস্থানের ভিত্তিতে একটি আদর্শ সমাজের রূপরেখা প্রণীত হয়।[৯৪] মহানবী (সা.)-এর ইন্তিকালের পর আরবের বাইরে মুসলমানদের বিজয় অভিযান পরিচালিত হয় এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। উমাইয়া আমলে (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) এই সাম্যের নীতির প্রয়োগ হয়নি বরং প্রাচীন আভিজাত্যবোধ মাথাছাঁড়া দিয়ে উঠে এবং সামাজিক বৈষম্য জনজীবনকে অশান্ত করে তোলে।[৯৫] আব্বাসীয় খিলাফত আমলে (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) গোত্রভিত্তিক সনাতন আরব সমাজ কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে আরব অনারব সংমিশ্রণে এক নতুন সমাজের ভিত রচিত হয়। আরব অনারব ব্যবধান হ্রাস পেতে থাকে এবং সাম্য-সমতার রূপায়নে শ্রেণী ও বর্ণ নির্বিশেষে আগ্রহী ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুবিধা পায়। এর ফলে মাওয়ালী সমাজ ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে অবদান রাখার সুযোগ পায়।[৯৬]

---

৯০. তাহযীব আল-আসার , ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ত্বা।
৯১. 'তাহযীব আল-আসার', ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ত্বা ; আল আম্মাদ আল-হাম্বালী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬০।
৯২. তাহযীব আল-আসার , ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ত্বা; ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪।
৯৩. তাহযীব আল-আসার , ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ত্বা।
৯৪. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৪-৫০৬, ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮।
৯৫. P. K. Hitti, op.cit., PP. 232-233.
৯৬. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯, ২৬৫, ২৭২ ; P. K. Hitti, op.cit., PP. 307-312 ; O'leary, op.cit., PP. 112-119 ; Montgomery Watt, op.cit., P. 136.

www.pathagar.com

আল-তাবারীর (৮৩৮-৯২৩ খ্রি.) সময়ে আব্বাসীয় সমাজ স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছেছিল এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক বিকাশ লাভ করেছিল। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে মাওয়ালী বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিল।[৯৭] তাঁরা প্রতিরক্ষার মত গুরত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নিয়োগ লাভ করে দায়িত্ববোধের বাস্তব প্রমাণ পেশ করেছিল। এমনকি রাজকার্যের সুবিধার্থে উযীরের পদ সৃষ্টি হলে তাঁরা তাতে আসীন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।[৯৮] এঁদের মধ্যে শিক্ষিত ও সচিব শ্রেণী প্রশাসনের বিভিন্ন পদ অলংকৃত করেন। আল-তাবারীর নিকট মর্যাদাসম্পন্ন প্রশাসনিক পদে নিয়োগের প্রস্তাব পেশ করলে তিনি তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।[৯৯] খলীফাগণ এসব উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের বিদূষী ও সুন্দরী কন্যাদের বিবাহ করে অনারব মুসলমানদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করেন। আব্বাসীয় খলীফাদের অনেকেই ছিলেন অনারব রমণীর সন্তান।[১০০]

আরব অনারবের বৈবাহিক সম্পর্ক ও সভ্যতার ফলে এক নতুন জাতি সত্তার উদ্ভব ঘটে। উমাইয়া যুগের প্রাচীন আরব আভিজাত্য এক উদার দৃষ্টিভঙ্গির সমাজ কাঠামোয় রূপান্তরিত হয়। শহরের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয় এবং সেগুলোতে বুদ্ধিবৃত্তি ও সংস্কৃতি চর্চার প্রসার ঘটে। আল-তাবারী শৈশবে তাঁর জন্মস্থান আমূল শহরে জ্ঞান চর্চার সুস্থ পরিবেশ অবলোকন করেন।[১০১] বিলাসবহুল জীবন যাপনের উপকরণ পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় এবং দরবারী জলুস, বেশভূষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র ও সৌন্দর্যে তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। খলীফার পরে তাঁর উযীর সভা, সেনাবাহিনী প্রধান, বণিক শ্রেণী ও আলিম সম্প্রদায় সমাজে প্রাধান্য লাভ করে।[১০২]

ইসলামে নারী-পুরষের স্বাধীকার স্বীকৃত এবং স্ব স্ব পরিমণ্ডলে তাদেরকে পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে। পারসিক ও তুর্কী প্রভাবের ফলে ক্ষেত্র বিশেষে নারীদের

---

৯৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলুক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৮, ইব্ন কুতায়বাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১-১৬২, আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪২-৩৪৬ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩০-১৩৪।

৯৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল- মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৪৪ ; মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ, পৃ. ১২০।

৯৯. তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. দাল ; আল-খাতীব আল-বাগদাদী প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩-১৬৫ ; ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৭-৫৭৮।

১০০. মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ, পৃ. ১২০ ; ওসমান গণী, আব্বাসীয় খেলাফত (কলিকাতা ঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৩), পৃ. ১৯৬।

১০১. তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. সা-জীম ; আল-যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.. ২০৫ ; আল-আম্মাদ, আল-হাম্বালী, প্রাগুক্ত, পৃ.. ২৬০।

১০২. মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ, পৃ.. ১২০।

www.pathagar.com

অধিকার সংকুচিত হয়েছে এবং কোন কোন অবস্থায় তাদের অধিকার প্রচলিত গণ্ডী অতিক্রম করেছে। উপরন্তু অভিজাত ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে হারেম প্রথা প্রবর্তিত হওয়ায় মেয়েদের মর্যাদা বাহ্যিকভাবে ক্ষুন্ন হলেও তারা অধিকার হতে বঞ্চিত হয়নি। আব্বাসীয় অনেক খলীফা এই হারেমের অধিবাসিনী ক্রীতদাসীর সন্তান।[১০৩] খলীফা হারূন আল-রশীদ পারসীয় হারেম বাসিনী মারাজিলকে বিবাহ করে নারীত্বের মর্যাদা সমুন্নত করেছেন যা বর্তমানের প্রেক্ষাপটে কল্পনাতীত। এ সময়ের অভিজাত পরিবারের বিদূষী মহিলাগণ পরামর্শ দিয়ে অথবা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে রাজনীতি ও প্রশাসন কার্যক্রমকে সচল করে রেখেছিল। আল-মাহদীর স্ত্রী খায়যুরান,[১০৪] কন্যা উলাইয়া, হারূন আল-রশীদের স্ত্রী যুবায়দা ও আল-মামুনের পত্নী বুরাণ[১০৫] উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে।[১০৬] খলীফা মু'তাসিমের আমলে উবায়দাহ আল-তানবুরিয়া বাদিকা হিসেবে এবং মুতাওয়াক্কিলের আমলে ফাযীলা নাম্নী একজন মহিলা কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।[১০৭] সমাজে দাস প্রথার প্রচলন থাকলেও তারা হেয় ছিল না। হারেমের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও তারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিল। খলীফা ও আমীর উমারার দরবারে শিক্ষিত দাসদের মর্যাদা ছিল। সামরিক বাহিনীতে তারা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিল।[১০৮] অমুসলিম নাগরিকগণ আহল আল-যিম্মা বা যিম্মী নামে পরিচিত। জিয্য়া প্রদান করে তারা নাগরিক সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করতো। তাদের জন্য জ্ঞান অর্জনের দ্বার ছিল অবারিত। বুদ্ধিবৃত্তির বিভিন্ন শাখায় তারা প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। খলীফার পারিষদ ও চিকিৎসক হিসেবে তাদের নিয়োগ লাভের প্রমাণ পাওয়া যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্রমান্নয়নে যিম্মীদের অবদান বিবেচনা যোগ্য।[১০৯]

মুসলিম খিলাফতের বিস্তৃতির পর বিজিত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সাথে আরব মুসলমানদের পরিচয় ঘটে এবং পরবর্তীকালে গ্রহণ বর্জনের ধারায় সংস্কৃতির

---

১০৩. ওসমান গণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬, 'মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ', পৃ. ১২০।

১০৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল- মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৪৭।

১০৫. প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪৯।

১০৬. P. K. Hitti, op.cit., P. 302 ওসমান গণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮।

১০৭. P. K. Hitti, op.cit., P. 333-337; মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ, পৃ. ১৩৩-১৩৫।

১০৮. 'তারীখ আল-উমাম ওয়া আল- মুলূক,' ৭ম খণ্ড, পৃ. ২২৩-২৩০ ; P. K. Hitti, op.cit., PP. 341-342.

১০৯. Muhammad Manazir Ahsan. Social Life Under the Abbasids (London: William Clowes & Sons Ltd., 1979). PP. 61-63 ; P. K. Hitti, op.cit., PP. 353-358.

www.pathagar.com

রূপান্তর সাধিত হয়। আব্বাসীয় খলীফাগণ সাসানী ও বাইজেন্তীয় নৃপতিদের অনুকরণে চোখ ঝলসানো দরবার প্রতিষ্ঠা করেন। অভিজাতশ্রেণী ও সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিবর্গ রাজকীয় রীতিনীতি ও পোশাক পরিচ্ছদের অনুকরণ করতো। রুচিসম্মত গৃহসজ্জা, পানাহার ও উন্নত খাদ্য সংস্কৃতির পরিচয় বহন করতো।[১১০] অভিজাত শ্রেণীর মত সাধারণ মানুষ চিত্তবিনোদন ও আমোদ-প্রমোদের স্বাদ গ্রহণ করতো। আব্বাসীয় আমলে বিয়ে অনুষ্ঠান বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত হত। এতে অংশ গ্রহণ করে তারা আনন্দ উপভোগ করা ছাড়াও আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় করে তুলতো। আল-তাবারী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, খলীফা আল-মামুনের সাথে মন্ত্রী তনয়া বুরাণের বিয়ে একটি ব্যয় বহুল সামাজিক উৎসব হিসেবে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।[১১১]

পশু পাখি শিকার ও মৃগয়ায় গমন খলীফা, অমাত্য ও উচ্চ বিত্তদের শখ হিসেবে গণ্য হয়। প্রাচীন পারসীয় প্রথা অনুযায়ী পোষা পশু ও পাখির সাহায্যে শিকার করা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে।[১১২] এ ছাড়া খেলাধূলার মধ্যে তীর ধনুক ও বর্শা নিক্ষেপ এবং ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত। গৃহ-অভ্যন্তরীণ দাবা ও পাশা খেলার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। এযুগে আরব ও পারসিক মুসলমানদের মধ্যে ভারতীয় দাবা ও নার্দ নামক খেলা যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছিল।[১১৩] এভাবে আরব অনারব সংস্কৃতির আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি নব কিশলয়ে পল্লবিত হয়ে ওঠে।

প্রাসংগিকভাবে উল্লেখ্য যে, আরবদের আভিজাত্য ও বংশ কৌলিণ্যকে খর্ব করার প্রয়াসে এবং মাওয়ালী বিশেষ করে পারসিকদের উন্নত সংস্কৃতি ও জাতি সত্ত্বার শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার অভিপ্রায় সচিব শ্রেণী কর্তৃক শু'উবী আন্দোলন গড়ে ওঠে।[১১৪] এটি সংস্কৃতি ও জীবনবোধের ক্ষেত্রে পারসিকদের স্বাধীকার আন্দোলন হিসেবে অভিহিত হতে পারে। আল-তাবারী (র.) নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছেন এবং আরব আজমের অবদানের প্রকৃত মূল্যায়ন করে তাদের দ্বন্দ্বের সেতুবন্ধন রচনা করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এযুগে আরবী ভাষা জ্ঞান বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কর্ডোবা থেকে কাশগড় পর্যন্ত জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে বিজ্ঞানী, দার্শনিক,

---

১১০. M. M. Ahsan, op.cit., P. 76-177 ; মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণ যুগ, পৃ. ১২৬।
১১১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল- মুলূক, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৪৯।
১১২. M. M. Ahsan, op.cit., P. 202-207 ; মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণ যুগ, পৃ. ১২৯-১৩০।
১১৩. M. M. Ahsan, op.cit., P. 243-272 ; ওসমান গণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১-২০২।
১১৪. বিস্তারিত আলোচনার জন্য গবেষণা সন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায় পৃ.ঠা ১৮ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

চিকিৎসাবিদ, সাহিত্যিক, ধর্মবিদ, ব্যবহারিক শাস্ত্রবিদ, হাদীসবেত্তা ও ঐতিহাসিক তাদের স্ব স্ব পরিমণ্ডলে আরবী ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান সাধনা করেছেন। আল-তাবারী (র.) পারসিক হয়েও আরবী ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেছেন এবং সে ভাষায় বিশ্ব ইতিহাস রচনা করে শ্রেষ্ঠ আরব ঐতিহাসিকের প্রথম কাতারে স্থান লাভ করেছেন।[১১৫]

ইসলাম মুসলমানদেরকে জ্ঞান অর্জনের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছে।[১১৬] সুতরাং ব্যবহারিক প্রয়োজনে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য। তাই ধর্মীয় কর্তব্যের একটি অংশ হিসেবে মুসলিম অধ্যুষিত প্রতিটি অঞ্চলে শিক্ষা-সংস্কৃতির সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে ওঠে। সমসাময়িক কালে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের ব্যবস্থা থাকতো। নিয়মিত ও বহিরাগত ছাত্রবৃন্দ সেখানে পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিকট হতে জ্ঞান আহরণ করতো। কূফার প্রখ্যাত আলিম আবূ কুরাইব মুহাম্মদ আলা আল-হামাদানীর শিক্ষায়তনে আল-তাবারীর পাঠ গ্রহণ এই অভিমতের সাক্ষ্য বহন করে।[১১৭] এসব শিক্ষায়তন সাধারণভাবে ছাত্র, অবিভাবক ও জনসাধারণের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হত।[১১৮] উপরন্তু মসজিদ কেন্দ্রিক কুরআন, হাদীস, ফিকহ্ প্রভৃতি বিষয়ের পঠন-পাঠনের রীতি অব্যাহত ছিল।

মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ধর্মীয় অবকাঠামোর মধ্যে লালিত হলেও সমাজে শিক্ষার প্রসার, চিন্তার স্বাধীনতা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার পরিবেশ শিক্ষার্থী ও গবেষকদের অনুকূলে ছিল। শিক্ষা সংস্কৃতির অগ্রযাত্রায় যেমন আরব, অনারব, পারসিক, তুর্কী, বার্বার, আন্দালুসীয় তথা সকল বর্ণের মুসলমান প্রশংসনীয় অবদান রেখেছিল, তেমনি অমুসলিমগণ বিশেষ করে ইয়াহুদী, সাবীয়, জোরাষ্ট্রীয় এবং নেষ্টরীয় খ্রিস্টানদের অবদান বিবেচনার দাবী রাখে।[১১৯] বাগদাদ নগরী বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। এছাড়া মক্কা, মদীনা, কূফা, বসরা, রাই, দামিশ্ক, মিসর প্রভৃতি মুসলমানদের শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে

১১৫. ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৭ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৫০-৫১ ; EA, Vol. xxvi, P. 204; Islamic Studies, No. 3, 1984, P. 235 ; Islamic Culture, April, 1960, P. 143.

১১৬. আল-কুরআন, সূরা আল-নূর ঃ ৩৫।

১১৭. অত্র গ্রন্থ, প্রথম অধ্যায়।

১১৮. তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. জীম; আল খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৫।

১১৯. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯ ; P. K. Hitti, op.cit., PP. 307-312 ; O'leary, op.cit., P. 12; Montgomery Watt, op.cit., PP. 134-136.

www.pathagar.com

গড়ে ওঠে। আল-তাবারী (র.) এসব শিক্ষা কেন্দ্রের শ্রেষ্ঠ আলিমগণের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন।[১২০] এ সময় গ্রীক, পারসিক, মিসরীয়, সিরীয় ও ভারতীয় জ্ঞান ভাণ্ডারের মূল্যবান গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হওয়ায় মুসলমানগণ জ্ঞান বিজ্ঞানে শীর্ষে উপনীত হন।[১২১] তারা শুধু বিদেশী গ্রন্থরাজি ভাষান্তরিত করেই ক্ষান্ত হননি, বরং চিকিৎসা বিদ্যা, ফলিত জ্যোতিষ, গণিত, রসায়ন, ভূগোল, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে মৌলিক অবদান রাখতে সক্ষম হন। এযুগে ইব্ন ইসহাক (মৃত্যু ১৫০/১৫৩ হি.) ইব্ন হিশাম (মৃত্যু ২১৩ মতান্তরে ২১৮ হি.), আল-মাদায়িনী (মৃত্যু ২১৫ মতান্তরে ২২৫ হি.), আল-বালাযূরী (মৃত্যু ২৮৯ হি.), ইব্ন কুতাইবাহ (মৃত্যু ২৭০ মতান্তরে ২৮০ হি.) প্রমুখ ঐতিহাসিক ইতিহাস বিদ্যায় বিশেষ অবদান রাখেন।[১২২] জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা বিকশিত হয়ে ওঠে এবং সংস্কৃতি বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে স্থিতিশীলতা অর্জন করে।

---

১২০. তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. সাহা ; আল যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫ ; ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪ ; P. K. Hitti, op.cit., P. 391 ; EB, Vol. 21, P. 594.

১২১. ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৬, ১৭৭ ; ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯, ২৬৭, ২৯৭ ; P. K. Hitti, op.cit., PP. 301-310 ; Montgomery Watt, op.cit., P. 135.

১২২. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪ ; ইব্ন কুতায়বাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭ ; আল-বালাযূরী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬ ; ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩; ইলম আল-তারীখ, পৃ. ১০০ ; B. Lewis, op.cit., P.48 ; Islamic Studies, No. 3, 1984, PP. 234-235.

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাস চর্চার ধারার সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা

প্রাচীন ও ইসলাম পূর্বযুগ

সৃষ্টির আদি থেকে মানব জাতির উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়ে শিক্ষা-সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সিঁড়ি বেয়ে বিংশ শতাব্দীর আধুনিক সভ্যতার ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এই পর্যায়ে নিজেদের পরিচয় ও জাতিসত্তা উদ্‌ঘাটনের তাকিদে বিদগ্ধজন ও পণ্ডিতগণ মনুষ্যজাতির বিগত সময়ের ঘটনা প্রবাহকে বিশ্লেষণ করে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য তুলে ধরার প্রয়াসে সামাজিক বিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হিসেবে ইতিহাস চর্চার উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মূল বিষয়বস্তুর আলোচনার পূর্বে ইতিহাস চর্চার গতি প্রকৃতি ও ধারার উপর সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা প্রয়োজন। সভ্যতার ঊষালগ্নে প্রাচীন গ্রীকগণ বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস-তথা মানব জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে ইতিহাস চর্চার অগ্রদূত এবং বিশ্বের স্বীকৃত ঐতিহাসিক হিসেবে প্রাচীন গ্রীসের অন্যতম প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ হিরোদোতাসের নাম উল্লেখযোগ্য।[১] তিনি ৪৮০ খ্রিস্টপূর্ব অব্দে (মতান্তরে ৪৮৪ খ্রিস্টপূর্ব অব্দে) এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাংশে অবস্থিত ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্র হেলিকারনাসাসে জন্মগ্রহণ করেন।[২] কিন্তু জাতিতে তিনি গ্রীক ছিলেন এবং সে সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসেবে তিনি গৌরববোধ করতেন।[৩]

---

১. Ferdinand Schevill, Six Historians (Chicago : The University of Chicago Press, 1965), P. 1; Chamber's Encyclopeadia, Vol. vi, (London : Pergamon Press, 1967), P. 119 (Henceforth the Source is referred to as CE) ; আশরাফ উদ্দিন আহমেদ, 'ইতিহাসের জনক হিরোদোতাস', ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা ১৯৮১, পৃ.. ৩, মুহাম্মদ জহুরুল ইসলাম, 'প্রাচীন ঐতিহাসিক থুকিদিদিস', ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৭৬ বাংলা, পৃ. ২০।

২. Hutton Wevster, History of Civilization Ancient and Medieval (American: D.C. Health and Company, 1947), P. 237 (Henceforth the

www.pathagar.com

হিরোদোতাস সৈনিক জীবনে অবহেলা প্রদর্শন অথবা শত্রুদের সাথে মুকাবিলা করতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগে হেলিকারনাসাসের অত্যাচারী রাজা নিগদাসিস কর্তৃক নির্বাসিত হন।[৪] এই নির্বাসন তাঁর জন্য আর্শিবাদ হয়ে দেখা দেয় এবং তিনি ইতিহাস চর্চার মত অত্যন্ত দুরহ কাজে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ পান।[৫] প্রাচীন বিশ্বের বিখ্যাত পরিব্রাজক হিরোদোতাস এথেন্স, সিসিলি, ইটালি, মিসর, ব্যাবিলোনিয়া, ফিনিশিয়া, পার্সেপোলিস, থ্রেস, একবাতানা, সুসা এবং কৃষ্ণ সাগরীয় উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহ ভ্রমণ করেন এবং ইতিহাস রচনার জন্য প্রচুর উপকরণ ও উপাত্ত সংগ্রহ করেন।[৬] কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি সেসব ব্যবহার করে কোন ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে যেতে পারেননি। তবে মৃত্যুর (৪২৪ খ্রিস্টপূর্ব) অব্যবহিত পরেই ৪২০ খ্রিস্টপূর্ব অব্দে তাঁর লিখিত। 'The Persian Wars' শীর্ষক ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশিক হয়।[৭]

হিরোদোতাসের ইতিহাস গ্রন্থে মহামতি সাইরাস ও মিসর সম্বন্ধে পারস্যের অভ্যন্তরীণ গৃহবিবাদ ও পারস্য সম্রাট দারিউসের সিংহাসন অধিকার, আইওনিয়ার বিদ্রোহ, ম্যারাথনের যুদ্ধ, সেরেক্সেসের গ্রীক আক্রমণ হতে থারমোপলির যুদ্ধে তাঁর সাময়িক সাফল্য, সালামিশের যুদ্ধ ও তার মাধ্যমে পারসিকদের ভাগ্য বিপর্যয় শুরু এবং পারসিকদের উপর গ্রীকদের চূড়ান্ত বিজয়ের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে।[৮]

প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকদের মধ্যে হিরোদোতাস একজন বিতর্কমূলক প্রতিভা। তিনি ছিলেন বিশ্বের প্রথম স্বীকৃত ঐতিহাসিক। এজন্য তাঁকে 'ইতিহাসের জনক' বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৯] তবে তাঁর পরিবেশিত তথ্য সমালোচনার উর্ধে নয়। তাঁর রচনা পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর বিচার বিশ্লেষণ করে কোন কোন সমালোচক তাঁকে 'মিথ্যার জনক' বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১০] যাচাই বাছাই করে ঘটনাবলী

Source is referred to as Historian of Civilization) ; CE, Vol. vi, 199 ; ইতিহাস, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৮১, পৃ. ৩।

৩. ইতিহাস, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৮১, পৃ. ৩।

৪. ইতিহাস, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৭৬ বাংলা, পৃ. ২৬; ইতিহাস, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৮১, পৃ. ৩।

৫. ইতিহাস, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৮১, পৃ. ৩-৪।

৬. History of Civilization, P. 238 ; CE, Vol vi, P. 119 ; ইতিহাস, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৭৬ বাংলা, পৃ. ২৭; ইতিহাস, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৮১, পৃ. ৫।

৭. ইতিহাস, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৮১, পৃ. ৫।

৮. History of Civilization, PP. 220-221 ; EB, Vol II, P. 530 ; CE, vol. vi, P. 119 ; ইতিহাস, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৮১, পৃ. ৬।

৯. History of Civilization, P. 237 ; Six Historians, P. 1, EB, Vol II, P. 530 ; CE, vol. vi, P. 119.

১০. ইতিহাস, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৮১, পৃ. ২।

www.pathagar.com

সন্নিবেশিত না করায় তাঁর রচনা বস্তুনিষ্ঠ নির্ভুল হতে পারেনি। উপরন্তু তিনি আখ্যান উপাখ্যানের বিচার বিশ্লেষণ না করেই ইতিহাসের উপাদান হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন।[১১] এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট বলে মনে হয়। তিনি লিখেছেন, "আমাকে যা কিছু বলা হয়েছে তা বর্ণনা করা আমার কাজ, কিন্তু সব কিছু বিশ্বাস করতে আমি বাধ্য নই।"[১২]

হিরোদোতাস গ্রীক মহাকবি হোমারের বিখ্যাত মহাকাব্য 'ইলিয়ট' কর্তৃক প্রভাবিত হলেও তাঁর গ্রন্থটি ছিল ইতিহাসের আংগিকে সাজানো।[১৩] আমরা যাকে ইতিহাস বলি তা হিরোদোতাসই সর্বপ্রথম গ্রীক ভাষায় 'Historin' অর্থাৎ অনুসন্ধান অর্থে ব্যবহার করেন।[১৪] ইতিহাস বা History শব্দটি Historia শব্দেরই ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ।[১৫]

হিরোদোতাসের এক পুরুষ পরে অথবা প্রায় সমসাময়িক কালে গ্রীসে থুকিদিদিস (৪৩১/৪৪০-৩৯৯ খ্রিস্টপূর্ব) নামক একজন ঐতিহাসিকের আবির্ভাব ঘটে।[১৬] হিরোদোতাসের মত থুকিদিদিসের জীবনেও একটি অঘটন ঘটেছিল। তিনি এথেন্স ও স্পার্টার যুগের সময় (৪৩১-৪০৪ খ্রিস্টপূর্ব) এস্কিপলিস শহর রক্ষায় নিয়োজিত একজন এথেনীয় সেনা বাহিনীর ব্যর্থ সেনানায়ক ছিলেন।[১৭] তিনি কর্তব্য অবহেলার দায়ে এথেন্স থেকে বিশ বছরের জন্য নির্বাসিত হন। এই অযাচিত অবসর কাল সদ্ব্যবহারের উপায় রূপে তিনি ইতিহাস লিখতে আরম্ভ করেন।[১৮]

থুকিদিদিস প্রায় সত্তর বছরের ইতিহাস (৪৭৮-৪১১ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত) আলোচনা করেছেন। পেলোপনিসাসের যুদ্ধ, এথেন্সের উত্থান ও পতন, গ্রীক ও পারসিক জাতির পক্ষপাতহীন বিবরণ, সামাজিক আচার প্রথা প্রভৃতির উপর আবহাওয়া ও ভৌগোলিক বিভাজনের প্রভাব তাঁর ইতিহাস রচনার প্রধান বিষয়

১১. T. W. Wallbank and A. M. Taylor, Civilization Past and Present, Vol. I (New York : Scoott, Foreman and Company, 1949), P. 189.
১২. ইতিহাস, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৮১, পৃ. ৭।
১৩. EB, Vol vi, P. 530 ; CE, vol. vi, P. 119.
১৪. **CE,** Vol. vi, P. 119 ; Blackie's Modern Encyclopaedia of Universal Information, Vol. iv (London : Blackie & Son, 1889-1890), P. 452 (Henceforth the Source is referred to as BME), ইতিহাস, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৮১, পৃ. ৯।
১৫. ইতিহাস, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৮১, পৃ. ৯।
১৬. CE, Vol. vi, P. 119 ; ইতিহাস, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৭৬ বাংলা, পৃ. ২৩।
১৭. Six Historians, P. 5-6 ; EB, Vol. vi, P. 530 ; CE, Vol. vi, P. 119.
১৮. ইতিহাস, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৭৬ বাংলা, পৃ. ২৪।

www.pathagar.com

ছিল।[১৯] তিনি তাঁর গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন 'ইতিহাস'। পরবর্তীকালে পাঠকগণ বইটির নাম দিয়েছিল পিলোপোনেসীয় যুদ্ধ বা স্পার্টার যুদ্ধ।[২০] থুকিদিদিস হিরোদোতাসের মত শুধুমাত্র শোনা কথা গ্রহণ করতেন না। তিনি প্রমাণের কষ্টি পাথরে যাচাই করে ঐতিহাসিক তথ্য গ্রহণ করতেন। এই বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা কেবল প্রাচীন জগতের অন্যতম বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচয়িতা হিসেবেই খ্যাতি লাভ করেন নি; বরং বর্তমান সময়ে যাঁরা বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস লিখেছেন তিনি প্রায় তাঁদের সমকক্ষতার দাবী করতে পারেন।[২১] তবে হিরোদোতাসের রচনার মাধ্যমেই প্রাচীন গ্রীসে তথা সমগ্র বিশ্বে ইতিহাস রচনার শুভ সূচনা হয় এবং তা থুকিদিদিসের হাতে আরো পূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করে।[২২]

পরবর্তীকালে জেনোফোন (৪৩০-৩৫৫ খ্রিস্টপূর্ব),[২৩] পলিবিয়াস (Polybius, ১৯৪-১১৭ খ্রিস্টপূর্ব)[২৪] ডায়ওডোরাস সিকোলাস (Diodorus Siculus)[২৫] প্লোটার্স (Plutarch, ৪৬-১২৬ খ্রী.) এ্যারিয়ান (Arrian, ৯৫-১৭৫ খ্রি.)[২৬]

---

১৯. History of Civilization, P. 238 ; EB, Vol vi, P. 530 ; CE, vol. vi, P. 119-220 ; ইতিহাস, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৭৬ বাংলা, পৃ. ২৯-৩৪।

২০. Six Historians, p. 3, 6 ; History of Civilization, P. 238 ; ইতিহাস, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৭৬ বাংলা, পৃ. ৩৪।

২১. Civilization Past and Present, Vol. 1, P. 144 ; History of Civilization, P. 238 ; EB, Vol. vi, P. 520 ; CE, Vol. vi, PP. 119-220 ; ইতিহাস, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৭৬ বাংলা, পৃ. ২৮, ৩৫।

২২. ইতিহাস, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৮১ বাংলা, পৃ. ১৫।

২৩. জেনোফোন ৪৩০ খ্রিস্টপূর্ব অব্দে এথেন্সে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল গ্রায়লাস (Gryllus)। তিনি সক্রেটিসের সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন। জেনোফোন একজন সুদক্ষ সৈনিক ছিলেন। ইতিহাস ও দর্শন শাস্ত্রে তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর রচিত 'agesilaus' প্রাথমিক পর্যায়ে জীবন রচিত ইতিহাস রচনার প্রথম প্রচেষ্টা। তিনি ৩৫৫ খ্রিস্টপূর্ব অব্দে মৃত্যুবরণ করেন। History of Civilization, P. 238 ; CE, Vol. vi, P. 120.

২৪. পলিবিয়াস ১৯৮ খ্রিস্টপূর্ব অব্দে মিগালোপলিসে (Megalopolis) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গ্রীক ঐতিহাসিক ছিলেন। প্রাচীন কালে তিনি প্রথম সার্বজনীন ইতিহাস চর্চার ধারা প্রদান করতে চেষ্টা করেছেন। ১১৭ খ্রিস্টপূর্ব অব্দে তার মৃত্যু হয়। দ্রষ্টব্য - CE, Vol. vi, P. 121.

২৫. ডায়ওডোরাস সিকোলাস সিসিলির আজিরামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর ৫০-৩০ খ্রিস্টপূর্ব অব্দের মধ্যে রচিত Bibliothche Historikee ছিল সার্বজনীন ইতিহাস গ্রন্থ। ডায়ওডোরাসের গ্রন্থ থেকে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক লিভি (৫৯ খ্রিস্টপূর্ব - ১৭ খ্রি.) ইতিহাসের পদ্ধতি ও তথ্য গ্রহণ করেছেন। দ্রষ্টব্য - CE Vol. vi, P. 121.

২৬. এ্যারিয়ান ৯৫ খ্রিস্টাব্দে বিথেনীয়ার নিকোমিডিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিরোদোতাস ও থুকিদিদিস এবং তাদের ইতিহাস গ্রন্থ গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তিনি জেনোফোনের ধারা অধিক পছন্দ করতেন। এ্যারিয়ান কর্তৃক রচিত 'ম্যাগনাম ওপাস (Magnum Opus) সম্ভবত তাঁর মাতৃভূমি বিথেনিয়ার ইতিহাস ছিল। তিনি ১৭৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। দ্রষ্টব্য - CE Vol. vi, P. 121-122.

www.pathagar.com

এ্যপিয়ান, (Appion, ১১৬-১৭০ খ্রি.) ও ডায়ওক্যাসিয়াস (Dio Cassius, ১৫৫-২৩৫ খ্রি.) প্রমুখ ব্যক্তিদের মাধ্যমে ইতিহাস চর্চার বহুমুখী ধারা অব্যাহত থাকে।[২৭] রোমানদের মধ্যেও ইতিহাস চর্চার এবং তার পঠন-পাঠন পরিলক্ষিত হয়। এদের মধ্যে বিল্লম পনিকম (Bellum Punicum, ২৭০-২০০ খ্রিস্টপূর্ব), ইন্নিয়াস (Ennius, ২৩৯-১৬৯ খ্রিস্টপূর্ব), পেকোভিয়াস (Pacuvius, ২২০-১৩০ খ্রিস্টপূর্ব), এ্যকিয়াস (Accius, ১৭০-৪৬ খ্রিস্টপূর্ব), জুলিয়াস কায়জার (Julius Caeser).[২৮] সোলাস্ট (Sallust, ৮৬-৩৪ খ্রিস্টপূর্ব),[২৯] ও লিভি (Livy, ৫৯ খ্রিস্টপূর্ব ১৭ খ্রিস্টাব্দ),[৩০] প্রমুখ পণ্ডিতগণ ছিলেন অন্যতম।[৩১] প্রাচীন আমলে চীনাদের মধ্যে সামন্তরাজ চৌ (Chou, মৃত ঃ ২৫৬ খ্রিস্টপূর্ব), সও-ম্যাচীন (Su-Machien, ১৪৫-৯০ খ্রিস্ট্রপূর্ব) ও প্যানকিউ (Panku, ৩২-৯২ খ্রি.) এর আমলে ইতিহাস চর্চার প্রয়াস বিশেষভাবে স্মরণীয়।[৩২]

প্রাচীনকালে পারস্যে খুদাইনামা 'সিয়ারু মুলূক আল-আযম' নামক মূল্যবান ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।[৩৩] আরবদের বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস চর্চার পূর্বে প্রাচীন বিশ্বে কিছু কিছু গীর্জার ইতিহাস রচিত হয়েছিল। কারণ গীর্জা তৎকালীন মানব মন ও সমাজকে এরূপ নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করেছিল যে, সে যুগে স্বাধীনভাবে বস্তুনিষ্ঠ ঘটনা লিপিবদ্ধ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। মুসলমানদের বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস চর্চার পূর্বে বস্তুনিষ্ঠ, সুসংহত, সুসামঞ্জস্য ও ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস বিগত কোন জাতির মধ্যে তেমন লক্ষ্য করা যায় না। ঐশী গ্রন্থ

---

২৭. CE Vol. vi. P. 120-122.

২৮. জুলিয়াস কায়জার তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছিলেন। দ্রষ্টব্য - CE Vol. vi. P. 123.

২৯. EB Vol. vi. P. 531.

৩০. ঐতিহাসিক লিভি ৫৯ খ্রিস্টপূর্ব অব্দে পাদুয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ৩০ খ্রিস্টপূর্ব অব্দ থেকে তিনি রোমে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তিনি প্রাচীন কালের একজন প্রখ্যাত ইতিহাস লেখক ছিলেন। তাঁর সময় ছিল প্রাচীন কালের বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস শাস্ত্রের স্বর্ণযুগ। তিনি ২৭ অথবা ২৬ খ্রিস্টপূর্ব অব্দে সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। ১৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। দ্রষ্টব্য - History of Civilization, P. 310 ; CE, vol. 6, P. 123.

৩১. CE Vol. vi. P. 120-122.

৩২. EB Vol. vi, P. 539.

৩৩. খুদাইনামা প্রাচীন পারস্যের রাজা-বাদশাদের উপর লিখিত একটি ফারসী কাব্যগ্রন্থ। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি ইব্ন আল-মুকাফ্ফা (মৃত ঃ ৭৫৭ খ্রি.) গ্রন্থটি আরবীতে অনুবাদ করেন। এই অনুবাদের নাম দেওয়া হয় 'সিয়ারু মুলূক আল-আজম। ফেরদৌসীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'শাহনামা' এই খুদাইনামার উপর নির্ভর করে পরবর্তীকালে ১০১০ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়েছিল। দ্রষ্টব্য- ইতিহাস, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২০।

www.pathagar.com

আল-কুরআন বাস্তব ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বিজ্ঞচিত পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে।[৩৪]

ইসলামের পূর্বে আরবদের তেমন কোন লিখিত ইতিহাস ছিল না।[৩৫] তবে প্রাচীন আরবে জনশ্রুতি ও রূপকথার বর্ণনা চালু ছিল। পূর্ববর্তী জাতি, স্বীয় গোত্র, রাজরাজড়া ও যুদ্ধ বিগ্রহের ঘটনা কবিতা ও গল্পের মাধ্যমে বিবৃত হত। এমনিভাবে হস্তীর যুদ্ধের ঘটনা তাদের নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।[৩৬] এছাড়া কিংবদন্তী, উপাখ্যান ও তাদের যুদ্ধ বিগ্রহের বীরত্ব গাঁথা কাব্য রচিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক মূল্য বিবর্জিত অনেক গল্প কিংবদন্তী আমাদের নিকট বিভিন্ন উপায়ে পৌঁছেছে। এতে তাদের আতিথেয়তা, বীরত্ব ও বংশস্বার্থ বা দ্বন্দ্বের কথাই প্রতিবিম্বিত হয়েছে।[৩৭]

প্রাচীন আরবে প্রচলিত আখ্যান, উপাখ্যান ও কিংবদন্তীর মধ্যে ইতিহাসের উপাদান অন্বেষণ করা যায়। কাব্যের আকারে সংরক্ষিত এসবের মধ্যে গোত্রীয় জীবন পদ্ধতির রূপরেখা বিবৃত হয়েছে।[৩৮] ইয়ামনবাসীদের প্রবর্তিত তারিখ মুসলমানদের হিজরী তারিখের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে।[৩৯] হিরার মঠসমূহে সংরক্ষিত মুনযির শাসকের সংগৃহীত গ্রন্থাবলী হিরার অধিবাসী, তাদের কুলজী এবং শাসকদের চরিত্র সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছে। এমনিভাবে

---

৩৪. R. A. Nicholson. A Literory History of the Arabs (Cambridge: Cambridge University Press. 1969). P. 282 ; আল-মা'আরিফ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ৫৪।

৩৫. শেখ আবুল মুনসুর এলাহী বক্স, 'ইসলাম জগতে ইতিহাস চর্চা', আল-এসলাম আঞ্জুমানে উলামা, একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা, কলিকাতা, চৈত্র, ১৩২৫ বাংলা, পৃ. ৬০১ ; ইতিহাস, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২০।

৩৬. আল-মা'আরিফ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ৫৩।

৩৭. F. Rosenthal, History of the Moslim Historiography, আরবী অনুবাদ সালেহ আহমেদ, ইল্‌ম আল-তারীখ ইন্‌দা আল-মুসলিমীন (বাগদাদ ঃ মাকতাবাহ আল মসনা, ১৯৬২), পৃ. ৩১-৩৫ (এখন থেকে এই উৎসটি সংক্ষেপে 'ইলম আল-তারীখ' ব্যবহৃত হবে)। ইতিহাস, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২০।

৩৮. ইব্‌ন হিশাম, আল-সীরাত আল-নববীয়া, ১ম খণ্ড (মিসর ঃ মাকতাবাহ ওয়া মাতবা'আহ মুসতাফা আল-বাব আল-হালাবী ওয়া আওলাদুহু, ১৩৭৫ হি.), পৃ. ৪। আব্‌দুল-আযীয আল-দূরী, নাশ'আত 'ইল্‌ম আল-তারীখ ইন্‌দা আল-আরব', অনুবাদ, এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, আরব জাতির ইতিহাস চর্চা (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ৩-৪ (এখন থেকে এই উৎসটি 'আরব জাতির ইতিহাস চর্চা' ব্যবহৃত হবে।

৩৯. আল-সুয়ূতী, আল-সামারিখ ফী 'ইলম আল-তারীখ' (লাইডেন, ১৮৯৪) পৃ. ৯ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা , পৃ. ৩-৪।

www.pathagar.com

পারস্যবাসীদের প্রভূত তথ্য সংরক্ষিত হয়েছে।[৪০] পরবর্তী সময়ে এসব লিখিত ও মৌখিক তথ্য হতে ঐতিহাসিকগণ তাঁদের রচিত গ্রন্থসমূহকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। এতদসত্ত্বেও আমরা সঠিকভাবে বলতে পারি না যে, হিরায় ঐতিহাসিক চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়েছে।[৪১] ইয়ামন সম্বন্ধে আরও জানা যায় যে, সেখানে উন্নত সভ্যতা গড়ে ওঠেছিল। মিনিয়ান, সাবিয়ান এবং হিমাইরিটিক উৎকীর্ণ লিপিতে ইতিহাসের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে কিছু তথ্য অনুসন্ধান করা যায়। তবে এতে শাসকদের নাম অস্পষ্ট এবং তাঁদের কার্যাদি অতিরঞ্জিত করে বর্ণিত হয়েছে।[৪২] উত্তর আরববাসীদের নিকট হতে যে খবর পাওয়া যায় তাতে সাধারণত তাদের দেব-দেবীর গুণ বর্ণনা, সমষ্টিগত অবস্থা ও সাফল্যমণ্ডিত কীর্তিসমূহকে কেন্দ্র করে জনশ্রুতি পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে।[৪৩] কাব্য ও কবিতার ছন্দে তাদের অভিযান পরিকল্পনা, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বংশ কৌলিণ্য সম্পর্কিত বিষয়াদি রচিত হয়ে জনসম্মুখে পঠিত হত।

জাহিলিয়্যা যুগে আবৃতি, মুখস্থ ও স্মৃতিশক্তি যার সবচেয়ে বেশী ছিল সে ব্যক্তি সমাজে জ্ঞানী ও পণ্ডিত বলে বিবেচিত হত এবং এটা ছিল তাদের আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি।[৪৪] ফলে 'আইয়্যাম আল-আরব'[৪৫] বা আরবদের যুগের গোত্র সমূহের সংঘাত এবং অতীত কীর্তি মুখেমুখে বর্ণিত হয়ে পরবর্তী বংশধরের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে।[৪৬] উল্লিখিত সংরক্ষণ পদ্ধতি অব্যাহত ছিল। আল-আইয়্যামের

---

৪০. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪-৫ ; হাজী খলীফা, কাশ্‌ফ আল-যুনূন, ১ম খণ্ড, (বৈরুত ঃ দার আল-ফিক্‌র, ১৯৮১), পৃ. ৩৫ B. Lewis, Historians of the Middle east (London, Oxford University Press, 1962) P. 47.

৪১. আবদুল আযীয আল-দূরী, নাশ'আত ইলম আল-তারীখ ইনদা আল-আরব (বৈরুত ঃ মাকতাবাআত আল-কাছুলীকীয়াহ, ১৯৬০), পৃ. ১৬ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৩-৪।

৪২. H. A. R. Gibb, Studies on the Civilization of Islam (London: Rutledge and Kegen Paul Ltd., 1962), P. 108.

৪৩. M. Saber Khan, 'Medieval Arabic Historiography', Islamic Culture, Hyderabad, 1959, P. 240.

৪৪. ইতিহাস, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২২।

৪৫. 'আইয়্যাম আল-আরব' বলতে জাহিলিয়্যা যুগে আরবদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সংঘটিত প্রধান ঘটনা এবং কলহ-বিবাদ ও সংঘর্ষের যুগকে বুঝায়। সামান্য কারণে সংঘটিত এসব যুদ্ধ দীর্ঘকাল ব্যাপি চলতো। এসব দীর্ঘ স্থায়ী যুদ্ধ ও সংঘাতের মধ্যে প্রাক-ইসলামী আরবদের জীবনধারা প্রতিবিম্বিত হয়েছে। প্রাক-ইসলাম যুগের ইতিহাস রচনার উপাত্ত ও উপকরণ এসবের মধ্যে অনুসন্ধান করা যায়। দ্রষ্টব্য-হাজী খালীফা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৪ ; H. A. R. Gibb, op.cit., PP. 109-110.

৪৬. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩-৪ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪ ; H. A. R. Gibb, op.cit., P. 109 ; EIU, Vol. vi, P. 47.

www.pathagar.com

কাব্য[৪৭] বংশ তালিকা, যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ, বীরত্ব গাঁথা কবিতা, উপাখ্যান ও আচার আচরণ আমাদেরকে আইয়্যামে জাহিলিয়্যা সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করেছে।[৪৮] বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আরবদের যুগের ঘটনা বর্ণনা সময়ের দিক হতে অনেকটা অসংলগ্ন এবং গোত্র প্রীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার প্রকৃতরূপের একাংশ উপস্থাপিত হয়েছে। এসবের পূর্বাপর বিবরণ ও সংগঠনের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে ইতিহাসের গতিপথ সৃষ্টি করতে সহায়ক হয়নি। তবে ইতিহাস রচনার কোন উপকরণ এর মধ্যে নেই বলা সমীচীন হবে না। সাধারণভাবে ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে আরবদের যুগের কাহিনী, উপাখ্যান, কিংবদন্তী এবং কীর্তিগাঁথা কবিতা প্রবহমান থেকে ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত করেছে।[৪৯]

প্রাচীন আরবগণ তাদের বংশ তালিকা ও পূর্ব পুরুষদের গৌরব কাহিনী কবিতা ও সংগীতের মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় স্মরণ করে রাখতো।[৫০] কোন কোন পরিবারের লোক তাদের উর্ধতন বহু পুরুষের নাম বলতে পারতো। এটা ছিল তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্যের গর্ব। সে কারণে তারা বংশ বিবরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যাপারে এত অভ্যস্ত ছিল যে, তারা আরবের প্রসিদ্ধ অশ্ব এবং উটের বংশ তালিকা পর্যন্ত মুখস্থ করে রাখতো। ক্রয়-বিক্রয়ের সময় অশ্ব বা উটের বংশ শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারিত হতো। প্রাচীন আরবের এই ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহের প্রবণতা মুলসমানদের ইতিহাস লিখতে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল।[৫১]

জাহিলিয়্যা যুগে যাদের মাধ্যমে উন্নত সাহিত্য ও কাব্যচর্চা হয়েছে তাদের মেধা ও স্মৃতিশক্তি এবং সমাজ জীবন সম্বন্ধে বহু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।[৫২] এ সময় ইতিহাসকে 'খবর' বলা হতো যা সংবাদ পরিবেশন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এতে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি। খবরগুলো ছোট গল্পের মত

---

৪৭. ইলম আল-তারীখ, পৃ. ৩১-৩৩।

৪৮. B. Lewis, op.cit., P. 6 : H. A. R. Gibb, op.cit., P. 109 ; Islamic Culture, 1959, P. 225 ; Islamic Culture, No. 4, 1980, P. 284.

৪৯. হাজী খলীফা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৪ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫ ; ইলম আল-তারীখ, পৃ. ৩৬-৩৭ ; H. A. R. Gibb, op.cit., P. 109 ; Sydney Nettleton Fisher, op.cit., P. 124 ; Islamic Culture, 1959, P. 241.

৫০. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩-৪ ; কাযী আতাহার মুবারকপুরী, তাদ্বীন সীরাহ্ ওয়া মাগাযী (দেওবন্দ ঃ শাইখ আল-হিন্দ একাডেমী, ১৪১০ হি.), পৃ. ৩৬।

৫১. আল-এসলাম, একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা, ১৩২৫ বাংলা, পৃ. ৬০১।

৫২. B. Lewis, op.cit., P. 28 ; Islamic Culture, 1959, P. 241 ; সাইয়েদ সুলাইমান নদভী, "মোস্তফা চরিতের ঐতিহাসিক দিক, ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৬৭, পৃ. ৩২৩।

www.pathagar.com

পরিবেশন করা হতো। মাঝে মাঝে তাতে কবিতা সন্নিবেশিত করা হতো এবং কথাপোকথনের মাধ্যমে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করা হতো।[৫৩] পরবর্তীকালে মুসলমানদের হাতে খবরই ইতিহাস চর্চার ধারায় রূপান্তরিত হয়।[৫৪]

একদিকে যেমন প্রাক-ইসলাম কাব্যে আরব বীর পুরুষদের বীরত্ব গাঁথা মুসলমানদেরকে নবী করীম (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের এবং প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মহৎ কার্যকলাপ ও সামরিক অভিযানসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, অন্যদিকে আইয়্যামের বিবরণ, কুলজী আলোচনা, খবর ও উপাখ্যান বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।[৫৫] তাঁদের পরিবেশিত তথ্য বিতর্কিত বিষয় হলেও ইতিহাস চর্চার এই অমূল্য উপাদান ও তথ্য পরবর্তীকালে মুসলমানদের বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস চর্চায় প্রেরণা যুগিয়েছে।[৫৬]

ইসলামী যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে ইতিহাস চর্চার সূচনা

ইসলামের আবির্ভাবের পর আল-কুরআনে বর্ণিত বিগত জাতির ঘটনাবলী ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গকে প্রভূত অনুপ্রেরণা দান করেছে।[৫৭] মানব জাতির হিদায়াত ও প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যে মহান প্রভু আল্লাহ্ অতীতের বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতন, সত্যের বিজয়, মিথ্যার পরাজয় ও পরিণতি এবং পৃথিবীর ধ্বংস তথা কিয়ামতের সংবাদ দান সহ বহু ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ সম্বলিত আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন।[৫৮] এতে মানব জাতিকে সৃষ্টি সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল-কুরআনে মহানবী (সা.)-কে 'সর্বোত্তম আদর্শ' হিসেবে আখ্যায়িত করে তাঁকে অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এজন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কার্যাবলীর পঠন-পাঠন অপরিহার্য।[৫৯] ফলে আল-কুরআনের বিশদ ব্যাখ্যা করতে

৫৩. B. Lewis. op.cit.. P. Introduction ; আল-মা'আরিফ. ৬ষ্ঠ সংখ্যা. ১৯৮৬. পৃ. ৫৩।
৫৪. ইলম আল-তারীখ. পৃ. ৯৫-৯৬।
৫৫. হাজী খালীফা. প্রাগুক্ত. ১ম খণ্ড. পৃ. ২০৪ ; ইলম আল-তারীখ. পৃ. ৩৫-৩৭; H. A. R. Gibb. op.cit., P. 109-110.
৫৬. হাজী খালীফা. প্রাগুক্ত. ১ম খণ্ড. পৃ. ২০৪ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা. পৃ. ৫-৬।
৫৭. A. R. Nicholson. op.cit.. P. 282 ; আল-মা'আরিফ. ২য় সংখ্যা ১৯৮৬. পৃ. ৫৪।
৫৮. ইলম-আল তারীখ. পৃ. ৩৯-৪০।
৫৯. আরব জাতির ইতিহাস চর্চা. পৃ. ৬-৭ ; B. Lewis. op.cit.. P. 24-25 : Islamic Culture. No. iv. 1980. P. 247.

www.pathagar.com

গিয়ে সাধারণভাবেই ইতিহাস আলোচনা করতে হয়েছে।[৬০] তাহলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আল-কুরআনের তাফসীর ও মহানবী (সা.)-এর হাদীসের পঠন-পাঠন থেকে মুসলমানদের ইতিহাস চর্চার সূচনা হয়।[৬১] রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবদ্দশায় বিভিন্ন বস্তুর উপর ওয়াহী লিখে রাখা হতো এবং হাফিযগণ তা মুখস্থ করে রাখতেন।[৬২] এ সময় ওয়াহীর সাথে সংমিশ্রণ হওয়ার আশংকায় হাদীস লিখার সাধারণ অনুমতি ছিল না।[৬৩] খলীফা আবূ বকর (রা.)-এর (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.) আমলে আল-কুরআন পুস্তকাকারে সংরক্ষিত হলে হাদীস ও ইতিহাস লিখার পথ সুগম হয়। কিন্তু ইতোপূর্বে আরবদের আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক ছিল বংশানুক্রমিক মুখস্থ বিদ্যা। ফলে কোন কিছু লিখে রাখার প্রতি তাঁদের বিরাট অনিহা ছিল।[৬৪]

খলীফা হযরত উমর ফারূক (রা.) কর্তৃক প্রবর্তিত হিজরী সন ইতিহাস রচনার ক্ষেত্র সহজ করে তুলেছিল। পরবর্তীতে হিজরী সন উল্লেখ করে তারিখ ভিত্তিক ইতিহাস রচিত হয়েছে। হযরত উমর (রা.) 'দিওয়ান' (Pension Register) বা ভাতাভোগী তালিকা প্রতিষ্ঠা করে গৌরবের ভিত্তিতে মুসলিম যোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের রেজিষ্ট্রি প্রস্তুত করেন।[৬৫] এই তালিকার উপর মুসলমানদের প্রাধান্য ও ভাতা নির্ধারণ নির্ভর করতো। যাঁরা আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন পর্যায়ক্রমে তাঁরা পরে ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিদের চেয়ে বেশী ভাতা ও সামাজিক মর্যাদা লাভ করতেন। কালক্রমে রেজিষ্ট্রীর কার্যক্রম ও পরিসর বৃদ্ধি পাওয়ার সাথেসাথে দিওয়ানের গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং তা ব্যাপ্তি লাভ করে। ক্রমান্বয়ে রেজিষ্ট্রি স্মৃতিশক্তির স্থান দখল করে নেয়।[৬৬] ইসলামের বিস্ময়কর বিজয়ের পর মুসলমানগণ বিজিত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সাথে পরিচিত হয়ে যে সব আচার-

৬০. ইলম আল-তারীখ, পৃ. ৪০-৪১ ; B. Lewis. op.cit., P. 25 : আল-মা'আরিফ, ২য় সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ৫৫ ; ইতিহাস, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২৩।

৬১. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪-৫; ইলম আল-তারীখ, পৃ. ৪১-৪২ ; H. A. R. Gibb. op.cit., P. 111 : B. Lewis. op.cit., P. 46 : EB. Vol. II. P. 538 : Islamic Studies. No. 3. 1984. P. 229 : Islamic Culture. 1959. P. 243 : International Islamic Coolopuium Papers. December 1957 & January 1958. Lahore. 1960. PP. 23-24.

৬২. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫ ; আবূল বারকাত আবদুর-রউফ, আসাহ্ আল-সিয়ার (করাচী : এডুকেশন প্রেস, ১৩৫১ হি.), পৃ. ১১-১২।

৬৩. আসাহ্ আল-সিয়ার, পৃ. ৬।

৬৪. ইতিহাস, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২১-২২। ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৬৭, পৃ. ৩২৪।

৬৫. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৭ ; Islamic Culture, No. iv, 1980. P. 284.

৬৬. ইতিহাস, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২৩।

www.pathagar.com

আচরণ, কৌশল ও জীবনধারা সম্পর্কে অভিজ্ঞান লাভ করেন তা মুসলিম ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।[৬৭]

মহানবী (সা.)-এর ইন্তিকালের পর আহ্কামে শরী'আতের সংকলন এবং জনজীবনে তার প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হাদীস চর্চা অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে মক্কা, মদীনা কূফা, বসরা প্রভৃতি স্থানে হাদীস শিক্ষা ও ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশের কেন্দ্র গড়ে ওঠে।[৬৮] হাদীস বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করতে গিয়ে ইসনাদ[৬৯] পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়।[৭০] নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ হাদীস যাচাই-বাছাই করার জন্য ইসনাদ পদ্ধতিতে মুহাদ্দিস ও রাবী বা বর্ণনাকারীর সত্যনিষ্ঠা, চারিত্রিক বিশুদ্ধতা, নির্ভরশীলতা এবং পরিবেশিত তথ্যের সত্যতা নিরূপণের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হতো।[৭১] এর ফলে ইতিহাস চর্চার প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমানদের মধ্যে 'আসমাউর রিজাল' বা জীবনী কোষ রচনার সূত্রপাত হয়।[৭২] এতে বর্ণনাকারীদের জীবন চরিত লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। হাদীস ও ইতিহাস পঠন-পাঠনের জন্য ইসনাদ মূলভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও পরবর্তী যুগে কোন কোন সীরাহ্ ও মাগাযী গ্রন্থে কাহিনী ও উপাখ্যানের অনুপ্রবেশ ঘটলেও হাদীসবেত্তাগণ তাঁদের উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে তা ত্রুটিমুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন।[৭৩]

---

৬৭. আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৭ ; H. A. R. Gibb, op.cit., P. 109-110 ; Islamic Culture, 1959. P. 242-243.

৬৮. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯ ; ওসমান গণী, মহানবী (কলিকাতা ঃ মল্লিক ব্রাদার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮), পৃ. ৫১ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৭ ; B. Lewis, op.cit., P. 46.

৬৯. ইসনাদ অর্থ বর্ণনা পরম্পরা। হাদীস বা খবরের মূল কথাটি যে সূত্রে বা যে বর্ণনাকারীদের নামের বর্ণনা পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে ইলম হাদীসের পরিভাষায় তাকে ইসনাদ বলে। এতে গ্রন্থকার হতে শুরু করে রাসূল (সা.) পর্যন্ত অথবা প্রত্যক্ষদর্শী রাবী পর্যন্ত বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক বিন্যস্ত থাকে। দ্রষ্টব্য- মিশকাত আল-মাসাবীহ্, ভূমিকা, আবূ যাহ্, আল-হাদীস ওয়া আল-মুহাদ্দিসূন, (মিসর ঃ শারকাহ মুসাহিমাহ মিসরীয়াহ, ১৯৫৮), পৃ. ২-৪ ; Goldziher, op.cit., Vol. I, P-19; Rev. E. Sell, The Faith of Islam (London, 18800, PP-70-72 ; Islamic Culture, No. iv, 1980, P. 247.

৭০. B. Lewis, op.cit., P. 47 ; EB, Vol. II, P. 538 ; Islamic Culture, No. iv, 1980, P. 247; Islamic Studies, No. III, 1984, P. 228.

৭১. H. A. R Gibb, op.cit., P. III ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১২ ; Islamic Studies, No. III, 1984, P. 228 ; Islamic Culture, Oct : 1959. P. 244.

৭২. আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৮ ; ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৯৬৭, পৃ. ৩২১।

৭৩. শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী (সা.), ১ম খণ্ড, সম্পাদনা, মুহীউদ্দিন খান (ঢাকা ঃ প্যারাডাইজ লাইব্রেরী, ১৯৭৪) পৃ. ২৫-২৭।

www.pathagar.com

ইসলামের প্রথম দিকে আরবদের ইতিহাস চর্চার প্রধানত দু'টি উৎস ছিল। প্রথমত ইসলামী উৎস বা হাদীস হতে গৃহীত উৎস এবং দ্বিতীয়ত, গোত্রীয় বা আল-আইয়্যামের উৎস। এ সময় মদীনা, বসরা ও কূফা ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়। মদীনা কেন্দ্রে ইসলামী উৎস প্রাধান্য লাভ করে এবং কূফা ও বসরাতে গোত্রীয় উৎস প্রাধান্য লাভ করে।[৭৪] এসব শহরে ইতিহাস চর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠে এবং দু'টি বিপরীতমুখী কেন্দ্রের মধ্যে ভাব বিনিময় হতে থাকে। পরবর্তীতে ইতিহাস লিখন ও পঠন-পাঠনে হাদীসের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় ইসলামী ধারার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[৭৫] আরবদের ইতিহাস চর্চার ক্রমবিকাশ তরান্বিত হওয়ার পিছনে চীনাদের কাগজ আবিষ্কার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ৭৫১ খ্রিস্টাব্দে আরবরা চীনাদের নিকট হতে কাগজ তৈরীর অভিজ্ঞান লাভ করার পূর্বে প্যাপিরাস, পশুর চামড়া, মৃন্ময়পত্র, উটের কাঁধের চওড়া হাড়, পাথর এবং সম্ভবত কাঠ লিখার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হত। কাগজ প্রচলনের সাথে সাথে আরবদের লেখা-পড়ার ক্ষেত্রে নব যুগের সূচনা হয় এবং ইতিহাসের উপাত্ত উপকরণ লিখে রাখার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।[৭৬]

মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণের সামরিক অভিযান মুসলমানদের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গল্পের আসরে প্রাচীন আরবদের ন্যায় সে সবের বীরত্বগাঁথা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে আলোচিত হত।[৭৭] মুহাদ্দিসগণ প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করে হাদীস পঠন-পাঠনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সামরিক অভিযানসমূহের ব্যাপক আলোচনা শুরু করেছিলেন।[৭৮] মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণের সামরিক অভিযানের বর্ণনা ও সংরক্ষণ পরবর্তীকালে মাগাযী ইতিহাস চর্চার সূচনা করেছিল।[৭৯] এ সময় রাসূল (সা.)-এর সীরাত বা জীবনী আলোচনা মাগাযী নামে পরিচিতি লাভ করে। আক্ষরিক অর্থে মাগাযী মহানবীর সামরিক অভিযানসমূহের জন্য প্রযোজ্য হলেও প্রায়োগিক দিক থেকে তাঁর সমগ্র জীবনের ঘটনাবলী তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। রাবীগণের মধ্যে অনেকেই শরী'আতের বিধি বিধানের বিশ্লেষণে

---

৭৪. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৭ ; B. Lewis. op.cit.. P. 46.

৭৫. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৭।

৭৬. ইতিহাস, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২৩-২৪।

৭৭. EI, Vol. iv. P. 440.

৭৮. মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ আল-তাবাকাত আল-কুবরা, ৫ম খণ্ড (বৈরূত ঃ দার সদর, ১৩৭৬ হি.), পৃ. ১৫৬ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৮ ; B. Lewis. op.cit.. P. 46.

৭৯. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৮ ; B. Lewis. op.cit.. P. 46 ; H. A. R Gibb. op.cit.. P. 111 ; ইতিহাস, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২৩।

www.pathagar.com

রাসূল (সা.)-এর সীরাত আলোচনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কাজেই এটি বলা অসমীচীন হবে না যে, মুসলমানদের ইতিহাস চর্চার ক্রমবিকাশে মাগাযী ও সীরাহ্ আলোচনা বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল।[৮০] এভাবে মুহাদ্দিসগণের ইসনাদ পদ্ধতি ও আখ্বারীদের আল-আইয়্যাম পদ্ধতিতে সীরাহ্ ও মাগাযীর সূত্রপাত ঘটে এবং পঠন-পাঠনের মাধ্যমে তার উন্নতি হতে থাকে।[৮১]

মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে মুসলমানগণ গৌরব অর্জনের উদ্দেশ্যে নবী জীবনের প্রত্যেকটি তথ্য সংকলন ও সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। প্রথম হিজরীর মধ্য ভাগ থেকে উরওয়া ইব্ন যুবাইর (মৃত্যু. ৯৪ হি./৭১২ খ্রি.), এবং আল-যুহরীর (মৃত্যু. ১২৪ হি./৭৪১ খ্রি.) প্রচেষ্টায় রাসূল চরিত বা সীরাহ্ ও মাগাযীর লিখন ও সংরক্ষণ শুরু হয়েছিল বলে অনুমিত হয়।[৮২]

আরবীতে ইতিহাস লিখার সূচনা কখন থেকে শুরু হয়েছিল তার বিতর্ক এখনও মীমাংসিত হয়নি। সাহাবা কিরাম ও খুলাফা রাশিদূনের আমলে বিভিন্ন স্থানে হাদীস শিক্ষার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু স্মরণশক্তি ও মুখস্থ বিদ্যার উপর এর সাফল্য নির্ভর করতো। লিখিতভাবে ও পুস্তকাকারে সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়া তখন শুরু হয়নি।[৮৩] ইতোপূর্বে রাসূলের আদেশ, উপদেশ, প্রশাসনিক ফরমান, চুক্তিপত্র ও প্রদত্ত বিধানাবলী, রাজা-বাদশাদের নিকট প্রেরিত পত্রসমূহ প্রভৃতি লিপিবদ্ধভাবে সংরক্ষিত হয়েছিল। ক্রমেই এই লিখিত সম্ভারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং উমাইয়া খিলাফতের (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) প্রথম দিকে এগুলি পুস্তকাকারে সংরক্ষিত হয়। এ সময় অর্থাৎ মুয়াবিয়ার (৬৬১-৬৮০ খ্রি.) আমল হতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী গ্রন্থ আকারে লিপিবদ্ধ হতে থাকে।[৮৪] প্রাথমিক পর্যায়ে যাঁরা মৌখিকভাবে ইতিহাস বর্ণনা করতেন তাঁদেরকে আখ্বারী বা কাহিনীকার বলা হত। প্রথম আখ্বারী ঐতিহাসিকদের মধ্যে উবাইদ ইব্ন শারইয়াহ এবং ওয়াহ্হাব ইব্ন মুনাব্বিহ-এর নাম উল্লেখযোগ্য।[৮৫]

---

৮০. শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০-২১।

৮১. B. Lewis, op.cit., P. 47-48 ; EB, Vol. II, P. 538.

৮২. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২৪ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৮, ১৪; EI, Vol. iv, P. 440; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১২; ইতিহাস, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২৫।

৮৩. শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০-২১।

৮৪. ইব্ন নাদীম, আল-ফিহ্রিসত (বৈরুত ঃ মাকতাবাহ আল-খাইয়াত, ১৮৭২), পৃ. ৮৯ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫; P. M. Hitti, op.cit., P. 244; আল-মাআরিফ, ২য় সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ৫৫।

৮৫. মুহাম্মদ ইব্ন উমর আল-ওয়াকিদী, কিতাব আল-মাগাযী, ১ম খণ্ড (লণ্ডন ঃ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৬৬) পৃ. ২১ ; ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯ ; ইয়াকূত, মু'জাম আল-উদাবা, ১৯ খণ্ড, (বৈরুত ঃ দার আল-আহ্ইয়া আল-তুরাস, তা. বি.), পৃ. ২৫৯ ; EIU, Vol. I, P. 47.

www.pathagar.com

উমাইয়া খলীফা মুয়াবিয়ার (৬৬১-৬৮০ খ্রিস্টাব্দ) আমলে সান'আ নামক স্থানের অধিবাসী কাহিনীকার উবাইদ ইব্ন শারইয়াহ আল-জুরহামী কর্তৃক পরিবেশিত তথ্যাবলী গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। সম্ভবত এটি ছিল সর্বপ্রথম লিখিত ইতিহাস গ্রন্থ।[৮৬] উবাইদ আরব ও পারস্যের অনেক যুদ্ধ স্বচক্ষে দেখেছেন এবং বয়োজ্যেষ্ঠ লোকদের নিকট থেকে বহু পুরাতন কাহিনী শুনেছেন। তবে তিনি লেখা-পড়া জানতেন না।[৮৭] আমীর মুয়াবিয়া (রা.) তাঁকে ইয়ামেন থেকে রাজধানী দামিশ্‌কে নিয়ে এসে তাঁর নিকট থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করেন এবং বিজ্ঞ লেখকের সাহায্যে তা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করান। গল্পকার উবাইদের গ্রন্থের নাম কিতাব আল-মুলূক ওয়া আখবার আল মাযীন'।[৮৮] কিন্তু রোজেনথ্যাল ইব্ন নাদীমের বরাত দিয়ে গ্রন্থটির নাম লিখেছেন 'আল-মুলূক ওয়া আখ্‌বার আল-মাযীন'।[৮৯] পরবর্তীতে 'কিতাব আল-আমসাল' নামক তাঁর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।[৯০]

মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ উরওয়া ইব্ন যুবাইর (র.) (জন্ম ২৩ হি.-মৃত্যু ৯৪ হি./৭১২ খ্রি.) সর্বপ্রথম মাগাযী গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁকে মাগাযী ইতিহাসের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।[৯১] তাঁর মাতা আসমা ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা.)-এর কন্যা। তিনি অধিকাংশ তথ্য তাঁর খালা আয়িশা (রা.) থেকে সংগ্রহ করেন। উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক (৬৮৫-৭০৫ খ্রি.) মহানবী (সা.)-এর জীবন চরিত বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের পরামর্শ দিলে তিনি 'মাগাযী' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।[৯২] মহানবীর সামরিক অভিযানসমূহ এবং তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গ্রন্থটিতে আলোচিত হয়েছে। মাগাযী সংক্রান্ত তাঁর মনোনীত ঘটনাসমূহ পরবর্তী ঐতিহাসিকদের বর্ণনার মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। ইব্ন ইসহাক (মৃত্যু ১৫১ হি.), আল-ওয়াকিদী (মৃত্যু ২০৮ হি./৮২৩ খ্রি.) ও আল-তাবারী (মৃত্যু ৩১০ হি.) তাঁর মাগাযীর

---

৮৬. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯০ ; আল-মা'আরিফ, ২য় সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ৫৫।
৮৭. আল-এসলাম, একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা, ১৩২৫ বাংলা, পৃ. ৬০২।
৮৮. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫ ; ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯০ ; কাযী আতাহার, তাদবীন সীরাহ্ ওয়া মাগাযী (দেওবন্দ ঃ শাইখ আল-হিন্দ একাডেমী, ১৪১০ হি.), পৃ. ১৬৯ ; শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০ ; P. K. Hitti, op.cit., P. 244.
৮৯. ইল্‌ম আল-তারীখ, পৃ. ২৭৫।
৯০. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯০।
৯১. আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০-২১ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫ ; B. Lewis, op.cit.,, P. 46 ; EIU, Vol. iv, PP. 49-50.
৯২. আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০ ; ইব্ন সা'দ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩ ; A Guillaume. The life of Muhammad (London : Oxford University Press. 1968). Introdruction.

www.pathagar.com

বিষয়বস্তু হতে তথ্য গ্রহণ করেছেন।[৯৩] উরওয়া ইব্ন যুবাইর (র.) গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে ইসনাদ প্রয়োগ করেছেন। ঘটনার শুদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি আল-কুরআনের আয়াতের উদ্বৃতি দিয়েছেন।[৯৪] নির্ভরযোগ্য করার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি কবিতা উপস্থাপন করেছেন। সেজন্য কিন্তু তাঁকে কাব্যনির্ভর ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা সমীচীন হবে না।[৯৫] তিনি নবুওয়াত ও খুলাফা রাশিদূনের যুগের ঘটনা বিক্ষিপ্তভাবে পরিবেশন করেছেন।[৯৬] এতদসত্ত্বেও তাঁর পরিবেশিত তথ্য পর্যাপ্ত ও সুবিন্যস্ত নয়।

মুসলিম ইতিহাস চর্চার গোড়ার দিকে মহানবী (সা.)-এর সীরাহ্ ও মাগাযী লেখকদের মধ্যে আবান ইব্ন উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা.) (জন্ম ২০ হি.-মৃত্যু ১০০ হি./৭১৮ খ্রি.) ছিলেন অন্যতম।[৯৭] মুহাদ্দিস আবান হাদীস ও মাগাযী চর্চার মধ্যে সেতুবন্ধন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর ছাত্রগণ কর্তৃক মাগাযী রচিত হলেও তা হাদীস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।[৯৮] তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট থেকে মাগাযী বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। আবান কর্তৃক লিখিত মাগাযী আল-রাসূল একটি নির্ভরযোগ্য মাগাযী গ্রন্থ।[৯৯] ঐতিহাসিক ইয়াকূবী (মৃত্যু ২৮৪ হি./৮৯৮ খ্রি.) তাঁর গ্রন্থ থেকে তথ্য গ্রহণ করেছেন। ইরানী বংশোদ্ভূত ও ইয়ামেনে বসবাসকারী ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের লোক ওয়াহ্হাব ইব্ন মুনাব্বিহ (জন্ম ৩৪ হি. - মৃত্যু ১০০ হি.) একজন উপাখ্যান, কথক ও কাহিনীকার ছিলেন।[১০০] মদীনার বিদ্যাপীঠ হতে যৎসামান্য শিক্ষা লাভ করার পূর্বেও তিনি হিব্রু, খ্রিস্টান ও ইসলামী অভিজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি মাগাযী এবং আল-মুবতাদা নামক

---

৯৩. আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১। ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

৯৪. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২।

৯৫. আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ১০।

৯৬. ইব্ন স'দ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

৯৭. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫ ; A. Guillaume, op.cit., Introdruction ; EIU, Vol. iv, PP. 49-50.

৯৮. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫ ; ইব্ন সাদ প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৯।

৯৯. ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, লিসান আল-মীযান, ১ম খণ্ড, (হায়দারাবাদ ঃ দায়িরা আল-মা'আরিফ, ১৩৩০ হি.), পৃ. ২৪; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৯; Islamic Culture, Vol. I, 1927, P-538.

১০০. আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১ ; মু'জাম আল-উদাবা, ১৯ খণ্ড, পৃ. ২৫৯ ; A. Guillaume, op.cit., Introdruction ;

www.pathagar.com

দু'টি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন।[১০১] তাঁর গ্রন্থে ইসনাদ বর্ণনায় নিদিষ্ট কোন পদ্ধতি অনুসৃত হয়নি। তিনি ইসরাইলীদের বর্ণনা ও প্রাচীন যুগের উপাখ্যান, কাহিনী ও জনশ্রুতি স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন।[১০২] তাঁর 'আল-মুবতাদা' গ্রন্থ রাসূলগণের ইতিহাস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হলেও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বলে গণ্য করা হয়নি।[১০৩] সমালোচকগণ তাঁকে মিথ্যুক ও নির্লজ্জ বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর পরিবেশিত তথ্য প্রত্যাখ্যাত বলে বিবেচনা করা হয়েছে।[১০৪] তবে ওয়াহ্হাব ইব্ন মুনাব্বিহ সৃষ্টির ইতিহাস হতে শুরু করে প্রাচীন ইতিহাস ও নবী-রাসূলগণের ইতিহাস আলোচনা করে বিশ্ব ইতিহাস রচনার প্রথম উদাহরণ স্থাপন করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টা ইব্ন ইসহাক (র.) ও ইব্ন হিশাম (র.) কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে।[১০৫]

পরবর্তীকালে আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন হাযম (মৃত্যু ১৩০ হি./৭৪৭ খ্রী. মতান্তরে ১৩৫ হি./৭৫২ খ্রি.), আসিম ইব্ন কাতাদা আল-আনসারী (মৃত্যু ১২০ হি./৭৩৮ খ্রি.) ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব আল-যুহ্রী (মৃত্যু ১২৪ হি./৭৪১ খ্রি.) মাগাযী চর্চায় গতি সঞ্চার করেছিলেন এবং ইব্ন ইসহাক (মৃত্যু ১৫১ হি.) ও আল-ওয়াকিদী (মৃত্যু ২০৮ হি.) সীরাহ্ রচনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেছিলেন।[১০৬]

খলীফা উমর ইব্ন আবদুল-আযীয (র.)-এর (৭১৭-৭২০ খ্রি.) আমলে হাদীস চর্চা ও সংগ্রহের নতুন যুগের সূচনা হয়। হাদীসের চর্চা এ সময় রুচিশীল সংস্কৃতি হিসেবে গণ্য করা হত।[১০৭] তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীস সংগ্রহ করার জন্য মদীনার শাসনকর্তা আবূ বকর ইব্ন হাযম (র.) (মৃত্যু ১১৭ হি.)-কে ও প্রধান প্রধান হাদীস শিক্ষা কেন্দ্রের মুহাদ্দিস এবং সরকারী কর্মচারীদের প্রতি এক ফরমান

---

১০১. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫ ; ইব্ন খাল্লিকান প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৮ ; ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃ. ৫৪।

১০২. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬ ; ইলম আল-তারীখ, পৃ. ১৩০।

১০৩. ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৮ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ১৬ ; ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃ. ৫৪-৫৫।

১০৪. ইব্ন খাল্লিকান প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ১৬ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬ ; ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃ. ৫৪-৫৫।

১০৫. আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ১৫-১৬ ; EIU, Vol. iv, P. 47.

১০৬. আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২-২৫ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬ ; ইতিহাস, ২য় সংখ্যা ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২৬।

১০৭. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯-২০০।

www.pathagar.com

জারী করেন।[১০৮] তাঁর নির্দেশে ইল্‌ম হাদীস ও রাসূল (সা.)-এর জীবন চরিতের সীরাহ্ ও মাগাযী উপাদান সংগৃহীত ও সংকলিত হয়েছিল। হাদীস বিশারদ সা'দ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.) কর্তৃক হাদীসের বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।[১০৯] এ সময় মুহাদ্দিস ও আখ্‌বারীগণের যৌথ প্রচেষ্টায় ইতিহাস চর্চার পরিসর বিস্তৃতি লাভ করে।[১১০]

মাগাযী ও সীরাহ্ বর্ণনাকারী আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা আল-আনসারী (মৃত্যু ১২০ হি.) এ সময়ের লোক ছিলেন। উমর ইব্‌ন আব্‌দুল-আযীয (র.) তাঁকে দামিশ্‌কের জামি মসজিদে জনগণকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাগাযী ও তাঁর পূত চরিত্র সম্পর্কে লিখিত ও মৌখিকভাবে শিক্ষা দেয়ার জন্য নিয়োগ করেন। সীরাহ্ ও মাগাযী বর্ণনাকারী হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।[১১১] কোন ক্ষেত্রে তিনি কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে নিজ অভিমত পেশ করতেন। ইব্‌ন ইসহাকসহ অনেক গুণীজন তাঁর বক্তৃতা শুনতেন।[১১২]

খ্যাতিমান হাদীসবেত্তা ও প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইব্‌ন শিহাব আল-যুহরী (জন্ম ৫১ হি. - মৃত্যু ১২৪ হি./খ্রি.) উমাইয়া খলীফা আবদুল-মালিক, হিশাম ও দ্বিতীয় ইয়াযীদের দরবারে বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন।[১১৩] তিনি মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতির অনুসরণে মাগাযী নামক গ্রন্থ রচনা করেন।[১১৪] এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সীরাহ্ বাদ পড়েনি। উরওয়া ইব্‌ন যুবাইরের পর তিনি সীরাহ্ আলোচনায় একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো দাঁড় করিয়েছেন।[১১৫] মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ

---

১০৮. ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহ আল-বারী, ১ম খণ্ড (মিসর ঃ মুসতাফা আল-বাব আল-হালাবী ওয়া আওলাদুহু, ১৯৫৯), পৃ. ১৬৮ ; আসাহ্ আল-সিয়ার, পৃ. ৭ ; শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০-২১।

১০৯. শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০-২১।

১১০. ইতিহাস, ২য় সংখ্যা ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২২।

১১১. আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২ ; শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩ ; Guillaume, op.cit.., Introdruction ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১২।

১১২. আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২ ; Guillaume, op.cit.., Introdruction ; ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃ. ৫৫।

১১৩. আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২-২৩ ; শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২-২৩ ; Guillaume, op.cit.., Introdruction.

১১৪. ইব্‌ন সাদ প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫ ; আবূ আল-ফালাহ আব্‌দুল-হাই, শাযারাত আল-যাহাব, ২য় খণ্ড (কায়রো ঃ আল-মাকতাবাহ আল-কুদসী, ১৩৫০ হি.), পৃ. ১৬২ ; আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২-২৩ ; ওসমান গণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২ ; EIU, Vol. iv, P. 50 ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১২-৫১৩।

১১৫. আসাহ্ আল-সিয়ার, পৃ. ৭ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ১২ ; B. Lewis. op.cit.. P. 46; Guillaume. op.cit... Introdruction : Encyclopaedia of Social Sciences. Vol. 6.

www.pathagar.com

বংশীয় ইমাম যুহ্‌রী (র.) স্বীয় বংশের ইতিহাস রচনা করে কুলজী শাস্ত্রবিদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।[১১৬] তাঁর আমলে চারজন বিখ্যাত আলিম চারটি শিক্ষা কেন্দ্রে হাদীস ও সীরাহ্ শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন। ইব্‌ন মুসায়্যেব (র.) মদীনা কেন্দ্রে, শু'বা (র.) কূফা কেন্দ্রে, হাসান বসরী (র.) বসরা কেন্দ্রে এবং মাকহূল (র.) সিরিয়া শিক্ষা কেন্দ্রে নিয়োজিত ছিলেন।[১১৭]

ইমাম যুহ্‌রী (র.) কেবল উরওয়া ইব্‌ন যুবাইরের উপর নির্ভর করেননি ;[১১৮] বরং মদীনা কেন্দ্রের ইসনাদ বর্ণনার মাধ্যমে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর চুলচেরা বিচার ও কষ্টিপাথরে যাচাই করেছেন এবং এভাবে তিনি ইতিহাসের বিশুদ্ধ উপাদান সংগ্রহ করে সঠিক তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। পদ্যের আকারে দিরায়াত সংরক্ষণ করে তিনি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। গোত্রীয় ও ইয়াহূদী কাহিনী বর্ণনা যুহ্‌রী (র.) কর্তৃক প্রত্যাখাত হয়েছে। এদিক দিয়ে ইতিহাস লিখন ও তার গতিপথ নির্দেশ করতে যুহ্‌রী ও উরওয়া ইব্‌ন যুবাইরের অবদান স্মরণযোগ্য।[১১৯] যুহ্‌রীর প্রথিত যশা দু'জন ছাত্র মূসা ইব্‌ন উকবাহ (মৃত্যু ১৪১ হি.) এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র.) কর্তৃক সীরাহ্ ও মাগাযী চর্চার উন্নতি সাধিত হয়।[১২০]

মহানবী (সা.)-এর অভিযানে অংশ গ্রহণকারীদের নামের তালিকা প্রস্তুত করে যাঁরা মাগাযী চর্চার উন্নতি সাধন করেছেন তাঁদের মধ্যে দক্ষিণ আরবের অধিবাসী সুরাহ্‌বিল ইব্‌ন স'াদ (মৃত্যু ১২৩ হি.) অন্যতম।

তিনি মাগাযী গ্রন্থে বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুসলমান ও মুশরিক সৈন্য দলের এবং আবিসিনিয়া ও মদীনায় হিজরতকারীদের নামের তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন।[১২১]

(New York : The Macmillan Company, 1968). P. 408 (Henceforth the Source is referred to as ESS).

১১৬. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ১২-১৩ ; ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃ. ৫৫ ; আল-মা'আরিফ, ২য় সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ৫৬।

১১৭. আসাহ্ আল-সিয়ার, পৃ. ১৪-১৬।

১১৮. আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২-২৩ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ১২।

১১৯. আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০-২৩ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ১৪; আল-মা'আরিফ, ২য় সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ৫৬; ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃ. ৫৫।

১২০. আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪-২৬; উসমান গণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২ ; আল-মা'আরিফ, ২য় সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ৫৬

১২১. আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ১৪ ; ইতিহাস, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২৬ ; ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃ. ৫৪।

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর (র.) মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হাযম (মৃত্যু ১৩০ হি. মতান্তরে ১৩৫ হি.) সীরাহ্ বর্ণনাকারী ছিলেন।[১২২] তিনি ইব্ন ইসহাকের সমসাময়িক ছিলেন। উমর ইব্ন আবদুল-আযীযের আদেশে আবদুল্লাহর পিতা আবূ বকর আমরাহ বিনত আবদুর-রহমানের নিকট প্রাপ্ত হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। পুস্তকটি আবদুল্লাহ্র সময় নষ্ট হয়ে গেলেও তিনি আবদুর আমরাহ প্রদত্ত তথ্য সম্বন্ধে ইব্ন ইসহাককে অবহিত করেন।[১২৩] আবূ আল-আসওয়াদ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর-রহমান ইব্ন নওফেল মূলত উরওয়া ইব্ন যুবাইরের পরিবেশিত তথ্যের উপর নির্ভর করেই মাগাযী নামক গ্রন্থ রচনা করেন।[১২৪] এ যুগের মাগাযী ও সীরাহ্ লেখকগণের পরিবেশিত তথ্য পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক সমাদৃত হয়েছে এবং তা ইতিহাস চর্চার গতি নির্ধারণ করতে সহায়তা দান করেছে।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এসব ঐতিহাসিকের গ্রন্থাবলী যথাযথভাবে সংরক্ষিত না হওয়ার কারণে বর্তমানে সেগুলো দুষ্প্রাপ্য বলে জানা যায়।[১২৫] তবে পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকগণ তাঁদের গ্রন্থসমূহকে প্রামাণ্য ও তথ্য সমৃদ্ধ করার প্রয়াসে পূর্বসূরীদের গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

তাঁদের সীরাহ্ ও মাগাযী বিষয়সমূহ পরবর্তী ঐতিহাসিকদের মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। তাঁদের অমূল্য অবদান পরবর্তী ঐতিহাসিকদের সীরাহ্ ও মাগাযী চর্চা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকের 'সীরাতু রাসূলিল্লাহ (সা.)' গ্রন্থ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[১২৬]

জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিক্ষা সংস্কৃতির অগ্রগতিতে আব্বাসীয় শাসনামল (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়। বিভিন্ন ভাষা থেকে আরবীতে ভাষান্তরিত করার মাধ্যমে এবং মৌলিক রচনা দ্বারা এ যুগের আলিমগণ জ্ঞানকোষকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছেন।[১২৭] প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারী

---

১২২. আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩ ; ইব্ন হাজার আল আসকালানী, তাহযীব আল-তাহযীব, ৫ম খণ্ড (হায়দারাবাদঃ মাতবাআহ মজলিস দায়িরাহ আল-মা'আরিফ আল-নিযামীয়াহ আল-কায়িনাহ আল-হিন্দ, ১৩২৫ হি.), পৃ. ১৬৪-১৬৫।

১২৩. Guillaume, op.cit., Introduction ; ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃ. ৫৫ ; ইতিহাস, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২৬।

১২৪. ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃ. ৫৬; ইতিহাস, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২৮।

১২৫. আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ২৪ ; ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃ. ৫৬।

১২৬. আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫-২৭ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ২৪।

১২৭. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯-২৪০ ; P. K. Hitti, op.cit., P. 310 ; O'Leary, op.cit., P. 106 ; Sydney Nettleton Fisher, op.cit., P. 87.

www.pathagar.com

(মৃত্যু ২৪৫ হি.), ইমাম মুসলিম (মৃত্যু ২৬১ হি.), ইমাম আবূ দাউদ (মৃত্যু ২৭৫ হি.), ইমাম তিরমিযী (মৃত্যু ২৭৯ হি.), ইমাম নাসায়ী (মৃত্যু ৩০৩ হি.), ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (মৃত্যু ২৭৩ হি.) যে সব হাদীস সংকলন করেছেন তা সিহাহ্ সিত্তাহ্ নামে পরিচিত। এসব হাদীস গ্রন্থে মহানবীর চরিত ইতিহাস এবং সাহাবীগণের মানাকিব সম্পর্কিত তথ্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে। এই পর্যায়ে সীরাহ্ ও মাগাযীর উপর স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থ রচনা করে যাঁরা প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে ইব্ন ইসহাক, ওয়াকিদী ও ইব্ন স'াদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১২৮] আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার আল-মুত্তালিবী[১২৯] (জন্ম ৮৫ হি.-মৃত্যু ১৫০/ ১৫৩ হি.) এ সময়ের একজন সীরাহ্ রচয়িতা ছিলেন।[১৩০] তাঁর রচিত 'সীরাতু রাসূলুল্লাহ্ (সা.)' মহানবীর পূর্ণাংগ চরিত ইতিহাস গ্রন্থ।[১৩১] ইব্ন ইসহাকের গ্রন্থটি তিন অংশে বিভক্ত। আল-মুবতাদা ঃ সৃষ্টির আদি হতে মহানবীর আবির্ভাব পর্যন্ত, আল-মাব'আস ঃ রাসূলের রিসালতের মাক্কী জীবন ও হিজরতের ইতিহাস এবং আল-মাগাযী ঃ রাসূলের সামরিক অভিযানসমূহের ইতিহাস। শেষোক্ত অংশে মহানবীর মদীনা জীবন অন্তর্ভুক্ত।[১৩২]

ইব্ন নাদীম উক্ত গ্রন্থকে স্বতন্ত্র খণ্ডে বিভক্ত করেছেন, আল-মুবতাদা এবং আল-মাগাযী।[১৩৩] এখন আল-মাব'আস ও আল-মাগাযী একই খণ্ডে আলোচিত হয়েছে। মহানবীর এই চরিত ইতিহাস ছাড়াও ইব্ন ইসহাক 'তারীখ আল-খুলাফা' নামক আর একখানা ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন।[১৩৪] তিনি মদীনাতে 'সীরাতু

---

১২৮. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২ ; আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫-৩০ ; ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ১৪১ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত,. ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪।

১২৯. তিনি মুত্তালিব ইব্ন 'আব্দ মান্নাফের বংশধর ছিলেন। এ জন্য তাঁকে আল-মুত্তালিবী বলা হয়েছে। দ্রষ্টব্য - ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪।

১৩০. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪ ; ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, তাহযীব আল-তাহযীব, ১ম খণ্ড (হায়দারাবাদ ঃ দায়িরাহ আল-মা'আরিফ আল-নিযামীয়াহ, ১৩২৮ হি.), পৃ. ৩৮-৩৯ ; ইমাম বুখারী, আল-তারীখ আল-কাবীর, ১ম খণ্ড, (হায়দারাবাদ ঃ দায়িরাহ আল-মা'আরিফ ১৩৬০ হি.), পৃ. ৪০ ; ওসমান গণি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

১৩১. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২ ; B. Lewis, op.cit., P. 32 : P. K. Hitti, op.cit., P. 388 ; Sydney Nettleton Fisher, op.cit., 125 : EB. Vol. II, P. 538 ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৯ ; Islamic Studies, No. 3, 1984, P. 233 ; Islamic Culture, No. iv, 1959, P. 140.

১৩২. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬ ; H. A. R Gibb, op.cit., P. 112 ; EIU. Vol. iv, P. 50 ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৯; ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃ. ৫৬।

১৩৩. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২ ; ইলম আল-তারীখ, পৃ. ২৭৬।

১৩৪. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২ ; ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১২-১১৩।

www.pathagar.com

রাসূলিল্লাহ্ (সা.)' গ্রন্থটি লিখার কাজ শুরু করলেও প্রথমে মিসরে এবং পরে বাগদাদ গিয়ে খলীফা আল-মানসূরের পৃষ্ঠপোষকতায় তা সম্পন্ন করেন।[১৩৫]

ইব্ন ইসহাক বিশ্বস্ত সূত্র, মিশ্রিত খবর, মৌখিক বিবরণ ও লিখিত তথ্য হতে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তিনি বিশুদ্ধ ও জাল কবিতার সাথে হাদীস, ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের নিকট প্রাপ্ত ঘটনা এবং শুউবী বা গোত্রীয় কাহিনী সমপর্যায়ভূক্ত করেছেন। ফলে মুহাদ্দিসগণ তাঁর গ্রন্থের নির্ভারযোগ্যতার ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন।[১৩৬] বিভিন্ন সূত্রের পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মুহাদ্দিস ও আখ্বারীদের পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।[১৩৭] তিনি 'আল-মুবতাদা' গ্রন্থে আল-কুরআনে বর্ণিত ঘটনা, ইয়াহূদী কাহিনী, আল-আইয়্যামের বর্ণনা, প্রাচীন আরবদের উপাখ্যান, কিংবদন্তী এবং প্রখ্যাত কাহিনীকার ওয়াহ্হাব ইব্ন মুনাব্বিহ্ হতে তথ্য গ্রহণ করেছেন।[১৩৮]

সীরাহ্ ও মাগাযী আলোচনায় গোত্রীয় উপাখ্যান তাঁর রচনায় স্থান দিলেও তিনি মদীনা কেন্দ্রের মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মহানবীর মক্কা জীবনের অধিকাংশ ঘটনা তিনি ইসনাদ ছাড়া বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মদীনা জীবনের বর্ণনা ইসনাদ উল্লেখ করে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন। আহলে-কিতাবের উপর নির্ভরশীলতা, জাল কবিতা বর্ণনা, উপাখ্যান ও কুলজী আলোচনা প্রভৃতি সন্নিবেশিত হলেও মদীনা সংস্কৃতিতে এ সবের প্রভাব পড়েছিল এবং গ্রন্থটি ইতিহাস পাঠকদের নিকট সমাদৃত হয়েছিল।[১৩৯] কিন্তু ইব্ন ইসহাকের রচিত গ্রন্থের মূলকপি সংরক্ষিত হয়নি।[১৪০] পরবর্তীকালে আবদুল-মালিক ইব্ন হিশাম কর্তৃক উক্ত গ্রন্থটির সংশোধিত কপি আমাদের নিকট পৌঁছেছে।[১৪১] যিয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ্

---

১৩৫. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০ ; আল-মা'আরিফ, ২য় সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ৫৬-৫৭ ; আল-এসলাম, একাদশ সংখ্যা ১৩২৫ বাংলা, পৃ. ৬০২।

১৩৬. আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬-২৭; তাহযীব আল-তাহযীব, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪২-৪৫। আসাহ আল-সিয়ার, পৃ. ১৫; B. Lewis, op.cit., P. 33; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৯।

১৩৭. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ১৭-১৯।

১৩৮. তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৯, ৪৭১, ৫০৪ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫, ৮৩।

১৩৯. আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬-২৭ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ১৮-১৯।

১৪০. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০-১১ ; H. A. R. Gibb, op.cit., P. 112 ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৯, ৫১৩ ; আল-মা'আরিফ, ২য় সংখ্যা ১৯৮৬, পৃ. ৫৭।

১৪১. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০-১১ ; আল-খাতীব আল-বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ, ১ম খণ্ড (কায়রো ঃ মাকতাবাহ আল-খানজী, ১৩৪৯ হি.), পৃ. ২১৪-২৩৪ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ১৮-১৯ ; EIB, Vol. iv, P. 50.

www.pathagar.com

আল-বাকায়ী (মৃত্যু ১৮৩ হি.) ছিলেন ইব্ন ইসহাকের সুযোগ্য ছাত্র। তিনি তাঁর শাইখ ইব্ন ইসহাকের 'সীরাত রাসূলিল্লাহ' গ্রন্থের দু'খানি পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলেন। তিনি এই উৎস অবলম্বন করে ইতিহাস রচনা করেছেন।[১৪২]

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম ইব্ন আইয়ূব আল-হিমাইরী (মৃত্যু ২১৩ হি. মতান্তরে ২১৮ হি.) একজন প্রখ্যাত সীরাত সংকলক ছিলেন।[১৪৩] তিনি ইব্ন ইসহাকের গ্রন্থটির 'সীরাত রাসূলিল্লাহ' গ্রন্থটি পরিমার্জিত হয়ে আমাদের নিকট পৌঁছেছে এবং তা সাধারণভাবে ইব্ন হিশামের সীরাত নামে পরিচিত।[১৪৪] তিনি সূত্রবিহীন বর্ণনা, অলীক কবিতা ও ইসরাইলী কাহিনী পরিমার্জিত করে মুহাদ্দিসগণের ধারা অনুসরণে গ্রন্থটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন।[১৪৫] সীরাত গ্রন্থ ছাড়াও ইব্ন হিশাম কিতাব আল-তীজান নামক অনন্য ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছেন।[১৪৬]

ইমাম যুহ্‌রীর ছাত্র মূসা ইব্ন উক্‌বা (জন্ম ৫৫ হি.-মৃত্যু ১৪১ হি. / ৭৫৮ খ্রি.) প্রথম পর্যায়ে রাসূলের সীরাহ্ ও মাগাযী লেখকদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম।[১৪৭] তিনি মাগাযী নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার অংশ বিশেষ পাওয়া যায়। মূসা ইব্ন উকবা (র.) মদীনা কেন্দ্রের নিয়মাবলী মেনে চলেছেন। তবে ইসনাদ বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি অত্যধিক কঠোরতা পসন্দ করেননি ; বরং ঘটনা বর্ণনার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি লিখিত উপাদান এবং বর্ণনাকারীর (রাবী) নিকট থেকে অধিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তথ্য সংগ্রহে তিনি বিশ্বস্ত সূত্র আল-যুহ্‌রী ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাসের উপর অধিক নির্ভর করেছেন। ফলে তাঁর মাগাযী গ্রন্থ বিশুদ্ধতার দাবী রাখে।[১৪৮] ইমাম মালিক ইব্ন আনাস, ইমাম আহ্‌মাদ

১৪২. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০-১১ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০ ; ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃ. ৫৭।

১৪৩. ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৫; আল-মা'আরিফ, ২য় সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ৫৭।

১৪৪. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০-১১, ১৭-১৮ ; আল-খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৪-২৩৪ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯ ; B. Lewis, op.cit., P. 33 ; Guillaume, op.cit., Introduction ; H. A R. Gibb, op.cit., P. 112 ; EIU, Vol I, P. 50 ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৯, ৫১৩।

১৪৫. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮ ; ইব্ন কাসীর, আল-বিদায়া আল-নিহায়া ফী আল-তারীখ, ১ম খণ্ড, (কায়রো ঃ মাকতাবাত আল-সা'আদাহ, ১৩৪৮-১৩৫৮ হি.), পৃ. ১০৯ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ১৯-২০।

১৪৬. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮।

১৪৭. ESS, Vol. vi, P. 408.

১৪৮. আল-যাহবী, তাযকিরাত আল-হুফ্‌ফায, ১ম খণ্ড (মিসর ঃ দায়িরাহ আল-মা'আরিফ, ১৩২৫ হি.), পৃ. ১৪০ ; আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫।

www.pathagar.com

ইব্ন হাম্বাল ও ইমাম শাফিঈ প্রমুখ প্রখ্যাত ইমামগণ কর্তৃক গ্রন্থটি সমর্থিত হয়েছে। আল-ওয়াকিদী, আল-বালাযূরী, ইব্ন সাদ ও আল-তাবারীর লিখিত ইতিহাস গ্রন্থে মূসা ইব্ন উক্বার নাম এবং তাঁর পরিবেশিত তথ্য উল্লেখিত হয়েছে।[১৪৯]

মা'মার ইব্ন রশীদ (মৃত্যু ১৫০ হি) বর্ণনাকারী হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি মাগাযী নামে একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থটি সংরক্ষিত হয়নি বটে, কিন্তু পরবর্তী লেখকদের নিকট তিনি একজন বর্ণনাকারী হিসেবে সমধিক পরিচিত।[১৫০]

ইতিহাস চর্চার ক্রমোন্নয়নে কুলজীবেত্তা ও আখবারীর ভূমিকা

উমাইয়া আমলে (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) ইতিহাসচর্চা রুচিশীল আরব সংস্কৃতির অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু আব্বাসীয় আমলে (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) তা ইসলামী সংস্কৃতির একটি আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করে বিকাশ লাভ করে। [১৫১] হিজরী দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগ হতে মদীনার বাইরে অন্যান্য শহরে ইতিহাস চর্চার অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। এ সময় ইরাকের কূফা ও বসরায় আখ্বারী ঐতিহাসিক, ভাষাবিশেষজ্ঞ ও কুলজী বিশারদগণের প্রচেষ্টায় ইতিহাসচর্চা গতি লাভ করে।[১৫২] আবূ আমর ইব্ন আল-আলা (মৃত্যু ১৪৫ হি.), আওয়ানা ইব্ন আল-হাকাম (মৃত্যু ১৪৭ হি./৭৬৪ খ্রি.), হাম্মাদ আল-রাবিয়া (মৃত্যু ১৫৬ হি./৭৭২ খ্রি), আবূ মিখনাফ (মৃত্যু ১৫৭ হি./ ৭৭৩ খ্রি.), সাইফ ইব্ন উমর (মৃত্যু ১৮০ হি./৭৯৬ খ্রি.) ও আল-মাদায়িনী (জন্ম ১৩৫ হি,মৃত্যু ১১৫ হি.) ইরাকী আখ্বারীদের মধ্যে অন্যতম। এদের মধ্যে আল-মাদায়িনী শ্রেষ্ঠ আখ্বারী ঐতিহাসিক ছিলেন।[১৫৩] তাঁদের পরিবেশিত 'খবর' আল-তাবারী তাঁর ইতিহাস রচনায় ব্যবহার করেছেন।[১৫৪]

আবূ আমর ইব্ন আল-আ'লা (মৃত্যু ১৪৫ হি./৭৭০ খ্রি.) এবং হাম্মাদ আল-রাবিয়া (মৃত্যু ১৫৬ হি./৭৭২ খ্রি.) ইরাকের অন্যতম আখ্বারী ছিলেন। তাঁরা

---

১৪৯. আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪২৫ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ১৬-১৭ ; ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃ. ৫৬।

১৫০. আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭-২৮ ; ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত ৯৪ ; তাহযীব আল-তাহযীব, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৪৫; ইলম আল-তারীখ, পৃ. ২৭৬ ; ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃ. ৫৬।

১৫১. ইব্ন নাদীম প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ২৪-২৫।

১৫২. আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ২৪-২৫।

১৫৩. ইলম আল-তারীখ, পৃ. ১০০ ; B. Lewis, op.cit., P. 47-48.

১৫৪. ইতিহাস, ২য় সংখ্যা ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২৬-২৭।

www.pathagar.com

প্রাচীন আরবদের কবিতা, কাহিনী ও বংশ তালিকা সংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্য-লিপিবদ্ধ করে আখবারী ইতিহাস চর্চার কলেবর বৃদ্ধি করেছেন।[১৫৫]

আবূ নসর মুহাম্মদ ইব্ন সায়িব আল-কালবী (মৃত্যু ১৪৬ হি./৭৬৩ খ্রি.) তাফসীর, ইতিহাস ও কুলজী শাস্ত্রের পণ্ডিত ও লেখক ছিলেন।[১৫৬] তিনি গোত্রীয় কুলজী শাস্ত্রবিদগণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং পুস্তক রচনা করে কুলজী শাস্ত্র পঠন-পাঠনের উন্নতি বিধান করেন।[১৫৭] নাকায়েয কবিতা পাঠে তাঁর আকর্ষণ এবং অতিরঞ্জিত করে ঘটনা বর্ণনা করার জন্য তাঁর প্রতি মুহাদ্দিসগণের অভিযোগ থাকলেও কুলজী শাস্ত্রে তাঁর অবদানের কথা পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।[১৫৮]

কবি ও কুলজী শাস্ত্রবিদ আওয়ানাহ ইব্ন আল-হাকাম ইব্ন আইয়ায ইব্ন ওয়ায়ীর ইব্ন আব্দুল-হারিস আল-কালবী (মৃত্যু ১৪৮ হি. / ৭৬৪ খ্রি.) কূফার অন্যতম আখ্বারী ছিলেন।[১৫৯] তিনি 'কিতাব আল-তারীখ'[১৬০] ও 'সীরাত আল-মুয়াবিয়া ওয়া বানী উমাইয়া' নামক দু'টি গ্রন্থ রচনা করেন।[১৬১] তাঁর সীরাহ্ গ্রন্থে উমাইয়া খলীফাদের ইতিহাস খলীফা আব্দুল-মালিকের জীবন কালের ঘটনাবলী পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং তারীখ গ্রন্থে হিজরী প্রথম শতাব্দীর ইসলামের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।[১৬২]

আওয়ানাহ ইব্ন আল-হাকাম উমাইয়াদের মাওয়ালী বা মিত্র গোত্র কাল্ব থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি উমাইয়া বিবরণকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এজন্য কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁর বিরুদ্ধে উমাইয়াদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করেছেন।[১৬৩] কিন্তু অধ্যাপক দূরীর মতে তিনি কোন পক্ষের অন্ধঅনুসারী ছিলেন না।[১৬৪] তিনি অনিয়মিতভাবে ইসনাদ বর্ণনা করেছেন।

১৫৫. B. Lewis, op.cit., P. 47-48 ; ইতিহাস, ২য় সংখ্যা ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২৬-২৭।
১৫৬. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।
১৫৭. ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২৮ ; ইব্ন সাদ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪৯ ; তাহযীব আল-তাহযীব, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৮০।
১৫৮. ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২৫ ; তাহযীব আল-তাহযীব, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৮০।
১৫৯. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১ ;B. Lewis, op.cit., P. 47-48 ; ইতিহাস, ২য় সংখ্যা ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২৬-২৭।
১৬০. প্রাথমিক পর্যায়ে সম্ভবত এটাই তারীখ নামক প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ তবে এতে তারীখের পূর্ণ ধারাবাহিকতা অবলম্বন করা হয়নি।
১৬১. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১ ; আল-এসলাম, একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা, ১৩২৫ বাংলা, পৃ. ৬০২।
১৬২. B. Lewis, op.cit., P. 48-49.
১৬৩. EI, P. 236 ; ইতিহাস, ২য় সংখ্যা ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২৬-২৭।
১৬৪. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ২৮।

www.pathagar.com

তবে ঘটনা আলোচনার মধ্যে কবিতা বর্ণনারীতি আল-আইয়্যামের বর্ণনা পদ্ধতি হতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। ইব্ন আল-কালবী (মৃত্যু ২০৪ হি.), হায়সাম ইব্ন আদী (মৃত্যু ২০৯ হি.) এবং আল-মাদায়িনী (মৃত্যু ২১৫ হি.) প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ তাঁদের গ্রন্থে আওয়ানাহ ইব্ন আল-হাকামের সূত্র উল্লেখ করেছেন।[১৬৫]

ইরাকী আখ্বারীদের মধ্যে হাম্মাদ আল-রাবিয়ার (মৃত্যু ১৫৬ হি. / ৭৭২ খ্রি.) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান ঐতিহাসিকদের নিকট তিনি ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহকারী হিসেবে সমধিক পরিচিত। তিনি প্রাচীন আরবের কাহিনী বর্ণনায় সিদ্ধহস্তের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থে ইরাকী ধারার প্রতিফলন ঘটেছে।[১৬৬] কুলজী শাস্ত্রের পণ্ডিত এবং ইরাকের প্রখ্যাত আখবারী আবূ মিখনাফের (মৃত্যু ১৫৭ হি./৭৭৪ খ্রি.) প্রচেষ্টায় আখবারী ইতিহাস চর্চায় গতি সঞ্চারিত হয়।[১৬৭] তিনি প্রায় তেত্রিশটি গ্রন্থ রচনা করেন।[১৬৮] সিরিয়া ও ইরাক বিজয়, রিদ্দার যুদ্ধ, উষ্ট্রের যুদ্ধ, সিফ্ফীনের যুদ্ধ, নাহ্ওয়ান্দের খারিজী বিদ্রোহ, হযরত আলী (রা.), মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (রা.), হযরত উসমান (রা.), ইমাম হুসাইন (রা.), আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা.) ও সাঈদ ইব্ন আস (রা.) প্রমুখ ব্যক্তিগণের হত্যা, আমীর মুয়াবিয়ার ওফাত ইত্যাদি বিষয় তাঁর গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।[১৬৯] তিনি আমীর আল-শাবী, আবূ আল-মুখারিজ আল-রাসিবী, মুজালিদ ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ আল-কালবী প্রমুখ আখ্বারীদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।[১৭০] ইরাকী পদ্ধতি অনুসরণ করলেও তিনি মদীনার রিওয়ায়ত গ্রহণ করে তাঁর গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করেছেন।[১৭১] তিনি পারিবারিক রিওয়ায়াত এবং আযদ গোত্রের বিবরণের উপর অধিক নির্ভর করেছেন।[১৭২] কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি কবিতা উপস্থাপন করেছেন।[১৭৩] আখ্বারী হলেও আবূ মিখনাফের পদ্ধতি ছিল কিছুটা ব্যতিক্রম-ধর্মী।

---

১৬৫. আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ২৮।
১৬৬. B. Lewis, op.cit., P. 48 ; ইতিহাস, ২য় সংখ্যা ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২৬-২৭।
১৬৭. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫ ; ইলম আল-তারীখ, পৃ. ১০০ ; B. Lewis, op.cit., P. 48.
১৬৮. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ২৬ ; B. Lewis, op.cit., P. 48-49.
১৬৯. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩ ; 'ইলম আল-তারীখ, পৃ. ২৮৩-২৮৭ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।
১৭০. J. Welhousen, The Arab Kingdom and its Fall (Beirut : Khayats, 1963), P. 8. ইতিহাস, ২য় সংখ্যা ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২৬-২৭।
১৭১. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।
১৭২. আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ২৬।
১৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭।

www.pathagar.com

ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (মৃত্যু ১৭৯ হি.) এ যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি মুহাদ্দিসগণের ধারার অনুসরণে মুওয়াত্তা নামক হাদীস গ্রন্থ ছাড়াও রিসালাহ্ নামক একটি চরিত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও স্বীকৃত।[১৭৪]

সাইফ ইব্ন উমর আল-আসাদী আল-তামিমী (মৃত্যু ১৮০ হি./৭৯৬ খ্রি.) কূফার আখ্বারী ছিলেন।[১৭৫] তিনি ফতূহ্ আল-কাবীর ওয়া আল-রিদ্দাহ ও আল-জামাল নামে দু'টি পুস্তক রচনা করেন। প্রথমটিতে রিদ্দার যুদ্ধ ও বিজয় এবং দ্বিতীয়টিতে হযরত আলী (রা.) ও হযরত আয়েশা (রা.)-এর মধ্যে সংঘটিত সর্বপ্রথম গৃহদ্বন্দ্ব আলোচিত হয়েছে।[১৭৬] সাইফ ইব্ন উমর আখ্বারী হিসেবে ইরাকী বর্ণনার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি আল-আইয়্যামের পদ্ধতির সাথে সংগতি রেখে আল-তামীম গোত্রের বিবরণকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এজন্য তাঁকে 'আল-তামিমী' বলা হয়েছে।[১৭৭] এছাড়া তিনি মদীনা কেন্দ্রের বিবরণ তথা হিশাম ইব্ন উরওয়াহ এবং ইব্ন ইসহাকের বর্ণনা থেকে তথ্য গ্রহণ করেছেন।[১৭৮] বিপরীতমুখী আন্দোলন সম্বলিত দু'টি পুস্তক রচনা করে তিনি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন।

আবূ ইয়াকযান আল-নাস্সাবা (মৃত্যু ১৯০ হি./৮০৫ খ্রি.) একজন কুলজী বিশারদ ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম কুলজী লেখা শুরু করেন বলে জানা যায়। তাঁর লেখার অংশ বিশেষ পরবর্তী ঐতিহাসিকদের মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। তিনি 'হাল্ক তামীম'(خلق تميم), 'আখ্বার তামীম'(أخبار تميم), 'নসবু খনদফ' (نسب خندف), 'কিতাব-নসব আল-কাবীর'(كتاب نسب الكبير)ও কিতাব আল-নাওয়াদির (كتاب النوادر), নামক কতিপয় পুস্তক রচনা করেন। কুলজী রচনার ক্ষেত্রে তিনি গোত্রীয় বর্ণনার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।[১৭৯]

হিশাম ইব্ন মুহাম্মদ আল-কালবীর (মৃত্যু ২০৪ হি. মতান্তরে ২০৬ হি.) মাধ্যমে আখ্বারী ইতিহাস চর্চার যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। তাঁর জম্হারা 'আল-নসব' গ্রন্থটির একটি খণ্ড বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।[১৮০] তাঁর গ্রন্থে নবীগণের

১৭৪. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯।
১৭৫. B. Lewis, op.cit., P. 48.
১৭৬. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ২৮।
১৭৭. B. Lewis, op.cit., P. 48.
১৭৮. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।
১৭৯. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৪; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৩২-৩৩।
১৮০. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৩২-৩৩।

www.pathagar.com

ইতিহাস, প্রাক ইসলাম যুগ, মহানবীর সীরাহ্, মাগাযী ও ইসলামের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। হিশাম তাঁর পিতা মুহাম্মদ ইব্ন সায়ীব আল-কালবীর গ্রন্থ এবং খ্যাতিমান ব্যক্তি ও কুলজী বিশারদগণের নিকট থেকে তথ্য গ্রহণ করেছেন।[১৮১]

হিশাম ইব্ন মুহাম্মদ বিশেষ করে ইব্ন ইসহাকের ছাত্র ইউনুস ইব্ন বাকায়ীকে অনুসরণ করেছেন। এছাড়া তিনি অধিকাংশ তথ্য শু'ঊবী ঘটনাবলী, প্রাচীন কাহিনী এবং জাহিলিয়া যুগের কবিদের কল্পিত খবর হতেও তথ্য সংগ্রহ করেছেন।[১৮২] পরবর্তী ঐতিহাসিকদের নিকট তাঁর গ্রন্থ প্রাথমিক উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।[১৮৩]

বাগদাদের সাবেক বিচারপতি আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন উমর আল-ওয়াকিদী (জন্ম মদীনা, ১৩০ হি./৭৪৮ খ্রি. মৃত্যু ২০৬ হি. মতান্তরে ২০৭ হি./৮২০ খ্রি.)[১৮৪] মুহাদ্দিস, ফকীহ্ ও ঐতিহাসিক ছিলেন।[১৮৫] তাঁর দাদা ওয়াকিদীর নাম অনুসারে তিনি 'আল-ওয়াকিদী' নামে পরিচিত।[১৮৬] আল-ওয়াকিদীর আমলে ইতিহাসচর্চা আরও একধাপ এগিয়ে যায়। ঐতিহাসিকগণ তাঁর রচিত প্রায় আটাশটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন।[১৮৭] মক্কার সংবাদ, সিরিয়া ও ইরাক বিজয়, উষ্ট্রের যুদ্ধ, রিদ্দার যুদ্ধ, আউস ও খাযরাজদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ, সিফ্ফীনের যুদ্ধ, হাসান ও হুসাইনের শাহাদত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর স্ত্রীগণ, রাসূল (সা.)-এর ওফাত প্রভৃতি বিষয়ের উপর তিনি পুস্তক রচনা করেছেন।[১৮৮] তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে কিতাব আল-তারীখ ওয়া আল-মাগাযী ওয়া আল-মাব'আস,

---

১৮১. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৩২-৩৩ ; EIU, Vol, 4, P. 49.

১৮২. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫-৯৬ ; মুজাম আল-উদাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৫৯।

১৮৩. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৩৩।

১৮৪. আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭৭; ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪১; আল-খাতিব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০; EIU. Vol. 4. P. 51.

১৮৫. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮ ; ইব্ন কাসীর, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬১ ; উসমান গণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪।

১৮৬. ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩১৪-৩১৫ ; আল-মা'আরিফ, ২য় সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ৫৮।

১৮৭. আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত,১ম খণ্ড, পৃ. ৩১-৩৪ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪-৩১৫ ; ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯।

১৮৮. আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত,১ম খণ্ড, পৃ. ৩১-৩৪ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১ ; EIU, Vol. iv, P. 50 ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১৩।

www.pathagar.com

কিতাব আল-তাবাকাত, কিতাব আল-সীরাহ্, কিতাব আল-তারীখ আল-কাবীর বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১৮৯]

আল-ওয়াকিদী তারীখ ও মাগাযী গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কার্যাবলী ও খলীফাদের ইতিহাস হতে শুরু করে ১৭৯ হি./৭৯৫ খ্রি. পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ইব্ন ইসহাকের মাগাযী গ্রন্থ থেকে তথ্য এবং পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।[১৯০] তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে কবি, সাহিত্যিক, ফকীহ্, ব্যকরণবিদ, ভাষাবিদ, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও ইতিহাসবেত্তাদের জীবনী আলোচিত হয়েছে।[১৯১] তিনি পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক উরওয়া ইব্ন যুবাইর, ওয়াহ্হাব ইব্ন মুনাব্বিহ ও ইব্ন ইসহাক হতে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। আল-ওয়াকিদীর গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য ইসনাদ উল্লেখপূর্বক মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। পরবর্তীতে তাঁর ছাত্র ও ইব্ন স'াদ তাঁকে অনুসরণ করেছেন।[১৯২]

আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ (জন্ম বসরা ১৬৮ হি, মৃত্যু ২৩০ হি./৮৪৫ খ্রি.) আল-ওয়াকিদীর ছাত্র ছিলেন। তিনি 'তাবাকাত আল-কুব্রা' নামক বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া আখ্বার আল-নবী তাঁর আর একটি সংকলন।[১৯৩] তাবাকাত গ্রন্থে তিনি মহানবী (সা.) সাহাবা কিরাম এবং তাঁর সময় পর্যন্ত খলীফাদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন।[১৯৪] ইব্ন সা'দ আল-ওয়াকিদীর সচিব হওয়ার ফলে আল-ওয়াকিদী কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছেন বলে ধারণা করা হয়।[১৯৫] এছাড়া তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাসের বর্ণনা হতে অধিকাংশ তথ্য গ্রহণ করেছেন। অত্যন্ত

---

১৮৯. আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত,১ম খণ্ড, পৃ. ১৩ ; ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯৯ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ২১-২২ ; আসাহ্ আল-সিয়ার, পৃ. ১৫ ; ইলম আল-তারীখ, পৃ. ২৭৪-২৭৭ ; EIU, Vol. iv, P. 50 ; আল-মা'আরিফ ২য় সংখ্যা ১৯৮৬, পৃ. ৫৯।

১৯০. ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩১৪-৩১৬ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ২২ ; আল-মা'আরিফ ২য় সংখ্যা ১৯৮৬, পৃ. ৫৯।

১৯১. P.K. Hitti, op.cit., P. 388 ; আল-মা'আরিফ ২য় সংখ্যা ১৯৮৬, পৃ. ৬০।

১৯২. ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৭ ; ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ২২ ; আসাহ আল-সিয়ার, পৃ. ১৫ ; H.A.R Gibb, op.cit., P. 112-113 ; আল-মা'আরিফ, ২য় সংখ্যা ১৯৮৬, পৃ. ৫৯।

১৯৩. ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭৭ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২ ; উসমান গণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ২২ ; A. Guillaume, op.cit., Introduction ; EIU, Vol iv, P. 51 ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫১ ; আল-মা'আরিফ ২য় সংখ্যা ১৯৮৬, পৃ. ৬০ ; ইসলামী একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃ. ৫৭-৫৮।

১৯৪. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫১।

১৯৫. ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪১-৬৪২ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২ ; আল-মা'আরিফ ২য় সংখ্যা ১৯৮৬, পৃ. ৬০ ; ইসলামী একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃ. ৫৮।

www.pathagar.com

নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে বর্ণনা গ্রহণের জন্য তাঁর গ্রন্থটি সমাদৃত হয়েছে।[১৯৬] ইব্ন কুতাইবা পদ্ধতি ও বর্ণনা শৈলীর ক্ষেত্রে ইব্ন সা'দকে অনুসরণ করেছেন।[১৯৭]

আবূ আবদুর রহমান আর-হায়সাম ইব্ন আদী (মৃত্যু ২০৬ হি. মতান্তরে ২০৭ হি.) একজন আখ্বারী ঐতিহাসিক ছিলেন।[১৯৮] তিনি বর্ষ ভিত্তিক বর্ণনা পদ্ধতি এবং ইতিহাস ও কুলজী চর্চার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চেষ্টা করেছেন। এটি তাঁর গ্রন্থের নতুন বৈশিষ্ট্য। তিনি ছোট বড় প্রায় পঞ্চাশ খানা পুস্তক রচনা করেছেন। তন্মধ্যে তারীখ আল-আশরাফ আল-কাবীর, তারীখ আল-আশরাফ আল-সগীর, কিতাব আল-তারীখ আলা আল-সিনীন, তাবাকাত আল-কুফাহা ওয়া আল-মুহাদ্দিসীন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১৯৯]

হায়সাম ইব্ন আদী আলোচনায় আল-ওয়াকিদী অপেক্ষা সিদ্ধহস্তের পরিচয় দিয়েছেন। আল-ওয়াকিদী কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে 'তারীখ আল-ফুফাহা' লিখিত হলেও হায়সামের ফিকহ্ ও হাদীস শাস্ত্রবিদদের উপর লিখিত 'কিতাব আল-ফুকাহা ওয়া আল-মুহাদ্দিসীন' সম্ভবত এ বিষয় সম্পর্কিত প্রথম গ্রন্থ। তিনি গোত্রীয় বর্ণনা এবং কূফা ও বসরার পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। ইসনাদ বর্ণনায় তিনি সাবধানতা অবলম্বন করেননি। ফলে তাঁর গ্রন্থের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে।[২০০]

আবূ উবাইদা মা'মার ইব্ন মুসান্না আল-তামিমী (মৃত্যু ২০৮ হি. হতে ২১১ হি.র মধ্যে যে কোন বছর) বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। আইয়্যাম আল-জাহিলিয়্যা বা আরবদের যুগ, তার খবর, কাব্য-কবিতা, কুলজী ও ভাষা এবং ইসলাম সম্বন্ধে তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।[২০১] আবূ উবাইদা বিভিন্ন বিষয়ে শতাধিক পুস্তক রচনা করেন।[২০২] তাঁর রচিত গ্রন্থের

১৯৬. আল-খাতিব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩২১-৩২২ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চাম, পৃ. ২২ ; আল-মা'আরিফ ২য় সংখ্যা ১৯৮৬, পৃ. ৬০।

১৯৭. ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪১-৬৪২ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫১ ; আল-মা'আরিফ ২য় সংখ্যা ১৯৮৬, পৃ. ৬১।

১৯৮. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২ : ইলম আল-তারীখ, পৃ. ১০০ ;

১৯৯. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯-১০০ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২ ; ইলম আল-তারীখ, পৃ. ২৭৪ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চাম, পৃ. ৩৫।

২০০. ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৯ ; মুজাম আল-উদাবা, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৬১ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চাম, পৃ. ৩৫-৩৬।

২০১. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩ ; আল-খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ২৫২, মুজাম আল-উদাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৬৫ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫।

২০২. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪।

www.pathagar.com

মধ্যে কিতাব আল-আইয়্যাম, কিতাব আল-আউস ওয়া আল-খাযরাজ, মুসলিম ইব্ন কুতাইবা, ফাযাইল আল-ফারিস, কিস্সাত্ আল-কা'বা, আখ্বার আল-হিজায, ফতূহ্ আল-আহওয়ায, ফতূহ আরমিনিয়া, মাসির আল-আরব, কিতাব আল-জামাল ওয়া সিফ্ফীন, কিতাব আল-ইতিবার, কিতাব আল-কাবাইল, মারূজ রাহাত, কিতাব আল-মাওয়ালী, খাওয়ারিজ, আল-বাহরাইন ওয়া আল-ইয়ামান, কিতাব আল-আমসাল, গারীব আল-কুরআন, গারীব আল-হাদীস বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২০৩]

আবূ উবাইদা প্রাক-ইসলাম ও ইসলামের প্রাথমিক যুগ এবং কুরআন ও হাদীস সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেছেন। নগর ও শহর, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, যুদ্ধসমূহ, গোত্রীয় মর্যাদা দোষ-ত্রুটি, খবর, সম্প্রদায়, মাওয়ালী এবং খারিজী সম্বন্ধে তাঁর ইতিহাস রচনায় ভাষাতত্ত্ববিদগণের দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। এসব বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রিওয়ায়াত উপস্থাপন করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি কুরআন, হাদীস ও কবিতার উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। এছাড়া তিনি সহপাঠীদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য পরিবেশন করতে দ্বিধাবোধ করেননি, ফলে তাঁর জ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে। এজন্য তাঁকে আরবের দীওয়ান বা রেজিষ্ট্রি বই হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[২০৪]

আবূ উবাইদা আল-আইয়্যাম এবং গোত্রীয় ঘটনাবলী বর্ণনায় বেদুঈন রাবীদের নিকট হতে তথ্য গ্রহণ করেছেন। গোত্রীয় বর্ণনার প্রতি তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন।[২০৫] এছাড়া তিনি প্রথম শ্রেণীর সূত্র হতে লিখিত তথ্য পরিবেশন করেছেন। ফলে তাঁর বর্ণনার মূল বিষয় ও বর্ণনা রীতি স্বতন্ত্র ছিল। বিশেষ করে আল-আইয়্যামের খবর পরিবেশনে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন যা পরবর্তীতে প্রাথমিক ও মূল উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।[২০৬] তিনি কিতাব আল-মাওয়ালী গ্রন্থে অনারবদের সম্বন্ধে, খাওয়ারিজ আল-বাহরাইন ওয়া আল-ইয়ামান গ্রন্থে খারিজীদের মতবাদ এবং ফাযাইল আল-ফারিস গ্রন্থে পারস্যবাসীদের খবর লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে আরবদের দোষ-ত্রুটি ও শু'উবী সংস্কৃতির রূপরেখা

২০৩. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫; B. Lewis, op.cit, P-52; EIU, Vol. iv, P. 48-49.

২০৪. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ২৫২ ; ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩ মুজাম আল-উদাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৬৪।

২০৫. EIU, Vol. iv, PP. 48-49.

২০৬. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩; মু'জাম আল-উদাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৬৫; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫।

www.pathagar.com

বর্ণিত হয়েছে, যা আরবদের নিকট অপ্রীতিকর ছিল। এতে মনে হয় সম্ভবত তিনি শু'উবী আন্দোলনের একজন সদস্য ছিলেন।[২০৭] এতদসত্ত্বেও আবূ উবাইদার পরিবেশিত তথ্য পরবর্তী ঐতিহাসিকদের নিকট মূল উৎস ও দিক নির্দেশনা হিসেবে গণ্য হয়েছে।

কূফার অধিবাসী নাস্‌র ইব্‌ন মাজাহিম (মৃত্যু ২১২ হি./ ৮২৮ খ্রি.) শি'আ আখ্‌বারী ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। কারণ তিনি কিতাব আল গারাত كتاب الغارات সিফ্‌ফীন, আল জামাল, মাকতাল আল-হুসাইন, 'মাকতাল হাজার ইব্‌ন আদী' مقتل حجر بن عدى নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন।[২০৮] শি'আ বা আলী পন্থী হিসেবে তাঁর গ্রন্থ শি'আ সম্প্রদায়ের অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর রচিত হয়েছে।[২০৯] নাস্‌র ইব্‌ন মাজাহিম আল-আইয়্যামের ধারা অনুসরণ করেছেন। তিনি ইসনাদ বর্ণনায় নির্দিষ্ট কোন নিয়ম পালন করেননি। বিশেষ ক্ষেত্রে কবিতা, বাগধারা ও ভাষণ লিপিবদ্ধ করেছেন। শি'আ সমর্থনে হাদীস, খবর ও জনশ্রুতি গ্রহণ করেছেন। মুয়াবিয়া এবং তাঁর বংশের বিরুদ্ধে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। বিশেষ দলের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। কেউ কেউ এজন্য তাঁর প্রশংসাও করেছেন।[২১০]

আবদুল মালিক ইব্‌ন কুরাইব আল-আসমাহ (জন্ম ১২২ হি./৭৪০ খ্রি., মৃত্যু ২১৩ হি/৮৩১ খ্রি.) হারুন আল-রশীদের রাজত্বকালের ঐতিহাসিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ইতিহাসের পঠন-পাঠন ছাড়াও ১৬০০০ (ষোল হাজার) শ্লোক কণ্ঠস্থ করেছিলেন বলে জানা যায়।[২১১]

আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-আয্‌রাফা (মৃত্যু ২২০ হি.) 'আখ্‌বার মক্কা' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনাকারী উসমান ইব্‌ন সাজ বা তাঁর পিতামহের নিকট হতে তিনি তথ্য গ্রহণ করেছেন। তাঁর গ্রন্থে মক্কা নগরীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস বা খবর পরিবেশিত হয়েছে।[২১২]

আবূ-আল-হাসান আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ সাইফ আল-মাদায়িনী (জন্ম ১৩৫ হি./৭৫৮ খ্রি. মৃত্যু ২১৫ হি. / ৮২৯ খ্রি. মতান্তরে ২২৫

২০৭. ইব্‌ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩ ; মুজাম আল-উদাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৬৪ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬; EIU, Vol. iv, PP. 48-49.

২০৮. ইব্‌ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ২৯।

২০৯. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ২৯-৩০।

২১০. আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ২৯-৩০।

২১১. ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃ. ৫৮।

২১২. ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃ. ৫৭।

www.pathagar.com

হি/ ৮৩৯ খ্রি.) একজন শ্রেষ্ঠ আখবারী ঐতিহাসিক ছিলেন।[২১৩] তিনি বসরায় জন্ম গ্রহণ করলেও পরবর্তীতে বাগদাদে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। মাদাইন শহরে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন বলে তিনি মাদায়িনী নামে পরিচিত। এই প্রথিতযশা আখবার ঐতিহাসিক প্রায় দুই শত চল্লিশ খানা গ্রন্থ রচনা করেন।[২১৪]

আল মাদায়িনী মহানবী (সা.) এর জীবন চরিত হতে শুরু করে আব্বাসীয় খলীফা মুতাসীমের (৮৩৩-৮৪২ খ্রি.) রাজত্বকালের ঘটনাবলী পর্যন্ত আলোচনা করেছেন। বিজয় অভিযান, মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের কার্যকলাপ যুদ্ধের বিবরণ, কবিদের জীবনী ও কাব্য চর্চা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা তাঁর গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।[২১৫] মহানবী (সা.)-এর জীবনের ঘটনাবলী আলোচনা করতে যে সব গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে সিফাত আল-নবী, আল-মাগাযী, আখ্বার আল-মুনাফিকীন, আযওয়াজ আল-নবী, খাতাম আল-রাসূল উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থে রাসূল (সা.)-এর পবিত্র জীবনের সার্বিক কার্যাবলী আলোচিত হয়েছে।[২১৬] তিনি কুরাইশ বংশের খবর ও কুলজী বর্ণনার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। নসব আল-কুরাইশ ওয়া আখ্বারুহা গ্রন্থটি কুলজী বিবরণের পদ্ধতিতে লিখিত এবং এতে কুরাইশ বংশের খবর পরিবেশিত হয়েছে। এছাড়া আখ্বার আবী তালিব ওয়া ওয়ালাদিহী এবং ফাযাইলু কুরাইশ গ্রন্থে কুরাইশ বংশের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে।[২১৭]

খুলাফা রাশিদূন, উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতের উপর রচিত প্রায় সাতটি গ্রন্থের মধ্যে তাসমিয়াত আল-খুলাফা, তারীখ আল-খুলাফা, আখ্বার আল-খুলাফা আল-কাবীর প্রসিদ্ধ। এর মধ্যে আখবারীদের পদ্ধতিতে লিখিত আখ্বার আল-খুলাফা আল-কাবীর একটি ব্যাপক ইতিহাস গ্রন্থ। এতে খলীফা আবূ বকর (রা.) থেকে মুতাসিম বিল্লাহ্‌র (৮৩৩-৮৪২ খ্রি.) খিলাফতের ঘটনাবলী পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে।[২১৮]

মাদায়িনী মুসলমানদের দেশ বিজয়ের উপর প্রায় সাইত্রিশটি পুস্তক রচনা করেছেন। সিরিয়া, ইরাক, বসরা, খুরাসান, হিন্দ (ভারত), সিজিস্তান, পারস্য,

---

২১৩. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯ ; 'ইলম আল-তারীখ, পৃ. ১০০ ; B. Lewis, op.cit., P. 48.

২১৪. ইব্‌ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০-১০৪ ; ইলম আল-তারীখ, পৃ. ২৭৮-২৮৫ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৯১ ; ইতিহাস, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২৭।

২১৫. ইল্‌ম আল-তারীখ, পৃ. ১০০ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৩১ ; EIU, Vol. iv, P. 55.

২১৬. ইব্‌ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০ ; ইল্‌ম আল-তারীখ, পৃ. ১০০; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৩০-৩১।

২১৭. ইব্‌ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৩১ ; EIU, Vol. iv, P. 55.

২১৮. ইব্‌ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৩১।

www.pathagar.com

আরমিনিয়া, কিরমান, আম্মান, তাবারিস্তান, মিসর, জর্জিয়া, আহওয়ায, বাহরাইন, মাকরান, হিরাত, রাই ও জুরজান বিজয় তাঁর গ্রন্থে বিষয়বস্তু হিসেবে গৃহীত হয়েছে।[২১৯]

তিনি আবূ মিখ্নাফ, ইব্ন ইসহাক ও আল-ওয়াকিদীর ন্যায় পূর্ববর্তী আখ্বারীদের রচনা অবলম্বন করে অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন করেছেন। মাদায়িনী ইসনাদ বর্ণনা এবং ঘটনার সত্যতা নির্ণয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। রিওয়ায়াত বা বিবরণ নিরীক্ষণের জন্য তিনি মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন এবং তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে ঘটনার সূক্ষ্মতা নির্ণয় করে যুক্তি দ্বারা তাঁকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য করেছেন। [২২০] তাঁর প্রবর্তিত পদ্ধতি ও ঐতিহাসিক তথ্য পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আল-তাবারীর বিশ্ব ইতিহাস রচনায় সহায়তা করেছে।

আবূ আবদুল্লাহ্ মুসয়াব ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-যুবাইরী (মৃত্যু ২৩৩ হি./৮৪৭ খ্রি. মতান্তরে ২৩৬ হি./৮৫০ খ্রি.) একজন খ্যাতিমান কুলজী বিশারদ ছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইরের বংশধর ছিলেন এজন্য তিনি মুস্য়াব আল-যুবাইরী নামে পরিচিত। তিনি আল-নসব আল-কাবীর ও নসবু কুরাইশ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। [২২১] আল-আইয়্যাম ও কুরাইশদের কুলজী সম্পর্কে তিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর গ্রন্থে ইব্ন আল-কালবীর পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। তিনি আল-যুহরী, তাঁর পিতা ও কুলজীবেত্তাদের পরিবেশিত ঐতিহাসিক তথ্য গ্রহণ করেছেন। [২২২] মুস্য়াব বিভিন্ন মিশ্রিত রিওয়ায়াত বা বর্ণনা থেকে তথ্য নিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি প্রথম যুগের কবিতা উদ্ধৃত করে তাঁর বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন।[২২৩]

মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী (মৃত্যু ২৪৫ হি.) যুগের শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি সহীহ্ আল-বুখারী, তারীখ আল-কাবীর, তারীখ আল-সাগীর ও তারীখ আল-আওসাত নামক গ্রন্থ রচনা করেন।[২২৪] প্রকৃত অর্থে ইতিহাস গ্রন্থ না

---

২১৯. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।
২২০. আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৩০-৩১ ; H.A.R. Gibb, op.cit., P. 115, B. Lewis, op.cit., P. 52.
২২১. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১ ; B. Lewis, op.cit., P. 52.
২২২. আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৩৪।
২২৩. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৩৪-৪৫।
২২৪. 'ইলম আল-তারীখ, পৃ. ২৭৪ ; শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪ ; ওসমান গণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

www.pathagar.com

হলেও মুহাদ্দিস সুলভ পন্থায় রাসূলের সীরাহ্ ও মাগাযী তাঁর গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। ইমাম বুখারীর প্রত্যেকটি গ্রন্থ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও স্বীকৃত।[২২৫] এসব গ্রন্থ থেকে ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

ইতিহাস চর্চার বিকাশ যুগ এবং বিশ্ব ইতিহাস রচনার প্রয়াস

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে ইতিহাস চর্চার বিকাশের এক নতুন পরিবেশ সৃষ্টি হয়।[২২৬] মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতিতে তাঁর সীরাহ্ ও মাগাযী আলোচনার সূত্র ধরে মুসলমানদের ইতিহাস চর্চা শুরু হয়। ইব্ন ইসহাক 'সীরাত্ রাসূলিল্লাহ্' গ্রন্থে রাসূলের পূর্ণাংগ চরিত ইতিহাসের ধারণা পেশ করেছেন।[২২৭] পরবর্তীতে আখ্বারী ঐতিহাসিকদের প্রচেষ্টায় আল-আইয়্যামের পদ্ধতিতে খণ্ডিতভাবে কুলজী, কবিতা, গোত্র সমূহের কীর্তিগাঁথা এবং তাদের মধ্যে সংঘটিত সংঘাতের কাহিনী বর্ণনা ইতিহাসের অন্তর্ভূক্ত হয় এবং ক্রমান্বেয়ে মুহাদ্দিস ও আখ্বারীদের পদ্ধতির সমন্বয় সাধিত হলে ইতিহাস চর্চায় নতুন গতি সঞ্চারিত হয়। এছাড়া পণ্ডিত ব্যক্তিদের জীবনী (তাবাকাত), আঞ্চলিক ও দলীয় ইতিহাস আলোচনার মাধ্যমে ইতিহাসের পরিসর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইতিহাসের বিক্ষিপ্ত ও বিভিন্নমুখী ধারার সমন্বয় সাধন করে আল-বালাযূরী জাতির পূর্ণাংগ ইতিহাস রচনা করেন।[২২৮] পরবর্তী ঐতিহাসিক ইব্ন কুতাইবাহ ও ইয়াকূবী জাতির চিন্তাধারা অতিক্রম করে বিশ্ব ইতিহাস রচনার ধারণা পেশ করেন।[২২৯] সর্বোপরি ইতিহাস চর্চার বিকাশে আল-তাবারীর 'তারীখ আল-রুসূল ওয়া আল-মুলূক' বিশ্ব ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অবদান।

---

২২৫. মুসলিম মনীষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৪।

২২৬. H.A.R. Gibb, op.cit., P. 111, B. Lewis, op.cit., P. 46 ; ইতিহাস, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২৩।

২২৭. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১ ; B. Lewis, op.cit., P. K. Hitti, op.cit., P. 388, Sydney Nettleton Fisher, op.cit., P. 125 ; EB, Vol. II, P. 538 ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৯ ; Islamic Studies, No. III, 1984, P. 233; Islamic Culture, No. iv, 1959, P. 140.

২২৮. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪৪, ১৪১ ; Islamic Studies, No. III, 1984, PP. 234-235.

২২৯. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫৪ ; B. Lewis, op.cit, P. 52 ; EB, Vol II, P. 583 ; Islamic Culture, No. iv, 1959, P. 144 .

www.pathagar.com

এযুগে বিশেষ কোন শিক্ষা কেন্দ্রের একক ধারা ও পদ্ধতি বা বাধা ধরা কোন নিয়ম পালিত হয়নি। সীরাহ্, মাগাযী, আখ্বার ও কুলজী গ্রন্থ এবং বিশ্বস্ত সূত্র হতে প্রাপ্ত উপকরণ সংগ্রহ করে ইতিহাস রচনার বিভিন্ন ধারা ও পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করে যেসব ঐতিহাসিক সুবিন্যস্ত ও বিশদভাবে জাতির ইতিহাস রচনা করেন তাঁদের মধ্যে আবূ আল-হাসান আহ্মাদ ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন জাবির আল-বালযূরী (মৃত্যু ২৭৯ হি./৮৯২ খ্রি.) অন্যতম।[২৩০] স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্য বালাযূর নামক এক প্রকার স্মৃতিবর্ধক ফল খেতেন বলে তিনি বালাযূরী নামে পরিচিত।[২৩১] আল-বালাযূরী মুসলিম জাতির বিজয় ইতিহাস আলোচনা করে কিতাব আল-বুলদান আল-কাবীর ও কিতাব আল-বুলদান আল-সাগীর নামক গ্রন্থ রচনা করেন।[২৩২] উল্লেখিত গ্রন্থদ্বয় 'ফাতূহুল-বুলদান' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ।[২৩৩] কিতাব আখ্বার আল-আনসাব বা আনসাব আল-আশরাফ গ্রন্থটি বালাযূরীর আর একটি অনন্য অবদান।[২৩৪] এতে উম্মাহ বা জাতির ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। এছাড়া তিনি পারস্য সম্রাট আরদাশিরের রাজত্বকালের উপর আহাদ আরদাশির নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।[২৩৫]

'ফাতূহুল বুলদান' গ্রন্থে মহানবী (সা.)-এর মক্কা হতে মদীনা হিজরতের ইতিহাস[২৩৬] এবং তাঁর সময়ের বিজয় অভিযান সমূহের ঘটনাবলী হতে শুরু করে মুসলমানগণ কর্তৃক প্রত্যেক শহর বিজয়ের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।[২৩৭] তিনি শহরসমূহের বিজয়ের ইতিহাস সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর বিভিন্ন শহর পরিভ্রমণ কালের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান লিপিবদ্ধ করেছেন। বিজিত শহরের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে বিজয়পূর্ব ও বিজয়উত্তর কালের উক্ত শহরের সাংস্কৃতিক বর্ণনাসহ প্রশাসনিক

২৩০. আল-বালাযূরী, ফতূহুল বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২-৬ ; ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪৪; Islamic Culture, No. III, 1959, P. 234-235 .

২৩১. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩ ; ইতিহাস, ২য় সংখ্যা ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২৯।

২৩২. আল-বালাযূরী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯-১০ ; ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

২৩৩. আল-বালাযূরী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪২; A. Guillaume, op.cit., Introduction ; P. K Hitti, op.cit., P. 388 ; B. Lewis, op.cit., P. 52 ; আল-মা'আরিফ,২য় সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ৬২।

২৩৪. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯ ; P. K Hitti, op.cit., P. 388.

২৩৫. আল-বালাযূরী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯-১০ ; ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

২৩৬. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯ ;আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪২।

২৩৭. B. Lewis, op.cit., P. 52 ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪২; আল-মা'আরিফ, ২য় সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ৬২।

www.pathagar.com

ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।[২৩৮] তাঁর গ্রন্থে জাতির অর্থনীতির সাথে সাথে বিজিত অঞ্চলের তথা অমুসলিমদের অর্থনৈতিক অবস্থাও পর্যালোচনা করা হয়েছে।[২৩৯] মুসলিম সাম্রাজ্যের ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমিকর-খারাজ সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।[২৪০]

আল-বালাযূরী তাঁর এই বিখ্যাত গ্রন্থে বিজিত স্থান সমূহের ভৌগলিক সীমারেখা, ভূতাত্ত্বিক পরিবেশ ও বৈশিষ্ট্য এবং নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী অতি নিখুঁতভাবে একজন দক্ষ শিল্পীর ন্যায় উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। উপরন্তু এই গ্রন্থে বিজিত দেশসমূহে যিম্মীর অবস্থান, মুদ্রা প্রবর্তন এবং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কিত বিষয়ের উপর তথ্যাদি পরিবেশিত হয়েছে।[২৪১] আল-বালাযূরী একজন মাওয়ালী হওয়া সত্ত্বেও পারস্যের মুসলিম লেখকশ্রেণী কর্তৃক আরবদের বিরুদ্ধে পরিচালিত শু'উবী আন্দোলনকে সংঘাতের দিকে ঠেলে না দিয়ে সমঝোতার সেতু বন্ধনের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর গ্রন্থে আরব ও অনারব মুসলমানদের গুণাবলী সমভাবে মূল্যায়িত হয়েছে।[২৪২]

আল-বালাযূরী 'ফাতূহুল-বুলদান' গ্রন্থে মক্কা, তাইফ, সিরিয়া, বসরা, দামিশ্ক, আল-জাযীরাহ, আরমিনিয়া, মিসর ও মরক্কো, আল-আন্দালুস, ইরাক, মাদাইন, নিহাওয়ান্দা, হামাদান, রাই, আযারবাইজান, মওসুল, জুরজান, তাবারিস্তান, ফারিস ও কিরমান, সিজিস্তান, খুরাসান ও সিন্ধু বিজয় এবং বিভিন্ন যুদ্ধের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।[২৪৩] তিনি ইব্ন সা'দ ও আল মাদায়িনীর ছাত্র ছিলেন। ফলে তাঁদের নিকট হতে তথ্য গ্রহণ করতে তিনি কোন রূপ কার্পণ্য করেননি।[২৪৪] এছাড়া হিশাম ইব্ন আম্মার মুহাম্মদ ইব্ন আল-সাবাহা আল-দাওলাবী, উসমান ইব্ন আবূ শায়বাহ্, মুসয়াব ইব্ন যুবাইরী, ইসহাক ইব্ন ইসরাঈল ও আবু হাফ্স উমর ইব্ন সাঈদের নিকট হতে তিনি অধিকাংশ তথ্য গ্রহণ করেছেন।[২৪৫] সহজলব্ধ রিওয়ায়াত বা বর্ণনা হতে সত্যাসত্য যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে তথ্য গ্রহণ করে

---

২৩৮. আল-বালাযূরী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮-৩০।
২৩৯. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১-৩৮ আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪২।
২৪০. আল-বালাযূরী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৩।
২৪১. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৩।
২৪২. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯।
২৪৩. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯।
২৪৪. H.A.R. Gibb, op.cit., P. 116 ; EIU, Vol. iv, P. 54.
২৪৫. আল-বালাযূরী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮।

www.pathagar.com

তিনি মুহাদ্দিস সুলভ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মহল্লাহর বর্ণনা হতে যথেষ্ট উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। তাঁর গ্রন্থে লিখিত ও মৌখিক উভয় উৎস হতে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতার জন্য তিনি অন্যান্য বর্ণনা অপেক্ষা মদীনার বর্ণনা বা রিওয়ায়াতের উপর অধিক নির্ভর করেছেন।[২৪৬] একথা বলা অপ্রাসংগিক হবে না যে, আল-বালাযূরীর 'ফাতূহুল-বুলদান' গ্রন্থে জাতির বিজয় ইতিহাস আলোচনার সাথে সাথে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে নতুন তথ্য সংযোজিত হয়েছে। গ্রন্থটি বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিত হয়েছে।[২৪৭]

'আনসাব আল-আশরাফ' গ্রন্থে ইসলামের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। এতে জাতির উন্নতি ও খবর সংযোজন করে তার ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। খলীফাগণের সীরাত বা জীবন চরিত আলোচনার সাথে সাথে তাঁদের সময়ে সংঘটিত ঘটনাবলী ও দলীয় রাজনীতির কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[২৪৮] তিনি বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী ও কার্যাবলী আলোচনা ছাড়াও তাঁদের বংশ ও সন্তানদের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।[২৪৯] কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি তাঁদের স্ত্রীদের সম্পর্কে আলোচনা পেশ করেছেন।[২৫০]

কুলজী রচনার পদ্ধতি অনুকরণে লিখিত হলেও 'আনসাব আল-আশরাফ' গ্রন্থে বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়েছে। ইতোপূর্বে তাবাকাত বা জীবনীকোষ, আখ্বার বা ঘটনাবলী এবং কুলজী বা গোত্রসমূহের সংবাদ পৃথকভাবে ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন ইব্ন সা'দের তাবাকাত[২৫১] আল-যুবাইরীর নসবু কুরাইশ[২৫২] আল-মাদায়িনীর আখ্বার আল-মুনাফিকীন[২৫৩] উল্লেখযোগ্য। আল-বালাযূরী তাবাকাত, আখ্বার এবং কুলজী গ্রন্থের লিখন পদ্ধতিকে একত্রিত করে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি যেমন রাজনৈতিক কার্যাবলীসহ

২৪৬. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪২।

২৪৭. 'ফাতূহুল-বুলদান' গ্রন্থটি ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে Hamaker কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায়, ফিলিপখোরী (F. Khuri) ও পি. কে. হিট্টি (P. K. Hitti) কর্তৃক ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজী ভাষায় এবং ১৯১৭-১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে Resher কর্তৃক জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়। দ্রষ্টব্য - আল-মা'আরিফ, ২য় সংখ্যা ১৯৮৬, পৃ. ৬২।

২৪৮. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪২-৪৩।

২৪৯. আল-বালাযূরী, আনসাব আল-আশরাফ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১০৫-১৬৪।

২৫০. প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৮।

২৫১. EIU, Vol. iv, P. 50 : সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫১ ; আল-মা'আরিফ, ২য় সংখ্যা ১৯৮৬, পৃ. ৬০।

২৫২. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০ ; B. Lewis, op.cit., P. 52.

২৫৩. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

www.pathagar.com

তাবাকাত আলোচনা করেছেন তেমনি আখ্‌বার গ্রন্থের ন্যায় এতে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেক উপ-ঘটনার শিরোনাম উল্লেখ করেছেন। তবে হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা.)-এর পূর্বে ইয়াযিদের ইতিহাস লিখে কুলজী বর্ণনার ধারাবাহিকতায় কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন।[২৫৪]

আল-বালাযূরী (র.) যাচাই-বাছাই করার পর ইতিহাসের উপকরণ গ্রহণ করেছেন। বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য মনে করে তিনি মদীনা রিওয়ায়াতের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রথম শ্রেণীর সূত্র হিসেবে আল-যুহরী ও আল-ওয়াকিদীর বর্ণনার সাথে আবূ মিখনাফের বর্ণনা যোগ করেছেন।[২৫৫] কোন কোন ক্ষেত্রে এসব বর্ণনার সমর্থনে ইরাকী রিওয়ায়ত সংযোজিত হয়েছে। এছাড়া আওয়ানা ইব্‌ন হাকাম, যুবাইর ইব্‌ন বুকার এবং তাঁর শিক্ষক মাদায়িনীর বর্ণনা আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। [২৫৬] আল-বালাযূরীর আমলে পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের কিছু কিছু রিওয়ায়াত নির্ভরযোগ্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে সেক্ষেত্রে তিনি পূর্ণ ইসনাদ বর্ণনা না করে বর্ণনাকারীর নামের সাথে ফী ইসনাদিহি (তাঁর ইসনাদ বর্ণনায়) শব্দটি উল্লেখ করে মূল ঘটনা আলোচনা করেছেন।[২৫৭]

পরবর্তী ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইব্‌ন নাদীম, আহ্‌মাদ ইব্‌ন আম্মার, জা'ফর ইব্‌ন কুদামাহ, ইয়াকূত ইব্‌ন নাঈম, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ আল-ওয়াররাক ও মুহাম্মদ ইব্‌ন খলফের উপর তাঁর লিখন পদ্ধতির যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল।[২৫৮] আল-বালাযূরীর 'আনসাব আল-আশরাফ' ও 'ফাতূহুল-বুলদান' গ্রন্থে জাতির ইতিহাস রচনা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে।[২৫৯]

মুসলিম ইতিহাস চর্চার পরিসরে জাতির চিন্তাধারা অতিক্রম করে যেসব ঐতিহাসিক বিশ্ব ইতিহাস রচনার ধারণা প্রদান করেছেন এবং আল-তাবারীর পূর্ণাংগ বিশ্ব ইতিহাস রচনায় প্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ইব্‌ন কুতাইবাহ, আল-দিনওয়ারী ও আল-ইয়াকূবীরের নাম উল্লেখযোগ্য।[২৬০]

---

২৫৪. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪৩।
২৫৫. আল-বালাযূরী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩, ৩৬ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪৩।
২৫৬. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪৩ ; EIU, Vol. iv, P. 54.
২৫৭. আল-বালাযূরী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩, ৩৬।
২৫৮. আল-বালাযূরী, ফতূহ আল-বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩।
২৫৯. B. Lewis, op.cit., P. 52.
২৬০. B. Lewis, op.cit., P. 52.

www.pathagar.com

পারস্যের অধিবাসী আবূ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইব্ন মুসলিম ইব্ন কুতাইবাহ (মৃত্যু ২৭০ হি./৮৭৩ খ্রি. মতান্তরে ২৭৬ হি অথবা ২৮০ হি)[২৬১] বিশ্ব ইতিহাস রচনার ধারণা পেশ করেছেন। বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তি ইব্ন কুতাইবাহ প্রায় বাষট্টি খানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ সবের মধ্যে 'কিতাব আল-মা'আরিফ'[২৬২] তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ।[২৬৩] তিনি 'আদাব আল-কাতাবি'[২৬৪] নামে আর একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।[২৬৫] তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে শুরু করে আব্বাসীয় খলীফা আল-মু'তামিদের (৮৭০-৮৯২ খ্রি.) খিলাফত কাল পর্যন্ত ইতিহাস আলোচনা করেছেন।[২৬৬] তিনি কুরআন, হাদীস, কবিতা ও কবিগণ সম্বন্ধে কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন।[২৬৭]

ইব্ন কুতাইবা (র.) জিন ও আদম সৃষ্টি হতে ইতিহাস লেখা আরম্ভ করেছেন।[২৬৮] ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বের বিভিন্ন যুগের নবী-রাসূল, রাজা-বাদশা ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী তাঁর গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।[২৬৯] তিনি গোত্র সমূহের কুলজী আলোচনায় সিদ্ধহস্তের পরিচয় দিয়েছেন। মহানবী (সা.)-এর জীবন চরিত ও মাগাযী[২৭০] এবং খুলাফা রাশিদূন সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন। বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনীসহ বহু সাহাবীর তাবাকাত বা জীবনী তাঁর গ্রন্থে

---

২৬১. ইব্ন কুতাইবা, আদাব আল-কাতিব (লাইডেন ঃ মাতবা'আত বিরীল, ১৯০০) পৃ. ১ ; ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪৮ ; ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃ. ৫৮ ; ইতিহাস, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২৯।

২৬২. আল-মা'আরিফ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ঃ F. Wustenfeld, Gottingen, 1850 এবং কায়রো হতে ১৩৩৫ হি.। দ্রষ্টব্য- EIU P. 639.

২৬৩. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪ ;Guillaume, op.cit., Introduction ; B. Lewis, op.cit., P. 43 ; P. K. Hitti, op.cit., P. 389 ; EIU, P. 639 ; Islamic Studies, No. III, P. 234 ; Islamic Culture, No. iv, 1959, P. 140.

২৬৪. আদাব আল-কিতাব গ্রন্থটি ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে লাইডেন থেকে, ১৩০০ হি.তে মিসর থেকে প্রকাশিত হয় এবং একটি খণ্ড W. Q Sproull এর সম্পাদনায় ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে লিপজাইগ হতে প্রকাশিত হয়। দ্রষ্টব্য EIU, P. 639.

২৬৫. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪৮ ; EIU, P. 639 ; ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃ. ৫৮।

২৬৬. ইব্ন কুতাইবাহ, আল-মা'আরিফ (মিসর ঃ মাতবা'আহ আল ইসলামীয়াহ, ১৩৩৫ হি.), পৃ. ১৭২, আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

২৬৭. EIU, P. 639.

২৬৮. ইব্ন কুতাইবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৯ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

২৬৯. ইব্ন কুতাইবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

২৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

www.pathagar.com

আলোচিত হয়েছে।[২৭১] ইব্ন কুতাইবা জাতির চিন্তাধারা অতিক্রম করে বিভিন্ন জাতির দেশ ও সাম্রাজ্যের খবর পরিবেশন করে বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছেন।[২৭২] এছাড়া আল-কাবা বায়ত আল-মাক্‌দাস, বসরা ও কূফা মসজিদের বিবরণ তাঁর আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[২৭৩]

আখ্‌বার ও কুলজীবেত্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেলেও আল-মা'আরিফ গ্রন্থে ইতিহাস রচনার বিভিন্ন ধারা সংমিশ্রিত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি ফকীহ্ ও আইন শাস্ত্রবিদগণের মতামত গ্রহণ করেছেন। তিনি ইতিহাসের উৎস সমূহের নিরীক্ষণের পর ঐতিহাসিক উপকরণগুলি যাচাই-বাছাই করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তিনি লিখিত উৎস ও মৌখিক রিওয়ায়াত হতে তথ্য প্রকাশ করেছেন।[২৭৪] নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক ইব্ন ইসহাক, আল-ওয়াকিদী এবং ইব্ন আল-কালবীর গ্রন্থ ছিল তাঁর তথ্য গ্রহণের মূল উৎস। সৃষ্টির প্রারম্ভ ও নবীগণ সম্পর্কে তাঁর পরিবেশিত তথ্য মূল উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি প্রাচীন যুগের আলোচনায় বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন।[২৭৫] বিশ্ব ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ইব্ন কুতাইবার উদ্যোগ গ্রহণ নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ।[২৭৬]

বিশ্ব ইতিহাস রচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত ও ধারণা প্রদান করতে আবূ হানীফা আহ্‌মাদ ইব্ন দাউদ আল-দিনাওয়ারী (মৃত্যু ২৮২ হি./৮৯১ খ্রী.) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।[২৭৭] তিনি বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিত ছিলেন। দিনাওয়ারীর রচিত প্রায় পনেরটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।[২৭৮] বিভিন্ন শহর বিজয় সম্পর্কে তাঁর লিখিত 'কিতাব আল-বুলদান' গ্রন্থটি আমাদের নিকট পৌঁছেনি। তবে তাঁর 'আখ্‌বার আল-তিওয়াল' একটি প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হয়েছে।[২৭৯]

আল-দিনাওয়ারী প্রাচীন যুগের নবী ও রাসূলগণ, ইরাক, ইরান, ইয়ামান, জাযিরাতুল-আরব বা আরব উপদ্বীপ ও বাইজান্টাইন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

---

২৭১. ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯।
২৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬-২৮৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩-২৪৬।
২৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩-২৪৬।
২৭৪. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪৮ ; EIU, P. 52.
২৭৫. ইব্ন কুতাইবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬ ও উহার পরবর্তী পৃষ্ঠা, আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।
২৭৬. B. Lewis, op.cit., P. 52 ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪৮ ; EIU, P. 52 ; Islamic Studies, No. III, 1948, P. 243.
২৭৭. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪; B. Lewis, op.cit., P. 53.
২৭৮. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।
২৭৯. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪; P. K. Hitti, op.cit., P. 389; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪৯ ; আল-মা'আরিফ, ২য় সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ৬২।

www.pathagar.com

লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত হলেও অতি গুরুত্ব সহকারে ইসলামের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। হযরত আলী, মু'আবিয়া এবং খারিজীদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। ইরান ও ইরাকের ইতিহাস আলোচনায় তিনি যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়েছেন।[২৮০] আল-দিনাওয়ারী বিশেষ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে প্রাচীন নবী ও রাসূলগণের ইতিহাসসহ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগ সম্পর্কে তাঁর আলোচনা সংক্ষিপ্ত বলে গণ্য করা হয়। ইরান ও ইরাকের ইতিহাস বর্ণনার উপর তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ইসলামী যুগের ইরান ও ইরাকের ইতিহাস তাঁর গ্রন্থে প্রধান বিষয়বস্তু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।[২৮১] নবুওয়াত-রিসালত ও খিলাফতের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত করে ইরান ও ইরাকের সামাজিক অবস্থা এবং তাদের অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা প্রদান করায় তিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করতে পারেননি। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাঁর রচনায় আব্বাসীয় প্রীতি স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে।[২৮২]

আল-দিনাওয়ারীর 'আখ্বার আল-তিওয়াল' গ্রন্থটি অত্যন্ত তথ্য সমৃদ্ধ। তিনি ইসরাইলী তথ্য, পারসিক এবং ইরাক ও মদীনার রিওয়ায়াত একত্রিত করে গ্রন্থটির কলেবর বৃদ্ধি করেছেন। ইসনাদ বর্ণনার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেননি। ঘটনার ধারাবাহিকতা ঠিক থাকলেও তাঁর গ্রন্থে সত্যা-সত্য নিরূপণের ব্যাপারে অধিক দক্ষতা প্রদর্শিত হয়নি।[২৮৩] এতদসত্ত্বেও বিশ্ব ইতিহাসের আংগিকে লেখা তাঁর এ গ্রন্থটি পরবর্তী ঐতিহাসিকদের বিশ্ব ইতিহাস রচনায় প্রভূত অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছে।[২৮৪]

ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ আহ্মাদ ইব্ন আবূ ইয়াকূব ইব্ন জা'ফর ইব্ন ওয়াহাব ইব্ন ওয়াযিহ্ আল-কাতিব আল-আব্বাসী আল-মা'রূফ ইব্ন ইয়াকূবী[২৮৫] (মৃত্যু ২৮৪ হি/৮৯৮ খ্রি.) মুসলিম ইতিহাস চর্চার ক্রমোন্নতিতে এবং বিশ্ব ইতিহাস

---

২৮০. B. Lewis, op.cit., P. 53 ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫; P. K. Hitti, op.cit., P. 389; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪৯ ; আল-মা'আরিফ, ২য় সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ৬২।

২৮১. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫; B. Lewis, op.cit., P. 53; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪৯-৫০।

২৮২. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪৯-৫০।

২৮৩. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৫০ ; আল-মা'আরিফ, ২য় সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ৬২।

২৮৪. আল-মা'আরিফ, ২য় সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ৬২।

২৮৫. আল-ইয়াকূবী, তারীখ আল-ইয়াকূবী, ১ম খণ্ড, (বৈরুত ঃ দার সদর লি তাবাআহ ওয়া আল নাশর, ১৩৭৯ হি.), পৃ. ৩।

www.pathagar.com

রচনার ধারা বিশ্লেষণে স্পষ্ট ধারণা ব্যক্ত করেছেন।[২৮৬] তিনি 'আল-তারীখ' নামক ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়নের মাধ্যমে পূর্ণাংগ বিশ্ব ইতিহাস রচনার ধারা বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়া তাঁর 'কিতাব আল-বুলদান' সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় লিখিত ভৌগো-ঐতিহাসিক রচনা।[২৮৭]

তারীখ গ্রন্থটি দু'খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে শুরু করলেও সৃষ্টির ইতিহাস অধ্যায়টি প্রকাশিত হয়নি। ফলে তার প্রকাশিত গ্রন্থে হযরত আদম (আ.) হতে আলোচনা শুরু হয়েছে।[২৮৮] এতে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের নবী ও রাসূলগণের ইতিহাস এবং প্রাক-ইসলাম যুগের মূল্যবান তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।[২৮৯] এছাড়া অন্যান্য জাতি যেমন সিরীয়, পারসীয়, হিন্দু, গ্রীক, রোমান, মিসরীয়, বার্বার, আফ্রিকীয়, আবিসিনীয়, কাফ্রী, তুর্কি, ইয়ামানীয়, এ্যাসিরীয়, ব্যাবিলনীয়, চীনা ও আরবদের ইতিহাস আলোচনা করে তিনি সার্বজনীন ইতিহাস রচনার উদাহরণ পেশ করেছেন।[২৯০] দ্বিতীয় খণ্ডে মহানবী (সা.)-এর জন্ম থেকে শুরু করে ২৫৯ হি./ ৮৯৭ খ্রি. পর্যন্ত সময়ের ইসলামের ইতিহাস বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।[২৯১]

আল-ইয়াকূবী তাঁর ভৌগো-ঐতিহাসিক রচনা 'কিতাব আল-বুলদান' গ্রন্থে বিভিন্ন শহরের ভৌগলিক অবস্থান, ভূতাত্ত্বিক পরিবেশ এবং সংশ্লিষ্ট ইতিহাস আলোচনা করেছেন। এতে তিনি বিভিন্ন শহর পরিভ্রমণের মাধ্যমে গ্রন্থ রচনার উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহ করে স্বীয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বাগদাদ, সামাররাহ, ইরান, তুরান, আফগাস্তিান, কূফা, বসরা, ভারত, চীন, বাইজান্টাইন, সিরিয়া, মিসর, মরক্কো (আল-মাগরিব), সিজিস্তান, খুরাসান প্রভৃতি শহরের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। উল্লিখিত শহরের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি মূল্যবান ও দুর্লভ তথ্য পরিবেশন করেছেন।[২৯২]

---

২৮৬. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১ ; EI, Vol. vi. P. 1152 ; EB, Vol. II, P. 538 ; Islamic Culture, No. iv, 1959, P. 144.

২৮৭. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪৫ ; P. K. Hitti, op.cit., P. 389; Islamic Culture, No. iv, 1959, PP. 144-145; আল-মা'আরিফ, ২য় সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ৬১।

২৮৮. আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১-৭ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪৫।

২৮৯. আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮।

২৯০. আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১-২২০ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪৫ ; আল-মা'আরিফ, ২য় সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ৬১।

২৯১. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪৫; B. Lewis, op.cit., P. 53 ; আল-মা'আরিফ, ২য় সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ৬১।

২৯২. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪৬ ; EI, Vol. vi, P. 1152.

www.pathagar.com

আল-ইয়াকূবী বর্ষানুক্রমিক ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর গ্রন্থে যেসব উপাত্ত ও উপকরণ পরিবেশিত হয়েছে তা বিজিত অঞ্চলের মিশ্রিত সংস্কৃতির ও ভৌগলিক প্রভাবের সাক্ষর বহন করে।[২৯৩] নবীগণের ইতিহাস লিখতে গিয়ে তিনি মূল উৎস অবলম্বন করলেও ইরানের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে তিনি সাসানীয় যুগের পূর্বের ঘটনা বর্ণনায় প্রাচীন কাহিনী ও উপাখ্যানের উপর নির্ভর করেছেন। তবে গ্রীক সংস্কৃতির উপর লেখার সময় তিনি অনূদিত গ্রীক গ্রন্থ হতে উপাত্ত ও উপকরণ গ্রহণ করেছেন।[২৯৪] তিনি বিভিন্ন রাজ্যের ইতিহাস আলোচনার পাশাপাশি সে রাজ্যের শাসক ও তাদের রাজনৈতিক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন।[২৯৫]

তিনি মদীনা কেন্দ্রের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ আল-ওয়াকিদী ও ইব্ন ইসহাক এবং আলীয়া ও আব্বাসীয় পন্থী ব্যক্তি, সুলাইমান ইব্ন আলী আল-হাশিমীর পরিবেশিত তথ্য মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[২৯৬] অনুরূপভাবে কুলজী বর্ণনায় আখ্বারী ঐতিহাসিক আল-মাদায়িনী, হায়সম ইব্ন আদী ইব্ন আল-কালবী এবং খগোল সম্পর্কে খগোল শাস্ত্রবিদ মূসা আল-খাওয়ারযিমী হতে তথ্য নিয়েছেন। পূর্ণ নির্ভরযোগ্য না হলেও তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাচীন কাহিনী ও উপাখ্যান এবং অনূদিত গ্রীক গ্রন্থ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। সেজন্য কখনও কখনও তিনি দুর্লভ বিষয়ের সন্ধান দিয়েছেন।[২৯৭]

ঐতিহাসিক ইয়াকূবী প্রাক-ইসলাম যুগ সম্পর্কে সমালোচনা মূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে উৎসসমূহের সত্যতা নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। ইসলামের ইতিহাস আলোচনায় মূল উৎসের উপর নির্ভর করে দুর্বল রিওয়ায়াত বর্জন করা হয়েছে এবং বিষয়ের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সকল ক্ষেত্রেই তিনি ইসনাদ বর্ণনা আবশ্যক মনে করেননি।[২৯৮] কারণ ইতিহাসের প্রয়োজনীয় ইসনাদ তাঁর পূর্বে নির্ভরযোগ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মূল উৎসসমূহ উল্লেখ করেছেন মাত্র এবং বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া ধারাবাহিক ইসনাদ উল্লেখ করেননি। তিনি খবর বা সংবাদ এবং কোন তথ্য গ্রহণ

---

২৯৩. আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৭-২০৮ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২।
২৯৪. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫৩ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪৬।
২৯৫. আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১ ও পরবর্তী পৃ.ষ্ঠা।
২৯৬. আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪৬-৪৭।
২৯৭. আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৯ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫৩ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪৬-৪৭।
২৯৮. আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮২-৯৫।

www.pathagar.com

কিংবা বর্জনের ব্যাপারে যথেষ্ট রক্ষণশীল ছিলেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক আল-বালাযূরীর রচনায় আল-ইয়াকূবী অনুসৃত পদ্ধতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।[২৯৯]

আল-ইয়াকূবীকে ইমামিয়া বা আলী এবং আব্বাসীয় পন্থী বলে অভিযোগ করা হয়েছে।[৩০০] কারণ তিনি যায়দ ইব্ন আলীর বিদ্রোহকে দৈবাৎ ঘটনার অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা সংক্ষেপ করেছেন। আব্বাসীয়গণ কর্তৃক ইব্ন হুবায়রাহ্ ও আবূ মুসলিমের হত্যা এবং বার্মাকী বংশের পতনের ন্যায় দোষণীয় ঘটনাবলী বর্ণনার সময় তিনি যুক্তিযুক্ত পটভূমি ও পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। ইমাম মূসা আল-কাযিমের মৃত্যু সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি আব্বাসীয় বর্ণনা যথেষ্ট বলে বিবেচনা করেছেন।[৩০১] উল্লিখিত দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আরবদের ইতিহাস চর্চার অগ্রগতিতে তাঁর রচনার মূল্য এবং তাঁর মর্যাদা কোন অংশে হ্রাস পায়নি। তাঁর গ্রন্থে বিষয়বস্তু এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ তাঁর গ্রন্থকে ইতিহাসের মহাকোষ আখ্যা দিয়েছেন।[৩০২]

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে ইতিহাস রচনায় সীরাহ্, আখ্বার, কুলজী এবং ফিকরাত আল-উম্মাত বা জাতির চিন্তাধারা আলোচনার মূখ্য বিষয়বস্তু হিসেবে প্রাধান্য লাভ করে। আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারীর (জন্ম ২২৪ হি./৮৩৮ খ্রি., মৃত্যু ৩১০ হি./ ৯২৩ খ্রি.) হাতে বিশ্ব ইতিহাস রচনা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।[৩০৩] সেজন্য তাঁকে আরবী ভাষায় বিশ্ব ইতিহাস রচনার অগ্রদূত বলে আখ্যায়িত করা যায়।[৩০৪] এই কৃতী পুরুষ তাফসীর, হাদীস, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব ও ইল্‌মে ফিকহ্-এ বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।[৩০৫] তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিশ্ব ইতিহাস রচনার জন্য উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহ করেন। ইব্ন খাল্লিকান, আবূ

---

২৯৯. আল-বালাযূরী, ফাতূহুল-বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩; আল-মা'আরিফ, ২য় সংখ্যা ১৯৮৬, পৃ. ৬১।

৩০০. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪৭ ; Islamic Culture, No. iv, 1959, P. 145.

৩০১. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪৭-৪৮।

৩০২. আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪৬-৪৮ ; ইতিহাস, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ৩০।

৩০৩. তাহ্যীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৫০ ; P. K. Hitti, op.cit., P. 390 ; EB, Vol. II, P. 480 ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৯; Islamic Culture, April, 1960, PP. 143-144.

৩০৪. EA, Vol. xxvi, P. 204.

৩০৫. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩ ; ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৭ ; ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪-৩৩৫ ; তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, আল-যাহবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৫০ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৯ ; আল-মা'আরিফ, ২য় সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ৬২-৬৩।

www.pathagar.com

ইসহাক সিরাজী, ইব্ন সুবকী, হাফিয আহ্মাদ ইব্ন আলী সুলাইমানী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইমাম নববী, ইব্ন তাইমিয়াহ্, আবূ হামীদ আল-ফারায়িদী, ইব্ন খুযায়মাহ্ প্রমুখ মুসলিম আলিম, দার্শনিক ও বিদগ্ধজনের মতে তাবারী (র.) ছিলেন ইলম তাফসীর ও ইসলামের ইতিহাসের জনক।[৩০৬] আল-তাবারীর প্রায় ষোলখানা গ্রন্থ সম্বন্ধে জানা যায়।[৩০৭] তাবারিস্তানের আমূল (آمُل) নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয় এজন্য তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলী আমূলের সাহিত্য বলে পরিচিত।[৩০৮] তাঁর 'জামি'আল-বাইয়ান ফী তাফসীরিল আল-কুরআন' সর্বপ্রথম তথ্য সমৃদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ। তিনি তাফসীর সম্পর্কিত প্রচুর হাদীস সংগ্রহ করেন এবং একখানি প্রামাণ্য তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন।[৩০৯] 'তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক' বা 'তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক' নামক গ্রন্থটি ইতিহাসের পরিমণ্ডলে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান।[৩১০] এতে তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে শুরু করে তাঁর সময়কাল ৩০২ হিজরীর মুহাররম/৯১৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাস পর্যন্ত ইতিহাস আলোচনা করেছেন।[৩১১] এছাড়াও তিনি তাহযীব আল-আসার[৩১২] নামক হাদীসের একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।[৩১৩] প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য হিসেবে গ্রন্থটি পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের নিকট সমাদৃত হয়েছে।

আরব ঐতিহাসিকদের মধ্যে আল-তাবারী (র.) ছিলেন এমন একজন জ্ঞানসাধক, কঠোর পরিশ্রমী ও অনন্য ব্যক্তিত্ব যিনি উপাদানের বিচার বিশ্লেষণ করে

---

৩০৬. ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড পৃ. ৫৭৭ ; আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তারীর, জামি'আল বাইয়ান, অনুবাদ (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯১), পৃ. ১৪।

৩০৭. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।

৩০৮. ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃ. ৫৯।

৩০৯. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩ ; আল-যাহবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫-২০৬ ; তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, EB, Vol. xxi, P. 594 ; EA, Vol. xxvi, P. 204; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৯; ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃ. ৫৯।

৩১০. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩ ; আল-যাহবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫; তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিক ; ওসমান গণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫ ; EB, Vol. II, P. 538 ; আল-বা'স আল-ইসলাম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৪১১ হি., পৃ. ৪০।

৩১১. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬ ; ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৫০ ; P. K. Hitti, op.cit., P. 390 ; EB, Vol xxi, P. 594; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৯ ; ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃ. ৫৯।

৩১২. আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী, তাহযীব আল-আসার, সম্পাদক, নাসির ইব্ন সা'দ আল-রশীদ (মক্কা ঃ মাতাবী আল-সাফা, মক্কা মুকাররমাহ, ১৪০২ হি.)।

৩১৩. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩ ; তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা।

www.pathagar.com

বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার প্রয়াস পেয়েছেন।[৩১৪] তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি চল্লিশ বছর যাবৎ প্রতিদিন চল্লিশ পৃষ্ঠা করে লিখতেন।[৩১৫] তাঁর ইতিহাস গ্রন্থটি অতি বৃহৎ হয়ে পড়ে এবং এর অধ্যয়নে পাঠকদের উৎসাহ থাকবে না আশংকায় তিনি তা সংক্ষিপ্ত করে উপস্থাপন করেছেন।[৩১৬] তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে শুরু করে তার সময়কাল পর্যন্ত ত্রিশ হাজার পৃষ্ঠার একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। মানব জীবনের এই স্বল্প পরিসরে এত বড় গ্রন্থ অধ্যয়নে তাঁর ছাত্র ও বন্ধুদের অনাগ্রহ প্রকাশ পেলে তিনি সংক্ষেপ করে মাত্র তিন হাজার পৃষ্ঠায় সমাপ্ত করেন।[৩১৭] বিখ্যাত লাইডেন সংস্করণ বিশদ মূল গ্রন্থের সার সংক্ষেপ মাত্র।[৩১৮] কায়রো হতে আর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[৩১৯]

আল-তাবারীর ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে শুরু করে সৃষ্টির ইতিহাস, প্রাচীন বংশ, নবী ও রাসূলগণ, প্রাচীন শাসকবর্গ, বিভিন্ন দেশ ও জাতির ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। [৩২০] বিভিন্ন দেশ ও জাতির ইতিহাস আলোচনা করে তিনি বিশ্ব ইতিহাস রচনার ক্রমবিকাশে শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের মর্যাদা লাভ করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে মহানবী (সা:)-এর রিসালতের পুংখানুপুংখ ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। পরবর্তী খণ্ডগুলোতে খুলাফা রাশিদূন ও উমাইয়া এবং আব্বাসীয় খিলাফতের ৯১৫ খ্রি. /৩০২ হি. পর্যন্ত ইতিহাস আলোচনার সাথে সাথে বিভিন্ন দেশ ও জাতির ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[৩২১] ইব্ন জারীরের ইতিহাস গ্রন্থের

---

৩১৪. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬ ; ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৫০-৫১ ; Islamic Studies, No. III, 1984, P. 235 ; Islamic Culture, April, 1960, PP. 143.

৩১৫. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩ ; P. K. Hitti, op.cit., P. 391 ; আল-বা'স আল-ইসলাম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৪১১ হি., পৃ. ৪০।

৩১৬. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৯।

৩১৭. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩; মফিজুল্লাহ্ কবীর, মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ২১৩।

৩১৮. সম্পাদক ঃ M. J. de Goeje (Leyden : E. J. Brill, Printed in the Netherlands, 1964).

৩১৯. সম্পাদক, মুস্তাফী মুহাম্মদ, (কায়রো ঃ মাতবায়াত আল-ইসতিকামাহ্, ১৩৫৭ হি.)। দ্রষ্টব্য- মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল-মালিক আল-হামাদানী, তাকমিলাত তারীখ আল-তাবারী, ১ম খণ্ড, (বৈরুত ঃ মাতবা'আত আল-খাইরাত, ১৯৫৮), ভূমিকা, পৃ. জীম।

৩২০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪-৫ ; তারীখ আল রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫-৬ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬ ; ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৫৫৯-৫৬০ ; P. K. Hitti op.cit., P. 390 ; EB, Vol. II, P. 480 ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৯।

৩২১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫-৬ ; তারীখ আল রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪-৫ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৯।

www.pathagar.com

পরিসর এত ব্যাপক যে, পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন ও ইসলামী যুগের ইতিহাস লিখতে গিয়ে আল-তাবারীর গ্রন্থের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেছেন। নতুন কোন তথ্য অনুসন্ধান বা সংগ্রহের প্রয়োজন মনে করেননি। অথবা আল-তাবারী (র.) যেখানে থেমেছেন তাঁরা সেখান থেকে ইতিহাস লেখা শুরু করেছেন।[৩২২]

আল-তাবারীর পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক ইব্ন কুতাইবা আল-দিনাওয়ারী ও আল-ইয়াকূবী বিশ্ব ইতিহাস রচনার পথ প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের এই উদ্যোগ আল-তাবারীর হাতে সাফল্য অর্জন করেছে। আল-তাবারী তাঁদের নিকট হতে তথ্য গ্রহণ করেছেন। তিনি পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক ইব্ন ইসহাক, আল-কালবী, আল-ওয়াকিদী, ইব্ন সা'দ, আল-মাদায়িনী ও ইব্ন আল মুকাফ্ফা এবং দেশ ভ্রমণ ও তাঁর শিক্ষকগণের নিকট হতে ইতিহাসের উপাত্ত উপকরণ গ্রহণ করেছেন।[৩২৩] তিনি চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক তথ্য গ্রহণ করেছেন। ইতিহাস চর্চার অগ্রগতি ও বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি তাঁর দক্ষতা প্রমাণ করতে পেরেছেন। যার ফলে পরবর্তী যে কোন ঐতিহাসিক আল-তাবারী কর্তৃক আলোচিত ইতিহাসের উৎসসমূহের চুলচেরা বিচার করার প্রয়োজন মনে করেননি।[৩২৪] ঐতিহাসিক মিসকাওয়াহ (মৃত্যু ৪২২ হি./ ১০৩০ খ্রি.), ইব্ন আল-আসীর (মৃত্যু ৬৩২ হি/১২৩৪ খ্রি.), আবূ আল-ফিদা (মৃত্যু ৭৩২/হি. ১৩৩১ খ্রি.) এবং আল-যাহবী (মৃত্যু ৬৩২ হি/১২০৪ খ্রি.) আল-তাবারীকে অনুসরণ করেছেন।[৩২৫]

ইব্ন জারীর আল-তাবারী (র.) একজন মুহাদ্দিস হিসেবে ইতিহাস লিখন ও তার পদ্ধতি নিরূপণে হাদীসবেত্তা এবং ফিক্হ্ শাস্ত্রবিদগণের নীতিমালা অনুসরণ করেছেন।[৩২৬] ফলে স্বাভাবিকভাবে তিনি ইতিহাস রচনায় মহান আল্লাহ্র ইচ্ছার ব্যাখ্যা দান করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর হিজরত পরবর্তী যুগের ঘটনাবলী হিজরী তারীখের ক্রমানুসারে সাজিয়েছেন।[৩২৭] বর্ণনার সমালোচনা

---

৩২২. মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ পৃ. ২১৪ ; EIU, Vol. iv, P. 56.

৩২৩. ইব্ন কাসীর, প্রাগুক্ত, একাদশ খণ্ড, পৃ. ১৪৫ ; P. K. Hitti op.cit., P. 390 ; ইতিহাস, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ৩০।

৩২৪. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬ ; ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৫২।

৩২৫. P. K. Hitti op.cit., P. 390 ; মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ পৃ. ২১৬ ; EB, Vol. II, P. 538 ; ইতিহাস, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ৩০।

৩২৬. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪ ; আল-যাহবী, তাযযিরাত আল-হুফ্ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫১ ; ইব্ন কাসীর, প্রাগুক্ত, একাদশ খণ্ড, পৃ. ১৪৫।

৩২৭. P. K. Hitti op.cit., P. 390 ; EB, Vol. II, P. 538.

www.pathagar.com

ও সভ্যতা নিরূপণের জন্য তিনি ইসনাদ বর্ণনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৩২৮] রিওয়ায়াত বা বর্ণনার মূল্য ও নির্ভরযোগ্যতা তার সনদের বলিষ্ঠতার উপর নির্ভর করে বলে তিনি মনে করতেন। এজন্য কোন রিওয়ায়াত বা বর্ণনাকে সূক্ষ্মভাবে যাচাই ও পরীক্ষা না করে তিনি তার সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতেন না। তিনি প্রভাবহীন ও নিরপেক্ষভাবে এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের উৎসসমূহের সত্যতা নিরূপণ করেছেন।[৩২৯] পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দরবারী ইতিহাস লেখা শুরু হলে নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। এদিক থেকে আল-তাবারী (র.) ছিলেন ইতিহাস চর্চার একটি যুগের অবসান।[৩৩০]

ইব্ন জারীর (র.) পরবর্তী ইতিহাস চর্চার গতি-প্রকৃতি ও পদ্ধতিতে পরিবর্তন লক্ষণীয়। পদ্ধতিগত দিক থেকে পূর্ণ ইসনাদ বর্ণনার পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত সূত্র উল্লেখ করে ইতিহাস লিখন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। কারণ এর পূর্বেই ইতিহাসের প্রয়োজনীয় ইসনাদ ব্যবহার করে ঘটনার নির্ভরযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৩৩১] এ সময় শাসক ও দরবারের কাহিনী ইতিহাসের উপজীব্য হয়ে দাঁড়ায়।[৩৩২] সন তারীখ বা বর্ষ ভিত্তিক ইতিহাস রচনার ধারা পরিবর্তিত হয়ে বংশ ভিত্তিক ইতিহাস রচিত হয়।[৩৩৩] ফলে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নবযুগের সূত্রপাত ঘটে। এটি বলা অসমীচীন হবে না যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস আলোচনায় পরবর্তী প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণ আল্লামা তাবারী (র.) থেকে উপাত্ত ও উপকরণ গ্রহণ করেছেন।[৩৩৪]

---

৩২৮. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৫২; P. K. Hitti op.cit., P. 390; B. Lewis op.cit., P. 53; EB, Vol. II. P. 480. আল-বা'স আল-ইসলাম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৪১১ হি., পৃ. ৪০; ইতিহাস, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ৩০।

৩২৯. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৫১-৫২ ; B. Lewis op.cit., P. 53 ; Islamic Studies, No. III, 1984, P. 236.

৩৩০. আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৫১-৫২ ; মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ পৃ. ২১৪ ; EIU, Vol. iv, P. 56 ; ইতিহাস, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ৩০।

৩৩১. আল-বালাযূরী, আনসাব আল-আশরাফ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩, ৩৬; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪৬।

৩৩২. EIU, Vol. iv, P. 56.

৩৩৩. মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ পৃ. ২১৬।

৩৩৪. EIU, Vol. iv, P. 56.

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

হাদীস, সীরাহ্ ও ইতিহাস চর্চার পদ্ধতি পর্যালোচনা

হাদীস ও সীরাহ্ চর্চায় উসূল বা নীতিমালা নির্ধারণের পটভূমি ও প্রয়োজনীয়তা

মহানবী (সা.)-এর জীবনী বিস্তারিতভাবে জানার আগ্রহ মুসলমানদেরকে ইতিহাস পঠন-পাঠনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীস[১] এবং খবর[২] আলোচনা থেকে সীরাহ্ ও মাগাযীর কাঠামোয় মুসলিম ইতিহাস চর্চার গোড়া পত্তন হয়।[৩] ফলে হাদীস অধ্যয়ন ও তার সংগ্রহের পদ্ধতি

---

১ ও ২. হাদীস শব্দের অর্থ উক্তি, খবর। মহানবী (সা.)-এর কথা, তাঁর কার্যক্রম ও মৌন সম্মতিকে হাদীস বলে। মুহাদ্দিসগণ রাসূলের সাহাবীদেরকে এই সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু উলামা উসূলে ফিকহ্ সাহাবীদেরকে হাদীসের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করেন না। খবর অর্থ সংবাদ। হাদীস ও খবর মূলত একই বিষয়। সুতরাং উভয়ের সংজ্ঞা একই ধরণের হলেও মুহাদ্দিসদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কারও মতে হাদীস স্বয়ং রাসূল (সা.) হতে এসেছে এবং খবর অন্য কোন ব্যক্তি হতে এসেছে। যেমন, গল্পকারদের উপাখ্যান ও কিংবদন্তী বা আখবারীদের ইতিহাস। অর্থাৎ প্রত্যেক হাদীসকে খবর বলা যায়, কিন্তু প্রত্যেক খবরকে হাদীস বলা যায় না। দ্রষ্টব্য - মওলানা মুফ্তী শফী, আল-মুনজিদ (দেওবন্দ ঃ ইদারাহ আখতারী, তা. বি.), পৃ. ১৯৩ ; ওয়াকার আলী ইব্ন মুখতার আলী, নুযহাত আল-নযর ফী তাওযীহ্ নুখবাত আল-ফিকর (দেওবন্দ ঃ মাকতাবাত আল-থানবী, তা. বি.), পৃ. ৫-৬ (এই সূত্রটি এখন থেকে নুখবাত আল-ফিকর ব্যবহৃত হবে) ; জালাল আল-দীন আব্দুর-রহমান ইব্ন আবূ বকর আল-সুয়ূতী, তাদরীব আল-রাবী (মদীনা মুনাওয়ারা ঃ আল-মাকতাবাহ্ আল-ইলমিয়া, ১৯৫৯), পৃ. ৬।

৩. ইব্ন সা'দ, আল-তাবাকাত আল-কুবরা, ৫ম খণ্ড, (বৈরুত ঃ দার সদর লি তাবাআত ওয়া আল-নশর, ১৩৭৬ হি.), পৃ. ১৫৬ ; শিবলী নুমানী, সীরাত আল-নবী (সা.), ১ম খণ্ড, সম্পাদনা, মহীউদ্দিন খান (ঢাকা ঃ প্যারাডাইস লাইব্রেরী, ১৯৭৪), পৃ. ২০-২১ ; H.A.R. Gibb, Studies on the Civilization of Islam (London : Routledge and Kegan paul Ltd, 1962), P. III ; B. Lewis, Historians of the Middle East (London : Oxford University Press, 1962), P. 46 ; আবদুল-আযীয আল-দূরী, নাশআতু ইলম আল-তারীখ ইনদা আল-আরব, (বৈরুত ঃ মাতবাআহ্ আল-কাছুলীকীয়াহ, ১৯২০), পৃ. ১৯-২০ ; এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, আরব জাতির ইতিহাস চর্চা (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ৮ ; ইতিহাস, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২৩।

www.pathagar.com

মুসলিম ইতিহাসের ক্রমবিকাশে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশিষ্ট হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসগণ[৪] হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন ইতিহাস চর্চা ও সংকলনের ক্ষেত্রে হিজরী তৃতীয় শতাব্দী মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী (মৃত্যু ৩১০ হি./৯২৩ খ্রি.) পর্যন্ত এবং হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে হিজরী পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত অনুরূপ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।[৫] এদিক থেকে আল-তাবারীকে ইতিহাস চর্চার ক্রমোন্নয়নে একটি ধারা পরিসমাপ্তি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।[৬]

ইসলামের শুরুতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবন চরিত আলোচনার ক্ষেত্রে হাদীস, সীরাহ্ ও মাগাযীর ধারা ছিল প্রায় অভিন্ন।[৭] এতদসত্ত্বেও হাদীস-উসূলীগণ যাঁরা হাদীসের জন্য প্রযোজ্য যাচাই-বাছাইয়ের পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন, তাঁরা মুহাদ্দিস ও চরিতকারগণকে দু'টি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। কারণ রিওয়ায়াত বা বর্ণনা গ্রহণের সময় মুহাদ্দিসগণ যত সাবধানতা অবলম্বন করেছেন চরিতকারগণ ততটা সাবধানতার সাথে বর্ণনার প্রামাণ্য যাচাই করেননি।[৮]

উপরন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে মুহাদ্দিস ও চরিতকারগণ শরী'আতের হুকুম ও আকীদা প্রমাণিত হয় না, এমন হাদীস বা খবরের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে অধিক সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। এই অসাবধানতার ফলে গ্রীক রোমান ও ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের উদ্ভাবিত নানা প্রকার অলীক গল্প, কিংবদন্তী, শ্রুত কাহিনী ইতিহাসের আলোচনায় স্থান লাভ করে।[৯] এজন্য বিশেষ ক্ষেত্রে চরিতকারকে বিশ্বস্ততার দিক থেকে মুহাদ্দিসগণের সমপর্যায়ভূক্ত করা হয়নি ; বরং তাঁদের পরিবেশিত তথ্য সমালোচিত হয়েছে।[১০] ঢালাওভাবে বলা সমীচীন হবে না

৪. মুহাদ্দিস ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি ইল্ম হাদীসের সার্বিক বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং রিওয়ায়াত ও দিরায়াতের সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল। দ্রষ্টব্য - নুযহাত আল-নযর, পৃ. ৬।

৫. নূর মুহাম্মদ আজমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬৬), পৃ. ১৪৫।

৬. আরব জাতির ইতিহাস চর্চা পৃ. ৫১-৫২ ; মফিজুল্লাহ কবীর, মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ, (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ২১৪ ; Encyclopaedia of Islam (Urdu), Vol. iv, (Lahore : The University of Panjab, 1962), P. 56 (Henceforth the Source is referred to as EIU) ;

৭. আবদুর-রউফ, আসাহ্ আল-সিয়ার (করাচী ঃ এডুকেশন প্রেস, ১৩৫১ হি.), পৃ. ৮ ; নুযহাত আল-নযর, পৃ. ৫-৬।

৮. আসাহ্ আল-সিয়ার পৃ. ৮-১০ ; শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২-১৩ ; আকরাম খাঁ, মোস্তফা চরিত (ঢাকা ঃ ঝিনুক পুস্তিকা, ১৯৭৫) পৃ. ৯ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১২।

৯. ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফিয়াত আল-আ'ইয়ান, ২য় খণ্ড, (মিসর ঃ বুলাক, ১২৯৯ হি.), পৃ. ২৩৮ ; আসাহ্ আল-সিয়ার, পৃ. ১০-১১।

১০. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১২।

www.pathagar.com

যে, চরিতকারের গ্রন্থাবলী অনির্ভরযোগ্য ও অপ্রামাণ্য। কারণ মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতি অনুসরণকারী চরিতকারের উপস্থাপিত তথ্যাদি প্রায়শ হাদীসের জন্য প্রযোজ্য যাচাই বাছায়ের নীতিমালার মানদণ্ডে পরীক্ষিত ও প্রামাণ্য।[১১]

আরবদের ইতিহাস চর্চা প্রাথমিক পর্যায়ে প্রধানত দু'টি উৎস হতে উৎসারিত হয়েছিল। একটি মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক অনুসৃত মদীনা কেন্দ্রের ধারা যা হাদীসভিত্তিক তথ্য নির্ভর এবং অপরটি কূফা ও বসরা কেন্দ্রের গোত্র ভিত্তিক আল-আইয়্যামের ধারা।[১২] আল-আইয়্যামের উৎস হতে গৃহীত আখ্যান, উপাখ্যান, কিংবদন্তী ও খবর ভিত্তিক তথ্য সত্যতার কষ্টি পাথরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করা সম্ভব না হলেও মুহাদ্দিস-অনুসৃত হাদীসের তথ্যাদি ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গৃহীত হয়েছে। এ দুই পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে বিচার বিশ্লেষণের যে কাঠামো সৃষ্টি হয় তা পরবর্তী পর্যায়ে হাদীস ও ইতিহাস চর্চার গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করতে সহায়তা দান করেছে। হাদীসের বিচার বিশ্লেষণে ফকীহ্ বা ব্যবহার শাস্ত্র বিশেষজ্ঞগণ অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী (র.) ইতিহাস লিখন ও তার পঠন-পাঠনে মুহাদ্দিস ও ফকীহ্গণের পদ্ধতি ও নীতিমালা অনুসরণ করেছেন। এজন্য তিনি ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ও কোন রিওয়ায়াত গ্রহণের সময় ইসনাদ এবং প্রাপ্ত বিষয়ের চুলচেরা বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন।[১৩]

মুহাদ্দিসগণ নির্ধারিত উসূল বা নীতিমালার আলোকে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন এবং চরিতকার ও ঐতিহাসিকগণ প্রাপ্ত ঘটনাবলীর বিশ্বস্ততা তাঁদের অনুসৃত পদ্ধতি অনুযায়ী বিচার করে লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রাসংগিকভাবে উল্লেখ্য যে, মুহাদ্দিস ও আখ্বারীদের মধ্যে হাদীস কিংবা খবরের গ্রহণ ও বর্জন সম্পর্কে উসূল ও পদ্ধতির দিক থেকে কিছু পার্থক্য থাকলেও তাঁরা সনদবিহীন, ভিত্তিহীন ও অলীক বর্ণনা গ্রহণ থেকে বিরত থেকেছেন।[১৪]

হাদীসের সত্যতা ও বিশ্বস্ততা নিরূপণের উদ্দেশ্যে যে সব নিয়ম-বিধি প্রণীত হয়েছে সেগুলোর সমষ্টিকে উসূলে হাদীস, ইলমুল-হাদীস বলা হয়েছে।[১৫] বাংলা

---

১১. শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৯ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১২।

১২. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯ ; B. Lewis. op.cit., P. 46; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা পৃ. ৭।

১৩. ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২০-৪২১ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৭, ৫১।

১৪. আসাহ্ আল-সিয়ার পৃ. ৮-৯ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১২।

১৫. উসূলে-হাদীস বলতে হাদীস শাস্ত্র সংক্রান্ত নীতিমালা বা বিশেষ নিয়ম-কানূনকে বুঝায় এবং ইল্মুল-হাদীস এমন সব কানূন জানার নাম যার সাহায্যে হাদীস বা খবরের সনদ ও মতনের সত্যতা

www.pathagar.com

পরিভাষায় এই অভিজ্ঞানকে হাদীস বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করা যায়।[১৬] হাদীস বিজ্ঞানের আলোকে পরীক্ষিত হয়ে কোন হাদীস বা খবরের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত হলে সে হাদীস বা খবর গৃহীত হয়েছে। অনুরূপভাবে জারহ্ ও তা'দীলকারী চরিতকার ও ঐতিহাসিকগণ হাদীস বিজ্ঞানের মানদণ্ডে রিওয়ায়াত ও বর্ণিত ঘটনাবলীর বিচার বিশ্লেষণ করে বিশ্বস্ততা নিরূপণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে মা'মার ইব্ন রশীদ (মৃত্যু ১৫৩ হি.), মুহাম্মদ ইব্ন স'াদ (মৃত্যু ২৩০ হি.) এবং মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী (মৃত্যু ৩১০ হি.) উল্লেখযোগ্য।[১৭]

একটি হাদীস এবং হাদীসের অনুসৃত পদ্ধতিতে বর্ণিত খবর বা তারীখে দু'টি প্রধান অংশ থাকে। একটি সনদ[১৮] এবং অপরটি মতন।[১৯] প্রাথমিক পর্যায়ে এবং বিশেষ করে সাহাবার যুগ পর্যন্ত মতনের গ্রহণযোগ্যতার জন্য তার স্বকীয় গুণাবলী বিবেচিত হত। কিন্তু পরবর্তীকালে তাবিঈর যুগ থেকে শুরু করে মতনের বিশুদ্ধতা ও বিশ্বস্ততা নির্ণয় করার জন্য সনদের বলিষ্ঠতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। এজন্য প্রয়োজন পড়েছিল উসূল আল-হাদীস বা হাদীস বিজ্ঞানের মূলনীতির ন্যায় একটি উচ্চতর অভিজ্ঞানের যার মাধ্যমে হাদীসের বিস্তৃত পরিমণ্ডলের সার্বিক জরিপ সম্ভব হতে পারে। মহানবী (সা.) তাঁর নিকট হতে প্রাপ্ত বাণীকে সামান্যতম হলেও অপরের নিকট পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[২০] ফলে সাহাবীগণ মহানবী (সা.)-এর বাণীর প্রচার ও প্রসারকে জীবনের পবিত্র ব্রত

নিরূপণ এবং সহীহ্ ও গায়রে সহীহ্ হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার যোগ্যতা অর্জন করা যায়। দ্রষ্টব্য- মুহাম্মদ আবূ যাহু, আল-হাদীস ওয়া আল-মুহাদ্দিসূন (মিসর ঃ শারকাহ সাসাহিমাহ মিসরীয়্যাহ, ১৯৫৮), পৃ. ৭১-৭৩ ; আল-মুনজিদ, পৃ. ১৯৩ ; তাদরীব আল-রাবী, পৃ. ৪-৫।

১৬. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১২।

১৭. নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭-১৫০।

১৮. হাদীসের মূল কথাটি যে সূত্রে ও যে বর্ণনাকারীদের বর্ণনা পরম্পরা ধারায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে হাদীস বিজ্ঞানের পরিভাষায় তাকে সনদ বলে। দ্রষ্টব্য- আবদুল-হক দেহলবী, আল-মুকাদ্দমাহ লিমিশকাত আল-মাসাবীহ্ (দিল্লী ঃ কুতুব খানা রশীদিয়া, তা. বি.), ভূমিকা, পৃ. ৩ (এখন থেকে এই উৎসটি সংক্ষেপে মিশকাত আল-মাসাবীহ ব্যবহৃত হবে) ; তাদরীব আল-রাবী পৃ. ৫-৬ ; নুযহান আল-নযর, পৃ. ৬-৭ ; Goldziher, Muslim Studies, Vol. I, (London : George Allen and Unwin Ltd., 1967), P. 19 ; Rev. E. Sell, The Faith of Islam (London, 1880), PP. 70-72 ; Islamic Culture, No. iv, 1980, P. 247.

১৯. হাদীসের মূল কথা ও তার প্রকাশ শব্দসমূহকে মতন বলা হয়। দ্রষ্টব্য- মিশকাত আল-মাসাবীহ, পৃ. ৩ ; তাদরীব আল-রাবী, পৃ. ৬ ; নুযহাত আল-নযর, পৃ. ৬-৭ ; Goldziher, op.cit., PP. 20-22; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪, মুহাম্মদ আবদুর-রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০), পৃ. ৩৩।

২০. فليبلغ الشاهد الغائب উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে পৌঁছে দিবে। দ্রষ্টব্য- সহীহ্ আল-বুখারী, আল-ইল্ম অধ্যায়।

www.pathagar.com

হিসেবে গ্রহণ করেন। তবে যে বাণী মহানবী (সা.)-এর নয় তা মিথ্যাভাবে তাঁর নামে সম্পৃক্ত করার কঠোর পরিণতির[২১] প্রতি লক্ষ্য রেখে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবার যুগে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর উভয় প্রকার বাণীর যথাযথ তাৎপর্য অনুধাবন করে সাহাবীগণ অত্যধিক সাবধানতার সাথে পরবর্তী বংশধরের নিকট হাদীস পৌঁছে দেয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করতে থাকেন।[২২]

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক পর্যায়ের চরিতকারগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুহাদ্দিস ছিলেন এবং তাঁরা হাদীস বিচারের পদ্ধতি অনুযায়ী সীরাহ্ ও মাগাযীর উপাদান বিশ্লেষণ করেছেন। উপরন্তু কড়াকড়িভাবে না হলেও অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য তাঁর অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন।[২৩] তাঁর সংকলিত তাহযীব আল-আসার গ্রন্থটি এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আল-কুরআনের পর হাদীস সব ইসলামী অভিজ্ঞান ও শাস্ত্রের ভিত্তি হওয়ার কারণে হাদীসের জন্য অনুসৃত পদ্ধতি অন্যান্য অভিজ্ঞানের জন্য প্রযোজ্য। তাফসীর, ফিক্হ ও তারীখের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় না।[২৪] তবে মুহাদ্দিসগণ যে শর্তাবলী হাদীসের বিশুদ্ধতার জন্য আরোপ করে থাকেন তারীখ ও অন্যান্য অভিজ্ঞানের জন্য তার থেকে কিছু নমনীয় শর্ত আরোপিত হতে দেখা যায়। আল্লামা তাবারী (র.) তাঁর 'তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক' গ্রন্থ রচনায় হাদীস ও তারীখের জন্য প্রযোজ্য পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।[২৫] কাজেই ইতিহাস চর্চায় আল-তাবারীর সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর গ্রহণ ও বর্জনে তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে হবে।

---

২১. (من كذب على متعمدا فليتبوّا مقعده من النار) আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে মহানবী (সা.) বলেন যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা বলবে, সে যেন জাহান্নামে তাঁর আশ্রয় বানিয়ে নেয়। দ্রষ্টব্য- সহীহ্ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭-৮, তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১০ ; আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮১।

২২. আকরাম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬; ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৯৬৭, পৃ. ৩২১-৩২৫।

২৩. ইব্ন কাসির, আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়া ফী আল-তারীখ, ২য় খণ্ড, (মিসর ঃ আল-মাতবাআহ্ আল সাদাহ, তাঃ বিঃ) পৃ. ১৪৫ ; আল-তাবারী, তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, সম্পাদনা, নাসির ইব্ন সাদ আল-রশীদ (মক্কা ঃ মাতাবি আল-সাফা, ১৪০২ হিজরী), ভূমিকা।

২৪. Nabia Abbott, Studies in Arabic Literary Papyri, Vol. II, (Chicago : The University of Chicago Press, 1967), P. 63.

২৫. আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৫২।

www.pathagar.com

মহানবী (সা.)-এর ইনতিকালের পর মুসলিম সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি সাধিত হয় এবং মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধের ফলে ইসলামে বহু দল ও মতের উদ্ভব হয়। এসব দল ও মতের অনুসারীগণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে রাসূলের দিকে সম্বন্ধ করে জাল হাদীস প্রচার করতে থাকে। এমনিভাবে মহানবী (সা.)-এর সহীহ্ হাদীসের সাথে অশুদ্ধ ও জাল হাদীস সংমিশ্রিত হয়ে পড়ে।[২৬]

খলীফা উসমানের (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.) আমলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাবাহর মত ইয়াহূদী থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে জাল হাদীস প্রচার করার পন্থা অবলম্বন করে।[২৭] অনুরূপভাবে খারিজী সম্প্রদায় তাদের মতবাদ বা দলের প্রতি সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে রাসূলের নামে মিথ্যা হাদীস প্রচার করতে থাকে।[২৮] হযরত আলীর (রা.) নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রশংসা, রাসূল (সা.)-এর পর তাঁর খিলাফতের অধিকার প্রমাণের উদ্দেশ্য ছাড়াও হযরত আলী (রা.)-এর প্রশংসা এবং আমীর মুআবিয়ার মর্যাদা লাঘবের জন্য শি'আ সম্প্রদায় প্রচুর হাদীস জাল করে।[২৯] আবার হযরত আলীর সম্মান লাঘব এবং হযরত আবূ বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর অধিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য জাল হাদীসের অবতারণা করা হয়েছে।[৩০] অনুরূপভাবে মুআবিয়ার খিলাফত সুদৃঢ় করার জন্যও জাল হাদীস প্রচারিত হয়েছে।[৩১] এছাড়া হাদীস অতিরিঞ্জত করে[৩২] অথবা জনসাধারণকে অধিক ধর্মপ্রাণ বানানো, ইবাদত-বন্দেগীতে অধিক উৎসাহী প্রদান এবং পরকালের ভয়ে অধিক ভীত করে তোলার জন্য মিথ্যা ও জাল হাদীস বা খবর বর্ণিত হয়েছে।[৩৩]

---

২৬. আল-নববী, শারহ সহীহ্ মুসলিম, ১ম খণ্ড, (মিসর, ১৯২৪), পৃ. ৭২ ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩ ; আবদুর-রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৯।

২৭. নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।

২৮. আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৯-৫৫০।

২৯. (حبه علي حسنة لايضر معها سيئة وبغضه سيئة لاينفع معها حسنة) আলীর প্রতি ভালবাসা পোষণ এমন এক পূণ্য যে, তা থাকলে কোন পাপ ক্ষতি করতে পারবে না। পক্ষান্তরে আলীর প্রতি হিংসা ও শত্রুতা পোষণ এমন এক পাপ যার জন্য কোন নেক কাজ উপকারে আসবে না। দ্রষ্টব্য- আবদুল রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫২-৫৫৩।

৩০. জান্নাতের প্রত্যেকটি দরজায় লেখা আছে লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আবূ বকর, উমর, উসমান যুন্নুরাইন। দ্রষ্টব্য- প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৩।

৩১. তোমরা যখন মু'আবিয়াকে আমার (রাসূল) মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুত্বা দিতে দেখবে, তখন তাঁকে তোমরা গ্রহণ করিও, কেননা সে বড়ই বিশ্বস্ত, আমানতদার ও সুরক্ষিত। দ্রষ্টব্য -প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৩।

৩২. (لاتسبوا الديك فانه صديقي) তোমরা মোরগকে গালি দিওনা কারণ মোরগ আমার (রাসূল) বন্ধু। প্রকৃত হাদীস ছিল, (لاتسبوا الديك فانه يوقظ للصلوٰة) মোরগকে গালি দিওনা কারণ সে নামাযের জন্য সজাগ করে দেয়। দ্রষ্টব্য- মুল্লা আলী কারী, আল-মাওযূ'আত আল-কাবীর, পৃ. ১৫৬। আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৩।

৩৩. নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩ : আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫২।

www.pathagar.com

হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে হাদীস বা ইতিহাসের ঘটনাবলী জাল করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী কথিত মুহাদ্দিস এবং কপট ব্যক্তিরা রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়াসে অলীক কাহিনী, অসমর্থিত খবর ও আখ্যান, উপাখ্যানকে হাদীসের মত ইসনাদ ব্যবহার করে বর্ণনা করতে থাকে।[৩৪] অনুরূপভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে, ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং আমীর উমরাহ্দের সন্তুষ্টি বিধানের প্রয়াসে হাদীস ও ইতিহাস জাল হতে থাকে। এমন কি এক শ্রেণীর অপরিণামদর্শী সূফীগণ জনসাধারণকে পার্থিব কল্যাণের প্রতি অনীহা ও পারলৌকিক সম্ভোগের প্রতি মাত্রাধিক আকর্ষণ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে অসমর্থিত ও জাল হাদীস প্রচার করেন। হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফতের শেষ দিক হতে শুরু করে আব্বাসীয় শাসনের প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত বহু জাল হাদীস ও ইতিহাসের ঘটনাবলী জনগণের মধ্যে প্রচারিত হয়।[৩৫]

উপরে বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে সাহাবা, তাবিঈ ও তাবি-তাবিঈগণ সংকিত হয়ে পড়েন, এবং জাল খবর ও হাদীসের প্রতিরোধের জন্য ব্যক্তিগত ও সরকারী পর্যায়ে কঠোর ব্যবস্থা গৃহীত হয়। হাদীস বা খবর জাল প্রমাণিত হলে জালকারীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হয়। খলীফা আবদুল-মালিক হারিস ইব্ন সাঈদ কায্যাবকে, খলীফা হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক গায়লাম গামিশ্কীকে, খলীফা আল-মানসুর মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ মাসলুবকে, উমাইয়া গভর্নর খালিদ কাসরী বয়ান ইব্ন জুরাইককে এবং বসরার আব্বাসীয় গভর্নর মুহাম্মদ ইব্ন সুলাইমান কর্তৃক আবদুল করীম ইব্ন আওযাকে হাদীস ও খবর জাল করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। এ ছাড়া বর্ণনাকারীর হলফগ্রহণ, বর্ণনাকারীর পক্ষে সাক্ষ্যগ্রহণ, সনদ বর্ণনা অত্যাবশকীয়করণ এবং সর্বোপরি সনদ পরীক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়।[৩৬]

পরিস্থিতির এই ভয়াবহ প্রেক্ষাপটে মুসলিম সমাজ ইসনাদ সূত্রে বর্ণিত হাদীস কিংবা খবরকে সত্য বলে গ্রহণের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ বর্ণিত হাদীস ও খবরের মূল অংশটি পরীক্ষা এবং সনদ সূত্রকে

---

৩৪. আল-হাদীস ওয়া আল-মুহাদ্দিসূন, পৃ. ২৯-৮২ ; Goldziher, op.cit., P. 129 ; আবদুর-রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫১।

৩৫. Goldziher, op.cit., P. 130-131 ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩ ; আবদুর রহীম প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫১।

৩৬. মিশকাত আল-মাসাবীহ্, পৃ. ৩ ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫-৪৬ ; আল-হাদীস ওয়া আল-মুহাদ্দিসূন, পৃ. ৭১।

www.pathagar.com

অর্থাৎ প্রত্যেক রাবীর চরিত্র, তাক্ওয়া, জ্ঞান, স্মরণশক্তি ও তাদের পারস্পরিক সাক্ষাত সম্পর্কে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে খোঁজখবর নিতে আরম্ভ করেন।[৩৭] প্রত্যেকটি হাদীসের সনদ ও মতন সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই বাছাই ও তার সত্যতা পরীক্ষা করে সে হাদীস ও খবর গ্রহণের জন্য নীতিমালা নির্ধারিত হয়। এসব কারণের প্রেক্ষিতে ও প্রয়োজনের তাগিদে হাদীস সমালোচনা অভিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে।[৩৮]

হাদীস ও খবর সমালোচনা অভিজ্ঞানের অধিভুক্ত প্রধান বিষয়সমূহের পরিভাষা, সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

যে সব বিষয়কে কেন্দ্র করে হাদীস ও খবরের বিশ্লেষণ ও সমালোচনা পদ্ধতি গড়ে উঠেছে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল]ঃ

মতন ঃ হাদীসের মূলকথা ও তার প্রকাশ শব্দসমূহকে'মতন'(متن) বলা হয়।[৩৯] মতনকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। কাওলী (কথা, বাণী), ফি'লী (কর্ম) ও তাকরীরী (অনুমোদন, সম্মতি)।[৪০]

রাবী ঃ হাদীস ও খবর বর্ণনা করাকে'রিওয়ায়াত'(رواية) বলে এবং যিনি বর্ণনা করেন তাঁকে'রাবী'(روای) বলে।[৪১]

ইসনাদ ঃ হাদীস ও খবরের মূল কথাটি যে সূত্রে ও যে বর্ণনাকারীদের বর্ণনা পরম্পরা ধারায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে ইসনাদ বলে।[৪২] এতে গ্রন্থকার থেকে শুরু করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পর্যন্ত অথবা প্রত্যক্ষদর্শী রাবী পর্যন্ত

---

৩৭ আসাহ্ আল-সিয়ার, পৃ. ৮-৯ ; Goldziher, op.cit., P. 132 ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪-৪৫ ; আবদুর-রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৭।

৩৮. নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪-৪৬ ; আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৮।

৩৯. তাদরীব আল-রাবী, পৃ. ৬ ; মিশকাত আল-মাসাবীহ্, পৃ. ৩ ; নুযহাত আল-নযর, পৃ. ৬-৭ ; Goldziher, op.cit., P. 20-22 ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪ ; আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

৪০. মিশকাত আল-মাসাবীহ্, পৃ. ৩ ; তাদরীব আল-রাবী, পৃ. ৬ ; শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহ্লবী, হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ, ১ম খণ্ড, উর্দু অনুবাদ আবদুর রহীম (র.) (লাহোর ঃ কওমী কুতুবখানা, ১৯৬২), পৃ. ৬৩৯।

৪১. মিশকাত আল-মাসাবীহ্, পৃ. ২-৩ ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩ ; আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

৪২. মিশকাত আল-মাসাবীহ্, পৃ. ৩ ; তাদরীব আল-রাবী, পৃ. ৫-৬ ; নুযহাত আল-নযর, পৃ. ৬-৭ ; Goldziher, op.cit., P. 19 ; Rev. E. Sell, op.cit., PP. 70-72 ; Islamic Culture, No. iv, 1980, P. 247.

www.pathagar.com

বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।[৪৩] ইসলামপূর্ব যুগে প্রাচীন কবিতাসমূহ পরবর্তী বংশধরের নিকট পৌঁছানোর জন্য বিক্ষিপ্তভাবে ইসনাদ পদ্ধতির প্রচলন ছিল বলে জানা যায়।[৪৪] কিন্তু সর্বপ্রথম মুসলিম জাতি তাদের হাদীস ও ইতিহাস বর্ণনা ও রচনার ক্ষেত্রে সুশৃংখলভাবে ইসনাদ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।[৪৫]

হযরত আলী (রা.) ইসনাদ ব্যতিরেকে হাদীস বর্ণনা করতে এবং লিখতে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন।[৪৬] মুহাদ্দিসগণ সনদবিহীন হাদীস বর্জন করে যথাযথ সনদ দ্বারা পরিবেশিত হাদীস গ্রহণ করতে থাকেন।[৪৭] ফলে ইসনাদ বর্ণনা হাদীসের অত্যাবশকীয় অংগ হিসেবে বিবেচিত হয়। শুধুমাত্র হাদীসের ক্ষেত্রেই ইসনাদ বর্ণনা কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা নয়, বরং সাধারণ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও পূর্ণ ইসনাদ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগ অবধি সমস্ত হাদীস গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হওয়া পর্যন্ত ইসনাদ পদ্ধতি অব্যাহত ছিল।[৪৮] কিন্তু ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে হিজরী তৃতীয় শতাব্দী আল-তাবারী (মৃত্যু ৩১০ হি.) পর্যন্ত ইসনাদ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।[৪৯]

আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী (র.) ইসনাদ বর্ণনায় সূক্ষ্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। বর্ণনার সমালোচনা এবং সত্যাসত্য নিরূপণের উদ্দেশ্যে তিনি ইসনাদ বর্ণনার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আল-তাবারীর দৃষ্টিতে বর্ণনার মূল্য তার সনদের বলিষ্ঠতার উপর নির্ভর করে। যে সনদ

---

৪৩. প্রত্যক্ষদর্শী হতে গ্রন্থকার পর্যন্ত খবর পৌঁছবার পরম্পরা সূত্রই ইসনাদ। যেমন, মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী (র.) বর্ণনা গ্রহণ করেছেন মুহাম্মদ ইব্ন ইস্মাঈল হতে, তিনি সাঈদ ইব্ন আবী মারয়ম হতে, তিনি ইয়াকূব ইব্ন ইসহাক হতে, তিনি মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম হতে, তিনি 'উমর ইব্ন দীনার হতে, তিনি (প্রত্যক্ষদর্শী) আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের নিকট হতে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। এভাবে আল-তাবারী (র.) হতে প্রত্যক্ষদর্শী রাসূল (সা.)-এর চাচাত ভাই আবদুল্লাহ পর্যন্ত নামের পরম্পরাই হচ্ছে ইসনাদ। দ্রষ্টব্য- আল-তাবারী, তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১১।

৪৪. Goldziher, op.cit., P. 20.

৪৫. Islamic Culture, No. iv, 1980, P. 247.

৪৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল-বাকী আল-যুরকানী, শারহ আলা আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নীয়াহ (মিসরঃ আল-মাতবাআহ্ আল-আযহার, ১৩২৬ হিজরী), পৃ. ৪৭৪ ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।

৪৭. আসাহ্ আল-সিয়ার, পৃ. ৮ ; আকরাম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮ ; Nabia Abbott, op.cit., Vo. II, P. 15.

৪৮. নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।

৪৯ আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৫১-৫২ ; মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ, পৃ. ২১৪ ; EIU, Vol. iv, P. 56 ; ইতিহাস পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ৩০।

www.pathagar.com

ঘটনার মত নিকটবর্তী হবে তা ততই উৎকৃষ্ট ও নির্ভরযোগ্য হবে। এ পদ্ধতিতে তিনি দুর্লভ ঐতিহাসিক বর্ণনা পরিবেশন করেছেন।[৫০]

হাদীস বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে রাবীদেরকে গুণগতমান অনুযায়ী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যাঁরা সতর্কতার সাথে নির্ভুলভাবে স্মরণ রাখতে পারেন এবং ইসলামী আকীদা যাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁদেরকে সিকাহ্ বা গুণসম্পন্ন প্রথম শ্রেণীর রাবী বলা হয়েছে।[৫১] যাঁদের সতর্কতা ও স্মরণশক্তি মধ্যম এবং যাঁরা বর্ণনাকারী হিসেবে তেমন প্রসিদ্ধ নয় তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর রাবী এবং যাঁরা সতর্কতায় ও স্মরণশক্তিতে দুর্বল তাঁরা তৃতীয় শ্রেণীর যাঈফ বা দুর্বল রাবী। যাঈফ রাবীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।[৫২]

হাদীস বা খবরের বর্ণনা পরম্পরা ধারা বিভিন্ন স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। ফলে খবর কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত এবং প্রতিটির পারিভাষিক স্বতন্ত্র নাম আছে।

মারফূ' (مَرفوع) ঃ যে হাদীসের সনদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মারফূ' বলা হয়েছে।[৫৩]

মাওকূফ (مَوقوف) ঃ যে হাদীস ও খবরের সনদ সাহাবা পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মাওকূফ বলা হয়েছে।[৫৪]

মাকতূ'(مَقطوع)ঃ যে খবরের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মাকতূ' বলা হয়েছে।[৫৫]

মুত্তাসিল (مُتصل) ঃ যে হাদীস ও খবরের সনদের মধ্যে কোন স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে মুত্তাসিল বলা হয়েছে।[৫৬]

---

৫০. আল-দূরী প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬, আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৫১।

৫১. আল-নববী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড পৃ. ২৭, তাদরীব আল-রাবী, পৃ. ২২-৮৫ ; নুযহাত আল-নযর, পৃ. ২৫-২৭ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৩।

৫২. মিশকাত আল-মাসাবীহ্, পৃ. ৫ ; আল-নববী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯, তাদরীব আল-রাবী, পৃ. ১০৫ ; নুযহাত আল-নযর, পৃ. ২৫।

৫৩. মিশকাত আল-মাসাবীহ্, পৃ. ৩ ; তাদরীব আল-রাবী, পৃ. ১০৯ ; আল-নববী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০ ; হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ , ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১৯ ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫ ; আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৪।

৫৪. মিশকাত আল-মাসাবীহ্, পৃ. ৩ ; আল-নববী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০ ; তাদরীব আল-রাবী, পৃ. ১০৯ ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫ ; আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৪।

৫৫. সহীহ্ মুসলিম, ভূমিকা ; মিশকাত আল-মাসাবীহ্, পৃ. ৩ ; আল-নববী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০।

৫৬. মিশকাত আল-মাসাবীহ্, পৃ. ৩ ; তাদরীব আল-রাবী, পৃ. ১০৮-১০৯ ; আল-নববী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯-৩০ ; নুযহাত আল-নযর, পৃ. ৫৫ ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬ ; আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৪।

www.pathagar.com

মুনকাতি' (مُنقطِع) ঃ যে হাদীস ও খবরের সনদের মধ্যে কোন স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে তাকে মুনকাতি' বলা হয়। মুনকাতি' দু'প্রকার ঃ মুরসাল ও মু'আল্লাক।

মুরসাল (مُرسَل) ঃ যে খবর ও হাদীসের সনদের শেষের দিকে রাবীর নাম বাদ পড়েছে অর্থাৎ সাহাবার নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ রাসূল (সা.)-এর নাম করে বর্ণনা করেছেন এ ধরনের খবর ও হাদীসকে মুরসাল বলে।[৫৭]

মু'আল্লাক (مُعلق) ঃ যে খবর ও হাদীসের সনদের প্রথম দিকে রাবীর নাম বাদ পড়েছে অর্থাৎ সাহাবার পর এক বা একাধিক বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েছে তাকে মু'আল্লাক বলে। মু'আল্লাক হাদীস বা খবরের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়।[৫৮]

রাবীদের গুণগত মানের উপর ভিত্তি করে হাদীস বা খবরকে কয়েকভাবে বিভক্ত করা হয়েছে, যেমন সহীহ্, হাসান, যাঈফ।[৫৯]

সহীহ্ (صَحِيح) ঃ যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদের প্রত্যেক রাবী সিকাহ প্রমাণিত হয়েছে এবং মতন দিরায়াতের[৬০] বিচারে দোষমুক্ত তাকে সহীহ্ হাদীস বলে।[৬১]

হাসান (حَسن)ঃ সহীহ্ হাদীস ও খবরের জন্য প্রযোজ্য গুণ আছে তবে রাবীর স্মরণশক্তির বলিষ্ঠতা সম্পর্কে সংশয় আছে এরূপ হাদীস ও খবরকে হাসান বলে। ফকীহ্গণ আইন প্রণয়নে সহীহ্ ও হাসান হাদীসের উপর নির্ভর করেন।[৬২]

যাঈফ (ضَعِيف) ঃ যে হাদীসের রাবীদের মধ্যে উপরোক্ত সকল প্রকার গুণের পূর্ণতার অভাব রয়েছে তাকে যাঈফ বলা হয়।[৬৩] যাঈফ হাদীস বা খবর আমলের ফযীলত

---

৫৭. মিশকাত আল-মাসাবীহ্, পৃ. ৩-৪ ; আল-নববী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০ ; তাদরীব আল-রাবী, পৃ. ১১৭-১১৮ ; নুযহাত আল-নযর, পৃ. ৫৬-৫৭ ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

৫৮. নুযহাত আল-নযর, পৃ. ৫৬-৫৭ ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

৫৯. আল-নববী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭-২৯ ; তাদরীব আল-রাবী, পৃ. ২১।

৬০. দিরায়াত এমন এক পদ্ধতি বা কানূনের নাম, যে পদ্ধতিতে হাদীস বা খবরের মূল কথাটির (মতন) নির্ভরযোগ্যতা বিচার করা হয়। দ্রষ্টব্য-শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৯ ; আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৪-৫৬৯।

৬১. মিশকাত আল-মাসাবীহ্, পৃ. ৫ ; আল-নববী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭ ; তাদরীব আল-রাবী, পৃ. ২২-৮৫ ; নুযহাত আল-নযর, পৃ. ২৫-২৭ ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮ ; আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

৬২. মিশকাত আল-মাসাবীহ্, পৃ. ৫ ; তাদরীব আল-রাবী, পৃ. ৮৬-১০৪ ; আল-নববী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯ ; নুযহাত আল-নযর, পৃ. ৩৪ ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮ ; আবদুর-রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

৬৩. মিশকাত আল-মাসাবীহ্, পৃ. ৫ ; তাদরীব আল-রাবী, পৃ. ১০৫-১০৬ ; আল-নববী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯ ; নুযহাত আল-নযর, পৃ. ২৫ ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮ ; আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭। সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৩।

www.pathagar.com

বা আইনের উপকারিতা বর্ণনায় ব্যবহার করা যেতে পারে, আইন প্রণয়নের জন্য নয়।[৬৪]

আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী (র.) বর্ণনা গ্রহণের সময় চুলচেরা বিশ্লেষণ করতেন। তিনি খবর বা ঘটনার বর্ণনাকে হাদীস বিজ্ঞানের অনুসৃত পদ্ধতিতে সুক্ষ্মভাবে যাচাই এবং পরীক্ষা করে তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত, ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ও ঐতিহাসিকদের নিকট হতে ইতিহাসের উপাত্ত ও উপকরণ গ্রহণ করতেন।[৬৫]

একই খবর ও হাদীসের রাবীর সংখ্যা সকল ক্ষেত্রে একরূপ হয়নি বরং এক বা একাধিক হয়েছে। এ ধরনের খবর বা হাদীসের কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। যেমন মুতাওয়াতির, মাশহুর, আযীয ও গরীব।

মুতাওয়াতির (مُتواتر) ঃ যে সহীহ্ হাদীস বা খবরের রাবীদের সংখ্যা এত বেশী যে, তাদের সকলের মিথ্যা বলা বা মিথ্যা রচনার জন্য একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়। যেমন (إنما الأعمال بالنيات) এই হাদীসটি সাতশত বা তারও বেশী সনদ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।[৬৬]

মাশহুর (مَشهور) ঃ যে সহীহ্ হাদীস বা খবর সাহাবা পরবর্তী স্তরের কোন স্তরে অথবা প্রত্যেক যুগে অন্তত তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন।[৬৭]

আযীয (عَزِيز) ঃ যে সহীহ্ হাদীস বা খবর সাহাবা কোন স্তরে অথবা প্রত্যেক যুগে অন্তত দুজন রাবী বর্ণনা করেছেন।

গারীব (غَرِيب) ঃ যে সহীহ্ হাদীস কোন যুগে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন। মাশ্হুর, আযীয, গারীব তিনটিকে একত্রে খবরে আহাদ বলে এবং পৃথকভাবে খবরে ওয়াহিদ বলে এ হাদীসগুলো সহীহ্ বা বিশুদ্ধ।[৬৮]

মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী (র.) কোন কোন ক্ষেত্রে একটি ঘটনা কিংবা বিষয়বস্তুর সমর্থনে একাধিক বর্ণনা পরিবেশন করেছেন এবং পরবর্তী সনদের শেষে

---

৬৪. মিশকাত আল-মাসাবীহ্, পৃ. ৫ ;নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

৬৫. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৭ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৫১-৫২।

৬৬. নুযহাত আল-নযর, পৃ. ৮-১২ ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯ ; আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৪।

৬৭. তাদবীর আল-রাবী, পৃ. ৩৬৮ ; নুযহাত আল-নযর, পৃ. ১২-১৩ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৪।

৬৮. তাদবীর আল-রাবী, পৃ. ৩৭৫-৩৭৯ ; নুযহাত আল-নযর, পৃ. ১৩-১৫ ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯ ; আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৪।

www.pathagar.com

ঘটনাটি উল্লেখ না করে (نحوه) অনুরূপ শব্দটি উল্লেখ করেছেন।[৬৯] তিনি মুতাওয়াতির, মাশ্‌হুর, আযীয ও গারীবের পারস্পরিক মান অনুসারে হাদীস বা খবরের স্থান নির্ণয় করেছেন। সে কারণে সর্বসমর্থিত বর্ণনা পেশ করার সময় তিনি কদাচ একটি বর্ণনাকে অপরটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।[৭০]

নাসীখ ও মানসূখ (مَنسوخ وناسخ) ঃ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাজ হওয়া সত্ত্বেও এমন কিছু হাদীস রয়েছে যা গ্রহণযোগ্য নয়, যেমন মানসূখ হাদীস। মহানবী (সা.) নবুওয়তের প্রথম দিকে এমন কোন কাজ করেছেন যা পরবর্তী জীবনে পরিবর্তন করেছেন। প্রথম দিকের কাজটি মানসূখ (বর্জনীয়) এবং পরবর্তী কাজটি নাসিখ (গ্রহনীয়)।[৭১]

মাউযূ' (مَوضوع) ঃ যে খবর বা হাদীসের রাবীর জীবনের কোন সময় রাসূল (সা.)-এর নামে ইচ্ছা করে মিথ্যা কথা বলার অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার বর্ণিত হাদীসকে মাউযূ' বলা হয়। এরূপ ব্যক্তি খালিস তাওবা করলেও তার হাদীস বা খবর গ্রহণযোগ্য নয়।[৭২]

মাতরূক (مَتروك) ঃ যে খবর বা হাদীসের রাবীর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নয় বরং প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মে মিথ্যা বলার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে, তার হাদীসকে মাতরূক বলা হয়। এ ব্যক্তির সমস্ত হাদীস পরিত্যাজ্য।[৭৩]

মুবহাম (مُبهم) ঃ যে হাদীসের রাবীর দোষ-গুণ বিচার করার জন্য স্পষ্ট প্রমাণাদির অভাব তাঁর হাদীসকে মুবহাম বলা হয়। এরূপ ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীস বা খবর গ্রহণযোগ্য নয়।[৭৪]

মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আল-তাবারী (র.) সর্বক্ষেত্রে উল্লেখিত সকল প্রকার ত্রুটিপূর্ণ ও অনির্ভরযোগ্য হাদীস বা খবর বর্জন করেছেন। তিনি সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সূত্র হতে ইতিহাসের উপাত্ত গ্রহণ করেছেন।[৭৫]

---

৬৯. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯।
৭০. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৪-১২৮।
৭১. তাদবীর আল-রাবী, পৃ. ৩৮২ ; আল-নববী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫ ; নুয্‌হাত আল-নযর, পৃ. ৪৯-৫০ ; নূর মুহাম্মদ হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪৩।
৭২. মিশকাত আল-মাসাবীহ্, পৃ. ৫ ; তাদরীব আল-রাবী, পৃ. ১৭৮ ; নুয্‌হাত আল-নযর, পৃ. ৫৯-৬০ ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৪।
৭৩. মিশকাত আল-মাসাবীহ্, পৃ. ৫ ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৪।
৭৪. নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৪।
৭৫. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৭ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৫১।

www.pathagar.com

হাদীস ও তারীখের নিরীক্ষায় আসমাউর রিজাল

মহানবী (সা.)-এর বাণী, কার্যক্রম ও জীবনের সাথে সম্পৃক্ত ঘটনাবলীকে বর্ণনা কিংবা লেখনীর মাধ্যমে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব যাঁরা পালন করেছেন তাঁদেরকে মুহাদ্দিসূন, রুওয়াত আল-হাদীস ও আরবাব আল-সিয়ার বা জীবন চরিত বিশেষজ্ঞ বলা হয়।[৭৬] এঁদের মধ্যে সাহাবা, তাবিঈ, তাবি'-তাবিঈ এবং হিজরী চতুর্থ শতক পর্যন্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন। তাঁদের বর্ণনা সমূহ লিপিবদ্ধ হওয়ার পর সমস্ত রাবীর নাম ধাম, পরিচিতি, জীবন ইতিহাস ও চরিত্র পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এঁদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ।[৭৭] এই বিশাল ও বিস্তৃত জীবনী বর্ণনাকে আসমাউর রিজাল[৭৮] বা জীবনীকোষ বলা হয়।[৭৯] এই বিশেষ অভিজ্ঞান হাদীস এবং ইতিহাস অধ্যয়ন ও চর্চাকে বিজ্ঞান সম্মত ও পর্যবেক্ষণ নির্ভর করে তুলতে সহায়তা করেছে।

হাদীস বা খবর সংগ্রহ ও সংকলনের সাথে সাথে সত্য ও নির্ভরযোগ্য হাদীস বা খবর যাচাই বাছাই করার জন্য রুওয়াত সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এজন্য প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাদ্দিসগণ, রুওয়াত বা বর্ণনাকারীদের জীবনী সংগ্রহ করার বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এই উদ্যোগের প্রেক্ষিতে রিজাল বা চরিত-অভিধান গড়ে উঠে এবং তা মুসলমানদের ব্যবহারিক শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়।[৮০]

আসমাউর রিজাল অভিজ্ঞান প্রত্যেক যুগের রাবীদের বংশ পরিচয়, জন্মস্থান, জন্ম ও মৃত্যু তারিখ, ইসলামের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য, সাবধানতা, আল্লাহ্-ভীতি, সৎকর্ম, চরিত্র, জ্ঞান, বিদ্যা, বোধশক্তি, স্মরণশক্তি, বিবেকশক্তি, চিন্তাশক্তি, মতাদর্শ, মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা ও সত্যবাদিতা প্রভৃতি গুণ সম্বন্ধে যেমন নিখুঁত পর্যালোচনা করা হয়েছে তেমনি তাঁদের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে

---

৭৬. ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৯৬৭, পৃ. ৩২১।

৭৭. ইব্ন হাজার, ইসাবা ফী আহওয়াল আল-সাহাবা, ইংরেজী অনুবাদ, স্প্রিংগার (কলকাতা, ১৯৫৬) ভূমিকা ; আকরাম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫ ; আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৪; ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৯৬৭, পৃ. ৩২১।

৭৮. আসমাউন অর্থ নামসমূহ। রিজাল অর্থ ব্যক্তিগণ। সাধারণ অর্থে 'আসমাউর রিজাল' বলতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনীকোষ বুঝায়।

৭৯. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৩ ; Islamic Culture, No. iv, 1980, P. 249; ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৯৬৭, পৃ. ৩২১।

৮০. আকরাম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪ ; আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭০; ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৯৬৭, পৃ. ৩৩১।

www.pathagar.com

জীবনেতিহাস আলোচিত হয়েছে।[৮১] এছাড়া রাবী কার নিকট থেকে হাদীস বা খবর গ্রহণ করেছেন, তাঁর যব্ত[৮২] ও আদালত[৮৩] কেমন ছিল এবং তিনি কার নিকট শিক্ষালাভ করেছেন, তাঁর সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল কি-না, থাকলে কোথায়, কখন এবং তখন তাঁদের বয়স কত ছিল ইত্যাদি আলোচনা সমালোচনার মাধ্যমে সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীর পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য আসমাউর রিজাল শাস্ত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে।[৮৪] রিজাল গ্রন্থের লেখক মুহাদ্দিসগণ কোন পক্ষপাতিত্ব হিংসা, বিদ্বেষ, বিশেষ কারো প্রতি অকারণ ঝোঁক ও কারো সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করার মত ত্রুটি করেননি। মাঝে মধ্যে কিছুটা মতবিরোধ দেখা দিলেও যথাযথভাবে তার নিষ্পত্তি হয়েছে। তাঁরা বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের উপর নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী সম্পর্কে সঠিক মতামত পেশ করেছেন।[৮৫]

মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের যুগে রিজাল অভিজ্ঞানের সূত্রপাত ঘটে। সে সময় প্রথম অবস্থায় হাদীস বর্ণনার সাথে সাথে রাবীদের সম্পর্কে প্রাসংগিক তথ্য পরিবেশিত হত। কিন্তু হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে রাবীদের জীবনী সম্বন্ধে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান (মৃত্যু ১৪৩ হি.) এ সম্বন্ধে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন।[৮৬] খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাবীদের জীবনী সংক্রান্ত বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়। মুসলিম পণ্ডিতগণ শুধু বর্ণনাকারীদের জীবনী লিখেই ক্ষান্ত হননি, তাঁরা সাহিত্যিক,

---

৮১. আল-নববী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩ ; Goldziher, op.cit., P. 136 ; আকরাম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪ ; আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭০; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৩ ; Islamic Culture, No. iv, 1980, P. 249 ; ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৯৬৭, পৃ. ৩৩১।

৮২. 'যব্ত' অর্থ নিয়ন্ত্রণ। যব্ত দুই প্রকার। যব্তে সুদূর ও যব্তে কিতাব। যব্তে সুদূর অর্থ শ্রুত বিষয়টি অন্তরে এমনভাবে সংরক্ষিত রাখা যা যে কোন সময় পেশ করতে সক্ষম। যব্তে কিতাব অর্থ যে গ্রন্থ হতে রাবী হাদীস শুনেছেন উক্ত গ্রন্থটি শ্রবণ কাল হতে শুরু করে পুনরায় অন্যের নিকট বর্ণনা করা পর্যন্ত সঠিকভাবে সংরক্ষিত রাখা। দ্রষ্টব্য- নুযহাত আল-নযর, পৃ. ২৫, মিশকাত আল-মাসাবীহ্, ভূমিকা।

৮৩. আদালত কোন ব্যক্তির এমন স্বভাবগত গুণ ও যোগ্যতা যা তাঁকে তাক্ওয়া ও মরুওয়াত অবলম্বন করতে বাধ্য করে। তাক্ওয়া বলতে মন্দকাজ তথা শিরক, ফিস্ক ও বিদ্আত বর্জন করা। মরুওয়াত বলতে সুষ্ঠু জ্ঞান ও বুদ্ধির দৃষ্টিতে যে সকল কাজ অপছন্দনীয় সেগুলো বর্জন করা। যেমন হাট-বাজারে আহার করা, রাস্তা-ঘাটে পেসাব পায়খানা করা ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য- মিশকাত আল-মাসাবীহ্, ভূমিকা।

৮৪. মিশকাত আল-মাসাবীহ্, ভূমিকা ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬ ; আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭০।

৮৫. আবদুর-রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৫ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৩।

৮৬. নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭ ; আকরাম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫।

www.pathagar.com

বৈজ্ঞানিক, কবি, আল-কুরআনের টিকাকার, হাদীস সংকলক, ঐতিহাসিক এবং এই জাতীয় ব্যক্তিত্বের জীবনী সমালোচনাসহ লিপিবদ্ধ করে গেছেন।[৮৭]

মুসলিম বিদগ্ধজন ও রাবীদের পরিচয় ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কিত তথ্য আসমাউর রিজাল, তাবাকাত[৮৮] প্রভৃতি গ্রন্থ হতে অবগত হওয়া যায়। মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদের (মৃত্যু ২৩০ হি.) 'তাবাকাত আল-কুব্‌রা' এ বিষয়ের উপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।[৮৯] এছাড়া আলী ইব্ন আল-মাদায়িনীর (মৃত্যু ২৩৪ হি.) 'কিতাব আল-তাবাকাত', ইমাম বুখারীর (মৃত্যু ২৫৬ হি.) 'তারীখ আল-কাবীর', আল-যাহাবীর (মৃত্যু ৭৪৮ হি.) 'তাবাকাত আল-হুফ্‌ফায', ইব্ন হাজর আল-আসকালানীর (মৃত্যু ৮৫২ হি.) 'তাবাকাত আল-হুফ্‌ফায', জালাল উদ্দীন সুয়ূতীর (মৃত্যু ৯১১ হি.) 'তাবাকাত আল-হুফ্‌ফায', দুর্বল রাবীদের সম্পর্কে লিখিত ইমাম বুখারীর 'কিতাব আল-যু'আফা', ইমাম নাসায়ীর (মৃত্যু ৩০৩ হি.)[৯০] 'কিতাব আল-যুআফা', ইমাম দার আল-কুত্‌নীর (মৃত্যু ৩৮৫ হি.) 'কিতাব আল-যু'আফা', ইব্ন আল-জাওযীর (মৃত্যু ৫৯৭ হি.) 'কিতাব আল-যু'আফা' এবং হাদীস জালকারীদের জীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থ হালাবী (র.)-এর কাশফ আল-হাদীস, মুহাম্মদ ইব্ন তাহির পাট্টানী (র.)-এর 'কানূন আল-মাওযূআত' ছাড়াও সাহাবীদের জীবনী সম্বলিত ইব্ন হাজার আল-আসকালানী (র.) 'ইসাবা ফী আহওয়াল আল-সাহাবা', ইব্ন আল-আসীরের (মৃত্যু ৬৩০ হি.) 'উসুদুল গাবা ফী মারিফাহ্ আল-সাহাবা', ইমাম যাহবীর 'তাজরীদ আসমা আল সাহাবা' ও জালাল উদ্দীন সুয়ূতীর 'আইন আল-ইসাবা' প্রভৃতি গ্রন্থ আসমাউর রিজাল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।[৯১] বিখ্যাত জার্মান ঐতিহাসিক ড. স্প্রিংগার[৯২]

---

৮৭. আকরাম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

৮৮. যে গ্রন্থে বিভিন্ন শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ বা পন্ডিত ব্যক্তিদের জীবন-চরিত বিভিন্ন শ্রেণী ভুক্ত হয়ে বিবৃত হয়েছে তাকে 'তাবাকাত' বলা হয়। তাবাকাত জাতীয় গ্রন্থ সমূহের সমষ্টি হচ্ছে রিজাল শাস্ত্র। দ্রষ্টব্য - নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত পৃ. ১৫২ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৩।

৮৯. ইব্ন সা'দ কিতাব আল-তাবাকাত আল-কুবরা, ৭ম খণ্ড (লাইডেন, ই. জে. ব্রিল. ১৩২৫ হিজরী), পৃ. ৭৭ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ২২ ; Guillaume, op.cit., Introduction ; EIU, Vol. iv, P. 50 ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫১।

৯০. Goldziher, op.cit., P. 141.

৯১. মিশকাত আল-মাসাবীহ্, ভূমিকা ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২-১৫৭ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৩।

৯২. জার্মান ঐতিহাসিক ড. স্প্রিংগার ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ ও তৎপরবর্তীকালের ভারত বর্ষের শিক্ষা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট ও বেংগল এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে আল-ওয়াকিদী (র.) প্রণীত মাগাযী এবং সাহাবীদের জীবনী পুস্তক ইব্ন হাজার আল-আসকালানী (র.) প্রণীত 'ইসাবা ফী আহওয়াল আল-সাহাবা' প্রকাশিত হয়। তাঁর দাবী মতে ইউরোপীয়দের মধ্যে তিনি সর্ব প্রথম আরবী মূল থেকে মোস্তফা চরিত রচনা করেন। কিন্তু গ্রন্থটিতে অনেক অসংগতি

www.pathagar.com

মন্তব্য করেছেন, মুসলমানদের আসমাউর রিজাল শাস্ত্রের মত গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞানের উদ্ভাবক পৃথিবীর কোন জাতির অতীতে ছিলনা এবং বর্তমানেও নেই, যাঁরা মুসলমানদের ন্যায় দীর্ঘ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রত্যেক বিদ্যমান, সাহিত্যিক ও লেখকের জীবন চরিত লিপিবদ্ধ করে রাখতে সমর্থ হয়েছেন। এই চরিত বিজ্ঞানের মাধ্যমে অন্তত পাঁচ লক্ষ হাদীস বা খবর বর্ণনাকারীর বিস্তারিত জীবন-চরিত সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্যভাবে অবগত হওয়া যায়।[৯৩] হাদীসের ন্যায় খবর বা তারীখের সত্যাসত্য যাচাই এবং বিশ্বস্ততা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাদ্দিসগণ আসমাউর রিজাল অভিজ্ঞানের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই অভিজ্ঞানের সাহায্যে ইসনাদের বলিষ্ঠতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিরূপণ করা সহজ হয়। এজন্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণে এবং বিশেষ করে মহানবী (সা.)-এর মাগাযী ও সীরাহ্ আলোচনায় আসমাউর রিজালের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

হাদীস ও খবরের বিশুদ্ধতা নিরূপণে রিওয়ায়াত ও দিরায়াত

হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞানের উৎপত্তির প্রধান কারণ ছিল জাল হাদীস বা খবর চিনবার উপায় উদ্ভাবন। আল-কুরআনের ন্যায় রাসূলের হাদীস মুসলিম আইনের একটি মূল্য উৎস। এজন্য মুসলিম পণ্ডিতগণ জাল হাদীস বর্জন করে কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ও নির্ভুল হাদীস গ্রহণের বিশেষ নীতি নির্ধারণ করেন।[৯৪] আর হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীর বিশ্বাসযোগ্যতার উপর নির্ভর করে খবর বা হাদীসের বিশুদ্ধতা ও বিশ্বস্ততা। সনদ পরীক্ষার সাথে সাথে মতন বা হাদীস ও খবরের মূল কথার সঠিকতা ও শুদ্ধতা প্রমাণের প্রয়োজন দেখা দেয়। হাদীস আলোচনা বিজ্ঞানের পরিভাষায় প্রথম পদ্ধতিকে বলা হয় রিওয়ায়াত এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিকে বলা দিরায়াত।[৯৫]

রয়েছে। দ্রষ্টব্য-আকরাম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫ ; আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৪; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, ১৯৬৭ পৃ. ৩২১।

৯৩. ইব্ন হাজার, ইসাবা ফী আহওয়াল আল-সাহাবা, অনুবাদ ড. স্প্রিংগার (কলকাতা, ১৯৫৬ ইং), ভূমিকা ; আকরাম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫ ; আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৪; ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৯৬৭, পৃ. ৩২১।

৯৪. মিশকাত আল-মাসাবীহ্, ভূমিকা ; আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৯ ; ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৯৬৭, পৃ. ৩৩১-৩৩২।

৯৫. আসাহ্ আল-সিয়ার, পৃ. ২০, শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৯ ; আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৪-৫৬৯।

www.pathagar.com

সহীহ্ ও সঠিক হাদীস বা খবর যাচাই বাছাই করার জন্য রিওয়ায়াত পদ্ধতির প্রয়োগ অত্যাবশ্যক হিসেবে গণ্য হয়েছে। ইসনাদে উল্লেখিত রুওয়াত বা বর্ণনা কারীদের যোগ্যতা ও বিশুদ্ধতা অনুসন্ধান ও যাচাই করা এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য। রিজাল অভিজ্ঞানের দ্বারা এই পদ্ধতির প্রয়োগ যথাযথ ও যুক্তি সম্মত হয়।[৯৬] রিজাল অভিজ্ঞানের এক বা একাধিক গ্রন্থে নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেক রাবীর জীবনী আলোচিত হয়েছে। রাবীগণের জীবনের কোন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর দিক ও মুহাদ্দিসগণের অনুসন্ধান ও আলোচনা থেকে বাদ পড়েনি। রিওয়ায়াত পদ্ধতিতে মুহাদ্দিসগণ রাবীদের দোষ-গুণ বিচার করে মানের ক্রমানুসারে সহীহ্, হাসান, যাঈফ, মাওযূ, মাতরূক, মুবহাম হাদীস নির্ণয় করেছেন এবং সত্য ও নির্ভরযোগ্য হাদীস বা খবর গ্রহণ করে মিথ্যা ও জাল হাদীস বর্জনের বহু দৃষ্টান্ত[৯৭] স্থাপন করেছেন।[৯৮]

এভাবে সমালোচনা ও যাচাই বাছাই পরীক্ষার কষ্টিপাথরে হাদীস বিজ্ঞানীগণ এক একটি হাদীস সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী (র.) হাদীস বিজ্ঞানের মানদণ্ডে রিওয়ায়াত প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক হাদীস বা খবর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সত্য ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হলে তা গ্রহণ করেছেন।[৯৯]

নিম্নে রিওয়ায়াত প্রক্রিয়ার কয়েকটি প্রধান মূলনীতি প্রদত্ত হল ঃ

---

৯৬. আসাহ্ আল-সিয়ার, পৃ. ১৪ ; Goldziher, op.cit., P. 136-138 ; আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৭।

৯৭. এক সময় খায়বরের ইয়াহূদীরা মুসলিম খলীফার নিকট একখানা দস্তাবেয পেশ করেন তাদের জিযিয়া মাওকূফের দাবী জানায়। দস্তাবেয রাসূল (সা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা ছিল যে, খায়বর অধিবাসী ইয়াহূদীদের জিযিয়া মওকূফ করা হ'ল। খলীফা এবং প্রশাসন কর্মকর্তাকে এটিকে গ্রহণ করে জিযিয়া মওকূফ করে দিতে হয়। কিন্তু হাদীস বিজ্ঞানীদের নিকট এ হাদীসের কয়েকটি ত্রুটি ধরা পড়েছিল (ক) এত সা'দ ইব্ন মু'য়াযের সাক্ষ্য উদ্ধৃত ছিল অথচ তিনি খায়বর যুদ্ধের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছেন, (খ) উক্ত দলিলের লেখক হিসেবে মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ানের নাম লিপিবদ্ধ ছিল অথচ তিনি খায়বর যুদ্ধ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেন নি ; (গ) উক্ত দলিলে যে সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে তখন পর্যন্ত জিযিয়া সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়নি ; (ঘ) যে সব ইয়াহূদী ইসলামের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে এই দলিলে কেবল তাদের জিযিয়া মওকূফ করা প্রমাণিত হয়। যারা ইসলামের আনুগত্য না করে শত্রুতা করেছে তাদের জিযিয়া মওকূফ করার প্রশ্ন উঠতে পারে না। মুহাদ্দিসগণ ইল্ম হাদীসের রিওয়ায়ত পদ্ধতিতে যুক্তি ও অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে এই দস্তাবেয মিথ্যা ও জাল ঘোষণা করেন। দ্রষ্টব্য-আবদুর- রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৫-৫৭৬।

৯৮. আল-নববী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭-২৯ ; মিশকাত আল-মাসাবীহ্, ভূমিকা ; শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৯ ; Goldziher, op.cit., P. 138 ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮ ; আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

৯৯. আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৫১-৫২।

www.pathagar.com

১. বর্ণনাকারী বয়স্ক মুসলমান ও গুণ সম্পন্ন (সিকাহ) হওয়া বাঞ্ছনীয়।
২. রাবী সতর্কতা ও স্মরণ শক্তিতে দুর্বল (যাঈফ) হলে তাঁর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।[১০০]
৩. রাবী জীবনের কোন সময় রাসূল (সা.)-এর নামে মিথ্যা বলেছে প্রমাণিত হলে তাঁর হাদীস বা খবর পরিত্যাজ্য।[১০১]
৪. বর্ণনাকারী কোন মানুষ, জীব-জন্তু, পশু-পাখি বা কোন প্রাণীকে ধোঁকা দিয়েছে প্রমাণিত হলে তাঁর বর্ণনা গ্রহণীয় হয়নি।
৫. হাদীস বা খবর বর্ণনার ক্ষেত্রে নয় বরং প্রত্যহিক কর্মকাণ্ডে মিথ্যা বলার অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।[১০২]
৬. কোন রাবীর দোষ-গুণ বিচার করার জন্য স্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া গেলে তাঁর হাদীস বা খবর বর্জনীয়।
৭. বর্ণনাকারীর চারিত্রিক গুণাবলী যেমন ইসলামের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য, আল্লাহ্ভীতি, সৎকর্ম, সত্যবাদিতা তথা যাব্ত ও আদালতের পরিপন্থী হলে তাঁর বর্ণনা প্রত্যাখাত হয়েছে।[১০৩]

দিরায়াত পদ্ধতি দ্বারা হাদীস বা খবরের মূল বক্তব্য যাচাই করা হয়। রিওয়ায়াত বা সনদ যাচাই প্রক্রিয়া দ্বারা কেবল বর্ণনাকারীদের দোষ-গুণ এবং তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা ও পরীক্ষা করা হয়।[১০৪] কিন্তু রিওয়ায়াত পদ্ধতি দ্বারা হাদীস ও খবরের মূল বক্তব্য পরীক্ষা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এজন্য ইসনাদ পরীক্ষার সাথেসাথে মূল ভাষ্যের পরীক্ষা অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং তা অতি সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষার জন্য দিরায়াত পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এই পদ্ধতির প্রয়োগে খবর ও হাদীসের ভুল, অসত্যতা, অবাস্তবতা এবং আল-কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের সাথে অসামঞ্জস্য কিংবা পরিপন্থী প্রভৃতি সূক্ষ্মভাবে যাচাই করা হয়েছে।[১০৫]

---

১০০. মিশকাত আল-মাসাবীহ্, ভূমিকা ; আল-নববী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯ ; তাদবীর আল-রাবী, পৃ. ১০৫-১০৬ ; নুযহাত আল-নযর, পৃ. ২৫।
১০১. তাদ্বীর আল-রাবী, পৃ. ১৭৮; নুযহাত আল-নযর, পৃ. ৫৯-৬০; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
১০২. মিশকাত আল-মাসাবীহ্, ভূমিকা ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৪।
১০৩. আল-নববী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩ ; মিশকাত আল-মাসাবীহ্, ভূমিকা।
১০৪. আল-নববী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭-২৯ ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮ ; আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।
১০৫. শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮ ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২ ; আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৯ ; ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৯৬৭, পৃ. ৩৩২।

www.pathagar.com

সাহাবার সময় হতে দিরায়াত প্রয়োগে খবর ও হাদীসের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ফাতিমা বিনত কাইস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত ইদ্দত কালীন খোরপোষ সম্পর্কিত হাদীস কুরআন এবং সহীহ্ হাদীসের সাথে সুসামঞ্জস্য না হওয়ায় হযরত উমর ফারূক (রা.) তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মতে, ফাতিমা উক্ত হাদীসটি সঠিকভাবে স্মরণ রাখতে পারেননি অথবা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট শুনতে বা বুঝতে ভুল করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) একটি হাদীস বর্ণনা করলেন মৃত ব্যক্তির জন্য পরিবারস্থ লোকের ক্রন্দনের কারণে কবর আযাব হয়ে থাকে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) উক্ত হাদীস গ্রহণে অসম্মতি জানান। কারণ আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ "একের অপরাধের ভার অন্য কেউ বহন করবে না।" সুতরাং উক্ত হাদীসটি আবদুল্লাহ্ বুঝতে বা স্মরণ রাখতে পারেননি। এরূপ বহু হাদীস বা খবর দিরায়াতের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। এজন্য এসব হাদীস নির্ভরযোগ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।[১০৬]

পরবর্তীকালে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ উক্ত পদ্ধতির নীতিমালা প্রনয়ণ করেছেন। নিম্নে প্রধান কয়েকটি সম্পর্কে পরিচিতি প্রদান করা হল।

১. হাদীস বা খবর আল-কুরআনের সুস্পষ্ট দলিলের এবং মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত সহীহ্ হাদীসের বিপরীত হবে না।
২. হাদীস বা খবরের ভাষা আরবী ভাষার রীতি-নীতির বিরোধী হবে না। কারণ রাসূলের ভাষা ছিল বিশুদ্ধ আরবী।
৩. ইজ্মা সাহাবা ও ইজমা উম্মাতের বিপরীত হাদীস বা খবর গ্রহণীয় নয়।
৪. খবর বা হাদীস শরী'আতের চির-সমর্থিত নীতির বিপরীত হবে না।
৫. সুস্পষ্ট বিবেক বুদ্ধি ও বাস্তবতার বিপরীত খবর বা হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।
৬. হাদীস বা খবর কোন ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত হবে না।
৭. লঘু অপরাধে কঠিন শাস্তি এবং কঠিন অপরাধে লঘু দণ্ড প্রদানের হাদীস পরিত্যাজ্য।
৮. হাদীস বা খবর এমন কোন অর্থ প্রকাশ করবে না যা অত্যন্ত হাস্যকর বা অশোভনীয় এবং নবী ও রাসূলের মর্যাদা বিনষ্ট হতে পারে।
৯. সামান্য (নেক আমল) পুণ্যের জন্য মহান পুরষ্কার এবং সর্বোৎকৃষ্ট আমলের জন্য লঘু পুরষ্কার প্রদানের হাদীস বা খবর গ্রহণীয় নয়।
১০. হাদীস বা খবরের অর্থ অবাঞ্ছিত ও কল্পনা-প্রসূত হবে না।

---

১০৬. মিশকাত আল-মাসাবীহ্, ভূমিকা ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

www.pathagar.com

১১. হাদীস বা খবরের বিষয়বস্তুর অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান থাকলে উক্ত খবর বা হাদীস বর্জিত হয়েছে।

১২. আল-কুরআনের বিশেষ বিশেষ সূরা ও আয়াতের অতিরঞ্জিত ফযীলত সম্পর্কীয় হাদীস নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি।

এছাড়া ইল্‌ম হাদীসের গ্রন্থসমূহে আরও অনেক নিয়ম-নীতি উল্লেখ করা হয়েছে। এসবের দ্বারা হাদীস বা খবরের মূল বক্তব্য পরীক্ষা করে গৃহীত হয়েছে।[১০৭]

গুণাগুণ বিচার ও দোষত্রুটি নির্ণয়ে জারহ্ ও তা'দীল

বলিষ্ঠ ইসনাদ এবং ত্রুটিমুক্ত মতন একটি সহীহ্ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস ও খবরের পূর্বশর্ত। সনদ এবং মতনের সমালোচনামূলক তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য মুসলিম পণ্ডিতগণকে নিরলস পরিশ্রম ও গভীর অধ্যয়ন করতে হয়েছিল।[১০৮] তাঁরা হাদীস ও খবরের নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণের জন্য ইসনাদে উল্লেখিত বর্ণনাকারীদের জন্ম-মৃত্যু, পরিচিতি, শিক্ষাজীবন ও শিক্ষকদের সাহচর্য প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যালোচনা করে গ্রহণ অথবা বর্জনের পন্থা নিরূপণ করেছেন। তাঁদের গুণাবলী যেমন নন্দিত হয়েছে তেমনি তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিন্দিত হয়েছে। এই বিশেষ অভিজ্ঞান বা সমালোচনা বিদ্যাকে জারহ্ (جَرح)[১০৯] ও তা'দীল (تَعدِيل)[১১০] হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১১১]

এই সমালোচনা বিদ্যা মিথ্যা ও জাল হাদীস চিহ্নিত করার এবং সহীহ্ নির্ভরযোগ্য হাদীস নির্ণয় করার প্রধান মাপকাঠি।[১১২] খ্যাতিমান ঐতিহাসিক এবং

---

১০৭. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য-হাদীস ওয়া আল-মুহাদ্দিসূন, পৃ. ৪৭৯-৪৮৫; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩-১৬৪ ; মিশকাত আল-মাসাবীহ, ভূমিকা ; আবদুর-রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৪।

১০৮. নুযহাত আল-নযর, পৃ. ১১৪-১১৯ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৩।

১০৯. জারহ্ (جرح) শব্দের অর্থ খুঁতিয়ে খুঁতিয়ে কারো দোষ গুণ খুঁজে বের করা ও সমালোচনা করা। দ্রষ্টব্য- আল-মুনজিদ, পৃ. ১৪৩, সাবহী আল-সালিহ্, উলুম আল-হাদীস ওয়া মুসতালাহ (বৈরুত ঃ দার আল-ইলম লিল মালাইয়াইন, ১৯৮০), পৃ. ১০৭ (এখন থেকে এই সূত্রটি সংক্ষেপে উলুম আল-হাদীস, ব্যবহৃত হবে), সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৩।

১১০. তা'দীল (تعديل) অর্থ অকৃতিমতা বা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার্য। মুহাদ্দিসগণ জাল ও আসল হাদীস ও খবর যাচাই করার জন্য বর্ণনা কারীদের জীবনের দোষ-গুণ ও ভাল-মন্দের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন। এই সমালোচনাবিদ্যা পরবর্তীকালে আসমাউর রিজাল শাস্ত্র গড়ে ওঠে। দ্রষ্টব্য-নুযহাত আল-নযর, পৃ. ১১৪-১১৫ ; উলুম আল-হাদীস, পৃ. ১০৭ ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫ ; আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭০।

১১১. তাদরীব আল-রাবী, পৃ. ২২৯-২৩৫ ; নুযহাত আল-নযর, পৃ. ১১৪-১১৯ ; উলুম আল-হাদীস, পৃ. ১০৭ ; Goldziher, op.cit., PP. 137-138 ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫-১৪৬; আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭০ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৩।

১১২. আল-নববী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৪-১২৬ ; তাদরীব আল-রাবী, পৃ. ২২৯-২৩৫ ; Goldziher, op.cit., PP. 137-138.

www.pathagar.com

মুহাদ্দিস আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী (র.) একজন প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব।[১১৩] মুহাদ্দিস ও চরিতকারদের মধ্যে যাঁরা জারহ্ ও তা'দীল সম্পর্কে গভীরভাবে অনুশীলন করেছেন তিনি তাঁদের অন্যতম।[১১৪] আপাত দৃষ্টিতে জারহ্ ও তা'দীল পরিচর্চা বলে মনে হয়। কিন্তু দীন রক্ষার জন্য এটি শুধু জায়িয নয় বরং হাদীস বা খবর কোনটি গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি গ্রহণযোগ্য নয় এর সমাধান করার জন্য এই সমালোচনা বিদ্যা একান্ত অপরিহার্য।[১১৫]

জারহ্ ও তা'দীল সম্পর্কিত গ্রন্থ সমূহে সাহাবা, সিকাহ্ ও যাঈফ সকল শ্রেণীর রাবীদের জীবনের বিভিন্নদিক সমালোচিত হয়েছে। ইব্ন জারুদ (মৃত্যু ৩০৭ হি.)-এর 'কিতাব আল-জারহ্ ওয়া আল-তা'দীল', ইব্ন আবূ হাতিম আল-রাযীর (মৃত্যু ৩২৭ হি.) 'কিতাব আল-জারহ্ ওয়া আল-তা'দীল', এবং আল-সুয়ূতীর 'কিতাব আল-জারহ্ ওয়া আল-তা'দীল' গ্রন্থ ছাড়াও রিজাল শাস্ত্রের সকল প্রকার তাবাকাত গ্রন্থে রাবীদের জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ে জারহ্ ও তা'দীল করা হয়েছে।[১১৬]

মহানবী (সা.)-এর ইন্তিকালের পর থেকে জার্হ্ ও তা'দীলের প্রক্রিয়া শুরু হয়। হযরত আবূ বকর (রা.) নানীর পক্ষে নাতীর মীরাস লাভ সংক্রান্ত হাদীস মুগীরা ইব্ন শু'বার নিকট ভালভাবে যাচাই করে সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। হযরত উমর (রা.) সালাম প্রসংগের হাদীসের সত্যতা নিরূপণের জন্য হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরীকে প্রমাণ উপস্থিত করতে বলেছিলেন। এভাবে হযরত আলী (রা.), হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) চুলচেরা বিচার করে হাদীস ও খবর গ্রহণ করতেন।[১১৭]

তাবিঈদের সময় জাল হাদীস প্রতিরোধের জন্য সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, আমাশ ও ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) জারহ্ ও তা'দীলের সূত্র প্রয়োগ করেছেন। তাবি-তাবিঈদের সময় যাঈফ এবং জাল হাদীস ও খবরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় জারহ্ ও তা'দীলকারীগণ গভীরভাবে এ বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিয়েছেন এবং নিয়ম

---

১১৩. তাহযীর আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা ; ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, ২৩৪ ; ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৭-৫৭৮।

১১৪. নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯।

১১৫. আল-নববী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৪-১২৬ ; আবদুর-রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩।

১১৬. মিশকাত আল-মাসাবীহ্, ভূমিকা; তাদরীব আল-রাবী, ভূমিকা; Goldziher, op.cit., PP. 137-138; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৩।

১১৭. উলুমুল-হাদীস, পৃ. ১০৯ ; শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯ ; Goldziher, op.cit., PP. 133 ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪ ; ইমাম মালিক, মুওয়াত্তা, ১ম খণ্ড (দিল্লী ঃ আল-মাতবাআহ্ আল-মুসতাবা', তা. বি.), পৃ. ৩২৭।

www.pathagar.com

নীতি প্রবর্তন করেছেন। ইমাম শু'বা ইব্ন হাজ্জাজ (মৃত্যু ১৬০ হি.) জারহ্ ও তা'দীল সম্পর্কে নিয়ম-কানূন প্রবর্তন করেছেন এবং ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান (মৃত্যু ১৯৮ হি.) এ বিষয়ে পূর্ণাংগ গ্রন্থ রচনা করেছেন।[১১৮] এ সময় মালিক ইব্ন আনাস (মৃত্যু ১৭৯ হি.), সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা, আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী (মৃত্যু ১৯৮ হি.)[১১৯] মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ (মৃত্যু ২৩০ হি.), আলী আল-মাদায়িনী (মৃত্যু ২৩৪ হি.) এবং আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল (মৃত্যু ২৪১ হি.) এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।[১২০] হিজরী তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত হাদীস ও খবরের পঠন-পাঠন আরো বিজ্ঞান সম্মত ও নির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।[১২১] পরবর্তী যুগে যাঁরা জারহ্ ও তা'দীলকারী তথা ইল্ম হাদীসের গবেষক ও লেখক ছিলেন তাঁদের মধ্যে আবূ খায়সামা জুহাইর ইব্ন হারব (মৃত্যু ২৩৪ হি.), মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ নুমাইর (মৃত্যু ২৩৪ হি.), আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বাহ (মৃত্যু ২৩৫ হি.), ইমাম ইসহাক (মৃত্যু ২৩৭ হি.) হাফিয আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (মৃত্যু ২৪২ হি.), আহ্মাদ ইব্ন সালিহ্ (মৃত্যু ২৪৮ হি.), হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ হাম্বল (মৃত্যু ২৪৩ হি.), ইমাম দারিমী (মৃত্যু ২৫৫ হি.), ইমাম বুখারী (মৃত্যু ২৫৬ হি.), ইমাম মুসলিম (মৃত্যু ২৬১ হি.), ইমাম আবূ জুর'য়াহ আল-রাযী (মৃত্যু ২৬৪ হি.), ইমাম আবূ দাউদ (মৃত্যু ২৭৫ হি.), আবূ হাতিম আল-রাযী (মৃত্যু ২৭৭ হি.), আবূ বকর ইব্ন আবূ আসিম (মৃত্যু ২৮৭ হি.), আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইমাম আহ্মাদ (মৃত্যু ২৯০ হি.), আবূ বকর বাজ্জার (মৃত্যু ২৯২ হি.), ইমাম নাসায়ী (মৃত্যু ৩০৩ হি.), মুহাম্মদ ইব্ন উসমান ইব্ন আবূ শায়বাহ (মৃত্যু ২৯৭ হি.), আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী (মৃত্যু ৩১০ হি.) প্রমুখ বিশ্বখ্যাত আলিম ব্যক্তিত্ব অন্যতম।[১২২] এছাড়াও উসূল হাদীসের গ্রন্থসমূহে হিজরী অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত দেড় শতাধিক জারহ্ ও তা'দীলকারী আলিম ব্যক্তিদের জীবন ও কর্মের বিবরণ জানা যায়।

---

১১৮. তাদরীব আল-রাবী, ভূমিকা; শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড পৃ. ৪৩ ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭। কিন্তু সুবহী সালিহ্-এর মতে ইমাম বুখারী (মৃত্যু ২৫৬ হি.) এ বিষয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। দ্রষ্টব্য- উলূমুল-হাদীস, পৃ. ১১১; আল-হাদীস ওয়া আল- মুহাদ্দিসূন, পৃ. ৪৫৫।

১১৯. তাদরীব আল-রাবী, ভূমিকা ; Goldziher, op.cit., PP. 135-36.

১২০. সহীহ্ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬।

১২১. তাদরীব আল-রাবী, ভূমিকা ; নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

১২২. নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৫১।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক ঃ বিষয় পর্যালোচনা (প্রাক-ইসলাম যুগ)

সৃষ্টিতত্ত্ব

সৃষ্টি রহস্যের আবরণ উন্মোচনের জন্য মানুষের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে মানুষ বিশ্বসৃষ্টির ধারা অনুধাবন করার প্রয়াস পেয়েছে। সূত্রধরে সৃষ্টির ক্রমস্তর ও আনুসংগিক উপাদান বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন তত্ত্ব ও মতবাদ দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু গভীর অনুসন্ধান ও অব্যাহত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে একটি স্থিতিশীল সত্যে উপনীত হওয়ার দাবী গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ইন্দ্রিয়লভ্য জ্ঞান আজ যা সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করছে পরবর্তীতে নতুন তথ্যের আবিষ্কারে তা প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। তবুও অজানাকে জানার জন্য মানুষ অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং বস্তুর উৎসমূল সন্ধান করছে। ফলে কোন বিষয়ের গ্রহণীয় হওয়ার জন্য যুক্তি উপস্থাপিত হচ্ছে এবং কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা হচ্ছে। এভাবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার শোধনাগারে যে কোন বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করার প্রবণতা মানুষকে বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবনের দিকে প্রলুব্ধ করছে। মানুষের অর্জিত ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আছে। অপর পক্ষে মহান আল্লাহ্ সকল জ্ঞানের আকর এবং প্রয়োজন অনুসারে তিনি তা থেকে মানুষকে দান করে থাকেন।[১] তাই সাধারণ মানুষের জ্ঞানের তুলনায় ওয়াহী মারফত নবী রাসূলগণের নিকট প্রেরিত জ্ঞান সন্দেহাতীতভাবে অভ্রান্ত, নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য।[২] আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন

১. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী (র.), তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, (কায়রো ঃ মাকতাবাআহ্ আল-ইসতিকামাহ্, ১৩৭৫ হি.), পৃ. ৩১।

২. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা ঃ ২।

www.pathagar.com

জারীর আল-তাবারী (র.) এই সত্যকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং তাঁর রচনায় সেভাবে বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর রচিত বিশ্ব ইতিহাস গ্রন্থ 'তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক' গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে আমাদের নিকট তা প্রতিভাত হয়ে ওঠে। আল্লামা তাবারী (র.) ইতিহাস সংক্রান্ত কোন বিষয়ের উপর আলোচনা করতে গিয়ে তার প্রেক্ষিত, প্রেক্ষাপট ও কার্যকারণ নির্ণয় করার প্রয়াস পেয়েছেন, তবে চূড়ান্তভাবে কিছু বলতে গিয়ে তিনি ওয়াহী সঞ্জাত প্রাপ্ত তথ্যের উপর অধিক নির্ভর করেছেন।[৩] কারণ ইতিহাসকে তিনি বিশ্ব প্রভুর ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গণ্য করেছেন। মানুষকে উপজীব্য করে ইতিহাসের সূত্রপাত হয়েছে। মানুষ ও তার পরিবেশ, সামাজিক গণ্ডি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাদির বিচার বিশ্লেষণ ইতিহাস চর্চার মূখ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মানুষ সৃষ্টির পূর্বে তার জীবনধারণ ও অস্তিত্বের প্রয়োজনীয় উপকরণ আল্লাহ্ সুসামঞ্জস্যভাবে ঠিক করে রেখেছেন। তাবারী (র.) তাঁর বিশ্ব ইতিহাস রচনায় প্রাসংগিকভাবে মানব জাতির উদ্গম ও বিস্তারের সাথে এসব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৪]

এ বিশ্বজগত সৃষ্টির পরিকল্পনা, গতি প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও সৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক ধারা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে আল-তাবারী (র.) পর্যালোচনা করেছেন। প্রাচীন সম্রাট ও শাসকদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, নবী-রাসূলগণের চরিত ইতিহাস, মহানবী (সা.)-এর পরবর্তী খিলাফত যুগের বিস্তৃত পরিমণ্ডলের ধারাবাহিক ঘটনাস্তর, তাঁর সাহাবীগণের পরিচিতি এবং তাঁদের উত্তরসূরীদের কার্যক্রমের বিবরণ আল-তাবারী (র.) তাঁর আলোচনার মূখ্য বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন।[৫] তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য এবং রুওয়াত ও আখ্বারীগণের নিকট হতে সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায়ের উপর উপাত্ত ও উপকরণের বিশ্লেষণ করে তাঁর আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ওয়াহী ভিত্তিক

---

৩. আল-যাহ্বী, তাযকিরাত আল-হুফ্ফায, ২য় খণ্ড, (হায়দারাবাদ, ১৩৩০-১৩৩৪ হি.), পৃ. ২৫১ ; আব্দুল-আযীয আল-দূরী, নাশ্আতু ইল্ম আল-তারীখ 'ইনদা আল-আরব, অনুবাদ, এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, আরব জাতির ইতিহাস চর্চা (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ৫১-৫২ ; B. Lewis, Historians of the Middle East (London : Oxford University Press, 1962), P. 53.

৪. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী (র.), তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, সম্পাদনা, M. J. De Goeje (লাইডেন ঃ ই. জে. ব্রিল, ১৮৭৯-১৯০১), পৃ. ৫-৭ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ.. ৫-৬।

৫. তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ.. ৫-৭ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ.. ৫-৬ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ.. ৫৬০।

www.pathagar.com

ইল্‌ম ও সনাতন নিয়মের ধারা অনুযায়ী তিনি সৃষ্টি শুরুর পূর্বে চিরন্তন সত্তা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য প্রকাশ করে তাঁর সৃষ্টি প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছেন।

সৃষ্টিকর্তার প্রকৃতি ও অবয়ব কাঠামো নিয়ে কল্পনা সনাতন ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতির অবয়ব কাঠামো ধরে আবির্ভূত হন। তাঁর দায়িত্ব হল প্রাণীগণের সৃষ্টি প্রজনন, প্রবৃদ্ধি ও রক্ষা করা, তাই তিনি সৃষ্টির জন্য তপস্যা শুরু করেন এবং তা থেকে সব কিছু সৃষ্টি হয়।[৬] এই মত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ সৃষ্টিকর্তা হবেন চিরন্তন এবং তিনি কারো মুখাপেক্ষী হবেন না।[৭] কিন্তু প্রজাপতির অবয়ব কাঠামো অবস্থানের জন্য স্থান এবং সচল থাকার জন্য খাদ্য গ্রহণের প্রতি মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য। এরূপ মুখাপেক্ষী সত্তা ধ্বংসশীল এবং তার মধ্যে কোন চিরন্তন বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না। তাছাড়া সৃষ্টির জন্য তপস্যায় বসলে সে আর সৃষ্টিকর্তা থাকে না। কাজেই প্রজাপতির অবয়বে বিশ্ব প্রভুর আবির্ভূত হওয়া সাধারণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা কোনটাই অনুমোদন করে না।

ব্যাবিলনদের মধ্যে প্রচলিত আখ্যানে উল্লেখ আছে যে, বিশ্ব সৃষ্টির প্রারম্ভে নররূপী আপসু ও নারীরূপ তিয়ামতের অস্তিত্ব ছিল এবং এরাই স্রষ্টার দায়িত্ব পালন করেছে।[৮] মানব-মানবী ধ্বংসের আওতাভূক্ত হয়ে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারে না। আর আখ্যানের কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই। পারস্যের প্রাচীন দার্শনিক মনির মতে প্রথমে একটি বস্তু বিরাজ করছিল এবং তা থেকে ক্রমান্বয়ে সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে।[৯] একটি বস্তু থেকে ক্রমান্বয়ে অন্য বস্তু বের হলে বা বিস্তার ঘটলে তা সৃষ্টিকর্তা হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

পরিবর্তিত ইয়াহূদী ধর্ম রিশ্বাসে উযায়রকে আল্লাহ্‌র পুত্র সন্তান বানিয়ে মহান আল্লাহ্‌র একক ও অবিভাজ্য সত্তার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। বিভ্রান্ত ঈসাঈ ও খ্রিস্টান ধর্মমত ত্রিত্ববাদের ধারণায় আল্লাহ্‌র একক ও চিরন্তন সত্তাকে বন্দী করে ফেলেছে। ফলে এরূপ ধারণার প্রভু সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না।

ইসলামে আল্লাহ্‌র তাওহীদের ধারণা অতি স্পষ্ট। আল্লাহ্‌ এক, অবিভাজ্য, চিরন্তন, চিরঞ্জীব এবং আদি অন্তের পরিমাপের উর্ধ্বে। তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি

---

৬. অতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্ব ভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ, উপনিষদ, অখণ্ড সংস্করণ (কলকাতা ঃ হরফ প্রকাশনী, ১৯৮০), পৃ. ১৫৯।
৭. আল-কুরআন, সূরা ইখলাস ঃ ২-৩ ; সূরা আল-ইমরান ঃ ২।
৮. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, বিজ্ঞান না কুরআন (ঢাকা ঃ নতুন সাহিত্য কুটির, ১৯৮০), পৃ. ১৩৭।
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

www.pathagar.com

এবং তিনিও কারো জন্মদাতা নন।[১০] এই বিশ্ব সৃষ্টি তাঁর ইচ্ছার প্রতিফলন মাত্র। আল-তাবারী (র.) তাঁর বিশ্ব ইতিহাস গ্রন্থে ইসলামের সনাতন বিশ্বাস অনুযায়ী আল্লাহ্‌র বিশ্বস্রষ্টা সবকিছুর একক নিয়ন্ত্রক হওয়ার উপর বিভিন্ন রিওয়ায়াত পেশ করেছেন।[১১] এভাবে তিনি আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ক্ষমতাকে সৃষ্টির মূল উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

মহান আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর ওয়াহদানিয়াত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব মানুষের উপর ন্যস্ত করেছেন।[১২] মানুষ আনুগত্য স্বীকার করে তার উপর আরোপিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে। এই দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে পুরস্কৃত করা হবে, কিন্তু এর অন্যথা করলে তাকে শাস্তি পেতে হবে।[১৩] পার্থিব জীবনে মানুষের এই দায়িত্ব পালনের পথ সুগম করতে এবং তার কল্যাণার্থে আল্লাহ্ জড়, উদ্ভিব ও প্রাণীজগত সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির এই ধারা পৃথিবীর প্রলয়কালের সময়সীমা পর্যন্ত চলতে থাকবে। আল-তাবারী (র.) তাঁর রচিত বিশ্ব ইতিহাস গ্রন্থে সৃষ্টি ক্রমস্তরে জামাদাত, নাবাতাত ও হাইওয়ানাত অন্তর্ভুক্ত করে বিশ্ব ইতিহাসের এক আদর্শ কাঠামো দাঁড় করিয়েছেন।[১৪] তাঁর বিশ্ব ইতিহাসের অবকাঠামো মূল্যায়ন করতে প্রাসংগিকভাবে এসব বিষয়ের বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

জামাদাত (জড় পদার্থ ও বস্তু)

মানুষের অবস্থান সুখকর করার প্রয়াসে আল্লাহ্ প্রারম্ভিক পর্যায়ে জামাদাতের[১৫] অস্তিত্বদান করেছেন।[১৬] প্রাথমিক পর্যায়ে জড় জগত সৃষ্টি সম্পর্কে দ্বিমত না

---

১০. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত ঃ ২৫৫ ; সূরা আল-ইমরান, আয়াতঃ ২ ; আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আল-তাবারী (র.), তাফসীর জামিআল বায়ান, ৩য় খণ্ড, (মিসর ঃ মাকতাবা'আহ মুস্‌তাফা আল-হালাবী, ১৩৭৩ হি.), পৃ. ৫-৬ ; ইমাম বুখারী, সহীহ্ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, (দিল্লী ঃ কুতুব খানা রশীদীয়া, তা. বি.), পৃ. ৪৫৩।

১১. তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪-৩৮।

১২. তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬ ; জামিআল বায়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৫-২১৮ ; সহীহ্ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪২ ; ইব্‌ন কুতাইবা, আল-মাআরিফ (মিশর ঃ আল-মাতবা'আত আল-ইসলামীয়া, ১৩৫৩ হি.), পৃ. ৭-৮।

১৩. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'আরিজ ঃ ৩৫ ; সূরা আল-যমর ঃ ৭১-৭২।

১৪. তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮-২০; তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪.৩৭; আল-মাসউদী, মুরুজ আল-যাহাব ওয়া মা'আদিন আল-জাওহর, ১ম খণ্ড, (কায়রো ঃ ১৩০২ হি.), পৃ.৪৪ (এখন থেকে এই উৎসটি সংক্ষেপে 'মুরুজ আল-যাহাব' ব্যবহৃত হবে)।

১৫. 'জামাদাত' বলতে জড় পদার্থ ও জড় বস্তুকে বুঝায়। আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, বায়ু, আগুন, পানি, পাথর, পাহাড়-পর্বত, প্রভৃতি এর অন্তর্ভূক্ত। দ্রষ্টব্য-তারীখ আল-উমাম

www.pathagar.com

থাকলেও কোন অনু বা বস্তুকে প্রথমে অস্তিত্বে আনা হয়েছে এ নিয়ে বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায় ও পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। হিন্দু শাস্ত্রে সৃষ্টিকর্তার সংকল্প হতে দ্বন্দ্বাত্মক মিথুনের আবির্ভূত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। এই মিথুনের একটি অংশ জড় এবং অপর অংশ প্রাণ হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে।[১৭] বাইবেলে প্রথম নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি উল্লেখিত হয়েছে।[১৮] ইব্ন কুতায়বা উক্ত মতের সমর্থনে তাওরাত গ্রন্থের পুরাতন সংস্করণের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন।[১৯] ইব্ন ইসহাকের বর্ণনায় পানির উপর সংস্থাপিত আরশে[২০] আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের উল্লেখ আছে। এরপর মহান আল্লাহ্ আলো এবং অন্ধকার দিয়ে সৃষ্টির উদ্বোধন করেন।[২১] এই মতের পক্ষে ইব্ন জারীরের জোরালো কোন যুক্তি পাওয়া যায় না ; বরং তিনি ইব্ন আব্বাসের সনদের সূত্রে মহানবী (সা.) এর হাদীস পেশ করে সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টির সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[২২]

এই মতের সমর্থনে তিনি একাধিক নির্ভরযোগ্য সনদে মহানবী (সা.) এর হাদীস উল্লেখ করেছেন। সৃষ্টি থেকে প্রলয় পর্যন্ত সব কিছুর তাক্‌দীর লিপিবদ্ধ করার জন্য কলমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।[২৩]

ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১-২৩ ; মওলানা মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী ; আল-মুনজ্জিদ (দেওবন্দ ঃ ইদারা আকতারী, ১৯৮০), পৃ. ১৬৫।

১৬. তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১-২৩ ; তারীখ আল রুসূল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০।

১৭. উপনিষদ, পৃ. ১৫৯।

১৮. Halley's Bible Hand book, P. 22 ; The Bible, The Qur'an and Science, P. 32

১৯. ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

২০. আরশ শব্দের অর্থ আসন, অধিষ্ঠান ও আচ্ছাদিত স্থান বিশেষ। আল-কুরআনে সাতের অধিক স্থানে আরশ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আরশের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। তবে আরশ বলতে আল্লাহ্‌র আসন বা অধিষ্ঠান বুঝালে তা অবশ্যই কোন সীমিত স্থান নয়। কারণ তাঁর আসন কোন বিশেষ স্থানের মধ্যে সীমিত হলে তাঁর চিরন্তন সত্তা থাকে না। আল্লাহ্‌র আরশের ব্যাপ্তি সীমার উর্ধ্বে। দ্রষ্টব্য- আল-কুরআন, সূরা আল-আরাফ ঃ ৫৪; জামিআল বায়ান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০ ; মসতাফী সাদিক আল-রাফিঈ, ওয়াহী আল-কালাম (বৈরূত ঃ দার আল কুতুব আল-আরাবীয়া, ১৩২১ হি.), পৃ. ৪২-৪৫।

২১. اول ما خلق الله النور والظلمة দ্রষ্টব্য- তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩।

২২. ان اول شئ خلق الله القلم আল্লাহ্ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে সৃষ্টির আরম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত সবকিছু লেখার আদেশ দান করেন। কলম কি লিখবে বলাতে আল্লাহ্ তাকে তাক্‌দীর লিখতে নির্দেশ দেন। কলম প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সব কিছুর তাকদীর লিপিবদ্ধ করে। দ্রষ্টব্য-তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১-২৩ ; তারীখ আল রুসূল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০ ; সহীহ্ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৩।

২৩. তাকদীর 'কদর' শব্দ হতে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে নির্ধারণ করা। পারিভাষিক অর্থে তা পরিমাণ, পরিমাপ, কোন বস্তুর অবস্থা, কোন কিছুর শক্তি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণকে বুঝায়। সমস্ত বিশ্ব

www.pathagar.com

আল-বুখারীর বর্ণনায় এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়।[২৪] আল-তাবারী ও আল-বুখারীর বর্ণনা দৃষ্টে কলম সৃষ্টির পূর্বে বায়ু, পানি ও আরশের অস্বিত্ব লক্ষ্য করা যায়।[২৫] বিপরীতমুখী দু'টি ভাষ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বলা যায় যে, এখানে ব্যবহৃত (اول) বা প্রথম শব্দটি আপেক্ষিক। জীব জগতের অবস্থানের জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রাণীকুলের অস্তিত্বের পূর্বে কলমের উদ্ভাবন ঘটেছে। জীব জগত সৃষ্টির তুলনায় কলম প্রথম এবং কলম উদ্ভাবনের তুলনায় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি প্রথম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ছয় দিবসে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পূর্বে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও কলম সৃষ্টি হয়েছে বলে অনুমিত হয়।[২৬] এই ছয় দিবসের পরিমাপ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। আল-কুরআনে বর্ণিত প্রতিপালকের নিকট পার্থিব এক দিবসের পরিমাপ মনুষ্য গণনার হিসেবে সহস্র বছর হলে আল্লাহ্‌র ছয় দিবসে সৃষ্টির সময়ের দীর্ঘতা ছয় সহস্র বছর বলে গণ্য হবে।[২৭] অথচ আল-কুরআনের অপর এক স্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র 'কুন্' (হও) বলা বা ইচ্ছার সাথে সাথে বস্তু সৃষ্টি হয়ে যায়।[২৮] তাহলে সমগ্র সৃষ্টির জন্য এত দীর্ঘ সূত্রতা কেন? স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং মানুষকে চিন্তা ভাবনার সাথে কাজ করার প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র এই সৃষ্টিনীতি।

আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আল-তাবারী (র.) সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন।[২৯] আল-কুরআন হতে জানা যায় যে, আল্লাহ্ মানুষের জন্য পৃথিবী ও তার সংলগ্নি সব কিছু সৃষ্টির পর আকাশের প্রতি দৃষ্টি দেন।[৩০] ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আকাশ

চরাচর আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণাধীন। জীব জগত, জড় জগত ও উদ্ভিদ জগত তথা সমস্ত সৃষ্টি এ নিয়ন্ত্রণের অধীন। আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণ অনতিক্রম্য ও অলংঘনীয়। তবে সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানুষকে তিনি চিন্তা ও ইচছার শক্তি দিয়েছেন, যা দিয়ে সে ভাল-মন্দের বিচার করতে পারে এবং জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে ভাল-মন্দ, কল্যাণকর ও অকল্যাণকর কাজের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে। মোট কথা সীমিত গন্ডীতে মানুষকে কর্মের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ এই নিয়ন্ত্রণই হচ্ছে তাকদীর বা কদর। দ্রষ্টব্য-আল-কুরআন, সূরা আল-নাজম ঃ ৩৯ ; তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২ ; আল-মুনজিদ, পৃ. ৭৮১-৭৮২।

২৪. সহীহ্ আল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৩।
২৫. তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬-২৭ ; সহীহ্ আল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৩।
২৬. তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫-২৮।
২৭. আল-কুরআন, সূরা আল-হজ্জ ঃ ৪৭ ; তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০।
২৮. আল-কুরআন, সূরা ইয়াসীন ঃ ৮১-৮২।
২৯. তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২।
৩০. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ ঃ ২৯ ; জামিআল বায়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯২-১৯৩।

www.pathagar.com

ও পৃথিবী সৃষ্টি সম্বন্ধে এক ইয়াহূদীর প্রশ্নের উত্তরে মহানবী (সা.) বলেছিলেন, আল্লাহ্ প্রথম ও দ্বিতীয় দিন পৃথিবী সৃষ্টি করেন।[৩১] এসব ভাষ্যের উপর ভিত্তি করে আল-তাবারী (র.) আকাশ সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবী সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৩২] আল-মাসঊদীর বর্ণনায় এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়।[৩৩] মহাপ্রভূ এই পৃথিবীকে সপ্তস্তরে বিন্যস্ত করেছেন।[৩৪] ভূমণ্ডলের ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়াসে সৃষ্টির তৃতীয় দিবসে আল্লাহ্ পাহাড়-পর্বত এবং মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর বস্তু সৃষ্টি করেছেন।[৩৫] আল-তাবারী (র.) একাধিক সূত্রে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার চতুর্থ দিনে বৃক্ষ-তরুরাজি, জলরাশি এবং নগর ও শহর সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন।[৩৬]

বাইবেলের বর্ণনা মতে, মহান স্রষ্টা বিভিন্ন স্থানে জমে থাকা পানিকে আকাশের নীচে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দান করেন এবং তার ফলে শুষ্ক ভূমির সৃষ্টি হয় যার নাম স্থল ভাগ এবং সৃষ্ট জল ভাগের নাম হয় সমুদ্র।[৩৭] ইব্ন কুতাইবার বর্ণনায় এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়।[৩৮] প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ থেকে তিনি এসব তথ্য গ্রহণ করেছেন বলে অনুমতি হয়। আবাদি অনাবাদি, বাসযোগ্য ও কর্ষনযোগ্য ভূমি নিয়ে স্থলভাগ গঠিত।[৩৯]

সৃষ্টির পঞ্চম দিবসে মহাকাশের সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হয়।[৪০] সীমিত জ্ঞান নিয়ে মহাকাশের সৃষ্টি রহস্য উন্মোচন করা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত। আল্লাহ্ তাঁর মহাশক্তিকে অনুধাবন করে অনুশীলন গ্রহণ করার জন্য মহাকাশ নিয়ে চিন্তা ভাবনার জন্য প্রজ্ঞা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে আহবান জানিয়েছেন।[৪১] প্রাথমিক অবস্থায় ভূমণ্ডল

৩১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০, ৩৬।
৩২. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯।
৩৩. মুরুজ আল-যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩।
৩৪. সহীহ্ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৩ ; মুরূজ আল-যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩।
৩৫. আল-কুরআন, সূরা লুকমান ঃ ১০ ; তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪ ; মুরূজ আল-যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫।
৩৬. তারীখ আল রুসূল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯ ; তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪, ৩৭ ; মুরুজ আল-যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫।
৩৭. Helley's Bible Hand book, P. 22.
৩৮. ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭।
৩৯. তারীখ আল রুসূল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯ ; তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪, ৩৭।
৪০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪।
৪১. আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত ঃ ১৯০ ; সূরা আল-আরাফ, আয়াত ঃ ১৮৫।

www.pathagar.com

ও নভোমণ্ডল যুক্ত ও অবিভাজিত ছিল এবং তা ছিল কুয়াশাবৃত। পৃথকীকরণের প্রক্রিয়ায় আকাশকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে পৃথিবীর ঊর্ধ্বমণ্ডলে স্থাপন করা হয়। ফলে তা সুবিন্যস্ত হয়ে সপ্তস্তরের মহা আকাশে রূপান্তরিত হয়।[৪২] সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় ষষ্ঠ দিবসে মহাকাশের স্তরসমূহকে গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রপুঞ্জ ও তারকারাজি দিয়ে মহান আল্লাহ্ পরিশোভিত করেছেন।[৪৩]

রাত ও দিনের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য আকাশে দু'টি আলোর সৃষ্টি হয়েছে। একটি দিনের সূর্য, অপরটি রাতের চন্দ্র।[৪৪] বাইবেলের অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।[৪৫] চন্দ্র একটি আলো ও সূর্য একটি অগ্নিপিণ্ড যা আপন কক্ষপথে প্রদিভ্রমণ করছে এবং তার ফলে পৃথিবীতে দিন ও রাতের পালা বদল চলছে। চন্দ্রের পরিক্রমণের ফলে রাশিচক্রের আবর্তন ঘটছে।[৪৬] এর একাংশ শুক্ল পক্ষ অপরাংশ কৃষ্ণ পক্ষ।[৪৭] সৃষ্টি পরিক্রমায় সূর্য ও চন্দ্রের আবর্তনের কারণে দিন, মাস, ঋতু ও বছর ঘটতে থাকে যা সময় ও সন-তারিখ নিরূপণের সহায়ক।[৪৮] গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি জ্যোতি পিণ্ডগুলোর অবস্থান ও গতিবেগের মধ্যে এক আশ্চর্য সমতা ও সামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করা যায়। সৃষ্টির পর হতে হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে অথচ এই নিয়মে কোন ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়নি এবং তাদের মধ্যে কোন সংঘাতও ঘটেনি। আল্লাহ্র নির্দেশে সৃষ্টির প্রতিটি ক্ষেত্রে এক অনবদ্য শৃংখলা বিরাজ করছে এবং তাতে ত্রুটি বিচ্যুতির কোন অবকাশ নেই।[৪৯]

---

৪২. সপ্ত আকাশের প্রকৃতি ও কাঠামো সম্বন্ধে তাফসীরকারক, ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। প্রাচীন পণ্ডিতদের মতে সপ্ত আকাশের অর্থ মহাশূন্যে পরপর অবস্থিত সাতটি সুদৃঢ় আকাশ। তাঁরা সপ্ত আকাশের স্থিতি, প্রকৃতি ও বিশেষত্ব বর্ণনা করেছেন। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে সপ্ত আকাশের অর্থ অনন্ত শূণ্য মণ্ডলের সাতটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর। কোন কোন তাফসীরকারক ও ঐতিহাসিকের মতে সপ্ত আকাশ বলতে স্তরে স্তরে সাজান সাতটি সুদৃঢ় আকাশ যার পরস্পর দূরত্ব আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। দ্রষ্টব্য- জামিআল-বায়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯২-১৯৫ ; মুহাম্মদ আলী হাসান, তাফসীর আল-কুরআন, ১ম খণ্ড, (ঢাকা ঃ উসমানিয়া বুক ডিপো, তা. বি.), পৃ. ১৫-১৬।

৪২. তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪-৩৯, ৪২।

৪৩. ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭।

৪৪. Helley's Bible Hand book, P. 23 : The Bible, the Qur'an and Science, PP. 32-34.

৪৫. আল-কুরআন, সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৭-৪০; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২-৪৯।

৪৬. উপনিষদ, পৃ. ১৬৪।

৪৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২-৪৯ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭ ; উপনিষদ, পৃ. ১৬২ ; Halley's Bible Hand book, P. 23 ; The Bible, The Qur'an and Science, PP. 33-34.

৪৮. আল-কুরআন, সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৮ ; সহীহ্ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৫ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩।

www.pathagar.com

নাবাতাত (উদ্ভিদ রাজি)

মানুষের জীবন ধারণের জন্য উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পরিবেশ সুস্থ রাখার জন্য তরুরাজি ও উদ্ভিদের কোন বিকল্প নেই। তাই পৃথিবীতে মানুষের অবস্থানকে স্বাভাবিকভাবে চালিত করার উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ্ গাছপালা, তরুলতা এবং ফল-ফুল ও আহার্যদানকারী শস্যগাছ সৃষ্টি করেছেন। পূর্বে বলা হয়েছে যে, সৃষ্টির চতুর্থ দিনে আল্লাহ্ বৃক্ষ ও তরুরাজি সৃষ্টি করেছেন।[৫০] জলে স্থলে সর্বত্রই উদ্ভিদের ছড়াছড়ি এবং এসব আল্লাহ্র সৃষ্টি ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। আল-কুরআনে আল্লাহ্র প্রতি জীব, জড় ও উদ্ভিদ জগতের আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ সিজ্‌দা দানের কথা উল্লেখ আছে।[৫১] আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী উদ্ভিদ জগত মানুষের কল্যাণ সাধন করে আসছে এবং এই প্রক্রিয়া কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ্র নির্দেশে সৃষ্টির প্রথম থেকে ভূমি গাছপালা ও বৃক্ষলতা উৎপাদন করছে।[৫২] উপরন্তু স্রষ্টার নির্দেশে পৃথিবীতে তৃণলতা ফলপুঞ্জ স্ব স্ব বীজ উৎপাদন ঔষধি এবং সবীজ ফলের উৎপাদক বৃক্ষ উৎপন্ন করে। ফলে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলায় ভরা এ পৃথিবী সুন্দর ও মনোরম হয়ে ওঠে।[৫৩] আর এরূপ সুন্দর ও মায়াময় পৃথিবীতে আল্লাহ্ আদমকে পাঠিয়ে মানুষ সৃষ্টির মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[৫৪]

এ পৃথিবীতে প্রাণী জগতের বিভিন্ন প্রজাতির বসবাস উপযোগী করে তোলার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা প্রয়োজনীয় সকল প্রক্রিয়া চালু করেছেন। জড় ও উদ্ভিদ জগত প্রাণীকুলের শুভ পদচারণার ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। আর মহান আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করে জড় ও উদ্ভিদ জগতের মধ্যে প্রাণী জগতের আগমন ও অবস্থানকে অপরিহার্য করে তুলেছেন। এই তিনটির সমন্বয়ে বিশ্বজগত একটি কজমসে রূপান্তরিত হয়ে সৃষ্টির ধারাকে সচল করে রেখেছে।[৫৫]

হাইওয়ানাত (প্রাণীজগত)

আল্লাহ্র সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় জড়জগত ও উদ্ভিদ জগত সৃষ্টির পর জীবজগত সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই ধারায় সৃষ্টির পঞ্চম দিবসে আল্লাহ্ পশুপাখি সৃষ্টি

৫০. তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭ ; মুরূজ আল-যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪।
৫১. আল-কুরআন, সূরা আল-হজ্জ ঃ ১৮।
৫২. ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭ ; Halley's Bible Hand book, P. 22-23.
৫৩. The Bible, The Qur'an and Science, PP. 33-35 ;Halley's Bible Hand book, P. 22.
৫৪. তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪।
৫৫. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা ঃ ২২ ; সূরা আল-নাবা ঃ ৪-১০।

www.pathagar.com

করেছেন।[৫৬] তাদের মধ্যে জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি করে প্রবৃত্তি দিয়ে সন্তান জন্ম দানের ক্ষমতা প্রদান করা হয়।[৫৭] বাইবেলের বর্ণনায় বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখি সৃষ্টির কথা উল্লেখিত হয়েছে।[৫৮] ইব্ন জারীর আল-তাবারী (র.) এসব প্রজাতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেননি। ইব্ন কুতাইবার বর্ণনায় হিংস্র জন্তু ও স্বাধীনভাবে বিচরণকারী পশু-পাখি এবং মানুষের গৃহপালিত পশু-পাখির উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৯]

ফিরিশ্‌তা নূরের সৃষ্টি এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিস্ময়ের বহিঃপ্রকাশ। তাঁদের লিঙ্গভেদ নেই এবং রিপুর কোন তাড়না নেই। আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও নির্দেশ পালন করা তাঁদের একমাত্র দায়িত্ব। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ তাঁদের আয়ু প্রলম্বিত করেছেন। সৃষ্টির ধারাবাহিকতায় ষষ্ঠ দিবসে তাঁদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৬০]

পৃথিবীতে আদমের আগমণের পূর্বে জিন[৬১] জাতির বসবাস ছিল। পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ে রক্তপাতের ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। এই ধ্বংস প্রাপ্ত জিনের এক প্রজাতি ইব্‌লীস।[৬২] আদমের পূর্বে এই জিন জাতিকে সৃষ্টি করা

---

৫৬. তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭।

৫৭. ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭।

৫৮. Halley's Bible Hand book, P. 34. : The Bible, the Qur'an and Science, PP. 23.

৫৯. ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭।

৬০. তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮।

৬১. জিন, জিন্নাত, জান এই তিনটি শব্দ আল-কুরআনে জিন জাতি সম্পর্কে প্রয়োগ হয়েছে। যামাখশারীর মতে 'জিন' শব্দটি জিন ও মালাইকা উভয় শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য। আল-তাবারীর মতে, জিন শব্দ জিন জাতি ছাড়াও ফিরিশতাদের মধ্যে বেহেশতের দ্বার পালের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। নিধুম্র অগ্নিশিখা, উত্তপ্ত অগ্নিশিখা ও নার আল-সামুম হতে তাদের সৃষ্টি। তারা অগ্নিদেহী, অদৃশ্য ও জ্ঞান সম্পন্ন জীব। তারা ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য- আল-কুরআন, সূরা যারিয়াত ঃ ৫৫ ; সূরা আল-রহমান ঃ ১৪ ; সূরা আল-হিজর ঃ ২৬ ; সূরা আল-সাফ্‌ফাত, আয়াত ঃ ১৫৭ ; সহীহ্ আল-বুখারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫ ; তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৫ ও ৪৩৬।

৬২. আরব ভাষাবিদগণের মতে, 'ইব্‌লীস' শব্দটি ابلس। মূল ধাতু হতে উৎপন্ন। এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র রহমত হতে নিরাশ হয়েছে এমন জীব। ইবলীস উচ্চারণ হলে তার অর্থ হবে বিতাড়িত। ইব্‌লীস সাধারণভাবে অভিশপ্ত শয়তানকে বুঝায়। সে আগুনের তৈরী এবং জিন্‌দের নেতৃত্বে ছিল। ফিরিশতাগণ তাকে বন্দী করে নিয়ে আসে এবং আল্লাহ্ তাকে বিদ্রোহী জিন্‌দের বিচারক নিযুক্ত করেন। এ হিসেবে তাকে আল-হাকাম ও বলা হত। আনুগত্য, ইবাদত ও আমলের জন্য জিন্ হয়েও সে ফিরিশ্‌তা শ্রেণীভূক্ত হয়ে যায়। সে তার সৃষ্টি উপাদান ও ইবাদতের অহংকারে আদমকে সিজ্‌দা না করে আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্যের অপরাধে অভিযুক্ত হয় এবং বিতারিত হয়। সে থেকে সে আদম ও তার সন্তান্‌দের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়। তার ইবাদতের প্রতিদান হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত সে হায়াত প্রাপ্ত হয় এবং প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যভাবে মানব জাতিকে কুমন্ত্রণা দিয়ে পথভ্রষ্ট করার

www.pathagar.com

হয়েছে।[৬৩] আল-মাসঊদী মানব জাতির পূর্বে জিন জাতির সৃষ্টির পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।[৬৪] ইব্‌লীসের পূর্ব নাম ছিল আযাযীল (عزازيل) বা আল-হারিস। জিন জাতি ধ্বংস হয়ে গেলেও তার ভালকর্মের জন্য আযাযীল ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে স্থান পায়।[৬৫]

সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ষষ্ঠ দিবসে আল্লাহ্ ফিরিশ্‌তাদের নিকট তাঁর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম এমন একটি জীব মানব সৃষ্টির ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। মানব সৃষ্টি সম্পর্কে অনুরূপ উক্তি বাইবেলেও এসেছে।[৬৬] ফিরিশ্‌তাগণ তাঁদের সীমিত জ্ঞান নিয়ে এবং জিনদের হানাহানি ও শোনিত পাতের পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে আল্লাহ্‌র এই অভিপ্রায়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করে।[৬৭] এটি তাঁদের প্রতিবাদী সুর ছিল না; বরং আল্লাহ্‌র মুলকিয়াতে জিনদের কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটার আশংকায় তাঁদের এই বাহ্যিক অমত প্রকাশ। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তাঁদের এই অমূলক সন্দেহ নস্যাৎ করে দিয়ে যখন ঘোষণা দেন যে, তিনি যা জানেন তারা তা জানে না তখন তাঁরা আজ্ঞাবহ দাস হিসেবে তাঁর সকল আদেশ পালন করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। এই পর্যায়ে আল্লাহ্ মানব সৃষ্টির অভিপ্রায় বাস্তবে রূপ প্রদানের উদ্দেশ্যে আদমের অবয়ব কাঠামো তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[৬৮] জামাদাতের মধ্যে ভূমি পূর্বেই সৃষ্টি করা হয়েছে। ফিরিশ্‌তা নূরের তৈরী এবং জিন ছিল আগুনের তৈরী। জিনের মধ্যে অহমিকা এবং বিদ্রোহের উপাদান পুরোমাত্রায় লক্ষনীয়। তাই এসবের শোধক মাটি থেকে আদম সৃষ্টির পরিকল্পনা গৃহীত হয়।[৬৯]

ক্ষমতা লাভ করে। মু'মিনগণ তার ধোকায় প্রলুব্ধ হবে না। পরকালে ইব্‌লীস তার দলবল সহ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য- আল-মুনজিদ, পৃ. ৪৬ ; আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা ঃ ৩৪ ; সূরা আল-হিজর ঃ ২৮-৩১ ; জামিআল বায়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০০-২০৫ ; তারীখ আল রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৮-৯২ ; তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫-৬১ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৯ ; ওয়াহী আল-কালাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৪।

৬৩. তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯; জামি'উল বায়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০০; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮

৬৪. মুরূজ আল-যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬।

৬৫. তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮ ; মুরুজ আল-যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬-৪৭; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৬।

৬৬. The Bible, The Qur'an and Science, PP. 35.

৬৭. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ঃ ৩০ ; জামিআল বায়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০০-২০১; সহীহ্ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৮ ; তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০।

৬৮. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা ঃ ৩০ ; সহীহ্ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৮ ; তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯-৬০।

৬৯. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা ঃ ২৫, ২৭ ; সহীহ্ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৮; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১-৬৩ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

www.pathagar.com

আব, আতশ, খাক ও বাদ এই চারটি (আনাসির আরবা) উপাদানের সমষ্টিতে মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হয়েছে। আল্লাহ্‌র (كُن) শব্দ দ্বারা ইচ্ছা প্রকাশের সাথে সাথে মানুষের সৃষ্টি হতে পারত। কিন্তু তিনি তা না করে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে দীর্ঘসূত্রতার পন্থা অবলম্বন করেন এবং ফিরিশ্‌তা ও ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়া জিনের প্রজাতি ইব্‌লীসকে তা থেকে অনুশীলন গ্রহণের সুযোগ প্রদান করেন। তিনি সাক্ষী রাখার জন্য আদম সৃষ্টির কাজে উভয় জাতিকে সম্পৃক্ত করেন। আল্লাহ্‌ পালাক্রমে চার প্রধান ফিরিশ্‌তা জিবরাঈল, মীকাঈল, ইস্‌রাফীল এবং আযরাঈলকে ধরাপৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মৃত্তিকা সংগ্রহের আদেশ প্রদান করেন। এমনকি তিনি জিনের প্রজাতি ইব্‌লীসকেও মৃত্তিকা সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত করেন।[৭০] তারা কেউ তখন মাটি সংগ্রহের পিছনে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় অনুধাবন করতে পারেনি। কারণ বিবেক দিয়ে বিচার করার কোন ক্ষমতা তাদেরকে দেয়া হয়নি।

ধরাপৃষ্ঠ হতে সংগৃহীত নানা প্রকার মাটিকে সিক্ত করার জন্য আল্লাহ্‌র আদেশে বারি বর্ষিত হয়। এর ফলে মাটি কাদাতে পরিণত হয় এবং ফিরিশ্‌তাগণ তা ভালভাবে মথিত করে দেহ কাঠামো তৈরীর উপযোগী করে তোলে। এই পর্যায়ে আল্লাহ্‌ তাঁর কুদরতী হাত দিয়ে আদমের কালিব বা অবয়ব কাঠামো নির্মাণ করেন।[৭১] মাটির এই অবয়ব কাঠামোকে শুকানোর জন্য রোদ ও বাতাসে দীর্ঘ সময় ফেলে রাখা হয়। একদিন সুযোগ বুঝে জিনের প্রজাতির ইব্‌লীস এই কাঠামোর মুখ গহবর দিয়ে ঢুকে পশ্চাতের মল ত্যাগ করার ছিদ্র পথে বের হয়ে আসে এবং এরূপ এক আযব সৃষ্টির প্রতি ঘৃণাদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। এটি যদি আল্লাহ্‌র কাঙ্খিত আদম হয় তাহলে তাকে ধোঁকা দেয়া সহজ হবে বলে সে ধারণা করে। উল্লেখ্য যে, আদমের সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় চারটি উপাদান যুক্ত হয়েছে। পানি (আব) দিয়ে মাটি (খাক) তৈরী করে নেয়া হয়েছে। তা থেকে অবয়ব কাঠামো বানানোর পর দীর্ঘ সময় ধরে সূর্যের তাপ (আতশ) এবং বাতাসে (বাদ) ফেলে রেখে শুকানো হয়েছে। দেহ কাঠামো আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে সামর্থ হলে তার মস্তিষ্ক দিয়ে রূহ্‌ (জীবনীশক্তি-আল্লাহ্‌র আদেশ) ফুঁকে দেয়া হয়।[৭২] জীবনীশক্তি পেয়ে তাৎক্ষনিকভাবে দেহ কাঠামো দাঁড়িয়ে যায় এবং ফিরিশ্‌তাগণের সাথে 'আল-

৭০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২-৬৪ ; জামিআল বায়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৩; মুরজ আল-যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮।
৭১. সহীহ্‌ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪২ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১।
৭২. জামিআল বায়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৩ ; তারীখ আল রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯১।

www.pathagar.com

হামদুলিল্লাহ্' উচ্চারণ করে আল্লাহ্র সার্বভৌম ক্ষমতাকে স্বীকার করে নেয়। এরপর তাঁর দু'চোখে রূহের জ্যোতি নিক্ষেপ করা হলে তা দিয়ে সে বেহেশ্তের বাগ-বাগিচা ও যাবতীয় স্বাচ্ছন্দের উপকরণ আবলোকন করে। সে তাতে প্রবেশের প্রত্যাশায় প্রহর গুণতে থাকে।[৭৩]

আদমের সৃষ্টির পর আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টি জীবের পরীক্ষা শুরু করেন। তিনি আদমকে প্রয়োজনীয় সব কিছু সম্পর্কে জ্ঞাত করিয়ে বিবেক দান করেন এবং ফিরিশ্তাকূল ও জিনের প্রজাতি ইব্লীসকে তাঁর প্রতি সিজ্দার নির্দেশ দান করেন।[৭৪] এটি ছিল প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্র প্রতি ফিরিশ্তা ও ইব্লীসের আনুগত্যের পরীক্ষা। ফিরিশ্তাকুল এই আদেশ পালন করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, আর ইব্লীস অহমিকা ভরে আদেশ পালন না করে অভিশপ্ত হয়ে আল্লাহ্র নৈকট্য হতে বিতাড়িত হয়।[৭৫] আদমকে আল্লাহ্ তাঁর কাংক্ষিত আবাস বেহেশ্তে স্থান দেন এবং একাকিত্বের দুঃখ বিমোচনের জন্য তাঁর বাম পাঁজরের হাড় থেকে জীবন সংগিনী হিসেবে হাওয়াকে[৭৬] সৃষ্টি করেন।[৭৭] তাঁরা মহা আনন্দে চিরবসন্তের বাগ-বাগিচায় পরিভ্রমণ করতে থাকেন এবং সুপেয় পানি ও সুস্বাদু আহার্য খেয়ে মহাসুখে কালাতিপাত করতে থাকেন। এবার আল্লাহ্ তাদের বেহেশ্তে অবস্থানের উপযুক্ততার পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি চিহ্নিত বৃক্ষের নিকটবর্তী হওয়া ও

---

৭৩. জামিআল বায়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৩-২০৪; তারীখ আল রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯১-৯২।

৭৪. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা ঃ ৩১-৩৪ ; সূরা আল-হিজর ঃ ৩৪ ; সহীহ্ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, ৬৪২; জামিআল বায়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৫-২১৮ ; তারীখ আল রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯২-১০০ ; তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪-৬৬ ; মুরূজ আল-যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯-৫৪।

৭৫. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা ঃ ৩৪ ; সূরা আল-হিজর ঃ ২৯ তারীখ আল রাসূল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯২ ; তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮ ; মুরুজ আল-যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯ ; ওয়াহী আল-কালাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৪।

৭৬. (حَيّ) হায়যূন শব্দ হতে হাওয়া শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ জীবন। আল্লাহ্ আদমের একাকিত্বের যাতনা অনুভব করে তাঁর জীবন সাথী সৃষ্টির ইচ্ছা করেন। আদমের গাঢ় নিদ্রা অবস্থায় তাঁর বাম পাঁজরের হাড় হতে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়। নিদ্রা ভংগের পর তিনি তাঁর পাশে হাওয়াকে দেখে বিস্ময়াভিভূত ও পুলকিত হন। জীব বিশিষ্ট সত্ত্বা থেকে সৃষ্টির জন্য তার নাম হাওয়া হয়েছে। এছাড়া পুরুষের হাড় (মারউ) হতে সৃষ্টির জন্য স্ত্রীলোকের প্রতি ইমরাতুন শব্দ প্রয়োগ হয়। দ্রষ্টব্য- আল-মুনজিদ, পৃ. ২৫৩ ; তারীখ আল রুসূল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২ ; তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯।

৭৭. তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০ ; সহীহ্ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৮-৪৬৯; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮ ; মুরুজ আল-যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮।

www.pathagar.com

তার ফল ভক্ষণ থেকে বিরত থাকার আদেশ জারী করেন।[৭৮] তাঁরা আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ মেনে চলতে থাকেন। বিতাড়িত ইব্‌লীস আল্লাহ্‌র এই নির্দেশকে তাঁদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবার উপায় খুঁজতে থাকে। তার পূর্বের ইবাদতের প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ্‌ তাকে আদম ও আদম সন্তানকে প্ররোচিত ও প্রথভ্রষ্ট করার কৌশল অবলম্বনের ক্ষমতা প্রদান করেন। জানা যায় যে, জান্নাতে একটি সুন্দর প্রাণী সাপের অবস্থান ছিল।[৭৯] এটির উপর ভর করে ইব্‌লীস জান্নাতে ঢুকে পড়ে। তার পর আদম-হাওয়াকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণে প্ররোচিত করে থাকে। বারবার প্রত্যাখাত হয়েও সে নিরাশ হয় না ; বরং এক দুর্বল মুহূর্তে হাওয়াকে উক্ত ফল ভক্ষণে সম্মত করে ফেলে। হাওয়া নিজে তা ভক্ষণ করেন এবং আদমকে তা ভক্ষণ করিয়ে ছাড়েন। আল্লাহ্‌র পরীক্ষায় তাঁরা অকৃতকার্য হয়ে জান্নাতে অবস্থানের উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলেন এবং তাঁরা ভূ-পৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হন।[৮০] আদম এসে পড়েন সরনদীপ (সিংহল) এবং হাওয়া পড়েন জিদ্দায়। ফল ভক্ষণের সাথে সাথে তাঁরা বিবস্ত্র হয়ে পড়ে। আল্লাহ্‌র শেখানো দু'আ পড়তে পড়তে তাঁদের কষ্টকর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং মক্কার বিস্তীর্ণ ময়দান আরাফাতে তাঁদের মিলন ঘটে। মানব জাতির চিরশত্রু সাপ ও ইব্‌লীসকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়।[৮১] একটি নির্দিষ্ট সময়ে পৃথিবীতে অবস্থান করে চিরস্থায়ী আবাস জান্নাতে গমনের উপযুক্ততা হাসিল করার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা মানব জাতিকে সুযোগ প্রদান করেন। ইব্‌লীস আল্লাহ্‌র নিকট হতে চেয়ে পাওয়া কৌশল প্রয়োগ করে মানুষকে কিয়ামত পর্যন্ত বিপথগামী করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে।। এই সময় পর্যন্ত তার আয়ূষ্কাল বর্ধিত হয়েছে।

জামাদাত, নাবাতাত ও হাইওয়ানাতের সৃষ্টি সমাপ্ত করে আল্লাহ্‌ তাদের গতি, প্রকৃতি, কার্যক্রম ও পারস্পরিক সম্পর্ক অবলোকনে রত আছেন। এই ধারা পৃথিবীর শেষ অবধি কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। মানুষের বিবেককে শানিত

---

৭৮. তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০-৭১ ; জামিআল বায়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩১-২৩৩ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯ ; আল-ইয়াকূবী, তারীখ আল-ইয়াকূবী, ১ম খণ্ড, (বৈরূত ঃ দার সদর লিতাবা'আহ ওয়া আল-নাশর, ১৩৭৯ হি.), পৃ. ৫।

৭৯. তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০-৭৫ ; জামিআল বায়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৯-২৪০ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

৮০. আল-কুরআন, সূরা বাকারা ঃ ৬-৩৮ ; তারীখ আল রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৪-১০৬; তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫ ; জামিআল বায়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮-২৩৯ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫-৬।

৮১. তারীখ আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১ ; জামিআল বায়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৯-২৪০ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯।

www.pathagar.com

করে তুলতে এবং জান্নাতে প্রবেশের জন্য তাদেরকে উপযোগী করে তুলঁতে মহান আল্লাহ্ তাদের মধ্য হতে নবী ও রাসূল প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।[৮২]

রিসালত ও নবুওয়াতের ধারা

'রিসালত' আরবী শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন সংবাদ ও তথ্য প্রেরণ। ইসলামী পরিভাষায় মানব জাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকট হতে যে বার্তা ও ওয়াহী আসে তা হলো রিসালত এবং যার উপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয় তিনি হলেন রাসূল।[৮৩] রাসূল (رسول) একবচন এবং বহুবচন রুসুল (رسل)। তাঁরা মানব গোষ্ঠীর জন্য ভয় প্রদর্শনকারী, সু-সংবাদ দাতা ও পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রেরিত হয়েছে।[৮৪] তাঁরা প্রত্যেকেই কিয়ামতের দিনে নিজ নিজ উম্মাতের সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে কাজ করবেন।[৮৫] তাঁরা আল্লাহ্র নির্দেশে পরিচালিত হন। কস্বা বা কর্ম প্রচেষ্টা দ্বারা রিসালত লাভ হয় না, বরং মনোনয়নের মাধ্যমে আল্লাহ্ রাসূল নির্ধারণ করেন।[৮৬]

নবুওয়াতের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, সংবাদ দান ও খবর পরিবেশন। ইসলামী পরিভাষায় ওয়াহী মোতাবেক আল্লাহ্র দীন প্রচারের জন্য মনোনীত ব্যক্তিকে নবী বলা হয়। নবী (نبى) একবচন এবং তার বহুবচন আম্বিয়া (انبياء)।[৮৭]

---

৮২. আল-কুরআন, সূরা আল-নিসা ঃ ১৪৬ ; সূরা নহল ঃ ৩৬ ; তারীখ আল রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৪ ; শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী, হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ, ১ম খণ্ড, উর্দূ অনুবাদ (লাহোর ঃ কওমী কুতুবখানা, ১৯৬২), পৃ. ৪৪০-৪৪১।

৮৩. আল-কুরআন, সূরা মায়িদা ঃ ৬৭, ৯৯ ; তারীখ আল রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৪ ; আল-মুনজিদ, পৃ. ৩৮৪ ; শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী, হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ, ১ম খণ্ড, উর্দূ অনুবাদ, আবদুর রহীম (লাহোর ঃ কওমী কুতুবখানা, ১৯৬২), পৃ. ৪৫১ ; মমতাজ উদ্দিন, নবী পরিচয় (ঢাকা ঃ রুবী প্রেস, ১৯৬২), পৃ. ১ ; ইসলামী, ৪র্থ খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা, রাওয়ালপিণ্ডী, ১৯৬৭, পৃ. ৮০১।

৮৪. আল-কুরআন, সূরা নিসা ঃ ১৬৫ ; সূরা রা'দ ঃ ৭ ; তারীখ আল রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৪ ; হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫১ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫।

৮৫. আল-কুরআন, সূরা আল-নিসা ঃ ৪১ ; সৈয়দ সুলাইমান নদবী, পায়গামে মুহাম্মদী, অনুবাদ, আবদুল মান্নান তালিব (চট্টগ্রাম ঃ মেমন খেদমত কমিটি, ১৯৬৮), পৃ. ২৫-২৬ ; ফিকর ওয়া নযর, ৪র্থ খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা, ১৯৬৭, পৃ. ৮০১।

৮৬. আল-কুরআন, সূরা জুম্'আ ঃ ৪ ; আবদুল-খালেক, সাইয়েদুল মুরসালীন, ১ম খণ্ড, (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯০), পৃ. ৬৬ ; নবী পরিচয়, পৃ. ১২-১৩; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৬।

৮৭. আল-মুনজিদ, পৃ. ১৯২ ; হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪২ ; মুফতী মুহাম্মদ শফী, খতমে নবুওয়াত (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬), পৃ. ৬৪-৬৫, ফিকর ওয়া নযর, ৪র্থ খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা, ১৯৬৭, পৃ. ৮০২।

www.pathagar.com

নবী ও রাসূলের উপর আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এদিক থেকে নবী ও রাসূল সমার্থ জ্ঞাপক। সাধারণভাবে তাফসীর বিশারদগণের অধিকাংশ মতে, রাসূলের উপর নতুন আসমানী কিতাব নাযিল হয় এবং তিনি সে মুতাবিক আল্লাহ্‌র দীন প্রচার করে থাকেন।[৮৮] আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী তিনি উম্মাতের জন্য নতুন শরী'আতের বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করেন। অপর পক্ষে নবীর উপর কোন আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হয় না, বরং তিনি তাঁর পূর্বের রাসূলের উপর অবতীর্ণ কিতাব ও তাঁর প্রবর্তিত শরী'আতের কার্যক্রম অনুযায়ী আল্লাহ্‌র দীন প্রচারের কাজে নিয়োজিত থাকেন।[৮৯] তা হলে রিসালতের মধ্যে নবুওয়াত অবশ্যই থাকবে কিন্তু নবুওয়াতের মধ্যে রিসালত থাকবে না। প্রত্যেক রাসূল নবী, কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল নন।[৯০] রাসূলের সংখ্যা সীমিত, আর নবীদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে অনেক বেশী। নবী ও রাসূলগণ মানব জাতির জন্য মহান শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।

নবী হওয়ার জন্য মানুষ হওয়া শর্ত। ফিরিশ্‌তারা নবী হতে পারে না। বিশেষ অর্থে রাসূল শব্দের প্রয়োগ ফিরিশ্‌তার জন্য হতে পারে। আল-কুরআনে ফিরিশ্‌তার ক্ষেত্রে 'রাসূল' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে।[৯১] কোন সংবাদ দিয়ে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত ফিরিশ্‌তা রাসূল হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন। ফিরিশ্‌তা জিবরাঈল (আ.) ওয়াহীর বাহকরূপে নবী ও রাসূলদের নিকট প্রেরিত হয়েছে।[৯২] হযরত ইসহাক (আ.)-এর জন্মের সুসংবাদ দেয়ার জন্য এবং হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার সংবাদ নিয়ে ফিরিশ্‌তারা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর নিকট প্রেরিত হয়েছেন।[৯৩] হযরত যাকারিয়া (আ.) ফিরিশ্‌তা কর্তৃক স্বীয় পুত্র ইয়াহ্‌ইয়া (আ.)-এর আগমন বার্তা পেয়েছিলেন।[৯৪] হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের সুসংবাদ নিয়ে হযরত মারয়ম

---

৮৮. আল-কুরআন, সূরা মায়িদা ঃ ৬৭-৯৯ ; হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫১ ; ফিকর ওয়া নযর, ৪র্থ খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা, ১৯৬৭, পৃ. ৮০১-৮০২।

৮৯. আল-মুনজিদ, পৃ. ১৯২ ; হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪০-৪৪২ ; খতমে নবুওয়ত, পৃ. ৬৪-৬৫।

৯০. আবূ আল-মুনতাহা, শারহ ফিকহ আকবর, ২য় খণ্ড, (হায়দারাবাদ, ১৩২১ হি.), পৃ. ৪ ; হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪২ ; খতমে নবুওয়ত, পৃ. ৬৫-৬৬ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫ ; ফিকর ওয়া নযর, ৪র্থ খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা, ১৯৬৭, পৃ. ৮০৮।

৯১. আল-কুরআন, সূরা হজ্জ ঃ ৭৫ ; খতমে নবুওয়াত, পৃ. ৬৫ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৬।

৯২. আল-কুরআন, সূরা নহল ঃ ৩২ ; জামি'উল বায়ান, ১৪ খণ্ড, পৃ. ১০১-১০২ ; তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩১।

৯৩. আল-কুরআন, সূরা হূদ ঃ ৭০-৭৭ ; তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩১।

৯৪. তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৪-৪২৬।

www.pathagar.com

(আ.)-এর নিকট ফিরিশ্‌তা প্রেরিত হয়েছে।[৯৫] এছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের সাহায্যার্থে ফিরিশ্‌তা প্রেরণ সম্বন্ধে জানা যায়।[৯৬] বার্তা পৌঁছে দেওয়া কিংবা কোন ঘটনাতে সাহায্য করার জন্য প্রেরিত অর্থে রাসূল শব্দ ফিরিশ্‌তার উপর প্রয়োগ হয়ে থাকে। নবী ও রাসূলের জন্য প্রযোজ্য হিদায়াতের দায়িত্ব তাদের উপর আরোপিত হয়নি।

নবী-রাসূল মানব জাতির মধ্য হতে আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তি। সাধনা ও পরিশ্রম দ্বারা নবুওয়ত ও রিসালত অর্জিত হয় না। উত্তরাধিকার সূত্রে এটি হস্তান্তরিত হয় না। আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যক্তি বেছে নিয়ে তাঁকে নবুওয়াত দান করেন।[৯৭] নবুওয়াত প্রদানের পূর্বে আল্লাহ্ বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে নবী-রাসূলকে তৈরী করে নেন। এই প্রক্রিয়া সবার জন্য এক নয়। সিয়াম পালনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি কিংবা তাহান্নুসের দ্বারা প্রবৃত্তির দমন কিংবা উভয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করার পর আল্লাহ্ নবী ও রাসূল হিসেবে সেই ব্যক্তি বিশেষকে মনোনীত করে থাকেন।[৯৮]

মানুষ হওয়া সত্ত্বেও নবী ও রাসূলগণ মা'সূম-নিষ্পাপ। তবে নবুওয়ত ও রিসালত প্রাপ্তির জন্য তাঁরা সাধারণ মানুষের পর্যায়ভূক্ত নন। চার উপাদানের[৯৯] সমন্বয়ে সৃষ্টির কারণে তাঁদের মনুষ্য প্রবৃত্তি জনিত কোন ভুল হয়ে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তাঁদের সংশোধন করে থাকেন।[১০০] ওয়াহী মারফত প্রাপ্ত প্রজ্ঞা ও দিক

৯৫. আল-কুরআন, সূরা মারয়ম ঃ ১৭-১৯ ; জামি'আল-বায়ান, ১৬ খণ্ড, পৃ. ৬০-৬১ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৪-৪২৬।

৯৬. আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান ঃ ১২২-১২৩ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৮-১৫০।

৯৭. আল-কুরআন, সূরা জুমু'আ ঃ ৪ ; সাইয়েদুল মুরসালীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬ ; নবী পরিচয়, পৃ. ১২-১৩; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৬।

৯৮. নবুওয়াত প্রাপ্তি ও তাওরাত লাভের পূর্বে হযরত মূসা (আ.) চল্লিশ দিন সিয়াম সাধনার দ্বারা নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে তুলেছেন। হযরত ঈসা (আ.) চল্লিশ দিন রোযা পালনের মাধ্যমে অনুরূপ যোগ্যতা অর্জন করেছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সত্যের সন্ধানে হিরা পর্বতের গুহায় দীর্ঘ দিন আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। এই বিশেষ প্রক্রিয়া তাহান্নুস হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। দ্রষ্টব্য- তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮ ; আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-কুসতুলানী, শারহ আলা-আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নীয়াহ, ১ম খণ্ড, (মিসর ঃ মাকতাবাআহ্ আল-আযহার, ১৩২৫ হি.), পৃ. ২২৫-২২৭ (এখন থেকে এই উৎসটি সংক্ষেপে আল-মাওয়াহিব ব্যবহৃত হবে), সাইয়েদুল মুরসালীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬।

৯৯. মানব সৃষ্টির চারটি উপাদান আব (পানি), আতশ (আগুন), খাক (মাটি), বাদ (বায়ু) সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

১০০. আল-কুরআন, সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ১৩৯ ; সহীহ্ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৪ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৩-৩৮৪ ; ফিকর ওয়া নযর, ৪র্থ খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা, ১৯৭৬, পৃ. ৮০৩।

www.pathagar.com

নির্দেশনার জন্য তাঁরা মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হন। তাঁদের এই জ্ঞান অভ্রান্ত ও পার্থিব সমালোচনার ঊর্ধ্বে।[১০১] মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ব্যতিত অন্যান্য নবী ও রাসূলের দাওয়াত বিশেষ কোন ভৌগোলিক পরিসীমা, সময়সীমা, জনপদ ও জনগোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য ছিল। আবার একই সময় একাধিক নবীর আগমনে কোন বাধা ছিল না।[১০২] কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দাওয়াত সমগ্র বিশ্বের জনগোষ্ঠীর জন্য মুক্তি সনদ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে এবং তা পূর্ববর্তী সব শরী'আতকে মানসুখ করে দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত প্রবাহমান থাকবে।[১০৩] তাঁর সার্বজনীন দাওয়াতের দ্বারা ওয়াহী অবতীর্ণের ধারা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে তাঁর পরে কেউ নবুওয়াতের দাবী করলে তা কুফ্‌র হিসেবে গণ্য হবে এবং এরূপ ব্যক্তি ও তার অনুসারীরা শাশ্বত ইসলাম বহির্ভূত সম্প্রদায় বলে বিবেচিত হবে। নবী ও রাসূলের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তবে বিভিন্ন আছার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাঁদের সংখ্যা সাধারণভাবে এক লাখ চব্বিশ হাজার অথবা দু'লাখ চব্বিশ হাজার হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। এঁদের মধ্যে তিনশ তেরজন রাসূল হিসেবে উল্লেখিত হয়েছেন।[১০৪] আল-তাবারীর বর্ণনা অনুযায়ী সংক্ষিপ্তভাবে প্রধান প্রধান নবী ও রাসূলের জীবনধারা ও কার্যক্রমের উপর আলোকপাত করা হল।

হযরত আদম (আ.) পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র নিকট হতে নবুওয়াত ও রিসালত প্রাপ্ত হন। তাঁর প্রচারিত বাণী ইসলামের সূত্রপাত করেছে।[১০৫] প্রতিটি নবী ও রাসূল এই ইসলামের ধারক ও বাহক ছিলেন। ক্রমবিকাশের ধারায় এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর তেইশ বছর নবুওয়াতী জীবনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে।[১০৬] আল্লাহ্‌র তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও তাঁর

---

১০১. আল-কুরআন, সূরা আম্বিয়া ঃ ২৫-২৬ ; জামিআল বায়ান, ১৭ খণ্ড, পৃ. ১৫ ; হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৩।

১০২. উদাহরণস্বরূপ হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) ও হযরত লূত (আ.), হযরত ইসমাঈল (আ.) ও হযরত ইসহাক (আ.), হযরত আরমিয়া (আ.) ও হযরত দানইয়াল (আ.) এবং হযরত 'ঈসা (আ.) ও হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ.) প্রায় সমসাময়িক যুগের নবী ও রাসূল ছিলেন। দ্রষ্টব্য-তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৬, ২৭২ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৩, ৩৮৪, ৪২৯-৪৩০ ; আল ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫-২৮, ৬৯।

১০৩. আল-কুরআন, সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৭ ; সূরা আহযাব ঃ ৪০ ; সূরা হিজর ঃ ৯।

১০৪. খতমে নবুওয়ত, পৃ. ৬৬, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫, ফিকর ওয়া নযর, ৪র্থ খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা, ১৯৬৭, পৃ. ৮০৮।

১০৫. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা ঃ ৩০-৩৯ ; তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০-৭৭ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৯; আল-ইয়াকূব, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬-৭।

১০৬. আল-কুরআন, সূরা মায়িদা ঃ ৩।

www.pathagar.com

রিসালতের দায়িত্ব পালন করা হয়রত আদম (আ.) থেকে শুরু করে মহানবী (সা.) পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ও রাসূলের প্রধান কর্তব্য। হযরত আদম (আ.)-এর সময় দীন ও শরী'আত শুরু হয়। ফলে প্রারম্ভিক পর্যায়ে মনুষ্য সমাজের ক্রমোন্নয়নে এমন রীতির অনুমোদন ছিল যা পরবর্তীকালে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।[১০৭]

হযরত আদম (আ.)-এর পুত্র হযরত শীস (আ.) নবুওয়াত লাভ করেছিলেন। হাবীলের মৃত্যুর পর তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে তাঁকে 'হিবাতুল্লাহ' বলা হত।[১০৮] হযরত ইদ্‌রীস (আ.)-কে নবুওয়আত ও রিসালত দেওয়া হয়েছিল। তিনি তাঁর যুগের মানুষের হিদায়ত করার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি প্রথম কলমের ব্যবহার করেন বলে উল্লেখ আছে।[১০৯]

আল্লাহ্ হযরত নূহ্ (আ.)-কে নবুওয়াতের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। তিনি শক্তিধর পৌত্তলিক নেতা আজদাহাকের আমলে প্রেরিত হন।[১১০] মহাপ্লাবনের পর নূহ্ (আ.)-এর জাহাজ জুদী পর্বতে থেমেছিল।[১১১] জুদী পর্বতের অবস্থান নিয়ে মতানৈক্য থাকলেও অধিকাংশদের মতে, ইরাকের মৌসুল অঞ্চলের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে আরারাত পর্বতমালার সীমানায় কুর্দিস্থান এলাকার নিকটবর্তী স্থানে জুদী পর্বত অবস্থিত। তিনি এই অঞ্চলের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। দীন প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি প্রচণ্ডভাবে আল্লাহ্‌দ্রোহী শক্তি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন।[১১২] বাইবেলে-এর সমর্থন আছে।[১১৩] মহাপ্লাবনের পর তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক শরী'আতের প্রারম্ভিক অবকাঠামো দাঁড় করিয়েছিলেন।

শিরকের মূলোৎপাটন ও তাওহীদের প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত হূদ (আ.) আদ জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। আদ জাতির আবাস ভূমি অত্যন্ত উর্বর ছিল। নবীর শত প্রচেষ্টাসত্ত্বেও এই আদ জাতি হিদায়াতের পথে না এসে সীমালঙ্ঘন করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত শাস্তিতে ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের আবাস অঞ্চলটি 'আহ্‌কাফ'

---

১০৭. হযরত আদম (আ.)-এর সন্তানদের মধ্যে পরস্পর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়, সে রীতি পরবর্তীতে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। দ্রষ্টব্য- তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪০-১৫০।

১০৮. তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫২-১৫৩ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০ ; আল-ইয়াকূব, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬-৮।

১০৯. তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৮ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

১১০. তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫২।

১১১. আল-কুরআন, সূরা হূদ ঃ ৪৪ ; তারীখ আল-রুসূল ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৭।

১১২. তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৪-১৯৫ ; আল-ইয়াকূব, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩-১৫ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

১১৩. Halley's Bible Hand book, PP. 34-35 ; The Bible the Qr'an and Science, P. 41.

www.pathagar.com

নামে পরিচিতি লাভ করে। উত্তরে নাজদ, দক্ষিণে হাযরামাউত, পশ্চিমে ইয়ামান ও পূর্বে উমানের মধ্যবর্তী অঞ্চল আহ্কাফ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এটি বারউ'ল খালী বা জনশূণ্য প্রান্তর নামে অভিহিত।[১১৪]

সামূদ জাতির নিকট হযরত সালিহ্ (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন। হিজাযের অন্তর্গত মদীনার উত্তরে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ছিল সামূদ জাতির আদি বসতি স্থান। এই জনগোষ্ঠী অত্যন্ত কর্মঠ ছিল এবং তারা পাথর কেটে ঘর নির্মাণ করত। প্রেরিত নবীর তাওহীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করায় তাদের উপর ঐশী শাস্তি প্রচণ্ডভাবে নেমে এসেছিল এবং তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। প্রধান শহর হিজর্-এর নামানুসারে তাদেরকে 'আসহাব আল-হিজ্র' বলা হতো।[১১৫]

হযরত ইব্রাহীম (আ.) ইরাক ভূখণ্ডের বাবেলে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় মূর্তিপূজা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল এবং বাবেলের শাসক নমরূদ ইব্ন কূস নিজেকে শক্তিধর প্রভূ হিসেবে ঘোষণা করে জনগণকে বিপথে পরিচালিত করতে থাকে। নমরূদ ইব্ন কূসকে পরাভূত এবং জনগণকে হিদায়াতের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে নবুওয়াত ও রিসালত দান করেন। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে অনেক স্থান পরিভ্রমণ করতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে সফলকাম হন। নমরূদ ধ্বংস হয়ে যায় এবং আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্র সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হযরত ইব্রাহীম (আ.) আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হন এবং খলীলুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র বন্ধু উপাধীতে ভূষিত হন। তিনি তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.) সহ মক্কার কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণ করেন। তাঁর প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানী কবুল হওয়া থেকে মুসলমানদের পশু কুরবানী প্রবর্তিত হয়। তাছাড়া হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর হজ্জ সমাপন থেকে মুসলমানদের জন্য কা'বা শরীফের হজ্জ ফরয করা হয়েছে।[১১৬]

---

১১৪. তারীখ আল-রাসূল ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫০-১৫৭ ; সহীহ্ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭১৪ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

১১৫. তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৪ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৮ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

১১৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬২, ১৬৩, ১৭৬, ১৮৪-৮৫ ; তারীখ আল-রাসূল ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫২-২৬১ ; সহীহ্ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৩-৪৭৫ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪-২৭ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫ ; ফিকর ওয়া নযর, ৪র্থ খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা, ১৯৬৭, পৃ. ৮০২।

www.pathagar.com

হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.) নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। তাঁকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয় এবং সে কারণে তিনি 'যাবীহুল্লাহ্' উপাধিতে ভূষিত হন। যমযম কূপের উৎপত্তি ও কা'বা ঘর নির্মাণে তার অংশগ্রহণ থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি ঐ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং ইসলাম প্রচার করেন।[১১৭]

হযরত ইসহাক (আ.) হযরত সারাহ্ ও হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর বৃদ্ধ বয়সের সন্তান। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) জন্মস্থান বাবেল থেকে হিজরত করে সিরিয়ার ফিলিস্তীনে বসতি স্থাপন করেন। ফলে হযরত ইসহাক (আ.) সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জন্য নবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[১১৮]

হযরত ইসহাক (আ.)-এর পুত্র হযরত ইয়াকূবের উপর (আ.) নবুওয়াতের দায়িত্ব আরোপিত হয়। তাঁর অপর নাম ইসরাঈল। এজন্য তাঁর বংশধরগণ 'বনু ইসরাঈল' নামে অভিহিত। তাঁর এক পুত্রের নাম ছিল ইয়াহূদ। এই নামানুসারে ইয়াহূদীদের উৎপত্তি হয় এবং এটি বনূ ইসরাঈল বংশের একটি শাখা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্ববর্তী অধিকাংশ নবীগণই 'বনূ ইসরাঈল' বংশোদ্ভূত ছিলেন।[১১৯]

হযরত ইউসূফ (আ.) হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর পুত্র ছিলেন। তিনি বৈমাত্রেয় ভাইদের চক্রান্তে কূপে নিক্ষিপ্ত হন এবং পরে ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক উত্থিত হয়ে মিসরের শাসকের নিকট বিক্রিত হন। এই অঞ্চলে তিনি শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করেন।[১২০]

---

১১৭. আল-কুরআন, সূরা সফ্‌ফাত ঃ ১০৭ ; তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৭-২৯৮; সহীহ্ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৮ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬ ; আল-মাওয়াহিব, ১ম খণ্ড,. পৃ. ৫০-৫৫।

১১৮. আল-কুরআন, সূরা সফ্‌ফাত্ ঃ ১১২ ; তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭২, ৩৩১ ; সহীহ্ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৮ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

১১৯. তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭২ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা ; সহীহ্ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৮ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯-৩০।

১২০. আল-কুরআন, সূরা ইউসূফ ঃ ১৭-২২ ; তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩২-২৩৫ ; সহীহ্ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৯ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১-৩২।

www.pathagar.com

হযরত শুয়াইব (আ.)-কে নবীগণের খাতীব আখ্যায়িত করা হয়। তিনি মাদ্‌ইয়ান শহরের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি শহরবাসীদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিতেন। এজন্য তাঁকে শহরবাসীদের নবী বলা হয়।[১২১]

হযরত মূসা (আ.) বনূ ইসরাঈলদের নবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরিত হন। তাঁর উপর আসমানী গ্রন্থ 'তাওরাত' অবতীর্ণ হয়। তিনি মিসরের ক্ষমতাধর শাসক ফির'আউনের[১২২] রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর গৃহে লালিত পালিত হন। নবুওয়ত রিসালত প্রাপ্ত হয়ে তিনি ফির'আউনের নিকট তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেন। তাঁর অনুরোধ অনুযায়ী আল্লাহ্ তাঁর সহোদর হারূনকেও সাহায্যকারী নবী হিসেবে মনোনীত করেন। ফির'আউন সর্বশক্তি নিয়োগ করে হযরত মূসার (আ.)-এর প্রচারে বাধা প্রদান করে এবং তাঁর অনুগত বনূ ইসরাঈলের উপর অত্যাচার চালাতে থাকে। মূসা (আ.)-এর শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যখন ফির'আউন তার আল্লাহ্‌দ্রোহিতা থেকে নিবৃত হয়নি তখন আল্লাহ্ ঐশী শাস্তি দিয়ে ফির'আউন ও তাঁর দলবলকে ধ্বংস করে দেন।[১২৩]

হযরত ইউনূস (আ.) ইরাকের টাইগ্রীস নদীর তীরবর্তী নিনওয়া অঞ্চলের নবী ছিলেন। নবীগণ কর্তৃক সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি আল্লাহ্‌র নিকট অতি বড় বলে বিবেচিত। প্রত্যাদেশ ব্যতিত দেশ ত্যাগের মত ভুলের কারণে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তাঁকে নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে মাছের পেটে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল। এতে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতিত নবী-রাসূলের নিজ ইচ্ছায় কোন কিছু করা অপরাধ তুল্য।[১২৪]

হযরত আইয়ূব (আ.) সিরিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রেরিত হন। তিনি ধৈর্য্য ও ঈমানের মহাপরীক্ষার সম্মুখীন হন। ঈমানের মহাপরীক্ষার জন্য আল্লাহ্ ইব্‌লীসকে তাঁর ক্ষতি সাধনের ক্ষমতা প্রদান

---

১২১. আল-কুরআন, সূরা আ'রাফ ঃ ৮৫ ; তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৬ ; সহীহ্ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৩।

১২২. এই গবেষণা গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় ১৮৬-১৮৮ পৃষ্ঠায় ফির'আউন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১২৩. আল-কুরআন, সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ৫-৬ ; সহীহ্ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮০-৪৮৫ ; তারীখ আল-রুসূল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৪ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩-৪২।

১২৪. আল-কুরআন, সূরা সফ্‌ফাত ঃ ১৩৯ ; সহীহ্ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৪ ; ফিকর ওয়া-নযর, ৪র্থ খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা, ১৯৬৭, পৃ. ৮০৩।

www.pathagar.com

করেছিলেন। শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইব্‌লীস তাঁর বিশ্বাস ও ধৈর্যে কোন ফাঁটল ধরাতে পারেনি।[১২৫]

হযরত দাউদ (আ.) বনূ ইসরাঈলের নবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর উপর 'যাবূর' কিতাব অবতীর্ণ হয়। রিসালতের দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে তাঁর শ্বশুর তালূতের মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে তিনি শাসক হিসেবে রাজ্য পরিচালনা করেন।[১২৬]

হযরত দাউদ (আ.)-এর পুত্র হযরত সুলাইমান (আ.) নবুওয়াত লাভ করেন। আল্লাহ্ বায়ু, জীব ও জিনকে তাঁর অনুগত করে দেন। পিতা দাউদ (আ.)-এর ইন্‌তিকালের পর তিনি বনূ ইসরাঈলের ফিলিস্তিন রাজ্যের শাসকের আসনে সমাসীন হন। তাঁর আমলে বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কার্যসম্পন্ন হয়।[১২৭] সাবা রাজ্যের সম্রাজ্ঞী রাণী বিলকিসের সাথে তাঁর পত্র বিনিময় হয় এবং রাণী তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১২৮] পরে তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

হযরত ঈসা (আ.) বনূ ইসরাঈল বংশীয় আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল। তাঁর উপর ইন্‌জীল কিতাব অবতীর্ণ হয়। তিনি পিতা বিহীন আল্লাহ্‌র আয়াত (নিদর্শন) হিসেবে মারয়ামের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বনূ ইসরাঈলের আবাসভূমি সিরিয়া ও ফিলিস্তিন ছিল তাঁর রিসালতের কর্মক্ষেত্র।[১২৯]

হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশ্বের সমগ্র জনগোষ্ঠীর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর উত্তরাধিকারী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কায় কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপর সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ 'আল-কুরআন' নাযিল হয়।[১৩০]

---

১২৫. তারীখ আল-রুসূল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬১ ; সহীহ্ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮০ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

১২৬. আল-কুরআন, সূরা নিসা ঃ ১৬৩ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৬-৩৪১; সহীহ্ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৫-৪৮৬ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১-৫২ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

১২৭. আল-কুরআন, সূরা আম্বিয়া ঃ ৭৮-৮৪ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৪ ; সহীহ্ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৬-৪৮৭ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭-৫৮।

১২৮. এ সম্পর্কে গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে।

১২৯. আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান ঃ ৪৫ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৪-৪২৬ ; সহীহ্ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৮-৪৯০ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮-৭১।

১৩০. আলোচনার জন্য ষষ্ঠ অধ্যায় ২১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

প্রত্যেক নবী ও রাসূল আল্লাহ্‌র কাঙ্ক্ষিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিরোধী শক্তির বাঁধার সম্মুখীন হয়েছেন। সহজভাবে তাঁরা আল্লাহ্‌র ওয়াহ্‌দানিয়াত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। বিরোধী পক্ষ তাঁদেরকে প্রারম্ভিক অবস্থায় লঘূ বাধা প্রদান করে, প্রলোভন দেখিয়ে এবং সর্বশেষে প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করে তাওহীদ প্রচার হতে নিবৃত রাখার প্রচেষ্টা চালিয়েছে।[১৩১] কিন্তু নবী ও রাসূলগণ কোন বাঁধাতেই অবদমিত হননি; বরং আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পাহাড়ের ন্যায় অটল থেকে স্ব স্ব কর্তব্য পালন করে গেছেন। আল্লাহ্ সময়, যুগ ও পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রেখে তাঁদেরকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয় এমন ক্ষমতা প্রদান করেছেন যা তাঁদের মু'জিযা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে এবং এটির সাহায্যে তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র কাঙ্খিত লক্ষ্য বাস্তবায়নে সাফল্য অর্জন করে থাকেন।[১৩২] পার্থিব লোভ লালসার উর্ধ্বে থেকে নবী ও রাসূলগণ সমাজ জীবন যাপন করেছেন এবং সাধারণ মানুষকে প্রীতি ও স্নেহ দিয়ে আকর্ষণ করেছেন। আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তন করে চিরশান্তির আবাস স্থলে বসবাস করা মানব জীবনের মূল লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে। এই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য নবী ও রাসূলগণ আল্লাহ্‌র বেঁধে দেওয়া পথে মানব জনগোষ্ঠীকে পরিচালনা করে থাকেন।[১৩৩] পথ থেকে বিচ্যুৎ জনগোষ্ঠী মূল লক্ষ্যে কখনো পৌঁছতে পারে না, বরং পরিণামে তাদের চরম শাস্তির

১৩১. তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৪-১৯৫, ২৫২-২৬১, ৪১৪ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫-১৪৮ ; ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১০-৬১৫ ; ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০-১৬ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০, ১৫; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩-৪২।

১৩২. নবী ও রাসূলগণ কর্তৃক সংঘটিত অস্বাভাবিক ও অলৌকিক কর্মকাণ্ডকে মু'জিযা বলা হয়। যে যুগের মানুষ যেসব কর্মকাণ্ডে উন্নতির চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়েছে, সেসব কর্মকাণ্ডে তাদের উপর বিজয় ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানে জন্য আল্লাহ্ নবী-রাসূলদেরকে মু'জিযা দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। হযরত মূসার (আ.) আমলে যাদুবিদ্যার চরম উন্নতি হয়। আল্লাহ্ হযরত মূসাকে (আ.) অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন লাঠি প্রদান করেছিলেন। ফির'আউন কর্তৃক পরিচালিত যুগের শ্রেষ্ঠ যাদুকরদের যাদুর সর্প হযরত মূসার (আ.) লাঠি হতে রূপান্তরিত অলৌকিক সর্পের নিকট পরাজিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। হযরত ঈসার (আ.) আমলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহ্ ঈসাকে (আ.) সকল প্রকার কঠিন ব্যাধি আরোগ্য করার অলৌকিক ক্ষমতা দান করেছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাবের পূর্ব হতে আরব দেশে কবিতা ও সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। এর উপর বিজয় প্রদান করার জন্য মু'জিযা স্বরূপ তাঁকে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন দান করেন। দ্রষ্টব্য-আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৩, সূরা বনী ইসরাইল ঃ ৮২, জামিআল বায়ান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৮ ; তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৩ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮২-২৮৫, ৪৩০-৪৩৪; প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭-৪৯।

১৩৪. আল-কুরআন, সূরা নিসা ঃ ১৪৬, সূরা নাহল ঃ ৩৬ ; তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৪ ; হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪০-৪৪১; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫।

www.pathagar.com

স্থায়ী আবাসে (জাহান্নামে) অবস্থান করতে হবে। প্রত্যেক নবী ও রাসূলের নিকট আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে একটিকে বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দান করেছিলেন। কিন্তু কোন নবী দুনিয়াকে না বেছে নিয়ে মূল লক্ষ্যে পৌঁছার প্রয়াসে আখিরাতকে গ্রহণ করেছেন। নবুওয়াত ও রিসালতের কর্মসূচীর অনুসরণের মাধ্যমে মানবগোষ্ঠী আখিরাতের চিরশান্তির আবাসে (জান্নাতে) বসবাস করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

প্রাচীন সাম্রাজ্য ও শাসকবর্গ

সৃষ্টির শুরু থেকে মনুষ্য সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে। জ্ঞান ও চিন্তার বিবর্তনের সাথে সাথে প্রয়োজনের তাকিদে জীবন, জীবিকা ও নিরাপত্তার নিশ্চিতকরণ এবং প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়াসে সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের মধ্য হতে শক্তিমান পুরুষ ও পুরোহিতগণ নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। কালক্রমে শাসক শ্রেণীর উন্মেষ হয়েছে এবং তাঁরা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। শক্তিশালী শাসকগণ পরবর্তীকালে বৃহৎ রাজ্য গঠন করে রাজার পদ অলংকৃত করেছেন। আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী (র.) তাঁর 'বিশ্ব ইতিহাস' গ্রন্থে প্রাচীন দেশ, জনগোষ্ঠী এবং রাজরাজড়াদের ইতিহাস আলোচনা করেছেন।[১৩৪] সাধারণভাবে শাসক হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা কিংবা রাজ্যের উৎপত্তি, বিকাশ ও পতনের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা না করলেও ক্ষেত্র বিশেষে কোন রাজ্য ক্ষমতাধর শাসক সম্পর্কে আল-তাবারীর পরিবেশিত তথ্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পারস্যের শাসকদের ইতিহাস আলোচনায় তিনি ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছেন।[১৩৫] কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাচীন শাসকদের ইতিহাস সমকালীন নবী-রাসূলদের সাথে সম্পৃক্ত।

আদি পিতা আদম (আ.) থেকে পৃথিবীতে মানব জাতির পদচারণা শুরু হলেও হযরত নূহ্ (আ.)-এর আমলের মহাপ্লাবনে তাদের ধ্বংস সম্বন্ধে জানা যায়।[১৩৬]

---

১৩৪. তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫-৭ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪-৫ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৫৫৯-৫৬১।

১৩৫. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৬ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা সমূহ।

১৩৬. আল-কুরআন, সূরা হূদ ঃ ৩৭-৪৩ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮-৬৯ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪-১৫; ইব্ন সা'দ, আল-তাবাকাত আল-কুবরা, ১ম খণ্ড, (বৈরূত ঃ লিতাবা'য়াত আল-নাশর, ১৩৭৬ হি./১৯৫৭ খ্রীঃ), ৪১-৪২।

www.pathagar.com

বাইবেলেও এই মহাপ্লাবনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।[১৩৭] প্লাবন শেষে হযরত নূহ্ (আ.) তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে জুদী পর্বতের অনতিদূরে করদাই অঞ্চলের নিকটবর্তী সামানিন নামক স্থানে বসতি স্থাপন করার ফলে সেখানে একটি সমাজ কাঠামোর ভিত রচিত হয়। সময়ের পরিক্রমায় হযরত নূহ্ (আ.)-এর অনুসারীগণ ও তাঁর পুত্র হাম (হেমিটিক) সাম (সেমিটিক) ও ইয়াকেসের বংশধরগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করে।[১৩৮] পরবর্তীতে সামানিনে একটি নগর গড়ে ওঠে।[১৩৯] এটি বর্তমান ইরাকে অবস্থিত, যার প্রাচীন নাম মেসোপটামিয়া। মিসরে প্রায় একই সময়ে অনুরূপ নগর সভ্যতার উদ্ভব ঘটে। তবে সর্বপ্রথম মেসোপটামিয়ায় নগর কেন্দ্রীক সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছে বলে ধারণা করা হয়। এসব নগর ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে একত্রিত করে যে সব শাসক অখণ্ড সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করেছেন ইব্ন জরীরের ইতিহাসের আলোকে তাঁদের শাসন ও কার্যাবলী পর্যালোচনা করার প্রয়াস পাব।

ব্যাবিলন

প্রাচীন ব্যাবিলনে বা মেসোপটামিয়ায় আজদাহাক নামে একজন শাসকের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁর প্রকৃত নাম বুয়ূরাসাব। আরব ও ইয়ামেনীয়রা তাঁকে 'যাহাক' বলে জানতো।[১৪০] তাঁর আবির্ভাবের সঠিক সময়কাল অজ্ঞাত রয়েছে। তবে আল-তাবারী (র.) অর্বাচীন ঐতিহাসিকের বরাত দিয়ে বলেছেন যে, হযরত নূহ্ (আ.) আজদাহাকের নিকট আল্লাহ্র বাণী প্রচারের জন্য প্রেরিত হন।[১৪১] অন্য একটি সূত্রের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, যাহাকের কনিষ্ঠ ভাই যে সময় মিসর শাসন করেছিলেন, সে সময় হযরত ইব্রাহীম (আ.) মিসরে হিজরত করেন।[১৪২]

---

১৩৭. Halley's Bible Hand book, PP. 32-35; The Bible The Qur'an and Science, P. 41-42

১৩৮. তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২২-২২৩ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪-১৪৬; আবূ আল-ফিদা, কিতাব আল-মুখ্তাসার ফী আখ্বার আল-বাশার, ১ম খণ্ড, (বৈরূত ঃ দার আল-লিবানানীয়া, তা. বি.), পৃ. ১৯।

১৩৯. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৯ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫; ইব্ন সা'দ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২।

১৪০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫; E. G. Browne, A Literary History of Presia, Vol. I (Cambridge : The University Press, 1951), PP. 114-115; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫।

১৪১. তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫২।

১৪২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪।

www.pathagar.com

তাঁর বর্ণনায় নমরূদ যাহাকের কর্মচারী হওয়ার উল্লেখ আছে।[১৪৩] তাঁর মৃত্যুর পর নমরূদ ব্যাবিলন বা বাবেলের অধিপতি হন। এসব তথ্য হতে অনুমান করা যায় যে, যাহাকের আগমন ঘটেছিল ইব্রাহীম (আ.)-এর পূর্বে এবং তিনি হযরত নূহ্ (আ.)-এর সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ব্যাবিলন, পারস্য, আরব ও ইয়ামনসহ বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী শাসক ফিরাউন, হামান ও কারূন অপেক্ষা যাহাক ছিলেন অধিক প্রভাবশালী। তিনি আরব ও ইয়ামনে অবস্থান করলেও তাঁর মাতা ব্যাবিলনে অবস্থান করতেন। তাঁর শাসন একনায়কতন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত হলেও তিনি প্রজাদের কল্যাণ সাধনে ব্রতী ছিলেন। প্রজাকল্যাণমুখী শাসনের জন্য তাঁকে 'আরবদের পিতা' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১৪৪]

ইব্ন কুতাইবা এবং আল-ইয়াকূবী যাহাককে পারস্যের সম্রাটদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১৪৫] এ থেকে পারস্যেও তাঁর শাসনের আওতাভুক্ত বলে গণ্য করা যায়। যাহাক এক হাজার বছর শাসন করেছেন বলে উল্লেখ আছে। সম্ভবত ভুলক্রমে এই সংখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। এক হাজার বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় না। কুরআনে হযরত নূহের সাড়ে নয়শ বছর জীবিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৪৬] যাহাক ও নমরূদকে এক ও অভিন্ন শাসক বলা হয়েছে।[১৪৭] কিন্তু এ ধারণা সমর্থিত নয়।[১৪৮] কারণ যাহাকের সাথে হযরত নূহ্ (আ.)-এর সম্পর্ক থাকলেও হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু বাবেলের শক্তিমান শাসক নমরূদের সাথে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর জন্ম, বাল্যকাল এবং তাঁর অগ্নিকাণ্ডে নিক্ষেপের ঘটনা সম্পৃক্ত।[১৪৯] সুতরাং যাহাক ও নমরূদ এক ও অভিন্ন নয়, বরং দুই পৃথক ব্যক্তি।

নমরূদ প্রাচীন ব্যাবিলনের একজন শক্তিশালী শাসক। এই নাম বাইবেলে নিমরোদ এবং মুসলিম ঐতিহাসিকের উল্লেখিত কিংবদন্তীতে নমরূদ উল্লেখিত

---

১৪৩. তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫২।

১৪৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪-১৩৫।

১৪৫. আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫।

১৪৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮ ; E. G. Browne, op.cit., P. 115.

১৪৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫।

১৪৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০১-২০৩ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫।

১৪৯. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৩-১৭০ ; তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫২-২৬৫ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪-২৫ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২-২৩।

www.pathagar.com

হয়েছে। আল-কুরআনে এ নামের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও ইব্‌রাহীম (আ.)-এর সাথে যে খোদাদ্রোহী রাজার বাকবিতণ্ডা ও শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল তাফসীরকার ও ঐতিহাসিকদের মতে তিনি ছিলেন নমরূদ ইব্‌ন কূশ ইব্‌ন কিন'আন।[১৫০] প্রাচীন যুগে যে সব শাসক বিশাল ভূখণ্ডে রাজত্ব করেন বাবেল অধিপতি নমরূদ ইব্‌ন কূশ তাদের অন্যতম। তাঁকে আল্লাহ্‌দ্রোহী, স্বৈরাচারী ও মুতাজাবির হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১৫১] পিতা-মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত সন্তান নমরূদের জন্ম ও শৈশবের পরিবেশ তাকে নিষ্ঠুর, অত্যাচারী ও সনাতন নিয়ম বিরোধী করে তুলেছিল।[১৫২] নমরূদের নির্যাতন ও হত্যার ষড়যন্ত্র হতে জীবন ও ধর্ম রক্ষা করার প্রয়োজনে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-কে জন্মভূমি বাবেল ত্যাগ করতে হয়েছিল। মানুষের শক্তির সীমাবদ্ধতা পরিমাপ না করে গর্বিত নমরূদ বিশ্ব প্রভুর সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়ে সামান্য একটি মশার দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়। মহাপ্রভুর শক্তির আওতার বাইরে কারো যাওয়ার ক্ষমতা নেই। নমরূদের ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। এক ঝাঁক মশার নিকট তাঁর বিশাল সেনাবাহিনী পর্যদুস্ত হয়েছিল এবং একটি বিকলাঙ্গ দুর্বল মশার নিকট তাকে অকাল মৃত্যুর শিকার হতে হয়েছিল।[১৫৩] আনুমানিক ২২০০ অথবা ২১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নমরূদ প্রায় চল্লিশ বছর বাবেল ও তার পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ শাসন করেছিল।[১৫৪]

---

১৫০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০১-২০২ ; তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫২ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪ ; ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২-২৩।

১৫১. আল-কুরআন, সূরা হূদ ঃ ৫৯ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০২-২০৩ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯।

১৫২. নমরূদের পিতা স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তাঁর পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সন্তানের হাতে তার মৃত্যু হবে এ দুঃস্বপ্নের পর নমরূদের জন্ম হয় এবং পিতা-মাতা কর্তৃক একটি মেষ পালকের নিকট পরিত্যাক্ত হয়। অদৃষ্টের পরিহাস মেষ পালক কর্তৃক শিশু নমরূদ আবার পরিত্যক্ত হলে এক বাঘিনীর দুধ পানে জীবন ধারণ করে এবং একদল দস্যুর তত্ত্বাবধানে তাঁর বাল্য জীবন গড়ে ওঠে। সুতরাং বাঘিনীর দুগ্ধপানে লালিত এবং দস্যু বৃত্তিতে গড়ে উঠা দুর্ধর্ষ নমরূদের হিংস্র স্বভাব তাঁর বাস্তব জীবনকে প্রভাবিত করেছে। পূর্ব পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞাত নমরূদ দলবল সহ পিতাকে আক্রমণ ও হত্যা করে এবং পরবর্তীকালে বাবেলের রাজ সিংহাসন দখল করেছিল। তাঁর দুর্ধর্ষ জীবন তাঁকে বাদশাহীর আসনে সমাসীন করতে সহায়ক হয়েছিল। দ্রষ্টব্য- সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮।

১৫৩. নমরূদ চারটি ঈগল পাখি বাহিত রথে উর্ধ্বাকাশে ওঠে ইবরাহীমের আল্লাহ্‌কে আক্রমণ করেছিল। তাঁর নিক্ষিপ্ত তীর ফিরিশতা কর্তৃক কৃত্রিম রক্তে রঞ্জিত হয়ে ফিরে এসেছিল। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির প্রতিযোগিতা একটি অবাক কান্ড। রক্তে রঞ্জিত তীর দেখে নির্বোধ নমরূদ উল্লাস করেছিল। একটি দুর্বল মশা তাঁর নাসিকাদ্বার দিয়ে মস্তক অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে মৃত্যু অবধি সীমা লংঘনকারী নমরূদ এই মশার কামড়ে উৎপীড়িত হয় এবং পরিশেষে তাঁর মৃত্যু হয়। দ্রষ্টব্য-তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০২-২০৩ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮।

১৫৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৪।

www.pathagar.com

পারসিক শাসক মানুশাহর ইব্ন ইরয ইব্ন আফরিজুন কর্তৃক বাবেল ও রায় শাসিত হয়েছিল। মানুশাহরের রাজত্বকালের সুস্পষ্ট সময়কাল উল্লেখিত হয়নি। তবে তাঁর সমসাময়িককালে মিসরে হযরত মূসা (আ.)-এর আবির্ভাব ঘটেছিল বলে জানা যায়।[১৫৫] সুতরাং ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি বাবেলের শাসক ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। মানুশাহর একজন অত্যাচারী শাসক ছিল। ফিরাসিয়াত কর্তৃক বাবেল অধিকৃত হলে মানুশাহরের পতন ঘটে। কিন্তু জনসাধারণের কোন উন্নতি হয়নি। কারণ মানুশাহরের রাজত্বকাল অপেক্ষা ফিরাসিয়াতের শাসনকালে অত্যাচার, হত্যা ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় এবং সেখানে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ফলে সে জনগণের রোষাণলে পতিত হয়।[১৫৬]

তুর্কী বংশোদ্ভূত জও ইব্ন তাহমাসিবের নিকট স্বৈরাচারী শাসক ফিরাসিয়াতের পতন ঘটলে বাবেল ভূখণ্ডে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। প্রজাহিতৈষী শাসক জও ইব্ন তাহমাসিব প্রজাদের আস্থা ও সমর্থন লাভ করেন।[১৫৭] তাঁর পরেও কিছুকাল বাবেলে স্থিতিশীলতা বজায় ছিল। এ সময় পারস্যবাসী কায়কুবায বাবেলের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। সবল হাতে শাসন কার্য পরিচালনার জন্য তাঁর রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছিল। ফলে কায়কুবাযের আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ করে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল।[১৫৮] কায়কুবাযের পর বাবেলে আসিরীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৫৯]

আসিরীয়দের পতনের পর ব্যাবিলনে ক্যালদীয়দের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বখ্তে নাসর ছিলেন ব্যাবিলনের ক্যালদীয়দের শ্রেষ্ঠ শাসক।[১৬০] আধুনিক ইতিহাসে তিনি নেবুকাদনেজার (৬০৪-৫৬১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) নামে পরিচিত।[১৬১]. অ্যাসিরীয়া,

---

১৫৫. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৫-২৬৭ ; আল ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮।

১৫৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৯-৩২১ ; আল ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮।

১৫৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২০-৩২২ ; আল ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮।

১৫৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৯-৩৬০।

১৫৯. W. G. De Burgh. The Legacy of the Ancient World. Vol. I (London : The Whitefrairs Press. Ltd. 1955), PP. 26-27 : Will Durant, Our Oriental Heritage. Vol. I (New York : Simon and Schuster, 1954), PP. 266-267.

১৬০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮২ ; আল ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮২ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩।

১৬১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৭ ; W. G. De Burgh. op.cit., Vol. I, P. 28 : Will Durant, op.cit., Vol. I, P. 223-225 : James Henry Brested, Ancient

www.pathagar.com

দামিশ্ক ও প্যালেষ্টাইন (ফিলিস্তিন) এ সময় ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। খাল খনন, রাস্তা-ঘাট তৈরী, প্রাসাদ ও মন্দির নির্মাণ করে বাবেলের অধিবাসীদের আস্থা অর্জন করলেও ফিলিস্তিনীদের সাথে বখ্তে নাসরের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সন্ধি ভংগের অপরাধে তিনি বিপুল সংখ্যক ফিলিস্তিনীদেরকে হত্যা ও কারারুদ্ধ করেন এবং জেরুজালেম ও বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেন।[১৬২] তিনি বহু সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করে ব্যাবিলনকে মনোরম করে তোলেন। পারসিক (মিডিয়া) রাণীর মনোরঞ্জনের জন্য তাঁর নির্মিত ঝুলন্ত উদ্যান পৃথিবীর বিস্ময় যা 'ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান' নামে প্রাচীন কালের সপ্তমাশ্চার্যের অন্যতম।[১৬৩] পারসিকদের নিকট এই প্রথিতযশা সম্রাট বখতে নাসরের বা নেবুকাদনেজারের পতন ঘটে।

পারস্য সম্রাট সাইরাস (৫৫৯-৫২৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) কর্তৃক ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং তা পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।[১৬৪] ৩৩০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে গ্রীক বীর ইস্কান্দার (আলেকজাণ্ডার) কর্তৃক বিজিত হলে ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের চিরবিলুপ্তি ঘটে।[১৬৫]

প্রাচীন ব্যাবিলনীয় শাসকরা ছিলেন জড় উপাসক। কল্পিত দেব-দেবী পূজা-অর্চনা ছাড়াও সূর্য পূজা ছিল তাদের অন্যতম ধর্মীয় পর্ব। রাজ পরিবার ছাড়াও যাদুকর ও মূর্তি নির্মাতাগণ সমাজের অভিজাত বলে বিবেচিত হত। এ কারণে মূর্তি নির্মাতা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পিতা আযর নমরূদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। পৌত্তলিকতার বিরোধীতা করতে গিয়ে হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাদের নিকট লাঞ্ছিত হন।[১৬৬] মূর্তি পূজার জন্য বিভিন্ন শাসকের আমলে মন্দির নির্মিত হয় এবং সেখানে বেতন-ভোগী পুরোহিত নিয়োগ করা হয়।[১৬৭]

---

time A History of the Early World (Chicago : The Oriental Institute, The University of Chicago n.d), P. 208.

১৬২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮২-২৮৪ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১-৫২।

১৬৩. James Henry Breasted, op.cit., PP. 208-211.

১৬৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৬-৩৮৭ ; E. G. Browne, op.cit., Vol. 1, P. 91-92 ; W. G. De Burgh, op.cit., Vol. 1, P. 29.

১৬৫. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১০-৪১২ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৩ ; E. G. Browne, op.cit., Vol. 1, P. 91 ; W. G. De Burgh, op.cit., Vol. 1, IPP. 289-293.

১৬৬. তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬২-২৬৬; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪।

১৬৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৯-৪৪০।

www.pathagar.com

সভ্যতার ক্রমবিকাশে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিতে প্রাচীন শাসকদের ভূমিকা প্রশংসার্হ। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাবিলনে জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতি হয়। সম্রাট কায়কুবায নিজেই একজন জ্যোতি বিজ্ঞানী ছিলেন।[১৬৮] চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সময় নির্ণয়, তাদের গতিক্রম, নক্ষত্রসমূহের উদয়, অস্ত এবং দিন, মাস ও বছর গণনার উপর তারা যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিল।[১৬৯] স্থাপত্য শিল্পের প্রতি তাদের আকর্ষণ কম ছিল না। ফিরাসিয়াত কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর বাবেল ও খানারিশ জও ইব্ন তাহমাসিব কর্তৃক পুনঃনির্মিত হয়েছিল।[১৭০] সে যুগের শ্রেষ্ঠ শাসক বখতে নাসর (৬০৪-৬৫১ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) বহু সুরম্য প্রাসাদ ও বিশ্ব বিখ্যাত ঝুলন্ত বাগান নির্মাণ করে বাবেল নগরীকে সুশোভিত করেছিলেন।[১৭১] এছাড়া বাবেলে বহু মন্দির ও উপাসনালয় নির্মিত হয়েছিল। এসব মন্দির ও উপাসনালয় সে যুগের শাসকদের উন্নত স্থাপত্য রুচির পরিচয় বহন করে।[১৭২]

মিসর

নীল নদের দেশ মিসর। এশিয়া ও আফ্রিকার মিলন ভূমি এবং ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল মিসর প্রাচীনকাল হতেই অত্যন্ত উর্বর ও সমৃদ্ধশালী। প্রাচীনকালে এখানে মানব সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। প্রায় চার হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে উত্তর মিসর ও দক্ষিণ মিসরে দু'টি ক্ষুদ্র রাজ্য গড়ে উঠেছিল বলে পণ্ডিতদের ধারণা। পরবর্তীতে শক্তিশালী শাসকগণ কর্তৃক ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো একত্রিত করে বৃহৎ রাজ্যে পরিণত করেন। প্রাচীন মিসরের এসব শক্তিশালী শাসকদেরকে ফারাও বা ফিরাউন বলা হত।[১৭৩] সিনান ইব্ন আলওয়ান ছিলেন প্রথম ফারাও এবং ফিরাউনদের অন্যতম। তিনি ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সমসাময়িক।[১৭৪] ২১০০ অথবা ২২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হযরত ইব্রাহীম (আ.) বাবেল হতে মিসরে হিজরত করলে সিনানের সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। আল-তাবারীর বর্ণনা হতে অনুমিত হয় যে, মিসরের ফিরাউন সিনান ছিলেন স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী শাসক।[১৭৫]

---

১৬৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৯-৩৬০।
১৬৯. Will Durant, op.cit., Vol. 1, PP. 257-258.
১৭০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২১।
১৭১. James Henry Breasted, op.cit., PP. 208-211.
১৭২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০০।
১৭৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৫-১৮৬; Will Durant, op.cit., Vol. 1. PP. 251: W. G. De Burgh. op.cit., Vol. 1. P. 18.
১৭৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩।
১৭৫. তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৬ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩।

www.pathagar.com

পরবর্তীতে রাইয়ান ইব্ন ওয়ালীদ ফিরাউন উপাধি নিয়ে মিসরের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এ সময় প্যালেষ্টাইনের অধিবাসী হযরত ইউসূফ (আ.) মিসরে তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা প্রতিষ্ঠা করেন। ফির'আউন রাইয়ান ইব্ন ওয়ালীদ হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তাঁর কোষাধ্যক্ষ ও পরামর্শ দাতা নিয়োগ করেন।[১৭৬] পূর্ব হতে আরব ও প্যালেষ্টাইনবাসীরা খাদ্যান্বেষণের জন্য সম্পদশালী দেশ মিসরে গমন করতো। এছাড়া দুর্ভিক্ষের কবলে নিপতিত ইউসূফের ভ্রাতাগণ বা কিছু সংখ্যক বনূ ইসরাঈল[১৭৭] মিসরে যায় এবং সেখানে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু তারা সেখানে মিসরীয়দের মর্যাদা পায়নি, বরং হযরত মূসা (আ.)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত প্রায় পাঁচশ বছর তাঁরা মিসরের আদি অধিবাসীদের হাতে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হতে থাকে।[১৭৮] অতঃপর আমালিক ফিরাউনগণ মিসরের ক্ষমতা দখল করেন। এ সময় একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে মিসরের রাজনৈতিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। আমালিক ফিরাউনদের পতনের পর কাবুস ইব্ন মুস'য়াব মিসরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কাবূসের সময় মিসরের রাজনৈতিক শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ফলে স্বৈরশাসন ও বনূ ইসরাঈলদের উপর নির্যাতন বৃদ্ধি পায়। কাবূসের মৃত্যুর পর তার ভাই ওয়ালীদ ইব্ন মুস'য়াদ সিংহাসনে বসেন।[১৭৯] ওয়ালীদের রাজত্বকাল ফিরাউনদের সময়ের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এ সময় যেমন তার একচ্ছত্র রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তেমনি বনূ ইসরাঈলদের প্রতি তার অত্যাচার ও অবিচারের সীমা ছাড়িয়ে যায়। শক্তিহীন করার প্রয়াসে এবং বংশবৃদ্ধি রোধকল্পে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে জন্মলগ্নে হত্যা করার ব্যবস্থা করা হয়।[১৮০] এ সময় হযরত মূসা (আ.) বনূ ইসরাঈল বংশে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যাচারী উদ্ধত, প্রবল প্রতাপশালী ফিরাউনের কবল হতে বনূ ইসরাঈলদেরকে মুক্ত করার জন্য এবং

---

১৭৬. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা ঃ ৪৬ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪০, ২৭১ ; তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯২ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৫ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮।

১৭৭. হযরত ইউসুফের (আ.) পিতা ইয়াকূব (আ.)-এর অপর নাম ইসরাঈল। ইসরাঈলের বংশধরকে বনূ ইসরাঈল বলা হয়। সুতরাং ইউসূফ ও তাঁর ভ্রাতাগণ এবং তাদের বংশধরকে বনূ ইসরাঈল বলা হয়।

১৭৮. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা ঃ ৪৯ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭১-২৭২ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩।

১৭৯. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭১; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮

১৮০. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা ঃ ৪৯ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭২ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩।

www.pathagar.com

দীনের প্রচার ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত মূসা (আ.) ও হারূন (আ.)-এর আগমন ঘটেছিল।[১৮১]

হযরত মূসা (আ.) ও বনূ ইসরাঈল যে ফিরাউন কর্তৃক নির্যাতিত হন তার নাম সম্পর্কে মত পার্থক্য রয়েছে। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে মূসা ও হারূনের সাথে সম্পৃক্ত ফিরাউন ছিলেন ২য় রামেসাস ও তাঁর পুত্র মারনেপতা। দ্বিতীয় রামেসাসের মৃত্যুর পর তার পুত্র মারনেপতা মিসরের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। এ সময় মূসা ও হারূন নবুওয়তের বাণী প্রচার ও বনূ ইসরাঈলদেরকে উদ্ধার করতে গিয়ে মারনেপতার শত্রুতার সম্মুখীন হন। আল-কুরআন ও বাইবেলে এ দু'জন শাসকের নামের উল্লেখ নেই। তবে বাইবেলে Rumessess ও Pithem নামক দু'টি নগর সম্বন্ধে জানা যায়।[১৮২] এসব তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, মূসা ও হারূনের ঘটনাবলী দু'জন ফিরাউনের সাথে সম্পৃক্ত। আল-তাবারীর মতে, তারা ছিলেন কাবূস ও ওয়ালীদ। পূণ্যবতী হযরত আসিয়া প্রতাপশালী ফিরাউন ওয়ালীদ ইব্ন মুস'য়াবের স্ত্রী ছিলেন, যাঁর তত্ত্বাবধানে হযরত মূসা (আ.) লালিত পালিত হন।[১৮৩]

খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীতে প্রাচীন মিসরের শক্তিশালী ফিরাউনের শাসনের পতন ঘটে এবং অ্যাসিরীয় ও ব্যাবিলনীয়দের ক্রমাগত আক্রমণে মিসরীয়গণ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। তাদের দুর্বলতার সুযোগে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারসিকরা মিসর অধিকার করে।[১৮৪] ৩৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রীক বীর ইস্কান্দার (আলেকজাণ্ডার) কর্তৃক মিসর বিজিত বলে মিসরীয়দের স্বাধীন সত্তা বিনষ্ট হয় এবং সেখানে গ্রীক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৮৫]

প্রাচীন সভ্যতার দেশ মিসর। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে প্রাচীন মিসরীয় শাসকদের অবদান স্মরণযোগ্য। তাঁদের অমর কীর্তি পিরামিড এবং শাসকদের মমি আজও তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বের মৃত

---

১৮১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭১-২৭৮ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫-৩৬ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০-৩২।

১৮২. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০১।

১৮৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭১; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯-৩০।

১৮৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮২-৩৮৩; আবূ আল ফিদা প্রাগুক্ত ১ম খণ্ড পৃ. ৪৩। Will Durant, op.cit., Vol. 1, P. 380 ; W. G. De Burgh, op.cit., Vol. 1, P. 20-21.

১৮৫. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১০-৪১২ ; Will Durant, op.cit., Vol. 1, P. 383-384 ; W. G. De Burgh, op.cit., Vol. 1, P. 21.

www.pathagar.com

রাজাদের মমি বা মৃতদেহগুলো সংরক্ষণ তাদের রাসায়নিক জ্ঞানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এটি মানব জাতির অতীত কৌশল ও অভিজ্ঞানের স্বাক্ষর বহন করছে।[১৮৬] এছাড়া বর্ষপঞ্জী, অংক ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে মিসরীয়দের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।[১৮৭] প্রাচীন মিসরীয়রা সূর্য পূজা ছাড়াও জড় ও জীব জন্তুর উপাসনা করতো।[১৮৮] তাদের মধ্যে গো-পূজা ছিল অন্যতম। হযরত মূসা ও হারুন (আ.) গো-পূজা ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জীবন পণ করে লড়েছেন।[১৮৯] আল্লাহ্‌র নিষ্কলুষ তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা প্রত্যেক নবী ও রাসূলের মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য। হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর অনুজ হযরত হারুন (আ.) নবুওয়াতের এই সাধারণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

আরব ও ইয়ামন

লোহিত সাগরের পূর্ব পার্শ্ববর্তী প্রাচীন সাম্রাজ্য আরব ও ইয়ামনের শাসকবর্গের ইতিহাস আলোচনা আল-তাবারীর বিশ্ব ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। 'যাহাক' নামক একজন শাসক আরব ও ইয়ামনকে সুগঠিত করেন। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি ছিলেন হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর পূর্ববর্তী এবং হযরত নূহ্ (আ.)-এর সমসাময়িক। যাহাককে (أبو العرب) 'আরবের পিতা' বলে মনে করা হত।[১৯০] তিনি ছিলেন আরব ও আজমের একচ্ছত্র অধিপতি। ইব্‌ন জারীর কর্তৃক গৃহীত হিশাম ইব্‌ন মুহাম্মদের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, যাহাক তাঁর ভগ্নিপতি ইয়ামনের শাসক জামা বা জামশাদের মৃত্যুর পর প্রায় এক হাজার বছর আরব ও আজম শাসন করেন।[১৯১] তাঁর অত্যাচার ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের একটি আখ্যান আল-তাবারী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১৯২] সম্রাট যাহাক অত্যাচারী সাওয়ান ও তার

---

১৮৬. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস ঃ ৯০-৯২ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৫-৩০২।

১৮৭. Will Durant, op.cit., Vol. 1, P. 180-183.

১৮৮. Henry S. Lucus, A Short History of Civilization (New York : Megrawhill Book Company, INC. 1953), PP. 54-55 ; Will Durant, op.cit., Vol. 1, P. 199-200.

১৮৯. তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০০ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭১-২৮৫।

১৯০. তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৪।

১৯১. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫।

১৯২. সাওয়াদ একজন দুর্ধর্ষ নেতা। তাঁর দুই কাঁধে ছিল ক্ষত এবং সেই ক্ষত দুইটি জোঁকের সৃষ্টি হয়েছিল। জোঁক দুইটি সব সময় তাঁকে দংশন করত। তবে তাদেরকে মানুষের মাথার মগজ খেতে দিলে কিছুক্ষণের জন্য সে তাদের দংশন হতে অব্যাহতি পেত। আর এ কারণেই সে প্রতিদিন

www.pathagar.com

সহযোগীদেরকে হত্যা করে নগরবাসীদের আস্থা অর্জন করেন। প্রজাহিতৈষী শাসক যাহাকের কার্যকলাপে প্রীত হয়ে আরব ও ইয়ামনবাসী তাঁর প্রভূত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল।[১৯৩] তাঁর পরে এবং সাবা বংশের পূর্বে তেমন কোন শক্তিশালী শাসক সম্পর্কে জানা যায় না।

কাহতান ইয়ামনের প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। কাহতানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইয়ারাব ইব্ন কাহতান আরব ও ইয়ামনের অধিপতি হন।[১৯৪] আরব ঐতিহাসিকদের মতে কাহতানের পরবর্তী বংশধরদেরকে সাবা বা সাবীয়া বলা হত।[১৯৫] রায়িশ ইব্ন কায়িস ইব্ন সায়ফী ইব্ন সাবা ইব্ন ইয়াশজর ইব্ন ইয়ারাব ইব্ন কাহতান ছিলেন এ বংশের শক্তিশালী শাসকদের অন্যতম। রায়িশের প্রকৃত নাম হারিস ইব্ন আবূ সদদ। তিনি এক অভিযানে প্রচুর পরিমাণ গণীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করেন যার মধ্যে বেশিরভাগ ছিল পশম। এজন্য তাকে রায়িশ (পশম) ইব্ন কায়িশ বলা হয়েছে।[১৯৬] হিন্দুস্থানে এক অভিযান চালিয়ে তিনি প্রচুর ধন-সম্পদ ইয়ামনে নিয়ে যান। রায়িশের রাজত্বের সময়কাল সম্পর্কে কোন তথ্য পরিবেশিত হয়নি। তবে তিনি পারস্যের শাসক মানুশাহরের সমসাময়িক ছিলেন[১৯৭] এবং মানুশাহর ছিলেন হযরত মূসা (আ.)-এর সমসাময়িক।[১৯৮] এসব তথ্য হতে অনুমান করা যায় যে, তিনি ১৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইয়ামন ও আরব শাসন করেন। রায়িশের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবরাহা ইব্ন রায়িশ ইয়ামনের সিংহাসন লাভ করেন। আবরাহার শাসনামলে আল-মাগরিব মরক্কো ইয়ামন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আল-মাগরিবে অভিযান কালে দিক নির্ণয়ের জন্য তিনি সুউচ্চ টাওয়ার (মানারা) নির্মাণ করেন। এজন্য তিনি 'যু-মানারা' নামে সমধিক পরিচিত।[১৯৯]

দুইজন মানুষকে হত্যা করে তাদের মাথার মগজ সংগ্রহ করত। যাহাক এ খবর পেরে অত্যাচারী সাওয়াদকে এবং তাঁর সাহায্যকারীদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেন। ফলে নারসার অধিবাসীরা এ ভীতিকর পরিস্থিতি হতে মুক্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে। দ্রষ্টব্য- তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫ ; E. G. Browne, op.cit., Vol. 1, P. 114-115.

১৯৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩-১৩৫।

১৯৪. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৯ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৫ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৩।

১৯৫. ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৫ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৩।

১৯৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৯ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৫ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪।

১৯৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭০।

১৯৮. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৫-২৬৭।

১৯৯. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭০ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৫ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪।

www.pathagar.com

বিলকিস ছিলেন এই সাবা বা সাবীয়া বংশের খ্যাতনামা সম্রাজ্ঞী।[২০০] তাঁর শাসনামলে সাবা রাজ্য এত উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে যে, তৎকালীন সাবা শহরটি ইয়ামনের তীর্থস্থানে পরিণত হয়। রাজ্যের শান-শওকত এবং রাজকার্যে রাণীর জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সমকালীন প্যালেষ্টাইনের শাসক ও নবী হযরত সুলাইমান (আ.)-এর সাথে তাঁর পত্র বিনিময় হয়। সুলাইমান (আ.) বিলকিসকে তাঁর বশ্যতা স্বীকার ও তাওহীদ গ্রহণ করার নির্দেশ দেন এবং নির্দেশ অমান্য করলে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করবেন বলে হুমকি দেন। ফলে তাঁদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। বিরোধ পরিহার এবং সুলাইমান (আ.)-এর শক্তি ও প্রতাপ স্বচক্ষে দেখার উদ্দেশ্যে বহু মূল্যবান উপঢৌকণ ও পরিষদবর্গসহ বিলকিস জেরুজালেমে উপস্থিত হন। কিন্তু প্রথমেই তিনি সুলাইমান (আ.)-এর মু'জিযা ও উপস্থিত বুদ্ধিমত্তার[২০১] কাছে হেরে যান। অতঃপর অগ্নি উপাসক বিলকিস তাওহীদ গ্রহণ করেন এবং হযরত সুলাইমান (আ.)-এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।[২০২] তবে সম্রাজ্ঞী বিলকিস সাবা বংশের রাজতান্ত্রিক নিয়মে বিশ্বাসী হলেও তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় গণতান্ত্রিক ভাবাপন্ন ছিলেন। সুলাইমান (আ.)-এর পত্র পেয়ে একক সিদ্ধান্ত না নিয়ে অমাত্যবর্গের সাথে এ সম্পর্কে আলোচনা করা তাঁর গণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচায়ক।[২০৩] এ সময় ইয়ামনে সুলাইমান (আ.)-এর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

২০০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৫ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২-২৭৩; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৬ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪।

২০১. মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ জিন, বায়ূ ও পক্ষীকুলকে হযরত সুলাইমানের অনুগত করে দিয়েছিলেন। সম্রাজ্ঞী বিলকিসের আগমন সংবাদ পেয়ে সুলাইমান সাবা রাজ্যের সিংহাসনটি জিন দ্বারা আনয়ন করে স্বীয় প্রাসাদে স্থাপন করেন। সিংহাসনটি প্রদর্শন পূর্বক জিজ্ঞাসাবাদ করলে সম্রাজ্ঞী উত্তর দেন যে, সম্ভবত এটিই সাবা রাজ্যের সিংহাসন। অতঃপর তাঁকে তাঁর বিশ্রাম কক্ষে গমনের জন্য আহ্বান জানালে তিনি প্রবেশ দ্বারে একটি পানির হাউয এবং তার মধ্যে জীবন্ত মাছ দেখতে পেলেন। তিনি তা অতিক্রম করার জন্য তাঁর পায়ের জুতা খুলে ফেলেন এবং পরিধানের কাপড় উপরের দিকে তুলতে থাকেন। সুলাইমান বললেন, পানির উপরিভাগ কাঁচ দ্বারা আবৃত কাজেই পানি পায়ে লাগবে না এবং কাপড় ভিজবে না। এবার সম্রাজ্ঞী স্বাভাবিকভাবে তাঁর বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করলেন। এটি ছিল বুদ্ধি যুদ্ধে বিলকিসের পরাজয়। দ্রষ্টব্য-আল-কুরআন, সূরা নমলঃ ২০-৪৪, তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৬-৩৫০. ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৬।

২০২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৯-৩৫০. ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৬ : Will Durant, op.cit., Vol. I, P. 306 : আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪।

২০৩. আল-কুরআন, সূরা নমল ঃ ৩০; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৭।

www.pathagar.com

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মা'আদ ইব্ন আদনান হিজাযের (আরব) শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি বখতে নাসরের (৬৪০-৫৬১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) আক্রমণ হতে হিজাযকে রক্ষা করেন। এ সময় আবরগণ আর্থিক দিক দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আরবভূমি ত্যাগ করে উর্বরভূমি ইরাক অঞ্চলে বসতি স্থাপন শুরু করে। নজরানের বরখিয়া নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট এ সংবাদ পেয়ে বখতে নাসর আরব আক্রমণ করেন। ইরাকে অবস্থানরত আরবগণ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য হিজাযে আসা-যাওয়া করতো। বখতে নাসর তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করেন এবং তাঁদেরকে বন্দী করেন। মা'আদ ইব্ন আদনান বখতে নাসরের সাথে একটি সন্ধির মাধ্যমে ইরাকে অবস্থানরত আরবদের নিরাপত্তা বিধান করেন। সন্ধি সূত্রে যারা ইরাকের ফুরাত নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসের অনুমতি পায় তারা ইতিহাসে 'আল-আমবার' নামে অভিহিত।[২০৪] এসব শক্তিশালী শাসকবর্গ ছাড়াও মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত বহু শাসকের ইতিহাস বিক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে।

প্রাচীন আরবরা ছিল পৌত্তলিক। হযরত ইব্রাহীম (আ.) কর্তৃক নির্মিত কা'বা ঘরে শত শত মূর্তি স্থাপন করে ঘরটিকে একটি মন্দিরে পরিণত করে।[২০৫] প্রাচীন ইয়ামনের তীর্থভূমি সাবা শহরে একটি দেব মন্দির ছিল। রাজা অথবা রানী এই দেবতার নামে রাজ্য শাসন করতো। তারা সূর্য উপাসনা করতো বলে জানা যায়।[২০৬] পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এবং আল্লাহ্র দীন প্রচারের জন্য এ অঞ্চলে হযরত হূদ (আ.)-এর আবির্ভাব ঘটে। তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলে আদ জাতির উপর আল্লাহ্র গযব নাযিল হয়। এই গযবে তারা ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাদের এলাকাটি রব'উল খালী বা জনশূণ্য মরুভূমিতে পরিণত হয়।[২০৭]

প্যালেস্টাইন

ভূমধ্য সাগরের পূর্ব উপকূল জুড়ে লেবাননের পার্বত্য অঞ্চলের দক্ষিণ থেকে আরব মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা ছিল প্রাচীন প্যালেস্টাইন। প্রায় ২২০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে হযরত ইব্রাহীম (আ.) বাবেল থেকে হিজরত করে প্যালেস্টাইনে যান

২০৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৭-৩৯৮।
২০৫. R. A. Nicholson, op.cit., PP. 63-64.
২০৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৬-৩৪৭।
২০৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫০-১৫৭, ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪; সহীহ্ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭১।

www.pathagar.com

এবং সেখানে বসতি স্থাপন করেন।[২০৮] এর পূর্বে প্যালেস্টাইনের কোন জাতি বা শাসকের ইতিহাস ইব্ন জারীরের আলোচনায় স্থান পায়নি। এ সময় মিসর ও ব্যাবিলনের (বাবেল) মত প্যালেস্টাইনে কোন প্রভাবশালী শাসক ছিল না বলে মনে হয়। হযরত ইয়াকূব (আ.) ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পৌত্র। তিনি বাইবেলে 'য্যাকব' নামে পরিচিত।[২০৯] হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর অপর নাম ইসরাঈল। তাঁর নামানুসারে তাঁর বংশকে বলা হয় 'বনূ ইসরাঈল' বা ইসরাঈলী।[২১০] ভাইদের চক্রান্তে ইসরাঈলের পুত্র হযরত ইউসূফ (আ.)-এর মিসর গমন ছিল তাঁর জীবনের আর্শিবাদ স্বরূপ। অসাধারণ জ্ঞান ও প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে ফিরাউন রাইয়ান ইব্ন ওয়ালীদ তাঁকে মিসরের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন।[২১১] এ সময় দূর্ভিক্ষের কবলে নিপতিত হয়ে কতিপয় বনূ ইসরাঈল প্যালেস্টাইন হতে মিসরে যায় এবং সেখানে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস তাঁরা ফিরাউনগণ কর্তৃক নির্যাতিত হয় এবং দাস-দাসীতে পরিণত হয়। প্রায় পাঁচশ বছর যাবত ফিরাউনের অত্যাচারে ও নির্যাতন সহ্য করার পর ইসরাঈলগণ মিসর থেকে হযরত মূসা (আ.)-এর নেতৃত্বে প্যালেস্টাইনে ফিরে আসে।[২১২] কিন্তু স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার পরেও তাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। কারণ হযরত মূসা (আ.)-এর পর তাদের মধ্যে কোন যোগ্য নেতার আবির্ভাব ঘটেনি। এ সময় তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীতে বনূ ইসরাঈল নেতা বা সেনাপতি তালূতের সাথে আমালিকা নেতা জালূতের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বনূ ইসরাঈল নিরুৎসাহিত হয়ে পড়লে তরুণ দাউদ বীর দর্পে তালূতের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। জালূত পরাজিত ও নিহত হলে তালূত সর্বপ্রথম বনূ ইসরাঈলীদের বা হিব্রু জাতির রাজার পদ অলংকৃত করেন।[২১৩] বাইবেলের বর্ণনায় এবং ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের নিকট তালূত 'সউল' নামে পরিচিত।[২১৪]

---

২০৮. আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪ ; Will. Durant, op.cit., Vol. 1, P. 300-301 ; James Henry Breasted, op.cit., P. 226.

২০৯. James Henry Breasted, op.cit., P. 226.

২১০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭২ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা সমূহ। আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩।

২১১. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা ঃ ৪৬, তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯২ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪০, ২৭১ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৫ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮।

২১২. আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২ ; Will. Durant, op.cit., Vol. 1, P. 300-301.

২১৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১মখণ্ড, পৃ. ৩৩১-৩৩৬; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১মখণ্ড, পৃ. ৫১

২১৪. Will Durant, op.cit., Vol. 1, P. 304-305 ; James Henry Breasted, op.cit., P. 222-223 ; Civilization Past and Present, P. 79.

www.pathagar.com

রাজা তালূতের সময় বিচ্ছিন্ন ফিলিস্তিনীরা (প্যালেস্টাইনী) ঐক্যবদ্ধ হয় এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। তালূত ছিলেন ইসরাঈলীদের প্রথম যোগ্য নেতা। জ্ঞান-গরিমা ও বীরত্বের প্রতীক দাউদের সাথে তালূতের কন্যার বিয়ে সম্পন্ন হয়। তালূতের পর তার জামাতা দাউদ উত্তরাধিকার সূত্রে খ্রিস্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে ফিলিস্তিন রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হন।[২১৫] বাইবেলে এবং ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের নিকট তিনি 'ডেভিড' নামে অভিহিত।[২১৬] হযরত দাউদ (আ.) আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত নবী এবং ফিলিস্তিন রাজ্যের শাসক। তাঁর সময় ইসরাঈলীগণ শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়। আল-তাবারীর বর্ণনায় হযরত দাউদ (আ.) চল্লিশ বছর যাবত রাজত্ব করেন।[২১৭]

হযরত দাউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র হযরত সুলাইমান (খ্রিস্টপূর্ব ৯৩৫ অব্দে) প্যালেস্টাইনের শাসনক্ষমতা লাভ করেন।[২১৮] নবী ও শাসক সুলাইমান ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ, তীক্ষ্ম মেধাশক্তির অধিকারী, প্রজাবৎসল, ন্যায়বিচারক ও অদ্ভুত প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি।[২১৯] তাঁর রাজত্বকাল প্যালেস্টাইন রাজ্যের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ, যার ইতিহাস পৃথিবীতে বিস্ময়াবিভূত করেছে। ইয়ামনের বিখ্যাত সাবা রাজ্য তাঁর অধিকারে আসে। সাবা রাজ্যের প্রতাপশালী সম্রাজ্ঞী বিলকিস সুলাইমানের রাজশক্তি, ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে স্বামী হিসেবে বরণ করেন।[২২০] সুলাইমানকে যাদুকর এবং সাতশ স্ত্রী ও তিনশ উপপত্নীর অধিকারী বলে অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। এছাড়া তাঁকে উৎপীড়ক ও স্বৈরাচারী শাসক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[২২১] আল-কুরআনে এসব ভ্রম প্রবাদের অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে।[২২২] আল-তাবারী (র.) ও আরব

২১৫. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৬-৩৩৮; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১-৫২ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭।

২১৬. Henry Lucus, op.cit., P. 86 ; Civilization Past and Present, P. 79 ; James Henry Breasted, op.cit., P. 223 ; Will Durant, op.cit., Vol. 1, P. 304-305 .

২১৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৩।

২১৮. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৪-৩৪৮ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭-৫৯ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭-৩৮ ; Henry Lucus, op.cit., P. 86 ; Will Durant, op.cit., Vol. 1, P. 306 ; James Henry Breasted, op.cit., P. 223-224 ; Civilization Past and Present, P. 79 .

২১৯. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৪-৩৪৮; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭-৫৯।

২২০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৯-৩৫০; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯ ; Will Durant, op.cit., Vol. 1, P. 306.

২২১. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৭।

২২২. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা ঃ ১০২, তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৬ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৭।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় সুলাইমান ছিলেন নবী চরিত্রের অধিকারী ও সুদক্ষ শাসক।[২২৩] হযরত সুলাইমানের মৃত্যুর পর তাঁর দুর্বল উত্তরাধিকারীগণ সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করতে পারেননি। সুলাইমানের পুত্র রাহবুয়ামের সতের বছর রাজত্বকালের শেষদিকে সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ ও বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং ফিলিস্তিন সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে উত্তরাঞ্চলে বনূ আমীনের নেতৃত্বে ইসরাঈল রাজ্য এবং দক্ষিণাঞ্চল (জেরুজালেম) সুলাইমানের পৌত্র আবইয়ারের নেতৃত্বে ইসরাঈলীদের ইয়াহূদী রাজ্যে পরিণত হয়।[২২৪] ইয়াহূদী রাজ্যকে আধুনিক ইতিহাসে 'জুডা রাজ্য' বলে অভিহিত করা হয়েছে।[২২৫]

প্রায় দুইশত বছর পর খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে অ্যাসিরীয়দের হাতে ইসরাঈল রাজ্যের পতন ঘটলেও সুলাইমানের উত্তরাধিকারীদের অধীনে জুডা রাজ্য তখনও স্থায়ী ছিল।[২২৬] এ সময় ব্যাবিলনের সম্রাট ছিলেন বখতে নাসর বা নেবুকাদ নেজার (৬০৪-৫৬১ খ্রীস্টপূর্বাব্দ)।[২২৭]

তিনি সসৈন্য জেরুজালেমে উপনীত হলে সুলাইমানের উত্তরাধিকারী ইয়াহূদী শাসকের সাথে তাঁর একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধির শর্তানুযায়ী কর প্রদানের বিনিময়ে ইয়াহূদী শাসক জেরুজালেম শাসন করবেন এবং বখতে নাসরের একজন প্রতিনিধি বা সেনাধ্যক্ষ সেখানে অবস্থান করবেন। কিন্তু কিছুদিন পর ঐ সেনাধ্যক্ষ একজন ইয়াহূদী কর্তৃক নিহত হন। বখতে নাসর এ সংবাদ পেয়ে জেরুজালেম আক্রমণ করেন। এ আক্রমণে বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস হয় এবং ইসরাঈলীদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। যে সব ইয়াহূদী বনূ ইসরাঈল এ হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পায় তাদেরকে বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে আসা হয় এবং কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। বখতে নাসরের জীবদ্দশায় তারা মুক্তি পায়নি।[২২৮] ফলে জেরুজালেম জনশূণ্য

---

২২৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৪-৩৪৫; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭-৫৯ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭-৩৮।

২২৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৭।

২২৫. Civilization Past and Present, P. 80 ; James Henry Breasted, op.cit., P. 225.

২২৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮২।

২২৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৭ ; Will Durant, op.cit., Vol. 1, P. 321-322 ; Henry S. Lucus, op.cit., P. 87 ; Civilization Past and Present, P. 80 ; James Henry Breasted, op.cit., P. 251.

২২৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮২-৩৮৩ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭-৫৮ ; Will Durant, op.cit., P. 321-322 ; James Henry Breasted, op.cit., P. 231.

www.pathagar.com

হয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এ সময় হযরত আরমিয়া (আ.) নবী হিসেবে এ অঞ্চলে প্রেরিত হন। এই ধ্বংসস্তূপে জেরুজালেম আবার কিভাবে জনবসতিপূর্ণ ও আবাদী হয়ে উঠবে, এ বিষয়ে তাঁর (আরমিয়া) মনে বিস্ময়ের উদ্রেক হলে আল্লাহ্ তাঁকে একশ বছর মৃত অবস্থায় রাখেন। নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ার পর তিনি অনুভব করেন যে, তিনি মাত্র দিনের কিংয়দংশ ঘুমিয়েছেন এবং দেখতে পান জেরুজালেম জনবসতিপূর্ণ সমৃদ্ধশালী নগরীতে রূপান্তরিত হয়েছে।[২২৯] কারণ এর মধ্যে বখতে নাসরের মৃত্যু হয়েছে এবং উক্ত ভূখণ্ড পারস্য সম্রাট বাসতাসাব ও তার পুত্র লাহারাসাবের নিয়ন্ত্রণে এসেছে।[২৩০] এরপর ব্যাবিলনে পারস্য সম্রাট সাইরাসের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সাইরাস বাবেলের কারাগার থেকে বনূ ইসরাঈলদেরকে মুক্তি দেন এবং তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে জেরুজালেম পুনর্গঠিত হয়।[২৩১]

গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার (ইসকান্দার) কর্তৃক ৩৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্যালেস্টাইন বিজিত হলে পারসিক আধিপত্য বিনষ্ট হয় এবং গ্রীকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৩২] গ্রীকদের পতনের পর রোমানগণ প্যালেস্টাইন অধিকার করে। রোমান সম্রাট আসফাস ইয়ানুস তাঁর পুত্র তাসূসকে চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেমের শাসনকর্তা হিসেবে প্রেরণ করেন। হযরত ঈসা (আ.)-কে নির্যাতন ও হত্যা করার অপরাধে তাসূস রাগান্বিত হয়ে ইসরাঈলীদেরকে হত্যা করেন এবং জেরুজালেম ধ্বংস করেন।[২৩৩] এরপর প্যালেস্টইনে ইয়াহূদী রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

মিসর ও ব্যাবিলনের ন্যায় প্রাচীন কালে প্যালেস্টাইনেও মানব সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। প্যালেস্টাইনের ইসরাঈলীগণ তাওহীদবাদী হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসারী হলেও বিভিন্ন সময় তাদের মধ্যে সূর্য উপাসনা মূর্তি পূজা এবং গো-বৎস পূজার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।[২৩৪] জেহোবা ছিল তাদের স্রষ্টা বা উপাস্য।[২৩৫] কিন্তু কালক্রমে তাদের অনেকেই বা'ল নামক একটি স্ত্রী মূর্তির উপাসনা শুরু করে। তাদের হিদায়তের জন্য হযরত ইল্য়াস (আ.)-এর আবির্ভাব ঘটে।[২৩৬] তাঁর

---

২২৯. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা ঃ ২৫৯ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৪, ৩৯৪-৩৯৫।
২৩০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৩-৩৯৪।
২৩১. আল-তাবারী সাইরাসকে কাইরাস বলে উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্য- প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৬-৩৮৭।
২৩২. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬২ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা সমূহ ; Will Durant, op.cit., P. 348-350.
২৩৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৫-৪৩৬।
২৩৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০০।
২৩৫. Will Durant, op.cit., Vol. 1, P. 309-312 ; Henry S. Lucus, op.cit., P. 89 : James Henry Breasted, op.cit., P. 229.
২৩৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৫।

www.pathagar.com

আহ্বানে সাড়া না দেওয়ার কারণে তাঁদের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ হয়। হযরত ঈসা (আ.) প্যালেস্টাইনে একত্ববাদ প্রচার করেন। অথচ তাঁর তিরোধানের পর তাঁর উপর অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থে তাওহীদবাদের স্পষ্ট আহ্বান থাকা সত্ত্বেও তা পরিবর্তিত হয়ে ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টধর্মের রূপ লাভ করে।[২৩৭]

জ্ঞান-বিজ্ঞানে এবং স্থাপত্য শিল্পে প্যালেস্টাইনীদের অবদান নগণ্য নয়। হযরত দাউদ (আ.)-এর সময় সর্বপ্রথম অত্যাধুনিক লৌহ নির্মিত যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহৃত হয়। তিনি নিজ হাতে এসব অস্ত্র সস্ত্র তৈরী করতেন।[২৩৮] হযরত দাউদ (আ.) জেরুজালেমের বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ শুরু করেন এবং হযরত সুলাইমান (আ.) তা সম্পন্ন করেন।[২৩৯] সুলাইমান কর্তৃক নির্মিত সুরম্য ও সুসজ্জিত প্রাসাদ প্রত্যক্ষ করে রাণী বিলকিস বিস্মিত হন।[২৪০] এটি সুলাইমানের স্থাপত্য প্রীতির সাক্ষ্য বহন করে।

পারস্য

প্রাচীন সভ্যতার দেশ পারস্য। এদেশের প্রাচীনতম শাসকদের মধ্যে আযদাহাক বা দাহাক ছিলেন অন্যতম। তিনি পারস্য, ব্যাবিল, ইয়ামন ও আরব সহ বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।[২৪১] এসব দেশের শাসকবর্গের ইতিহাস বর্ণনা করার সময় দাহাক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন পারস্যে মানুশাহর নামে একজন শাসক সম্পর্কে জানা যায়। আল-ইয়াকূবী তাঁকে মানুজাহর নামে অভিহিত করেছেন।[২৪২] তাঁর পিতামহ আফরিজুন একজন খ্যাতি সম্পন্ন শাসক ছিলেন। কোন কোন আরব ঐতিহাসিকের মতে, তিনি ছিলেন যুলকারনাইন যিনি ইয়াজূজ ও মাজূজের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন।[২৪৩] পিতামহের মৃত্যুর পর মানুশাহর পারস্য সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হন। তিনি প্রতিরক্ষা যুদ্ধে সর্বপ্রথম পরিখা নির্মাণের কৌশল উদ্ভাবন করেন। তাঁর সময় যুদ্ধে তীর ধনুকের ব্যবহার যথেষ্ট প্রসার ঘটে। এসব সৎগুণ থাকা সত্ত্বেও আল-তাবারীর বর্ণনা অনুসারে মানুশাহর একজন অত্যাচারী শাসক বলে মনে হয়। তাঁর ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে

২৩৭. Will Durant, op.cit., Vol. 1, P. 319-320.
২৩৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৩।
২৩৯. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৩।
২৪০. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৬-৩৫০।
২৪১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৩; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮।
২৪২. আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮।
২৪৩. আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫।

www.pathagar.com

জনগণ দুঃখ-দুর্দশায় নিঃপতিত হয়। জনগণ তাদের সহযোগিতা প্রত্যাহার করে এবং সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী কিছু এলাকা তূর্কীদের অধীনে চলে যায়।[২৪৪] মানুশাহরের রাজত্বের সুস্পষ্ট সময়কাল উল্লেখিত হয়নি। তবে তাঁর সময়ে মিসরে হযরত মূসা (আ.)-এর আবির্ভাব ঘটেছিল।[২৪৫] হযরত মূসা (আ.)-এর সময়কাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০ অব্দ। সুতরাং খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০ অব্দে মানুশাহর বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন বলে অনুমিত হয়।

মানুশাহর যখন সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে যুদ্ধে লিপ্ত হন তখন ফিরাসিয়াত নামক একজন পরাক্রমশালী শাসক পারস্য অধিকার করেন।[২৪৬] ফিরাসিয়াতের লোমহর্ষক নির্যাতন, হত্যা ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে জনজীবন দূর্বিসহ হয়ে পড়ে। তিনি ব্যাবিলন এবং খানারিশ শহর ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেন এবং জনজীবনে দুঃখ-দূর্দশা সৃষ্টি করার জন্য নদী-নালা, পয়ঃপ্রণালী ভরাট করে ফেলেন। ফলে সাম্রাজ্যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়।[২৪৭] পারসিকগণ অত্যাচারী ফিরাসিয়াতের পতন কামনা করে এবং তূর্কী বংশোদ্ভূত জও ইব্ন তাহমাসিবকে পারস্য বিজয়ে সহায়তা করে। জও ইব্ন তাহমাসিব কর্তৃক পারস্য বিজিত হলে নির্যাতিত পারসিকগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। জও ইব্ন তাহমাসিব ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যাবিল ও খানারিশ পুনর্গঠন ও পূনঃনির্মাণ করে পারস্য সাম্রাজ্যকে প্রাচুর্যমণ্ডিত করে তোলেন।[২৪৮]

জও ইব্ন তাহমাসিবের পরবর্তী শক্তিশালী শাসক কায়কোবায ছিলেন পারস্য বংশোদ্ভূত। তাঁর ক্ষমতা দখলের ফলে পারস্য সাম্রাজ্য বৈদেশিক আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়। সূক্ষ্মদর্শী কায়কোবায তুরস্কের প্রভাবশালী নেতা তাদরিসিয়ার কন্যা কারতাককে বিয়ে করে প্রতিবেশী রাজ্যের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। এ সময় বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি চরম শিখরে পৌঁছে।[২৪৯] যুদ্ধে তাঁর অসামান্য সাফল্য এবং নগর প্রতিষ্ঠা ও অট্টালিকা নির্মাণে তাঁর তৎপরতা ছিল ক্ষীপ্রতর ও আকস্মিক। এ কারণে বলা হতো যে, সম্ভবত হযরত সুলাইমান (আ.) এর মত অশরীরী জীব (জিন্) তাঁর অনুগত ছিল। এই নির্মাণ কার্যে তারা

২৪৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৫-২৬৬।
২৪৫. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৬-২৬৭।
২৪৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৯; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭।
২৪৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৯।
২৪৮. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২১ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮।
২৪৯. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২১-৩২২; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬।

www.pathagar.com

কায়কোবাযকে সাহায্য করতো। কিন্তু রাজত্বের শেষ দিকে তাঁর কর্মতৎপরতা ও সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে বিশাল সাম্রাজ্যের কিছু অংশ তাঁর হস্তচ্যুত হয় এবং তিনি ইয়ামনীয় শাসক যুল আযআরের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। যুল, আযআর কায়কোবাযকে বন্দী করে ইয়ামনের কারাগারে নিক্ষেপ করেন, এবং সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।[২৫০] মহান কায়কোবাযের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের আমলে সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহ পারস্য সাম্রাজ্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাঁর পৌত্র কায়কাউস, কায়কাউসের পুত্র সাইয়াখুস এবং পৌত্র কায়খসরুর শাসনামলের পর পারস্য সাম্রাজ্যের গৌরব স্তিমিত হয়ে আসে।[২৫১]

খ্রিস্টপূর্ব ৫৫৯-৫২৯ অব্দে পারস্যে সম্রাট সাইরাসের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সাইরাস ছিলেন সমকালীন বিশ্বের একজন পরাক্রমশালী নরপতি। তাঁর আমলে পারস্য এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।[২৫২] সাইরাসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আখশুওয়ারিশ পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন।[২৫৩] ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের নিকট সাইরাসের পুত্র ক্যামবিসেস (৫২৯-৫২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) বলে অভিহিত।[২৫৪] সম্রাট আখশুওয়ারিশের সময় পারস্যের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় অক্ষুন্ন থাকে। পরবর্তী শাসক দারিউস (৫২২-৪৮৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) তাঁর রাজত্বের বেশীর ভাগ সময় গ্রীকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। তথাপিও তিনি জনকল্যাণমূলক সংস্কারের মাধ্যমে পারস্য সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন।[২৫৫] সম্রাট তৃতীয় দারিউসের রাজত্বকালে খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০ অব্দে গ্রীক বীর ইস্‌কান্দার পারস্য অধিকার করেন। দারিউস গ্রীকদের হাতে নিহন হন।[২৫৬] গ্রীক বীর

---

২৫০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৭-৩৬০ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬।

২৫১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬১; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮।

২৫২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৬-৩৮৭ ; Will Durant, op.cit., Vol. 1, P. 352-353 ; Cililization Past and Present, PP. 85-86 ; E. G. Browne, op.cit., Vol. 1, PP. 91-92 ; W.G. De Burgh, op.cit., Vol. 1, P. 42.

২৫৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৬-৩৮৭।

২৫৪. Will Durant, op.cit., Vol. 1, P. 353-354 ; W.G. De Burgh, op.cit., Vol. 1, P. 42 ; E. G. Browne, op.cit., Vol. 1, PP. 92.

২৫৫. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৬ ; Will Durant, op.cit., Vol. 1, P. 354-355 ; Cililization Past and Present, PP. 86 E. G. Browne, op.cit., Vol. 1, PP. 92-94.

২৫৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৪-৪১৫ ; E. G. Browne, op.cit., Vol. 1, PP. 91 ; James Henry Breasted, op.cit., P. 496.

www.pathagar.com

ইস্‌কান্দার ইতিহাসে 'আলেকজাণ্ডার' নামে পরিচিত।[২৫৭] ২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পার্থিয়ানরা পারস্যের ক্ষমতা দখল করলেও তাদের শাসন দীর্ঘ স্থায়ী হয়নি। ২২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আরদাশির ইব্‌ন বাবেক শাহ কর্তৃক পারস্য অধিকৃত হলে বিখ্যাত সাসানী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৫৮] আল-তাবারী (র.) ধারাবাহিকভাবে সাসানী শাসকদের ইতিহাস আলোচনা করেছেন।

আরদাশির (২২৬-২৪০ খ্রি.) ছিলেন নির্ভীক ও বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী এবং প্রজা হিতৈষী শাসক। তিনি ছিলেন পারস্যের জন্য আর্শিবাদ স্বরূপ।[২৫৯] তাঁর পুত্র সাবুর (২৪০-২৭৯ খ্রি.) পিতার ন্যায় সুশাসক ছিলেন।[২৬০] সাবুরের পুত্র হারমুয ছিলেন সাসানী বংশের যোগ্য শাসকদের অন্যতম। হারমুয তাঁর দাদা আরদাশিরের ন্যায় সুঠাম দেহী ও বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আরদাশির জ্যোতিষীগণ কর্তৃক অবগত হন যে, মিহরাকের রক্তের সংগে সম্পৃক্ত একজন ব্যক্তির সাসানীয় সিংহাসন অধিকার করবে। এর প্রতিকার হিসেবে তিনি মিহরাককে হত্যা করেন। অথচ তাঁর অজ্ঞাতে স্বীয় পুত্র সাবুরের সাথে মিহরাকের কন্যার বিয়ে হয়। হারমুযই ছিলেন মিহরাকের কন্যার সন্তান এবং আরদাশিরের পৌত্র। হারমুয যৌবনপ্রাপ্ত হলে খুরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। সাম্রাজ্যের লোভ না থাকলেও পিতা সাবুরের মৃত্যুর পর তিনি বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের অধিকারী হন।[২৬১] হারমুযের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বাহরাম (২৭৩-২৭৬ খ্রি.)[২৬২] এবং বাহরামের পুত্র নারসী, নারসীর পর তার পুত্র দ্বিতীয় হারমুয পারস্য শাসন করেন।[২৬৩]

দ্বিতীয় হারমুযের শাসনের প্রথম দিকে তাঁর রুঢ় আচরণে সভাসদবর্গ ও জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। পরিস্থিতি উপলব্ধি করে হারমুয কঠোরতা পরিহার করেন এবং বিনয়ী ও প্রজাহিতৈষী শাসক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি নগর

---

২৫৭. Will Durant, op.cit., Vol. 1, P. 383-384 ; James Henry Breasted, op.cit., P. 494-496; W. G. De Burgh, op.cit., Vol. 1, PP. 41-43.

২৫৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৬-৪৭৮।

২৫৯. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৬-৪৭৮; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৯ : ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২-৬৩।

২৬০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৬; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৯ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩।

২৬১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৬; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬১ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩।

২৬২. E. G. Browne, op.cit., Vol. 1, P. 158.

২৬৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৭-৪৮৯; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬১ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩।

www.pathagar.com

নির্মাতা এবং সুবিচারক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।[২৬৪] মৃত্যুর সময় তিনি অন্তঃসত্তা স্ত্রীর গর্ভের সন্তানকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। মনোনয়ন অনুযায়ী দ্বিতীয় হারমুযের পুত্র যুল আকতাফ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দ্বিতীয় সাবুর নামে পরিচিত।[২৬৫] দ্বিতীয় সাবুরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র তৃতীয় সাবুর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। অতঃপর দ্বিতীয় বাহরাম, ইয়াযদগিরদ, বাহরামজুর, ফিরূয, বালাশ, কুবায ও কিসরা নওশিরওয়ান পারস্য শাসন করেন।[২৬৬]

কিস্‌রা নওশিরওয়ান (মৃত্যু ৫২৮ অথবা ৫২৯ খ্রি.) ছিলেন পারস্যের সাসানী রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। তাঁর আমলে পারস্যে সাম্রাজ্য উন্নতি ও সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে। তিনি আযারবাইজানের প্রদেশপাল সহ চারজন প্রদেশ পালকে হুশিয়ারীপত্র প্রদানের মাধ্যমে তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি খর্ব করেন। এতে মনে হয় যে, তাঁর ক্ষমতা লাভের পূর্বে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি জুরাদস্‌ত ইব্‌ন খুরকান কর্তৃক প্রচারিত জরথ্রুষ্ট নামক ধর্মমতাবলম্বীদের দৌরাত্ম্য দমন করেন। শাসন কার্যেও সুবিধার জন্য তিনি সম্রাজ্যকে বিভিন্ন ইসবাহবাজে (প্রদেশ) বিভক্ত করেন এবং সাম্রাজ্যে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করেন।[২৬৭]

কিস্‌রা নওশিরওয়ানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র তৃতীয় হারমুয এবং তৃতীয় হারমুযের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কিস্‌রা 'আবারবিয' (ابرويز) সাসানীয় সিংহাসনে বসেন। তিনি 'খসরু পারভেয' নামে পরিচিত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে পারস্য সম্রাট খসরু পারভেযের নিকট পত্রসহ দূত পাঠান।[২৬৮] এই ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর দূত ও পত্রকে অসম্মান করে

---

২৬৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৯; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬১ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩।

২৬৫. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯০-৪৯৪; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬১-১৬২।

২৬৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৬-৫২৫; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯-২৯২; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬২-১৬৪ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩-৬৬।

২৬৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২৫-৫২৮; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৪-১৬৫ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬-৬৮ ; E. G. Browne, op.cit., P. 137.

২৬৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৬-৬১২ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-১৬৯ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০ ; E. G. Browne, op.cit., P. 135.

www.pathagar.com

ঔদ্ধত্য আচরণ প্রদর্শন করেন। এই ঔদ্ধত্যের ফল তাকে ভোগ করতে হয়েছিল। খসরু পারভেযের পর পারস্য সাম্রাজ্য ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ৬৫২ খ্রিস্টাব্দ আরব মুসলমানদের নিকট পারস্য সাম্রাজ্য ও সাসানী-রাজবংশের পতন ঘটে।

প্রাচীন পারসিকগণ জরথ্রষ্টবাদে বিশ্বাসী ছিল। জুরদুস্ত ইব্ন খুরকান ছিলেন অগ্নি উপাসক। তিনি জরথ্রষ্ট নামক ধর্মীয় মতবাদ প্রচার করেন। পারসিকগণ জরথ্রষ্টবাদে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।[২৬৯] ধর্মমতটি মানুষকে সংসার ও সম্পদ ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে। কিস্‌রা নওশিরওয়ান জরথ্রষ্ট মতবাদের অনুসারী সংসার ত্যাগীদের উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেন। পরকাল ও স্বর্গ-নরক সম্বন্ধে জরথ্রষ্টবাদীদের অটল বিশ্বাস ছিল। ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ-শান্তির ও সাফল্যের জন্য তারা কল্যাণ ও অকল্যাণের দেবতার উপাসনা করতো। এছাড়া শক্তির দেবতা হিসেবে তারা আগুনের পূজা করতো।[২৭০]

---

২৬৯. Will Durant, op.cit., Vol. 1, P. 164.

২৭০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২৫-৫২৬।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক ঃ বিষয় পর্যালোচনা (ইসলামী যুগ) মহানবী (সা.) ও খুলাফা রাশিদূন

মহানবী (সা.)

পবিত্র কুরআন, হাদীস, সীরাহ্-মাগাযী ও প্রাথমিক যুগের ইতিহাস গ্রন্থসমূহে মহানবী (সা.)-এর চরিত ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। যে সব চরিতকার ও ঐতিহাসিক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের যাবতীয় ঘটনা ও কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী (র.) তাঁদের অন্যতম। তাঁর আলোচিত রাসূল (সা.)-এর জীবন চরিত ও বিশ্ব ইতিহাস প্রামাণ্য ও তথ্য নির্ভর।[১] আল-তাবারীর বর্ণনার উপর ভিত্তি করে মহানবী (সা.)-এর সামগ্রিক জীবন সংক্ষিপ্তভাবে মুবতাদা, মাব'আস ও মাগাযী এই তিনটি শিরোনামে পর্যালোচনা করা যায়।

মুবতাদা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আরবের মক্কা নগরীর কুরাইশ বংশের হাশিমী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পুত্র হযরত

১. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী, তারীখ আল-রসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, সম্পাদনা, M. J. De Goeje (লাইডেন ঃ ই. জে. ব্রিল, ১৮৭৯-১৯০১), পৃ. ৫-৭ ; আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী, তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, (কায়রো ঃ মাকতাবা'আত আল ইসতিকামাহ, ১৩৫৭), পৃ. ৫-৬ ; Encyclopaedia Americana, Vol. 26 (Danbury : International Head Quarter, 1829), P. 204 ; (Henceforth the Source is referred to as E A) ; মুহাম্মদ ইয়াহিয়া, 'আরবূ কী তারীখ নুবিশী', আল মা'আরিফ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, লাহোর, ডিসেম্বর, ১৯৮৬, পৃ. ৬৩-৬৪ ; M. S. Khan "Medieval Arabic Historiography", Islamic Culture, Hyderabad, April, 1960, PP. 143-144.

www.pathagar.com

ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর। আল-তাবারী (র.) তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ হতে হযরত ইব্রাহীম (আ.) পর্যন্ত বংশক্রম সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছেন।[২] মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (শায়বাহ) ইব্ন হাশিম হতে মা'আদ ইব্ন আদনান পর্যন্ত বংশ তালিকায় নাম সম্বন্ধে অধিকাংশ বর্ণনা সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৩] কিন্তু আদনান হতে হযরত ইব্রাহীম (আ.) পর্যন্ত বংশ তালিকায় নামসমূহের সংখ্যা সম্বন্ধে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন বর্ণনায় আদনান হতে হযরত ইব্রাহীম (আ.) পর্যন্ত সাত থেকে নয় পুরুষের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।[৪] এটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার পরিপন্থী বলে অনুমিত হয়। কারণ আদনান ও হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মধ্যে সাত কিংবা নয় পুরুষ অপেক্ষা দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান ছিল। এজন্য আল-তাবারী (র.) তা সমর্থন করেননি। তিনি আদনান থেকে হযরত ইব্রাহীম (আ.) পর্যন্ত বংশ পরিক্রমায় চল্লিশ পুরুষের নাম উল্লেখ করেছেন।[৫] ইব্ন সা'দ ও আবূল-ফিদা এই মতকে সমর্থন করেছেন।[৬]

রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখ[৭] সোমবার সুব্হ সাদিকের সময় মাতা আমিনার গর্ভ হতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ভূমিষ্ঠ হন।[৮] আল-তাবারী (র.) তাঁর

---

২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২-৩২।

৩. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮ ; ইব্ন সা'দ আল-তাবাকাত আল-কুবরা, ১ম খণ্ড, (বৈরূত ঃ দার সদর লি তাবা'আত ওয়া আল-নাশর, ১৩৭৬ হি.), পৃ. ৫৬-৫৭ ; ইব্ন হিশাম, আল-সীরাত আল-নববীয়াহ, ১ম খণ্ড, (মিসর ঃ শারকাহ মাকতাবাত ওয়া মাতবা'আহ মুসতফা আল-বাব আল-হালাবী ওয়া আওলাদুহু ১৩৭৫ হি.), পৃ. ৫-৬; আল-ইয়াকূবী, তারীখ আল-ইয়াকূবী, ২য় খণ্ড, (বৈরূত ঃ দার আল-সদর লি তাবা'আত ওয়া আল-নাশর, ১৩৭৯ হি.), পৃ. ১১৮-১১৯ ; ইব্ন কুতাইবা, আল-মা'আরিফ (মিসর ঃ আল-মাতবা'আহ আল-ইসতিকামাহ, ১৩৫৩ হি.), পৃ. ৫১ ; আবূ আল-ফিদা, কিতাব আল-মুখতাসার ফী আখবার আল-বাশার, ২য় খণ্ড (বৈরূত ঃ দার আল-কিতাব আল-লিবানানীয়াহ, তা. বি.), পৃ. ৮।

৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮ ; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬-৫৭; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮।

৫. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮-২৯ ; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮।

৬. ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬-৫৯; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮ ; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, ১ম খণ্ড, সম্পাদনা, মহিউদ্দিন খান (ঢাকা ঃ প্যারাডাইস লাইব্রেরী, ১৯৭৪), পৃ. ১৫২-১৫৩।

৭. আল-তাবারী রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখের উপর বেশী গুরত্ব দিয়েছেন। মিসরীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ মাহমুদ পাশা ফালাকী গাণিতিক যুক্তিতে প্রমাণ করেছেন যে, রবিউল-আউয়াল মাসের নয় তারিখ সোমবার মুতাবিক ইংরেজী ২০ এপ্রিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (সা.)-এর জন্ম হয়। কারো কারো অভিমত যে, রবিউল-আউয়াল মাসের আট তারিখ হতে বার তারিখের মধ্যে যে কোন একদিন সোমবার তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দ্রষ্টব্য-আব্দুল-হক মুহাদ্দিস দেহলবী, মাদারিজ আল-নবুওয়াত, ২য় খণ্ড, উর্দু অনুবাদ, গোলাম মুঈন উদ্দীন নঈমী (করাচী ঃ মদীনা পাবলিকেশন কম্পানী, তা. বি.), পৃ. ২০, (এখন থেকে এই উৎসটি সংক্ষেপে মাদারিজ ব্যবহৃত হবে), আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ

www.pathagar.com

জন্মের খ্রিস্টীয় সন উল্লেখ করেননি। হিজরী সন গণনার পূর্বে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে বছরে সংঘটিত কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে তার জন্মের বছর হিসেবে মনে রাখা হত। এই নিয়ম অনুসারে তাঁর জন্মের বছর গণনা করা হয়। মহানবী (সা.)-এর জন্মের বছর ইয়ামনের শাসক আবরাহা পবিত্র কা'বা ধ্বংস করার লক্ষ্যে হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কা আক্রমণ করেছিল।[৮] বর্ষপঞ্জী গণনা অনুযায়ী এবং গাণিতিক হিসেবে হস্তীর যুগের বছর ৫৭০ অথবা ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম হয়।[১০]

আরবের কুলীন ও অভিজাত শহরবাসীগণ তাদের ভূমিষ্ঠ সন্তানকে দুধদানের জন্য মরভূমির বসবাসকারী গোত্রের ধাত্রীদের নিকট অর্পণ করতো। শিশু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ক্ষেত্রে এই রীতি ব্যতিক্রম ঘটেনি। বনূ সা'দ গোত্রের হালীমা নাম্নী একজন মহিলার নিকট তাঁকে অর্পণ করা হয়।[১১] তিনি মাতা হালীমার নিকট থাকাকালীন সময়ে বনূ সা'দ গোত্রের বিশুদ্ধ ও সাবলীল আরবী ভাষা রপ্ত করে ফেলেন। প্রাক ইসলাম যুগের এই প্রথা পরবর্তী সময়ে অনুসৃত হয়েছে। এমনকি উমাইয়া শাসকদের মধ্যেও এ প্রথা চালু ছিল। দামিশ্কের উমাইয়া খলীফাদের শিশু-সন্তানগণ মরভূমির বেদুঈন পরিবারে লালিত-পালিত হত। কোন কারণ বশত ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক এই সুযোগ হতে বঞ্চিত হন। সে কারণে তিনি বিশুদ্ধ আরবীতে বক্তব্য পেশ করতে পারতেন না বলে উল্লেখ আছে।[১২]

বকর আল-খাতীব আল-কুসতুলানী, আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নীয়াহ, ১ম খণ্ড, উর্দু অনুবাদ, মুহাম্মদ আবদুল-জাব্বার খান (করাচী ঃ মুহাম্মদ আলী কারখানা ইসলামী কুতুব, তা. বি.), পৃ. ১৫২ (এখন থেকে এই উৎসটি সংক্ষেপে 'আল-মাওয়াহিব' ব্যবহৃত হবে)।

৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮-২৯ ; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০০-১০১ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫ ; ওসমান গণী, মহানবী (সা.) (কলিকাতা ঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৮৮), পৃ. ১০৩।

৯. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭১ ; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০০-১০১; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮-১৫৯ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫ ; A Guillaume The life of Muhammad (London : Oxford University Press, 1968), P. 69.

১০. শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৩ ; ওসমান গনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩ ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯২।

১১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭৩-৫৭৪ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬০ ; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯ ; আবদুল-খালেক, সাইয়েদুল মুরসালীন, ১ম খণ্ড (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯০) পৃ. ৩৯-৪০; A Guillaume. op.cit., P. 70 ; Montgomery Watt, Muhammad at Mecca (Oxford: The Clarendon Press , 1953), P. 33.

১২. ইব্ন আল-আসার, আল-কামিল ফী আল-তারীখ, ৫ম খণ্ড, (কায়রো, ১৩০১ হি.), পৃ. ৬ ; শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৪।

www.pathagar.com

মাতৃগর্ভে থাকাকালে তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্‌র মৃত্যু হয়। ছয় বছর বয়সের সময় তিনি মাতাকে হারিয়ে প্রকৃত ইয়াতীম হয়ে পড়েন। আট বছর বয়সের সময় তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব মৃত্যুবরণ করেন।[১৩] আল-তাবারী (র.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাল্য জীবনের এসব বিয়োগান্ত ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। শেষ আশ্রয় স্থল চাচা আবূ তালিব তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আবদুল মুত্তালিবের দশটি পুত্র সন্তানের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পিতা আবদুল্লাহ্ এবং আবূ তালিব ছিলেন একই মায়ের গর্ভজাত। এ কারণে আবূ তালিব তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শিশু মুহাম্মদকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।[১৪]

আসমানী কিতাব তাওরাত ও ইনজীলে শেষ নবীর আগমনের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল।[১৫] এতে শেষ নবী মুহাম্মদ বা আহ্‌মাদ (সা.)-এর চরিত্র, দৈহিক গঠন, বংশক্রম ও পারিবারিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হয়েছিল। চাচা আবূ তালিবের সাথে বাণিজ্য উপলক্ষে বালক মুহাম্মদ সিরিয়ার বুসরা শহরে উপনীত হলে খ্রিস্টান পাদরী বুহায়রা তা সনাক্ত করেন। তাওরাত ও ইনজীলে মহানবী (সা.)-এর অবয়ব ও শামাইলের যে বিবরণ আছে তার মিল লক্ষ্য করে সত্য যাচাই করার উদ্দেশ্যে বুহায়রা আবূ তালিবকে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন। বালক মুহাম্মদের পিতৃ পরিচয় জানতে চাইলে আবূ তালিব তাঁকে নিজের সন্তান বলে পরিচয় দেন। এ ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করলে আবূ তালিব আপন ভ্রাতুষ্পুত্র হিসেবে তাঁর পরিচয় প্রদান করেন এবং তাঁর পিতা-মাতা বেঁচে নেই বলে জানান। এসব খোঁজ খবরের পর তিনি বালক মুহাম্মদকে তাওরাত ও ইন্‌জীলের প্রতিশ্রুত শেষ নবী বলে অভিমত ব্যক্ত করেন এবং আবূ তালিবকে তাঁর নিরাপত্তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার পরামর্শ দেন।[১৬]

আল-তাবারী (র.) একজন দক্ষ শিল্পীর ন্যায় মুহাম্মদ (সা.)-এর শৈশবের চারিত্রিক গুণাবলী উপস্থাপন করেছেন। শৈশবকাল হতেই তাঁর চরিত্রে মানবীয়

---

১৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭৯ ; ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮-১৬৯; ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯, ১১৬, ১১৮ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯, ১৩; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০ ; ইব্‌ন কাসীর, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৯ ; মাদারিজ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭ ; A Guillaume, op.cit., P. 73.

১৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২।

১৫. আল-কুরআন, সূরা সফ্‌ফ ঃ ৫।

১৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২-৩৩ ; ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮০-১৮২ ; ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯, ১২০-১২২ আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০ ; A Guillaume, op.cit., P.79-81.

www.pathagar.com

গুণাবলী কর্ষিত হয়েছিল। যুদ্ধ বিগ্রহ, লুট-তরাজ, হত্যা, অত্যাচার ও নিপীড়নকে ঘৃণা করেই ক্ষান্ত হননি, বরং এসবের প্রতিরোধকল্পে তিনি 'হিল্‌ফ আল-ফুযূল' নামে শান্তি পরিকল্পনার ব্যাপক কর্মসূচি মূলক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।[১৭] শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার সাথে সাথে তাঁর চরিত্রে সত্যবাদিতা, বিশুদ্ধতা ও আমানতদারীর যে স্ফুরণ ঘটেছিল তার জন্য তিনি আরবদের নিকট হতে 'আল-আমীন' উপাধি লাভ করেছিলেন। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হয়ে আরবের উচ্চ বংশীয়া বিপুল সম্পদের অধিকারিনী বিধবা হযরত খাদীজা (রা.) তাঁকে তাঁর ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন। বাণিজ্য কুশলতা, বিশ্বস্ততা ও সততায় মুগ্ধ হয়ে খাদীজা (রা.) তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। চাচা আবূ তালিবের সম্মতিতে চল্লিশ বছর বয়স্কা খাদীজার সাথে পঁচিশ বছর বয়স্ক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিণয় সূত্র স্থাপিত হলে তাঁদের পারিবারিক জীবন শুর হয়।[১৮]

মাব'আস

কুফর, শিরক ও পৌত্তলিকতার শিকড় উৎপাটন এবং তাওহীদ প্রতিষ্ঠার মহান ব্রত নিয়ে মহানবী (সা.) প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং জিহাদ করেছেন। আল্লামা তাবারী (র.) এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করে আলোচনা পেশ করেছেন। অরাজকতা, অনিয়ম ও পাপাচার নিরসনের উপায় উদ্ভাবন কল্পে মক্কা হতে তিন মাইল দূরে হেরা (حرا) পর্বত গুহায় তিনি তাহান্নুস (تحنث) পালন করতে থাকেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর দূত ফিরিশ্‌তা জিব্‌রাঈলের মারফত হেরা গুহায় তাঁর উপর সর্বপ্রথম ওয়াহী অবতীর্ণ করে তাঁকে নবুওয়াত ও রিসালত দান করেন। এ সময়ে তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর।[১৯] আল-তাবারী (র.) রাসূল (সা.)-এর উপর

---

১৭. ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত,১ম খণ্ড, পৃ.১২৬-১২৯ ;আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭ ; সাইয়েদুল মুরসালীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪।

১৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪-৩৬ ; ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭-১৮৯ ; ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯, ১৩১-১৩২ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০ ; ইবন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০-১১; মাদারিজ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩ ; হামিদ মাহমুদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মনসুর লিয়ামুদ, মুনতাকা আল-নুকূল (মক্কা ঃ রাবিতা আল-আলম আল-ইসলামী, ১৯৮২), পৃ. ১৩৬ ; আবূ আল-কাসিম আবদুর রহমান আল-সুহায়লী, রওয আল-উন্‌ফ, ১ম খণ্ড (বৈরূত ঃ দার আল-ফিকর, ১৯৮৯), পৃ. ২১৩ ; A Guillaume. op.cit., P. 82 ; Montgomery Watt, op.cit., P. 38.

১৯. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮-৫১ ; ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৫-২৩৬ ; ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৫ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২-১৩; মুনতাকা আল-নুকূল, পৃ. ১৭০ ; সফী আল-দীন আল-মুবারক পুরী, আল-রাহীক আল-মাখতূম (মক্কাঃ

www.pathagar.com

ওয়াহী অবতীর্ণ হওয়ার প্রকৃতি, পদ্ধতি ও ধারা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।[২০] দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে তার উপর যে ওয়াহী অবতীর্ণ হয় তার সমষ্টি হচ্ছে আল-কুরআন। মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আছে। প্রজ্ঞালব্ধ জ্ঞান প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। ঐশী জ্ঞান অভ্রান্ত ও অকাট্য। আল্লাহ্ হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সময়ে ওয়াহী প্রেরণের মাধ্যমে মানব জাতিকে দিক নির্দেশনা দান করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) রিসালতের এই ধারার পূর্ণতা দানকারী হিসেবে সর্বশেষ নবী ও রাসূল।[২১] খতমে নবুওয়াত সম্পর্কে আল-তাবারীর বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হলেও তা অত্যন্ত যুক্তিসম্মত ও তাৎপর্যপূর্ণ।[২২]

হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর জীবনে সংঘটিত ইস্‌রা-মি'রাজ[২৩] একটি বাস্তব ঘটনা। আল-তাবারী (র.) আনাস ইব্‌ন মালিকের একটি বর্ণনা পেশ করে বলেন যে, ফিরিশ্‌তা জিব্‌রাঈল (আ.) ও মিকাঈল (আ.) ইস্‌রা বা মি'রাজের আদেশ নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট প্রেরিত হন। মহানবী (সা.)-এর বক্ষ বিদারণ পূর্বক যমযম কূপের পানি দ্বারা পরিষ্কার করে তাঁরা তাঁর অন্তরকে ঈমান ও জ্ঞানরাশি দিয়ে পূর্ণ করেন।[২৪] অতঃপর এক রাতের মধ্যে তিনি বায়তুল্লাহ্ (কা'বা)

রাবিতা আল-আলম আল-ইসলামী, ১৯৮০), পৃ. ৭৪ (এখন থেকে এই উৎসটি সংক্ষেপে আল-রাহীক ব্যবহৃত হবে) ; আশরাফ আলী থানবী, নশর আল তীব ফী যিকর আল-নবী আল-হাবীব (বোম্বে ঃ মাকতাবাত আশরাফীয়াহ, তা. বি.), পৃ. ৪০।

২০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩-৫৫।

২১. আল-কুরআন, সূরা আহযাব ঃ ৪০ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৬-৪২৭।

২২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৬-৪২৭।

২৩. মক্কার কা'বা শরীফ হতে জের জালেমের বায়ত আল-মাকদাস পর্যন্ত রাত্রি ভ্রমণকে ইসরা' এবং সেখান থেকে মহান আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত লাভের জন্য উর্ধালোকে গমনকে মি'রাজ বলে। ইসরা ও মি'রাজ এক ও অভিন্ন ঘটনা। সাধারণ অর্থে উক্ত ঘটনাকে মি'রাজ বলা হয়েছে। নুবুওয়তের দশম বছরে ২৭শে রজব তারিখে ফিরিশ্‌তা জিবরাঈল (রা.) তাঁকে বুরাক নামক বেহেশতী দ্রুতযান যোগে বায়ত আল-মাকদাসে নিয়ে যান। এখানে তিনি দু'রাকা'আত নামায আদায় করেন এবং উল্লেখিত বাহনে উর্ধ্বলোকে গমন করেন। বিভিন্ন আকাশে পূর্ববর্তী কয়েকজন নবী-রসূলের সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। মি'রাজে মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর কথোপকথন হয়। এখানে মহানবী (সা.) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ প্রাপ্ত হন। দ্রষ্টব্য-তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪-৫৫ ; ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৬-৪০৭ ; ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৩-২১৫ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮-১৯।

২৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪ ; সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০ ; সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯২ ; আল-রাহীক, পৃ. ১৫৭ ; সনান আল-নাসায়ী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬ ; মুনতাকা আল-নুকূল, পৃ. ২১৮ ; মুহাম্মদ ইদরীস কান্দালভী, সীরাত আল-মুসতফা, ১ম খণ্ড, (দেওবন্দ ঃ ইরশাদ বুক ডিপো, তা. বি.), পৃ. ২৯০।

www.pathagar.com

থেকে বায়তুল-মাক্‌দাসে পৌঁছেন এবং সেখান হতে তিনি ঊর্ধ্বাকাশে গমন করেন।[২৫] রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মি'রাজ স্বপ্নযোগে অথবা সশরীরে সম্পন্ন হওয়া সম্পর্কে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আল-তাবারী বিষয়টির গভীরে না গিয়ে বর্ণনাকারীদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন।[২৬] ঊর্ধ্বলোক পরিভ্রমণের সময় আসমান সমূহে হযরত আদম (আ.), হযরত হারূন (আ.), হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে।[২৭] ইব্‌ন হিশাম তাঁর গ্রন্থে অনুরূপ একটি বর্ণনা পেশ করেছেন।[২৮] আল্লাহ্‌র সাথে রাসূল (সা.)-এর কথা বিনিময় হয় এবং সেখানে যে সব আদেশ লাভ করেন তার মধ্যে নামায অন্যতম।[২৯] মি'রাজের তারিখ সম্বন্ধে মতপার্থক্য দেখা যায়। ১৭ অথবা ২৭শে রবিউল আউয়াল, ১৭ই রবিউস্ সানী, ২৯শে রমযান, ২৯শে শাওয়াল, ১৭ অথবা ২৭শে রজব তিনি মি'রাজ গমন করেন।[৩০] অধিকাংশ চরিতকারের মতে তিনি নবুওয়াতের একাদশ বছরে, হিজরতের এক বছর পূর্বে ২৭শে রজব রাতে মি'রাজে গমন করেন।[৩১]

পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের ন্যায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে তীব্র বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন। কারণ ইসলাম গ্রহণ করলে স্বার্থান্বেষী পৌত্তলিকদের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, আভিজাত্যের গৌরব, অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং বাপ-দাদার চিরাচরিত ধর্ম চিরতরে বিনষ্ট হবে। কাজেই তারা প্রলোভন দেখিয়ে মুহাম্মদ (সা.)-কে এবং তাঁর অনুসারীদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্যুৎ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। এতে ব্যর্থ হয়ে পৌত্তলিক কুরাইশগণ তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার ঠাট্টা বিদ্রূপ, অত্যাচার নির্যাতন শুর করেছে। রাসূল (সা.)-এর নিকট আত্মীয়রাও তাঁর জীবন ও

---

২৫. আল-কুরআন, সূরা বনি-ইসরাইল ঃ ১ ;তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪; ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৭-৪০৮।

২৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪-৫৫।

২৭. সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯১-৯৩ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪ ; মুনতাকা আল-নুকূল, পৃ. ২২৩-২২৪ ; A. Guillaume, op.cit., P. 185.

২৮. ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৬-৪০৭।

২৯. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪; ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৭-৪০৮; ওসমান গণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।

৩০. সীরাত আল-মুস্‌তফা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৮ ; আলী ইব্‌ন বুরহান আল-দীন আল-হালাবী, সীরাত হালাবীয়াহ, ১ম খণ্ড, উর্দু অনুবাদ, মুহাম্মদ আসলাম কাসিমী (দেওবন্দ ঃ ইদারাহ কাসিমীয়াহ, ১৯৮৮), পৃ. ১১।

৩১. আল-মাওয়াহিব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৮ ; সীরাত আল-মুস্‌তফা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৮; সীরাত হালাবীয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১।

www.pathagar.com

ধর্মের প্রত্যক্ষ শত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৩২] কুরাইশদের অত্যাচার ও ষড়যন্ত্রে নবদীক্ষিত মুসলমানদের জীবন ও ধর্ম নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশে তাঁর কন্যা রকাইয়াসহ প্রথমে এগারজন পুরষ ও চারজন মহিলা এবং পরে তিরাশি জন মুসলমান আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান রাজা নাজ্জাশীর নিকট হিজরত করেন।[৩৩] মক্কার অবিশ্বাসী কুরাইশগণ ইসলাম গ্রহণ করেছে এমন এক সংবাদ পেয়ে আবিসিনিয়ায় অবস্থানরত অধিকাংশ মুসলমান মক্কা যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে তারা জানতে পারে যে অবিশ্বাসীরা ইসলাম গ্রহণ করেনি। ফলে কিছু লোক আবার আবিসিনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করে এবং কিছু লোক মক্কা গমন করে। তাদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ মহানবী (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ সূরা নাজমের শেষে সিজ্দায় মক্কার মুশরিক নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণের ঘটনা থেকে উদ্ভুত হয়েছিল এবং তা প্রচারিত হয়েছিল। আল্লামা তাবারী (র.) এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন।[৩৪]

ইসলামের প্রচার কার্য কুরাইশগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলেও তা ক্রমান্বয়ে মক্কার বাইরে প্রচারিত হতে থাকে। বিশেষ করে হজ্জের মৌসুমে ইয়াসরিব হতে আগত ব্যক্তিদের নিকট মহানবী (সা.) আকাবা নামক স্থানে অতি গোপনে ইসলামের বাণী উপস্থাপিত করেন। ইয়াসরিববাসীরা মহানবী (সা.)-এর আহবানে সাড়া দেয় এবং আল্লাহ্র তাওহীদে বিশ্বাসী হয়ে উঠে। তাঁরা ইয়াসরিবে রাসূল (সা.)-এর বাণী প্রচারেরও অংগীকার করে। ইতিহাসে এটি 'বাইয়াত আল-নিসা' বা শান্তির শপথ

---

৩২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২-৬৬ ; ওসমান গণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০-১৪১।

৩৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৮-৬৯ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২২ ; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৪-২০৭ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭-১৮ ; আল রাহীক, পৃ. ১০৬ ; সীরাত হালাবীয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫।

৩৪. আল্লাহ্ তা'আলা অবিশ্বাসীদের মনগড়া দেবতাগুলোর অসারতা ঘোষণা করে আয়াত অবতীর্ণ করেন। একদিন রাসূল (সা.) কল্পিত দেব-দেবীর অসারতা সম্পর্কে কুরআনে এই আয়াত পাঠ করলে (افرئيتم اللات والعزى ومنوة الثالثة الاخرى) শয়তান হট্টগোলের মধ্যে উচ্চারণ করেছিল, (تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى) সেখানে উপস্থিত মুশরিকরা মনে করেছিল, শেষোক্ত ওয়াহীর অংশ বিশেষ এবং তাদের দেবদেবীর স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে ভেবে সূরার শেষে মহানবী (সা.)-এর সিজদা দানের সাথে তারাও সিজদা করেছিল। এই ঘটনা থেকে তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা ছড়িয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, রাসূল (সা.) যখন কুরআন পাঠ করতেন তখন অবিশ্বাসীরা একে অপরকে তা শুনতে দিত না এবং তারা হৈ চৈ শুরু করতো। তাছাড়া কুরআনের আয়াতের সাথে তারা নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কথা যোগ করার চেষ্টা করতো। কোন অনাকাঙ্খিত বিষয় এভাবে আল্লাহ্র বাণীর মধ্যে ঢুকলে তা তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহ্ সংশোধন করে দিয়ে থাকেন। সম্ভবত এরূপ অবস্থা থেকে এই ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল। দ্রষ্টব্য- আল-কুরআন, সূরা নাজম ঃ ১৯-২৫ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩-৭৭ ; আল-মাওয়াহিব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩০।

www.pathagar.com

নামে অভিহিত।[৩৫] পরবর্তী বছর পুনরায় তিনি নির্ধারিত স্থানে তাঁদের সাথে মিলিত হন। এ বছর তাঁরা মহানবী (সা.)-কে ইয়াসরিবে হিজরত করার আমন্ত্রণ জানান। কারণ সে সময় ইয়াস্‌রিবে একজন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতার প্রয়োজন ছিল। তাঁরা রাসূল (সা.)-এর মধ্যে তাঁদের কাঙ্খিত যোগ্য নেতৃত্বের এবং প্রতিশ্রুত নবীর বৈশিষ্ট্যাবলী লক্ষ্য করেছিলেন। ইয়াসরিববাসীরা প্রয়োজন হলে রাসূল (সা.)-এর পক্ষে যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাঁর জীবন ও ধর্মের পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদানের কঠোর শপথ গ্রহণ করেন। এটি 'বাইয়াত আল-হারব' বা যুদ্ধবিগ্রহের শপথ নামে পরিচিত।[৩৬] এই ঐতিহাসিক আকাবার শপথ সম্বন্ধে আল-তাবারী দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আকাবার শপথ তাঁর ইয়াসরিবে হিজরতের জন্য সহায়ক হয়েছিল। শিক্ষক হিসেবে ইয়াসরিবে প্রেরিত মুস'আবের (রা.) অনুকূল সাড়া পেয়ে এবং তাঁদের দৃঢ় অংগীকারের প্রেক্ষিতে মহানবী (সা.) ইয়াসরিবে হিজরতের জন্য আল্লাহ্‌র আদেশের অপেক্ষায় থাকেন।

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক নবী-রাসূল স্বদেশবাসী কর্তৃক বিতাড়িত হয়েছেন। কারণ সত্য ও সঠিক পথের আহ্বান জানাতে গিয়ে আল্লাহ্‌দ্রোহীদের সাথে তাঁদের বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায় জীবন ও ঈমানের হিফাযতের জন্য তাঁরা আল্লাহ্‌র আদেশে দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র হিজরত করেছেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.) প্রমুখ নবীর ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়নি। আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ পেয়ে তিনি জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে ইয়াস্‌রিবে হিজরত করেন।[৩৭] যিলহজ্জ মাসে আকাবা শপথের পর মুহাররম ও সফর মাস অতিবাহিত হয়ে ৬২২ খ্রিস্টাব্দের রবিউল-আউয়াল মাসে তিনি ইয়াস্‌রিবের নিকটবর্তী কূবা নামক স্থানে উপনীত হন। এখানে কয়েকদিন অবস্থানের পর তিনি ইয়াস্‌রিবে পৌঁছেন।[৩৮] কাঙ্খিত নেতা

---

৩৫. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৭ ; ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩১-৪৩৩; ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৯-২২১ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২-২৩।

৩৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৬ ; ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩২-৪৩৪; ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০-১২৩ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২-২৩।

৩৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০১ ; ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮০-৪৯৫ ; ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৭ ও পরবর্তী পৃ.ষ্ঠা ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪-২৬।

৩৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪-৭৫ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪ ; সীরাত আল-মুস্‌তফা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৪।

www.pathagar.com

ও প্রতিশ্রুত নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে পেয়ে ইয়াস্‌রিবের জনসাধারণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে। মহানবী (সা.)-এর সম্মানে ইয়াসরিবের নামকরণ হয় মদীনাতুন্ নবী, সংক্ষেপে মদীনা।[৩৯] হিজরতের এই বছর মুহাররম মাস হতে চন্দ্রমাস অনুসারে খলীফা হযরত উমর (রা.) হিজরী সন গণনার নিয়ম প্রবর্তন করেন।[৪০]

মাগাযী

মহানবী (সা.)-এর মদীনায় হিজরত ইতিহাসের পাতায় এক নব অধ্যায়ের সংযোজন ঘটিয়েছে। হিজরতের পর মদীনায় অবস্থান কালে তাঁর উপর আরোপিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়েছে। আল-তাবারী হিজরী তারিখের ক্রমানুসারে রাসূল (সা.)-এর হিজরতউত্তর জীবনের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।[৪১] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনাতে উপস্থিত হয়ে প্রথম কর্তব্য হিসেবে একটি মসজিদ নির্মাণের কাজে হাত দেন। তাঁর উট আল-কাস্‌ওয়া নাজ্জার গোত্রের সাহল ও সুহাইল নামক দুই পিতৃ-মাতৃহীন ভাইয়ের জমির উপর বসে পড়ে। আল্লাহ্‌র প্রচ্ছন্ন নির্দেশ অনুযায়ী তিনি সে স্থানে মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মসজিদ নির্মাণের জন্য জমিটি ক্রয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁরা বিনামূল্যে তা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দান করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ না করে উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ করে ক্রয় করেন।[৪২] এ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদল, ইনসাফ ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে তিনি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের পূর্বদিকে তাঁর সহধর্মীনিদের জন্য নয়টি ছোট কুঠরী নির্মাণ করেন। মসজিদের অভ্যন্তরের এক পার্শ্বে আল-সুফ্‌ফা[৪৩] নির্মিত হয়।[৪৪] তিনি মসজিদ নির্মাণ কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ

৩৯. মদীনার পূর্ব নাম ইয়াসরিব। হিজরতের পর মহানবী (সা.)-এর সম্মানার্থে মদীনাতুন নবী নামকরণ করা হয়। হিজরতের প্রাক্কালে মদীনার ধর্মীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ছিল বিশৃংখলা ও অরাজকতাপূর্ণ। মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্র পরস্পর হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও দ্বন্দ্ব কলহে লিপ্ত ছিল। চক্রান্তকারী কুসিদ ব্যবসায়ী ইয়াহূদী (বনূ কাইনুকা, বনূ নাযীর ও বনূ কুরাইযা) সম্প্রদায়ের কুচক্রে আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। ইয়াহূদী খ্রিস্টান ছাড়াও এখানে পৌত্তলিকদের বসবাস ছিল। সার্বিকভাবে বিবেচনা করে বলা যায় যে, মদীনার সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা সুস্থ ও স্বাভাবিক ছিল না। দ্রষ্টব্য- তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭২, ২২৩, ২৪৫ ; শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০১-৩০২।

৪০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১০।

৪১. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৪ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা।

৪২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৬-১১৭ ; ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৫-৪৯৭ ।

৪৩. সুফ্‌ফা অর্থ ছাদ বিশিষ্ট আশ্রয়স্থল। পরিবার-পরিজনহীন সাহাবীগণের সাময়িক আশ্রয়স্থল। সহায় সম্বলহীন অথচ নিবেদিত প্রাণ সাহাবীগণ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সান্নিধ্যে থাকতেন। তাঁরা স্বীয়

www.pathagar.com

করে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন। মসজিদ সংলগ্ন তাঁর বাসস্থান ও জীবন-যাপনের ধারা পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত সরল, অনাড়ম্বর, নিরহংকার ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিত্ব।

মদীনা হিজরতের সময় মুহাজিরগণ[৪৫] তাদের সংগে কোন জিনিসপত্র আনতে সক্ষম হননি। এসব মুহাজির মদীনার আনসারের[৪৬] গৃহে সাময়িকভাবে অবস্থানের সুযোগ পেলেও মহানবী (সা.) তাঁদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তিনি আনসার ও মুহাজিরের মধ্যে রক্ত, বংশ ও কৌলিণ্যের পরিবর্তে ইসলামের ভিত্তিতে এমন এক ভ্রাতৃত্বের ভিত রচনা করেন যে, আসনার তাঁদের ঘর-বাড়ি, আসবাবপত্র, আবাদী জমি, বাগান প্রভৃতির অর্ধাংশ তাঁর মুহাজির ভাইকে অর্পণ করতে কুণ্ঠিত হননি।[৪৭] এভাবে মুহাজির মদীনার ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মদীনার ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের চক্রান্তে আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে বু'আসের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল। ফলে ইসলাম প্রচারের জন্য সেখানে অনুকূল পরিবেশ ছিল না। মহানবী (সা.) তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সমঝোতা ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি মদীনায় বসবাসকারী সকল সম্প্রদায়ের ও ধর্মের অনুসারীগণের সমঅধিকার ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে একটি সনদ বা লিখিত সংবিধান প্রদান করেন। এই সনদের ধারাসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মদীনায় একটি আদর্শ সমাজ কাঠামো প্রতিষ্ঠার সকল পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল। এ সম্পর্কে আল-তাবারী অপেক্ষা ইব্ন হিশামের বিবরণ অতি স্পষ্ট।[৪৮] জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা, ইসলামী জীবনবোধ এবং নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার এ সনদের দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল।

কাজে দিন কাটাতেন এবং রাসূল (সা.)-এর বাণী শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন। তাঁরা এই সুফ্‌ফাতে ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতেন। সুফ্‌ফায় অবস্থানকারীগণকে আসহাব আল-সুফ্‌ফা, আহল আল সুফ্‌ফা (সুফ্‌ফাবাসী) বলে অভিহিত করা হয়। দ্রষ্টব্য- ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৬-৪৯৯ ; শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৮-৩০০।

৪৪. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৬-৪৯৯ ; শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৮-৩০০; সাইয়েদুল মুরসালীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫০-৩৫৪।

৪৫. রাসূল (সা.)-এর যে সব সাহাবা মক্কা হতে মদীনা হিজরত করেছিল তারা মুহাজির নামে পরিচিত।

৪৬. (نصر) অর্থ সাহায্য করা। মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবাদের যে সকল মদীনাবাসী মুসলমান সর্বাত্মক সাহায্য প্রদান করেছিলেন তাঁরা আনসার নামে অভিহিত।

৪৭. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৪-৫০৬ ; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮।

৪৮. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০১-৫০৫।

www.pathagar.com

মদীনায় ইসলামী ন্যায়নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং সনদের ধারা অনুযায়ী মহানবী (সা.)-এর রাষ্ট্রপ্রধান সমর্থিত হওয়ায় উচ্চাভিলাষী ও স্বার্থান্বেষী এক শ্রেণীর লোক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করার প্রয়াস পায়।[৪৯] ইয়াহূদী সম্প্রদায় বাহ্যিকভাবে মদীনার সনদ মেনে নিলেও গোপনে তারা শত্রতা অব্যাহত রাখে এবং মক্কার মুশরিকদের সাথে যোগাযোগ করতে থাকে। ইয়াহূদী নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই মদীনার শাসক হবেন এই মর্মে তার জন্য একটি সোনার মুকুট তৈরী করা হয়েছিল এবং তার অভিষেকের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর মদীনা আগমনের সাথে সাথে তাদের সে আশা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। স্বভাবতই আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই মুসলমান এবং শিশু মদীনা রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধনে তৎপর হয়ে উঠে। মক্কার কুরাইশদের সাথে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইয়ের গোপন আঁতাত হয়। তারা সম্মিলিতভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে।[৫০] মহানবী (সা.) ও তাঁর অনুসারীগণ পাহাড়ের ন্যায় অটল থেকে ইসলাম ও মদীনা রাষ্ট্রকে হিফাযত করেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মদীনা হিজরত করার পর মক্কার কুরাইশদের হিংসা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা মদীনার মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইর সাথে আঁতাত করে ইসলামকে ধ্বংস করার ব্রত গ্রহণ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য তারা বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য কাফেলা প্রেরণ করে এবং মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় লুট-তরাজ শুর করে।[৫১] ফলে রাসূল (সা.) মুসলমানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের জন্য তৎপর হন। সিরিয়া হতে গমনাগমন কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য মুসলমানদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলকে কৌশলগত স্থানে প্রহরায় নিযুক্ত করেন এবং প্রধান আরব গোত্রের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন।[৫২] শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি কুরাইশদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্প্রাদনের প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু তারা তা গ্রহণ করেনি। আল-তাবারী (র.) এ সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা থেকে ধারণা করা যায় যে, মহানবী (সা.)-এর সামরিক অভিযান আক্রমণাত্মক ছিল না।

৪৯. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৮ ও পরবর্তী পৃ.ষ্ঠাসমূহ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৪-২১৫ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫-৫০ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯-৩৭।

৫০. ওসমান গণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০-২২১।

৫১. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২০-১২৩ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০১ ; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯ ; সীরাত আল-মুস্তফা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯-৫০ ; মুনতাকা আল-নুকূল, পৃ. ২৬১।

৫২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২২।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র কাঙ্খিত দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহানবী (সা.) ও তাঁর অনুসারীগণ শত্রুর বিরুদ্ধে যে অভিযান পরিচালনা করেছেন তাকে ইসলামী পরিভাষায় জিহাদ বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৫৩] আল-তাবারী (র.) জিহাদের দুটি পরিভাষা গ্রহণ করেছেন। গাযওয়া ও সারইয়া।[৫৪] প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিক ও চরিতকারগণ এ দু'টি পরিভাষায় রাসূল (সা.) কর্তৃক প্রেরিত ও পরিচালিত অভিযানগুলো আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল-আউয়াল মাসে পরিচালিত গাযওয়া আবওয়া রাসূল (সা.)-এর জীবনের প্রথম গাযওয়া বলে আল-তাবারী ও ইব্‌ন হিশাম প্রমুখ চরিতকার অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৫৫] রাসূল (সা.)-এর এ প্রথম গাযওয়া পরিচালনার পূর্বে আরো তিনটি সারইয়া প্রেরণ সম্পর্কে আল-তাবারী উল্লেখ করেছেন।[৫৬]

প্রথম হিজরীর রমযান মাসে হামযা (রা.)-এর নেতৃত্বে তিরিশজন মুহাজিরের একটি দল সিরিয়া হতে মক্কা প্রত্যাবর্তনকারী আবূ জাহ্‌লসহ তিনশ বণিকের এক কাফিলার পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে প্রথম সারইয়া (অভিযান) প্রেরিত হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়লে মাজদিয়্ ইব্‌ন আমর আল-জুহানীর মধ্যস্থতায় তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়।[৫৭] উল্লিখিত অভিযানের একমাস পর প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে উবায়দাহ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মুত্তালিবের নেতৃত্বে ষাট জন মুহাজিরের একটি সারইয়া আবূ জাহল ও আবূ সুফিয়ান সহ দুইশ' বণিকের একটি কাফিলার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রেরিত হয়। এই অভিযানে উভয়ের মধ্যে তীর যুদ্ধ শুর হয়। মুসলিম বাহিনীর তীব্র আক্রমণে ভীত হয়ে কুরাইশ বাহিনী পালিয়ে যায়। সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপকারী মুসলিম মুজাহিদ বলে মনে করা হয়।[৫৮] এছাড়া সা'দের নেতৃত্বে বিশ

---

৫৩. আল-কুরআন, সূরা সাফ্ ঃ ৫।

৫৪. মহানবী (সা.) স্বয়ং যে সমস্ত জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছেন সেগুলোকে গাযওয়া বলে। যে অভিযানে তিনি নিজে অংশ গ্রহণ করেননি বরং তাঁর নির্দেশে পরিচালিত হয়েছে তা 'সারইয়া' নামে পরিচিত। সারইয়া অভিযানে সৈন্য সংখ্যা সীমিত থাকত। শত্রুদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, গোপন সংবাদ সংগ্রহ প্রভৃতি উদ্দেশ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাতে সারইয়া প্রেরিত হতো। দ্রষ্টব্য-তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২০-১২২।

৫৫. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৩ ; ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯১।

৫৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২০।

৫৭. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২০ ; ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৫-৫৯৬ ; আসাহ আল-সিয়ার, পৃ. ৮০।

৫৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২০-১২১ ; ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯১-৫৯৫ ; আসাহ আল-সিয়ার, পৃ. ৮০।

www.pathagar.com

সদস্যের একটি দল কুরাইশ বণিকদের গোপন খবর সংগ্রহের জন্য প্রেরিত হয়। মক্কার বণিকগণ পূর্বাহ্নে সে স্থান ত্যাগ করায় উভয় পক্ষের মধ্যে কোন সংঘর্ষ হয়নি।[৫৯] এসব অভিযানের কোনটিতে রক্তপাত ঘটেনি বলে জানা যায়। এসব অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তাদেরকে প্রতিহত করা। যুদ্ধ ও ধ্বংস নয় বরং শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের নীতিতে রাসূল (সা.) এ সময় পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন গোত্রের সাথে শান্তি চুক্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।[৬০]

কুরাইশদের আগমন সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা.) দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে কুরয ইব্ন জাবির ফিহরের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু পৌছানোর পূর্বে নির্ধারিত স্থান ত্যাগ করায় কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। দ্বিতীয় হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে এক অভিযানে উশায়রাহ নামক স্থানে পৌছে তিনি অবহিত হলেন যে, কয়েকদিন পূর্বেই সিরিয়ার উদ্দেশ্যে কুরাইশ কাফিলাটি এ স্থান অতিক্রম করেছে। এখানে তিনি কিছুদিন অবস্থান করেন এবং বনূ মুদলিজ ও বনূ যামরাহ গোত্রের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন।[৬১]

দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে হযরত মুহাম্মদ (সা.) আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশের নেতৃত্বে বারজন মুহাজিরের একটি দল মক্কা ও তায়িফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে শত্রদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করেন। ঘটনাচক্রে সিরিয়া হতে মক্কা প্রত্যাবর্তনকারী কুরাইশদের বাণিজ্য কাফিলার সাথে আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশের সংঘর্ষ হলে কুরাইশ নেতা আমর ইব্ন হাযরামী নিহত হয় এবং তাদের পণ্যদ্রব্য লুণ্ঠিত ও দু'ব্যক্তি বন্দী হয়। বন্দীদ্বয় ও লুণ্ঠিত দ্রব্য মহানবীর নিকট উপস্থাপিত করলে তিনি তা গ্রহণ না করে এহেন কাজের জন্য আবদুল্লাহ্কে ভর্ৎসনা করেন।[৬২] কারণ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের কোন প্রত্যাদেশ রাসূল (সা.)-এর নিকট তখনও আসেনি। নাখ্লার এই আকস্মিক ঘটনা কুরাইশদেরকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে এবং তারা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। আল-তাবারীর মতে আবদুল্লাহ্

---

৫৯. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২০ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০০; আসাহ আল-সিয়ার, পৃ. ৮২

৬১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২২।

৬২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২২-১২৩ ; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩।

৬৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৪-১২৫ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০১-৬০৪ ; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫ ; সীরাত আল-মুসত্ফা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১-৫৩ ; আসাহ আল-সিয়ার, পৃ. ১২৬ ; ফিকহ আল-সীরাহ্, পৃ. ২৩০ ; মুদারিজ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮ ; মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল-ওয়াহাব, মুখতাসার সীরাত আল-রাসূল, (কাতার ঃ কাতার আল-ওয়াতানীয়াহ, ১৩৮৫ হি.), পৃ. ১৫৮-১৫৯।

www.pathagar.com

ইব্ন জাহাশের নেতৃত্বে ওয়াকিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ কর্তৃক আমর ইব্ন হাযরামী হত্যার ঘটনা মহানবী (সা.) ও কুরাইশদের মধ্যে সংঘটিত বদর যুদ্ধের কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়।[৬৩]

আমর হত্যার প্রতিশোধ কল্পে কুরাইশদের মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি কুরয ইব্ন জাবির ফিহরী কর্তৃক মদীনার চারণভূমি আক্রমণ ও লুণ্ঠন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর সাথে কুরাইশদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ শত্রতার মাত্রা বর্ধিত করে দেয়। তারা মুসলমানদের ধ্বংস সাধনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এমতাবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকে না। এ সময়ে প্রকাশ্য সংগ্রামের অনুমতি দিয়ে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়।[৬৪] আল-তাবারী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, জিহাদ সম্পর্কে সূরা আল-বাকারার একটি আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়।[৬৫]

রিসালতের শত্রদের বিরুদ্ধে জিহাদের আয়াত অবতীর্ণ হলেও মহানবী (সা.) নিষ্ঠুরতার পন্থা অবলম্বন করেননি। গাযওয়াসমূহ পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর সামরিক অভিযান আক্রমণাত্মক ছিল না। শত্র বাহিনীর মুকাবিলায় তিনি সর্বক্ষেত্রে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আল-তাবারী (র.) যায়িদ ইব্ন আরকামের বরাত দিয়ে বলেন যে, মহানবী (সা.) আঠারটি গায্ওয়া পরিচালনা করেন। এ সম্পর্কে রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সতের অথবা আঠারটি গায্ওয়ার কথা উল্লেখ করেন। আল-তাবারী (র.) বলেন যে, তিনি তাঁর গ্রন্থে ষোলটি গায্ওয়া আলোচনা করেন।[৬৬] আল-তাবারীর পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতে সংক্ষিপ্তভাবে রাসূল (সা.)-এর কয়েকটি গায্ওয়ার পটভূমি ও প্রকৃতি পর্যালোচনা করা হল।

কুরাইশদের ষড়যন্ত্র ও আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পর্কে মহানবী (সা.) সম্পূর্ণ জ্ঞাত ছিলেন। আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশদের একটি বণিক দলের আগমণের সংবাদ পেয়ে তিনি শতাধিক সাহাবার একটি মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে বদর

---

৬৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫-১২৭, ১৩১।

৬৫. (اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير)। এছাড়া আল-কুরআনে বিভিন্ন স্থানে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দ্রষ্টব্য- আল-কুরআন, সূরা তওবা ঃ ৫ ; সূরা আল-বাকারা ঃ ১৯০ ; সূরা নিসা ঃ ৭৭।

৬৬. (وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم) "যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয়, আল্লাহ্র পথে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর"। দ্রষ্টব্য- আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা ঃ ১৯০ ; জামি'আল-বায়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৩।

৬৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৮-৪০৯।

www.pathagar.com

উপত্যকায় উপনীত হন।[৬৭] মুসলিম বাহিনী কুরাইশদের এই দলটির পশ্চাদ্ধাবন করেছে, এমন মিথ্যা সংবাদ পেয়ে আবূ জাহ্‌ল এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বদর উপত্যকায় উপস্থিত হয়। আবূ সুফিয়ানের দল নিরাপদে বদরের প্রান্তরে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়। এই যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্‌র সাহায্য অবতীর্ণ হয়েছিল বলে জানা যায়।[৬৮] উভয় দলের সৈন্য সংখ্যা ও শক্তির ব্যবধান লক্ষ্য করলে আল্লাহ্‌র এ সাহায্য প্রমাণিত হয়। কারো মতে বদরের যুদ্ধ ৮ রমযান[৬৯] কারো মতে ৯ রমযান সংঘটিত হয়।[৭০] আল-তাবারী (র.) দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসের ১৭ তারিখ উল্লেখ করেছেন।[৭১] অধিকাংশ চরিতকার ও ঐতিহাসিকের মতামত আল-তাবারীর মতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৭২] বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুজাহিদ তিনশ', তিনশ' সাত, তিনশ' দশ, তিনশ আঠার ইত্যাদি সংখ্যায় মত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।[৭৩] আল-তাবারী (র.) ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, মুসলিম বাহিনীতে সাতাত্তর জন মুহাজির এবং দুইশ ছত্রিশ জন আনসার মোট তিনশ' তেরজন মুজাহিদ ছিলেন।[৭৪] ঐতিহাসিক ও চরিতকারগণ তিনশ' তের জন মুজাহিদ সম্পর্কে মতামত পেশ করেছেন।[৭৫] পক্ষান্তরে কুরাইশদের সৈন্য সংখ্যা ছিল নয়শ' হতে এক হাজার।[৭৬] এই যুদ্ধে চৌদ্দ জন মুসলিম শহীদ হন এবং কুরাইশ পক্ষের সত্তর জন নিহত ও অনুরূপ সৈন্য সংখ্যা বন্দী হয়।[৭৭]

---

৬৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩-১৩৮, ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩-১৭ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫।

৬৮. আল-কুরআন, সূরা আনফাল ঃ ১৭, ৪৪ ; সূরা আল-ইমরান ঃ ১৩ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৯ ; ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯।

৬৯. আসাহ আল-সিয়ার, পৃ. ১২৮।

৭০. মুনতাকা আল-নুকুল, পৃ. ২৬৪।

৭১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৮।

৭২. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫।

৭৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮ ; আল-মাওয়াহীব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৮ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯ ; ফাতহ আল-বারী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৯৩।

৭৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮।

৭৫. ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯ ; আল-মাওয়াহিব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৮ ; ফাতহ আল-বারী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৯৩।

৭৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫; মুনতাকা আল-নুকুল, পৃ. ২৬৪; ফিকহ আল-সীরাহ্‌, পৃ. ২৩৫।

৭৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫-৪৬; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০।

www.pathagar.com

কুরাইশগণ সাবীকের যুদ্ধেও আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালন করেছে। আবূ সুফিয়ান বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দুইশ' উষ্ট্রারোহীর এক বাহিনী নিয়ে মদীনা অভিমূখে যাত্রা করে, এবং একটি অভিযান চালিয়ে কয়েকটি খেজুর বাগান দগ্ধিভূত করে। দু'জন আনসারকেও হত্যা করা হয়। সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা.) শত্রর মুকাবিলা করতে অগ্রসর হলে তারা তাদের খাদ্য সামগ্রী[৭৮] ফেলে পালিয়ে যায়।[৭৯] আল-তাবারী আল-ওয়াকিদীর বরাত দিয়ে দ্বিতীয় হিজরীর যুলকা'দা মাসে সাবীকের অভিযান সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লেখ করলেও দ্বিতীয় হিজরীর যিলহজ্জ মাসে গায্ওয়া সাবীকের তালিকাভূক্ত করেছেন।[৮০] ইব্ন হিশামের বর্ণনায় এর সমর্থন পাওয়া যায়।[৮১]

বদরের যুদ্ধে সত্তর জন নেতার মৃত্যু এবং তাদের পরাজয়ের গ্লানি মক্কাবাসীরা কোনক্রমেই মেনে নিতে পারেনি। তাঁরা প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠে। আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী মদীনা অভিমুখে যাত্রা করে এবং উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে শিবির স্থাপন করে। মহানবী (সা.) সংবাদ পেয়ে তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে এক হাজার সাহাবার মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে তাদের গতিরোধ করতে অগ্রসর হন। কিন্তু আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই তিনশ' সৈন্যসহ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দল ত্যাগ করায় মাত্র সাতশ' মুজাহিদ উহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।[৮২] যুবাইরের নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন তীরন্দাজকে মুসলিম বাহিনীর পিছন দিকের একটি গিরিপথ প্রহরায় দায়িত্ব দিয়ে নির্দেশ দেয়া হয় যে, জয়-পরাজয় কোন অবস্থাতেই তাঁরা যেন স্থানটি ত্যাগ না করে।[৮৩] মুসলিম বাহিনীর বীরত্বে শত্র পক্ষ ছত্রভঙ্গ হয়ে পালায়ন শুর করলে সুনিশ্চিত জয় হয়েছে মনে করে কয়েকজন ব্যতিত তীরন্দাজ বাহিনী রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ অমান্য করে গিরিপথটি ত্যাগ করে গনীমত সংগ্রহে লিপ্ত হয়। এই সুযোগে পিছনের উন্মুক্ত গিরিপথ দিয়ে কুরাইশ দলের সেনাপতি খালিদের আক্রমণে উহুদের যুদ্ধে

৭৮. পরিত্যাক্ত খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল ছাতু (সাবীক)। এজন্য এই যুদ্ধ সাবীকের যুদ্ধ বা ছাতুর যুদ্ধ বলে অভিহিত। দ্রষ্টব্য- তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৬।

৭৯. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৫-১৭৭ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪-৪৫।

৮০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৭।

৮১. ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪।

৮২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯২ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩-৬৪ ; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮-৩৯ : ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১ : আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩।

৮৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯২-১৯৩ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯-৪০ : আল-মাওয়াহিব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৮ ; মুনতাকা আল-নুকুল, পৃ. ২২৭ ; মুহাম্মদ আল-খাযরী বিক নূর আল-মুরসালীন (করাচী ঃ কাদীমী কুতুবখানা, তা. বি.), পৃ. ৯৬ (এই উৎসটি এখন থেকে নূর আল-ইয়াকীন উল্লেখিত হবে)।

www.pathagar.com

মুসলমানদের বিপর্যয় ঘটে।[৮৪] হামযা (রা.) সহ সত্তরজন সাহাবা (রা.) এই যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।[৮৫] আল-তাবারীর আলোচনা হতে অনুমান করা যায় যে, অঞ্চল দখল অথবা সম্পদ হস্তগতের উদ্দেশ্যে কুরাইশদের এ আক্রমণ পরিচালিত হয়নি। কেননা তাঁরা মুসলমানদের কোন সম্পদ লুণ্ঠন করেনি, কাউকে বন্দী করেনি এবং কোন অঞ্চলও জয় করেনি। সুতরাং বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং মুসলমানদেরকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করার হীন ষড়যন্ত্রে তারা এ আক্রমণ পরিচালনা করেছিল।

উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয় ঘটলেও তারা সর্বস্বান্ত হয়নি বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে তাঁরা বহুগুণে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মুসলমানদের এ শক্তি পৃথিবী থেকে মিটিয়ে দেয়ার প্রত্যয়ে মক্কার কুরাইশগণ শেষবারের মত চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করে। খায়বারে আশ্রয় গ্রহণকারী বিশ্বাসঘাতক ইয়াহূদী বনূ কায়নূকা ও বনূ নাযীর মদীনার পার্শ্ববর্তী দুধর্ষ বেদুঈনগণ এবং মক্কার গাতাফান গোত্র ছাড়াও বনূ আসাদ, বনূ ফাযারাহ, বনূ আশজা, বনূ মুররাহ প্রভৃতি গোত্র মুসলমানদের বিরদ্ধে কুরাইশদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে।[৮৬] সমগ্র আরব জাহানের সম্মিলিত দলসমূহের এই সামরিক আক্রমণকে 'হরব আল-আহযাব' বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৮৭]

পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে কুরাইশদের নেতৃত্বে সম্মিলিত আরব জাতি দশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মদীনা শহর অবরোধ করে।[৮৮] হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ সংবাদ পেয়ে তিন হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন এবং হযরত সালমান ফারসীর পরামর্শক্রমে মদীনার অরক্ষিত স্থানসমূহে গভীর পরিখা খনন করেন।[৮৯] যুদ্ধের অভিনব কৌশল হিসেবে আত্মরক্ষা ও মদীনা শহর

---

৮৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৩-১৯৪ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৭২; আল-মাওয়াহিব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২-৩৩।

৮৫. আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০ ; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩ ; ফাতহ আল-বারী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৪।

৮৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৩ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৪-২১৫; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭-৫০ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮ ; ফাতহ আল-রাবী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৫ ; আল-মাওয়াহিব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩, ১২১ ; নূর আল-ইয়াকীন, পৃ. ১১৩ ; মুখতাসার সীরাত আল-রাসূল, পৃ. ১৮৫।

৮৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৩ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০ ; শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৮-৪১৯।

৮৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৬ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৯; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬ ; ফাতহ আল-রাবী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৫ ; ফিকহ্ আল-সীরাহ্, পৃ. ৩১৮ ; মুখতাসার সীরাত আল-রাসূল, পৃ. ১৮৫ ; Montgomary Watt, op.cit., P. 36.

৮৯. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৬, ২২৪; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮-৫০ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০; আবূ

www.pathagar.com

রক্ষার জন্য পরিখা (খন্দক) খনন করা হয়েছিল বলে এই যুদ্ধকে 'খন্দক বা পরিখার' যুদ্ধ বলা হয়। সম্মিলিত বাহিনী সাধ্যাতিত চেষ্টা করেও শহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়। তিন সপ্তাহ অবরোধের পর প্রাকৃতিক দুর্যোগ আল্লাহ্‌র গযবে তাদের অশ্বগুলোর মৃত্যু হয়, তাবুগুলো উড়ে যায় এবং তারা মদীনা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।[৯০] আল-তাবারী (র.) ইব্‌ন ইসহাকের বরাত দিয়ে বলেন যে, এই যুদ্ধে ছয়জন মুসলমান শহীদ হন এবং তিনজন শত্র সৈন্য নিহত হয়।[৯১] আল-ইয়াকূবী আটজন শত্র সৈন্য নিহত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।[৯২]

ষষ্ঠ হিজরীর যিলকাদ মাসে মহানবী (সা.) চৌদ্দশ' সাহাবা নিয়ে উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমূখে রওয়ানা হন।[৯৩] হুদায়বিয়া নামক স্থানে কুরাইশগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলে তিনি যুদ্ধ না করে আত্মরক্ষামূলক কৌশল অবলম্বন করেন। ফলে উভয়ের মধ্যে একটি সন্ধি সাক্ষরিত হয়।[৯৪] হুদায়বিয়ার এ সন্ধিটি ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কূটনৈতিক বিজয় যা তাঁকে মহা বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌছিয়ে দেয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সন্ধির শর্তগুলো মুসলমানদের অনুকূলে মনে না হলেও তার ফল ছিল সুদূর প্রসারী। সন্ধির মাধ্যমে রাসূল (সা.) কুরাইশদের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। সে বছর উমরা করতে না পারলেও পরবর্তী বছর উমরাহ ও হজ্জ পালনের জন্য মক্কা প্রবেশের অধিকার সুনিশ্চিত হয়।[৯৫] দশ বছর যুদ্ধ বিরতির কারণে তিনি ইসলাম প্রচারের

আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭ ; মুনতাকা আল-নুকূল, পৃ. ২৮৪; Montgomary Watt, op.cit., P. 36-37.

৯০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৪; ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩১-২৩২; ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮-৫০ ; ফাতহ আল-রাবী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪০৩-৪০৫ ; সীরাত আল-মুসতফা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২০ ; মুখতাসার সীরাত আল-রাসূল, পৃ. ১৮৯ ; A Short History of the Saracens, P. 13.

৯১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৩।

৯২. আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১।

৯৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭০-৭১ ; ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৮-৩০৯; ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯ ; মাদারিজ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪০-৩৪৬ ; ফাতহ আল বারী, ৮ম খণ্ড, প ৪৪৬ ; সীরাত আল-মুসতফা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৯ ; মুনতাকা আল-নুকূল, পৃ. ২৯১; A Guillaume, op.cit., P. 499-500.

৯৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮০ ; ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৬; ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৭ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪-৫৫ ; আসাহ আল-সিয়ার, পৃ. ২১৮ ; মুনতাকা আল-নুকূল, পৃ. ২৯৩; A Guillaume, op.cit., P. 504.

৯৫. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮০-২৮২ ; ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৫-৩১৮ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪-৫৫ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২-৪৩।

www.pathagar.com

সুযোগ লাভ করেন। এ সময়ে মুসলমাগণ সবচেয়ে বেশী সংখ্যা গরিষ্ঠ ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং এই সন্ধি তাঁদের মক্কা বিজয়ের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। এজন্য একে 'ফাতহুম্ মুবীন' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৯৬]

কুরাইশগণ রাসূল (সা.)-এর মিত্র গোত্র বনূ খুযা'আর বিরুদ্ধে তাদের মিত্র গোত্র বনূ বকরকে আক্রমণের উস্কানি দিয়ে হুদায়বিয়ার সন্ধি ভংগ করে। এ ব্যাপারে বনূ খুযা'আ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি বনূ বকরের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দেয়ার নির্দেশ দেন। অন্যথায় হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল বলে ঘোষিত হবে।[৯৭] তারা ক্ষতিপূরণ না দিয়ে হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল ঘোষিত হওয়ার পক্ষে মত দিলে মহানবী (সা.) অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে দশ হাজার মুসলিম মুজাহিদের এক বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন।[৯৮] মক্কা প্রবেশের পূর্বে কুরাইশ নেতা আবূ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম দলে মিলিত হন। মহানবী (সা.) ঘোষণা করেন যে, অস্ত্রের সাহায্যে পথ রোধ না করলে তাদের জানমাল নিরাপদ এবং আবূ সুফিয়ানের গৃহে, মসজিদে ও স্ব স্ব গৃহে অবস্থানকারীগণ সম্পূর্ণ নিরাপদ।[৯৯] ইকরামা ইব্ন আবূ জাহল কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (হুদায়বিয়া সন্ধির পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন) তা প্রতিহত করেন। সামান্য রক্তপাতের জন্য মহানবী (সা.)-এর নিকট খালিদকে কৈফিয়ত দিতে হয়েছিল। আল-তাবারী (র.) ইব্ন ইসহাকের সূত্র উল্লেখ করে বলেন যে, অষ্টম হিজরীর রমযান মাস শেষ হওয়ার দশ রাত পূর্বে (২০শে রমযান) মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয়েছিল।[১০০] মহানবী

---

৯৬. আল-কুরআন, সূরা আল-ফাতহ ঃ ১-৩, ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২০ ; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬, ৯৮ ; মাদারিজ, ২য় খণ্ড, পৃ.; A Guillaume, op.cit., P. 505.

৯৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৩-৩২৪ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৯-৩৯০ ; শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৭।

৯৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৮ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৯-৪০০; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৬-৯৯ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮-৬০; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮ A Guillaume, op.cit., P. 545.

৯৯. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩১-৩৩২ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৪-৪০৫; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮ ; মুনতাকা আল-নুকূল, পৃ. ৩১৪-৩১৫; A Guillaume, op.cit., P. 547-548.

১০০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৫-৩৪৩ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৮ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯।

www.pathagar.com

(সা.) প্রতিশোধের পরিবর্তে তার শত্রদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে পৃথিবীর ইতিহাসে ক্ষমার আদর্শ স্থাপন করেছেন।[১০১]

মহানবী (সা.) মক্কা ও মদীনার বাইরেও অভিযান প্রেরণ করেছেন। তিনি বিভিন্ন দেশের রাজ-রাজড়াদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পত্র পাঠিয়েছেন।[১০২] রোম সম্রাট হিরাকিলের (হিরাক্লিয়াস) সামন্ত সারজীল (সোহরাবীল) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক প্রেরিত দূতকে হত্যা করে।[১০৩] দূত হত্যা চরম অন্যায় ও আন্তর্জাতিক অপরাধ। এটা ছিল মুসলমানদের উপর প্রকাশ্য আঘাত ও ইসলামের অবমাননা। রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে অষ্টম হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে তিন হাজারের এক মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করেন।[১০৪] মূতা নামক স্থানে উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হলে রাসূল (সা.)-এর মনোনীত যায়িদ ইব্ন হারিস, জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব ও আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা.) প্রমুখ তিনজন সেনাপতি শাহাদত বরণ করেন।[১০৫] অতপর খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা.) রণকৌশল প্রয়োগ করে বিজয়ী বেশে সসৈন্যে মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। এই যুদ্ধে বীরত্বের জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) খালিদকে 'সাইফুল্লাহ্' উপাধীতে ভূষিত করেন।[১০৬]

মক্কা বিজয়ের পর হুনাইনের হাওয়াযিন গোত্র এবং তায়িফের সাকীফ গোত্র মক্কা আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। রাসূল (সা.) সংবাদ পেয়ে হুনাইনে এক অভিযান পরিচালনা করেন।[১০৭] হুনাইনের যুদ্ধে শত্রপক্ষ পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। হুনাইন থেকে পালিয়ে গিয়ে তারা আওতাস ও তায়িফে একত্রিত হয়ে যুদ্ধের

---

১০১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৭ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১২; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪১-১৪২ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০; মুনতাকা আল-নুকূল, পৃ. ৩১৬; A Guillaume, op.cit., P. 553.

১০২. ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৮ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৩; মুনতাকা আল-নুকূল, পৃ. ৩০৮; উমদাহ আল-কারী, ১৭ খণ্ড, পৃ. ২৬৭।

১০৩. ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৮ ; উমদাহ আল-কারী, ১৭ খণ্ড, পৃ. ২৬৭; মুনতাকা আল-নুকূল, পৃ. ৩০৮; শিব্‌লী নু'মানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৩।

১০৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৯ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৩; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৮ ; উমদাহ আল-কারী, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ২৬৭ ; মুনতাকা আল-নুকূল, পৃ. ৩০৮ ; A Guillaume, op.cit., P. 532 ; Montgomary Watt, op.cit., P. 53.

১০৫. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২২ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৫-৩৭৯; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৯ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫; A Guillaume, op.cit., P. 534-535 ; Montgomary Watt, op.cit., P. 54.

১০৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২২।

www.pathagar.com

প্রস্তুতি নিতে থাকে। মহানবী (সা.) একটি সারইয়া প্রেরণ করে তাদেরকে পরাজিত করেন।[১০৮]

মূতার যুদ্ধের পর রোমানগণ উদীয়মান মুসলিম শক্তির ধ্বংস সাধনের জন্য মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করে। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু ও আরবের দুর্ভিক্ষের মিথ্যা খবর পেয়ে কাল বিলম্ব না করে তারা মদীনা আক্রমণের জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে।[১০৯] মদীনা শহর ও ইসলাম ধর্ম রক্ষার্থে রাসূল (সা.)-কে তাবূকে এই অভিযান প্রেরণ করতে হয়েছিল। এই অভিযানের ব্যয় নির্বাহের জন্য সাহাবীগণ আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন।[১১০] হযরত আবূ বকর ও উসমান (রা.)-এর অর্থদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নবম হিজরীর রজব মাসে রোমান খ্রিস্টানগণ সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হয়ে জিযিয়া প্রদান করতে সম্মত হয়।[১১১]

আলোচিত অভিযান ছাড়াও গায্ওয়া বনূ কায়নূকা,[১১২] যূ-কারাদ,[১১৩] গায্ওয়া মুসতালিক,[১১৪] গায্ওয়া খায়বার,[১১৫] প্রভৃতি মহানবী (সা.)-এর আত্মরক্ষামূলক অভিযানের বহিঃপ্রকাশ।

---

১০৭. ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫০ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২ ; ফিকহ আল-সীরাহ্, পৃ. ৪২১।

১০৮. তারীক আল-উমাম ওয়া আল মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৪-৩৪৮; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড পৃ. ১০৮-১১২; আল ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২-৬৪ ; আবূ আল ফিদা, প্রাগুক্ত ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০-৫১ ; আসাহ আল-সিয়ার, পৃ. ৩৩১

১০৯. আল-মাওয়াহিব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৬ ; সীরাহ হালাবীয়াহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৭ ; শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১১।

১১০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৭ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১৭-৫১৮; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৫ ; সীরাহ্ হালাবীয়াহ ; ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৮-৭০; Muhammad : The Prophet, P. 195.

১১১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭২-৩৭৩ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২৬; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৬ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪ ; মুনতাকা আল-নুকূল, পৃ. ৩২৮; A Guillaume, op.cit., P. 607-608.

১১২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৩-১৭৫ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭-৪৯; আল-ওয়াকিদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৬-১৮০ ; ওসমান গণী প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪২-২৪৩।

১১৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৫-২৬০ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮১-২৮৫; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০।

১১৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬০-২৬৪ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৯-২৯৫ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০।

১১৫. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৮-৩০২ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৮ ও পরবর্তী পৃ.ষ্ঠা সমূহ; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭ ও পরবর্তী পৃ.ষ্ঠাসমূহ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬-৫৭; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩-৪৪।

www.pathagar.com

মহানবী (সা.) মদীনা রাষ্ট্রকে সুসংহত করে বর্হিবিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন।[১১৬] ইসলাম আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি লাভ করে। মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান হয়েও তিনি নিজের ব্যক্তিগত অভিমত দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেননি। বরং পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর নির্দেশমত তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন।[১১৭] তাঁর উপর আরোপিত দায়িত্ব পালন শেষে জীবন সায়াহ্নে বিদায় হজ্জ আরাফাতের ময়দানে তিনি যে ভাষণ প্রদান করেন তাতে নারী, পুরষ, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মৌলিক ও মানব অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।[১১৮] আইয়ামে জাহিলিয়্যার সকল কুপ্রথার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে তিনি ইসলামী জীবনবোধের ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী জাতি গঠন করেন। মদীনায় দশ বছর ধরে তিনি আল্লাহ্‌র অনুশাসনের ভিত্তিতে এমন এক সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করেন যা বিশ্বমানবের অনুসরণযোগ্য। জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা, ধর্ম পালনের স্বাধীনতা, অধিকার প্রতিষ্ঠা ও দায়িত্ব পালনের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ করা যায়।[১১৯]

মানবগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের জীবন প্রবাহ থেকে মহানবী (সা.)-এর জীবনধারা ভিন্ন নয়। আল্লামা তাবারী (র.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পারিবারিক জীবনের বিবরণ প্রদান করেছেন। তিনি হিশাম ইব্‌ন মুহাম্মদের বরাত দিয়ে বলেন যে, রাসূল (সা.) পনের জন মহিলার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।[১২০] হযরত খাদীজা (রা.) ছিলেন তাঁর প্রথম সহধর্মীনি।[১২১] হযরত খাদীজা (রা.) জীবিত থাকাকালীন সময়ে তিনি দ্বিতীয় কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি। হযরত খাদীজার (রা.) মৃত্যুর পর তিনি হযরত আবূ বকরের (রা.) কন্যা হযরত আয়েশাকে (রা.) স্ত্রী হিসেবে বরণ করেন। মদীনায় হিজরতের সময় হযরত আয়েশার (রা.) বয়স ছিল আট বছর। কারো মতে হযরত আয়েশার (রা.) পূর্বে

১১৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৬-৬১২ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৭-১৬৯; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০; E. G. Browne. A Literary History of Persia. Vol. I (Cambridge : The University Press. 1951). P. 364.

১১৭. আল-কুরআন, সূরা নিসা ঃ ১৪৬ ; সূরা নাহল ঃ ৩৬ ; তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৪।

১১৮. আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৯-১১২; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬।

১১৯. আল-কুরআন, সূরা নিসা ঃ ১৪৬ ; সূরা নাহল ঃ ৩৬ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৯-১১২; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬।

১২০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১০।

১২১. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১০-৪১১ ; ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭-১৮৯; ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩১-১৩২; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৪-৮৫।

www.pathagar.com

তিনি হযরত সাওদা (রা.)-কে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন।[১২২] আল-তাবারী (র.) হযরত সাওদা (রা.)-এর পূর্বে হযরত আয়েশার (রা.) বিয়ে সংঘটিত হওয়া গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন।[১২৩]

মহানবী (সা.)-এর যে সব সহধর্মীনির আলোচনা আল-তাবারীর গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তাঁদের মধ্যে ছিলেন খাদীজা বিন্ত খুওয়াইলিদ, আয়েশা বিন্ত আবূ বকর (রা.), সাওদা বিন্ত যামা'আহ, হাফসাহ্ বিন্ত উমর (রা.), উম্মে সালামাহ (প্রকৃত নাম হিন্দা বিন্ত আবূ উমাইয়া), জুওয়াইরাহ্ বিন্ত আল-হারিস, হাবীবাহ্ বিন্ত আবূ সুফিয়ান, যায়নাব বিন্ত জাহাশ, সাফীয়াহ্ বিন্ত হুইয়াই, মায়মুনা বিন্ত আল-হারিস, শানবা বিন্ত আমর, গাযিয়াহ বিন্ত জাবির, আসমা বিন্ত নু'মান, রায়হানাহ বিন্ত যায়িদ ও মারীয়াহ।[১২৪] তৎকালীন আরব সমাজে অধিক স্ত্রী গ্রহণের উপর কোন বিধি-নিষেধ ছিল না। আল-কুরআনে একজন মুসলমানের জন্য এক সাথে চারজনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ সিদ্ধ নয়। রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিচার করে মহানবী (সা.)-এর জন্য এই নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে স্ত্রী গ্রহণ সীমিত নয়। আল-তাবারী (র.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অধিক স্ত্রী গ্রহণের প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্ববর্তী স্বামী ও সন্তানসহ সঠিক চিত্র তুলে ধরেছেন।[১২৫]

মহানবী (সা.)-এর সন্তানদের মধ্যে প্রায় সকলে ছিলেন হযরত খাদীজার (রা.) গর্ভজাত সন্তান। আল-তাবারী (র.) রাসূল (সা.)-এর আটজন সন্তানের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা ছিলেন কাসিম, তায়্যিব, তাহির, আবদুল্লাহ্, ইব্রাহীম, উম্মে কুলসুম, রকাইয়া ও ফাতিমা (রা.)।[১২৬] ইব্ন সা'দের মতে আবদুল্লাহ্র প্রকৃত নাম ছিল তায়্যিব। সুতরাং তায়্যিব ও আবদুল্লাহ্ মূলত একই সন্তান।[১২৭] এছাড়া আবদুর রহমান নামে রাসূলের (রা.) আরো একজন সন্তান সম্পর্কে জানা যায়।[১২৮] তাঁর পুত্র সন্তানগণ বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন।

১২২. আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৪।
১২৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১১।
১২৪. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১০-৪১১ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৪-৮৫।
১২৫. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১০-৪১৭।
১২৬. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১১ ; ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯০-১৯২ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬২।
১২৭. ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩।
১২৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৬ ; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪।

www.pathagar.com

মহানবী (সা.) বিদায় হজ্জের পূর্বে তিনবার উমরা করেছেন বলে জানা যায়। কারো মতে তিনি চারবার উমরা করেছেন। উল্লেখ্য যে, তাঁর বিদায় হজ্জ ছিল হজ্জে কিরান।[১২৯] কাজেই একথা বলা অসমীচীন হবে না যে, তিনি হজ্জ মৌসুমে একবার এবং তার পূর্বে তিনবার মোট চারবার উমরাহ করেছিলেন।[১৩০] হজ্জ সমাপনান্তে মদীনা প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর পার্থিব জীবনের সমাপ্তি হওয়ার আলামত লক্ষ্য করা যায়। আল-তাবারী (র.) সূরা আল-নাস্‌রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর মহানবী (সা.) অনুধাবন করেন যে, তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পন্ন প্রায় এবং আয়ুষ্কালও শেষ হয়ে এসেছে। মুহাররম মাস অতিবাহিত হওয়ার পর সফর মাসে তাঁর অন্তিম রোগের সূচনা হয়।[১৩১] ক্রমশ রোগ বৃদ্ধি পেলেও তিনি অতিকষ্টে নামাযের ইমামতি করে আসছিলেন। একদিন সাহাবীগণ নামাযের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু উযূ করার পর তিনি বারবার অজ্ঞান হয়ে পড়ছিলেন। এজন্য তিনি হযরত আবূ বকর (রা.)-কে নামাযের ইমামতের দায়িত্ব অর্পণ করেন।[১৩২] স্বীয় গৃহে বসে জামা'আতের নামায অবলোকন করে স্থির থাকতে না পেরে তিনি হযরত আলী (রা.) ও ইব্‌ন আব্বাসের কাঁধে ভর করে মসজিদে প্রবেশ করেন।[১৩৩] এ থেকে জামা'আত সহ নামায আদায়ের গুরত্ব উপলব্ধি করা যায়।

রবিউল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রোগের যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। অসুস্থ শরীরে একটি পানির পাত্রে হাত ভিজিয়ে তিনি মুখে দিচ্ছিলেন।[১৩৪] বারবার জ্ঞান হারিয়ে ফেললেও তিনি চৈতন্য লাভের পর সাহাবীগণকে বিভিন্ন উপদেশ দান করছিলেন। ইহজীবনের সকল দায়িত্ব পালন করে মহানবী (সা.) অন্তিমকালে তাঁর শত শত প্রিয়জন ও সাহাবীকে মায়াময় পৃথিবীতে রেখে উচ্চারণ করলেন, (بالرفيق الاعلى) (পরম শ্রেষ্ঠ বন্ধু আল্লাহ্)। এই শেষ কথাটি উচ্চারণের সাথে সাথে তাঁর পবিত্র রূহ্ মুবারক পরম প্রভূর সান্নিধ্যে গমন করেন

১২৯. যদি কোন ব্যক্তি একই ইহরামে উমরা এবং হজ্জ করতে চান তাহলে তিনি একই ইহরামে উমরাহ, শেষে হজ্জ সমাপন করবেন এবং ইহরাম থেকে মুক্ত হবেন। এরূপ একই ইহরামে উমরাহ ও হজ্জ করাকে হজ্জে কিরান বলে।

১৩০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৮-৪৩২।

১৩১. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৮-৪২৯ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭।

১৩২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৯ ; ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭-২০।

১৩৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৯ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭।

১৩৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪০ ইব্‌ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪-৪৭; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭-৫৮।

www.pathagar.com

(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন)।[১৩৫] মহানবী (সা.) দশম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে পরলোক গমন করেন। দিন, মাস ও বছর সম্পর্কে দ্বিমত না থাকলেও তাঁর ওফাতের তারিখ নিয়ে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কারো মতে তিনি রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখ সোমবার মধ্যাহ্ন ইন্তিকাল করেন।[১৩৬] কারো মতে রবিউল আউয়াল মাসের দুই তারিখে তাঁর ওফাত হয়।[১৩৭] আল-তাবারী (র.) রাসূল (সা.)-এর মৃত্যু তারিখ রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখ সোমবার বলে উল্লেখ করেছেন।[১৩৮] ইব্ন সা'দের বর্ণনায় এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়।[১৩৯]

খুলাফা রাশিদূন ঃ উদ্ভব ও পর্যালোচনা

মহানবী (সা.)-এর ইন্তিকালের পর ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা নির্বাচনের সাথে সাথে খিলাফতের উৎপত্তি হয়। মহানবী (সা.)-এর কার্যক্রমকে পরিচালিত করার লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে খিলাফত।[১৪০] হযরত আবূ বকর (রা.) ছিলেন প্রথম খলীফা।[১৪১] রাসূল (সা.)-এর পর যে চারজন বিশিষ্ট সাহাবা তাঁর অনুসৃত পথে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে ইসলাম ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনা করেন ইতিহাসে তাঁদেরকে 'খুলাফা রাশিদূন' বলা হয়েছে।

খলীফা হযরত উমর (রা.) 'আমীরুল-মু'মিনীন' উপাধি গ্রহণ করেন।[১৪২] ধর্মীয় কার্যাবলীর উপর অধিক গুরত্ব আরোপ করে শী'আগণ তাদের নেতা ও রাষ্ট্র প্রধানকে ইমাম হিসেবে আখ্যায়িত করে। খলীফা, আমীরুল-মু'মিনীন ও ইমাম এই তিনটি উপাধি ইসলামী রাষ্ট্র বা খিলাফত নামক প্রতিষ্ঠানের প্রধানের জন্য প্রয়োগ রয়েছে।[১৪৩]

---

১৩৫. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪০-৪৪১ ; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮; মুনতাকা আল-নুকূল, পৃ. ৪১৪ ; মুহাম্মদ আল-গায্যালী, ফিকহ আল-সীরাহ্, (বৈরত ঃ দার আল-আহইয়া আল-তারাছ আল-আরবী, ১৯৮৬), পৃ. ৫০২।

১৩৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪১-৪৪২ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮।

১৩৭. আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৩; ফাতহ আল-বারী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৯১।

১৩৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪১।

১৩৯. ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭-৫৮।

১৪০. মজীদ খাদ্দূরী, উমাম আল-ইসলামীয়াহ, ২য় খণ্ড (কায়রো, ১৯৩৪), পৃ. ১৭১।

১৪১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৮-৪৬২ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৩-১২৬ ; T. W. Arnold, op.cit., PP. 19-20.

১৪২. T. W. Arnold, op.cit., PP. 31-32 ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭০।

১৪৩. T. W. Arnold, op.cit., PP. 39-40.

www.pathagar.com

মহানবী (সা.) ইন্তিকালের পূর্বে কাকেও তাঁর উত্তরাধিকার মনোনীত করে যান নি। এজন্য তাঁর ইন্তিকালের সাথে সাথে এ বিষয়ে সংকট দেখা দেয়। মদীনার আনসারগণ সাকীফাহ্ বনূ সাআদাহ নামক স্থানে সমবেত হয়ে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনের প্রয়াসে খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ ইব্ন উবাদাহ্কে খলীফা নির্বাচনের প্রত্যয় ব্যক্ত করে।[১৪৪] কিন্তু মুহাজিরগণ কর্তৃক এ প্রস্তাব প্রত্যাখাত হয়। ফলে আনসার ও মুহাজিরগণ দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং উভয়ের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। হযরত আবূ বকর, উমর ও আবূ উবাইদাহ ইব্ন জাররাহ (রা.) সাকীফাহ বনূ সা'আদায় উপস্থিত হয়ে পরামর্শ করেন। ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আনসার ও মুহাজিরগণ তাঁদের ত্যাগ তিতিক্ষা ও অবদানের উদ্ধৃতি দিয়ে দল হতে নেতা নির্বাচনের দাবী জানায়। হযরত আবূ বকর (রা.) আনসার ও মুহাজিরদের ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁদেরকে সংযমী হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। এক পর্যায়ে দু'দল থেকে দু'জন নেতা নির্বাচনের দাবী উত্থাপিত হয়। হযরত উমর (রা.) এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে। ইসলামের এই সংকটময় মুহূর্তে একজন যোগ্য নেতা নির্বাচনের উপর গুরত্ব আরোপ করেন। হযরত উমর ফারূক (রা.) বয়ঃবৃদ্ধ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে মুসলিম জাহানের খলীফা ঘোষণা করে তার নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।[১৪৫] আনসার ও মুহাজিরগণ হযরত আবূ বকরের আনুগত্য মেনে নেন। আরবের প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী এবং ইসলামের ক্ষেত্রে আবূ বকর (রা.)-এর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ মহানবী (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্যতা প্রশ্নাতীত ছিল।[১৪৬]

আল-তাবারীর বর্ণনা হতে জানা যায় যে, নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা নির্বাচনে যাতে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয় সে জন্য মৃত্যু শয্যায় হযরত আবূ বকর (রা.) কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবার উপস্থিতিতে হযরত উমর ফারূক (রা.) খিলাফতের পরবর্তী উত্তরাধিকারের দায়িত্ব পালনে যোগ্য বলে ঘোষণা করেন।[১৪৭] এ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন উঠলেও তা আবূ বকরের ভাষণের প্রেক্ষিতে নিরসিত হয়।[১৪৮] খলীফা আবূ

১৪৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৫-৪৫৬ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৩।
১৪৫. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৮-৪৬২; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৩-১২৬; T.W. Arnold, op.cit., PP. 19-20.
১৪৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৯।
১৪৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১৮ ; T. W. Arnold, op.cit., PP.-20.
১৪৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১৮।

www.pathagar.com

বকরের ওফাতের পর ১৩ হিজরীর জুমাদা আল-আখিরাহ মাসে তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলে ইসলামের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হয়।

হযরত উমর (রা.) পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবার সমন্বয়ে একটি নির্বাচন পরামর্শক সভা গঠন করে যান।[১৪৯] আবূ বকর (রা.) ও উমরের (রা.) অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্য তাঁদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে তেমন কোন জটিলতার সৃষ্টি না হলেও হযরত উসমানের (রা.) নির্বাচনে চরম জটিলতার সৃষ্টি হয়। কারণ উসমান, আলী, তালহা, যুবাইর, আবদুর-রহমান ও সা'দ (রা.) প্রমুখ ব্যক্তি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যোগ্য সহচর। ইসলামের খিদমতে তাদের প্রত্যেকের অবদান ছিল। হযরত উসমানকে খলীফা মনোনীত করার জন্য নির্বাচক মণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্য একমত পোষণ করেন। হযরত উমরের মৃত্যুর তিন রাত পর হযরত উসমান (রা.) ২৩ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের সর্বশেষ দিন সোমবার খলীফা নির্বাচিত হন এবং ২৪ হিজরীর মুহাররম মাসের প্রথম দিন তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১৫০]

৩৫ হিজরীতে বিদ্রোহীদের কর্তৃক হযরত উসমান (রা.) শাহাদাত বরণ করেন এবং বিদ্রোহীগণ হযরত আলী (রা.)-কে মুসলিম জাহানের খলীফা নির্বাচন করে। খিলাফতের এই দূর্দিনে মদীনার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে এবং ইসলামের কল্যাণার্থে ৩৫ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১৫১] সাধারণ জনগণ তাঁর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করলেও তালহা, যুবাইর ও হযরত আয়েশা (রা.) এ নির্বাচনে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। মৃত্যুর পূর্বে হযরত আলী (রা.) তাঁর পরবর্তী কোন খলীফার নাম করে যান নি। এ বিষয়ে অনুরোধ জানালে তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং জনগণের উপর নেতা মনোনয়নের ভার দেন।[১৫২]

খলীফা ছিলেন রাষ্ট্রের এবং ধর্মের নিরাপত্তা বিধানকারী। খিলাফতকল্পে তাঁকে সব রকম সমস্যার মুকাবিলা করতে হয়। হযরত আবূ বকরের (রা.) খিলাফতের

১৪৯. নির্বাচন পরামর্শক সভার বিশিষ্ট সাহাবীগণ ছিলেন, হযরত আলী, হযরত উসমান, হযরত তালহা, হযরত যুবাইর, হযরত আবদুর রহমান, ইব্ন আউফ ও হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস। দ্রষ্টব্য- আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬০ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫ ; T. W. Arnold, op.cit., P. 21 ; Muhammad Ali, Early Caliphate (Lahore, 1451), P. 16.

১৫০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৫ ; আল-বালাযূরী, আনসাব আল-আশরাফ, ৫ম খণ্ড, (জের জালেম ঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৩৬), পৃ, ১৫-২০ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫-৭৬।

১৫১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৭; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৮-১৭৯।

১৫২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১২।

www.pathagar.com

দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথে আরব বেদুঈনের এক বিরাট অংশ তাদের পূর্ব ধর্মে ফিরে যেতে থাকে এবং খিলাফতের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। এ সময় ইয়াহূদী-খ্রিস্টানরাও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং এই সুযোগে কিছু ভণ্ড নবীর উদ্ভব ঘটে। ইয়ামনের আল-আসাদ আল-আনসী[১৫৩] গাতাফান গোত্রের তুলায়হা,[১৫৪] ইয়ামামা অঞ্চলের অধিবাসী মুসায়লামা[১৫৫] এবং শাজাহ নাম্নী মহিলা প্রমুখ নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার ইসলাম ও খিলাফতের ধ্বংস সাধনে তৎপরতা বৃদ্ধি করে। উপরন্তু বাহরাইন, আম্মান ও ইয়ামন অঞ্চলে বিদ্রোহীদের তৎপরতা খিলাফতের ভিত্তিমূলে নাড়া দেয়।[১৫৬] ইসলামের এই বিপর্যয়ের সময় প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা.) ধর্মত্যাগী এবং ভণ্ড নবীদেরকে কঠোর হস্তে দমন করে ইসলাম ও খিলাফত রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন।[১৫৭]

খলীফা হযরত উমর (রা.) ছিলেন কঠোর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শাসক। তাঁর খিলাফত আমলে খিলাফতের স্থিতিশীলতা আসে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। খলীফা উসমানের (রা.) খিলাফতের প্রথম দিকে স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করা গেলেও পরবর্তী ছয় বছরে খিলাফতের সর্বত্র বিদ্রোহের দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। খলীফার উদারতার সুযোগ নিয়ে মারওয়ান ইব্ন হাকাম[১৫৮] তাঁর উপদেষ্টা সেজে প্রশাসন

১৫৩. হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খিলাফত লাভের পূর্বে ভন্ড নবী আল-আসাদ-আল আনসী আবদুল্লাহ ইব্ন ফিরূয আল-দায়লামী কর্তৃক নিহত হলেও রাসূল (সা.)-এর ওফাতের সংবাদ পেয়ে তার ভক্তগণ ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আবূ বকর (রা.) এ বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেন। দ্রষ্টব্য-তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৪-৪৭৩ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৯ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২।

১৫৪. তুলায়হা নিজেকে নবী বলে দাবী করে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে সংগবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ আল-বুযাখাহ্ নামক স্থানে তাকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। তুলায়হা পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। দ্রষ্টব্য-তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৩-৪৮৯ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৯।

১৫৫. মুসায়লামা ছিল ভন্ড ও মিথ্যা নবুওয়ত দাবিকারীদের মধ্যে প্রভাবশালী ও শক্তিশালী। ইকরামা ইব্ন আবূ জাহেলের সাহায্যার্থে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ ইয়ামামায় প্রেরিত হন। ইয়ামামার যুদ্ধে মুসায়লামা পরাজিত ও নিহত হয়। দ্রষ্টব্য-তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৪-৫১৮ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৯ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪-৬৫।

১৫৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১৯-৫৩২; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৮-১৩১; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪-৬৫।

১৫৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৩ ও পরবর্তী পৃ.ষ্ঠাসমূহ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪-৭৫; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৮-১৩১।

১৫৮. মারওয়ান ইব্ন হাকাম ছিলেন হযরত উসমানের (রা.) চাচাত ভাই। মহানবী (সা.) তাকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করেন। হযরত আবূ বকর ও উমর (রা.) রাসূল (সা.) প্রদত্ত দণ্ড প্রত্যাহার করতে সাহস করেন নি। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) খিলাফত লাভ করলে বহিস্কৃত মারওয়ানকে তিনি

www.pathagar.com

থেকে হাশিমীদেরকে বরখাস্ত করে উমাইয়াদেরকে নিয়োগ প্রদান করায় কুরাইশ বংশের দু'টি শাখা উমাইয়া ও হাশেমীদের পুরাতন দ্বন্দ্ব[১৫৯] নতুনভাবে দেখা দেয়। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে একদল লোক খলীফার বিরুদ্ধে বানোয়াট অভিযোগ উত্থাপন করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সর্বোপরি মারওয়ানের চক্রান্ত, স্বার্থপরনীতি, এবং বিরোধীদের হত্যার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ শুরু হয় তা হযরত উসমান (রা.)-এর ন্যায় কোমল হৃদয় খলীফার পক্ষে রোধ করা সম্ভব হয়নি।[১৬০]

ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষ ও গৃহ যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতকাল অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছিল। খলীফা উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের তাৎক্ষণিক বিচার সম্ভব না হওয়ায় তালহা, যুবাইর ও আয়েশা (রা.) খলীফা আলী (রা.)-কে ভুল বুঝে তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। ফলে উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং শান্তি বিঘ্নিত হয়।[১৬১] এই যুদ্ধে তালহা ও যুবাইর শাহাদত বরণ করেন এবং হযরত আয়েশাকে সসম্মানে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। রাষ্ট্রীয় সংহতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর আমলের বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্তার অপসারণের ফরমান জারী করেন।[১৬২] সিরিয়ার শাসনকর্তা আমীর মুয়াবিয়া (রা.) খলীফার নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেন। হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে মুয়াবিয়া (রা.) তা উমাইয়াগণ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত আক্রোশ মনে করে মুয়াবিয়া (রা.) খলীফাকে আনুগত্য দান না করে তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের

রাজধানী মদীনায় ফিরিয়ে আনেন এবং তার উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন। কূটনীতিবিদ মারওয়ান খলীফার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করেন। হাশিমীদেরকে দুর্বল করার জন্য এবং উমাইয়াদেরকে শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হাশিমীদেরকে অপসারণ করে রাজকার্যে উমাইয়াদেরকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিয়োগ করেন। তিনি রাষ্ট্রের সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। এমনকি সরকারী সম্পত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করেন। তার এ স্বার্থপরতার কারণে সর্বস্তরে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দেয়।

১৫৯. উর্ধ্বতন পুরুষ ফিহর ইব্ন মালিকের অপর নাম কুরাইশ। তার বংশধরকে কুরাইশ বলা হয়। কুরাইশ বংশোদ্ভূত কা'বা গৃহের তত্ত্বাবধায়ক আব্দ মান্নাফের তিন পুত্র আবদুল-শামস, হাশিম ও মুত্তালিব। আব্দুল-শামসের পুত্র উমাইয়ার বংশকে উমাইয়া ও হাশিমের বংশকে হাশেমী বলা হয়। মক্কা শাসন ও কা'বার নেতৃত্ব নিয়ে উমাইয়া ও হাশিম পরিবারের মধ্যে কলহ বিবাদ লেগেই থাকত। পরিশেষে মক্কা ও কা'বার নেতৃত্ব হাশিম পরিবারের অধীনে চলে যায়। মহানবী (সা.)-এর আমলে এবং আবূ বকর ও উমরের খিলাফতকালে ইসলামী সাধারণতন্ত্রে কোন গোত্রীয় প্রভাব পড়েনি। কিন্তু উসমানের আমলে মারওয়ানের চক্রান্তে শাসনকার্যে উমাইয়া বংশ প্রভাব বিস্তার করে।

১৬০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৯ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ ; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪০-৪৪২; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৪-৮৫; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৬ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০।

১৬১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫১৯-৫২৫ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮০ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

১৬২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৯-৫৪০।

www.pathagar.com

প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মুয়াবিয়ার এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য উভয়ের মধ্যে 'সিফ্ফীনের যুদ্ধ' সংঘটিত হয়।[১৬৩] তাঁদের এই বিবাদের মীমাংসার জন্য 'দূমাত আল-জানদাল' (دومة الجندل) নামক স্থানে সালিসী অনুষ্ঠিত হয়। এতে মুয়াবিয়ার সমর্থক আমর ইব্ন আল-আসের চতুরতার নিকট খলীফা আলীর কূটনৈতিক পরাজয় ঘটে।[১৬৪] মুয়াবিয়াকে বশীভূত করতে না পারায় খলীফার মর্যাদা হ্রাস পায় এবং সিরিয়া ও মিসর তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। ৪০ হিজরীর রমযান মাসে ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) শাহাদাত বরণ করলে খুলাফা রাশিদূনের পরিসমাপ্তি ঘটে।[১৬৫]

মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্র খুলাফা রাশিদূনের আমলে বিস্তৃতি লাভ করে। মূতার যুদ্ধে পর পর তিনজন সেনাপতি শহীদ হওয়ায় খালিদের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী মদীনা প্রত্যাবর্তন করে। মহানবী (সা.) অন্তিমকালে উসামার নেতৃত্বে মূতা অঞ্চলে এক অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁর ওফাতের সংবাদে এ অভিযান স্থগিত হয়ে যায়। খলীফা আবূ বকর (রা.) রাসূল (সা.)-এর অন্তিম ইচ্ছা পূরণের জন্য স্থগিত অভিযান পুনরায় প্রেরণ করেন।[১৬৬] উসামা (রা.) বিজয় বেশে মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। বিদ্রোহী ধর্মত্যাগী ও ভণ্ড নবীদেরকে নানাভাবে সাহায্য প্রদান, ক্রমাগত মুসলিম এলাকায় হামলা পরিচালনা এবং মুসলিম শক্তির বিরদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারকারী রোমান (জর্দান, প্যালেস্টাইন, মিসর) ও পারসিকদের বিরদ্ধে খলীফা আবূ বকর (রা.) অভিযান প্রেরণ করেন। এ সময় পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের কিছু অঞ্চল মুসলমানদের দখলে আসে। খলীফা উমরের আমলে এসব অভিযান অব্যাহত থাকে। সেনাপতি মুসান্না, আবূ উবাইদাহ, সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস ও নু'মানের নেতৃত্বে বস্রা,[১৬৭] কূফা,[১৬৮] নাহাওয়ান্দ[১৬৯] রাই, আযারবাইজান ও আরমিনিয়া,[১৭০] কিরমান, সিজিস্তান

১৬৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৬২-৫৬৩ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭-১৮৯।
১৬৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৯-৫১ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৯-১৯০।
১৬৫. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১০-১১৫ ; দিনওয়ারী, আখবার আল-তিওয়ান, (লাইডেন, ১৮৮৮), পৃ. ২২৭ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯০-৯১; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১২।
১৬৬. আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬।
১৬৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৯।
১৬৮. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।
১৬৯. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৫-২১৫।
১৭০. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩১-২৩৪, ৩০৭।

www.pathagar.com

ও মাকরান বিজিত হয়।[১৭১] সেনাপতি আমর ইব্নুল আস, শুহরাবিল ও খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের নেতৃত্বে আজনাদাইন, জেরজালেম,[১৭২] দামিশ্ক, হিম্স,[১৭৩] জর্দান, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া,[১৭৪] মিসর ও ইস্কানদারীয়া (আলেকজান্দ্রিয়া) বিজিত হয়।[১৭৫] খলীফা উমরের মৃত্যুর পর অসম্পন্ন অভিযানগুলো উসমানের খিলাফতকালে সম্পন্ন হয়। এ সময় উত্তর আফ্রিকা, ভূমধ্যসাগরের কয়েকটি দ্বীপ, কিরমান, জুরজান, সিজিস্তান ও তাবারিস্তান মুসলিম শাসনাধীনে আসে।[১৭৬] খলীফা আলীর সময় মুসলিম সাম্রাজ্যের বাইরে তেমন কোন অভিযান প্রেরিত হয়নি। করণ ভ্রাতৃঘাতি দ্বন্দ্ব কলহ ও অভ্যন্তরীণ সমস্যার মুকাবিলা করতে গিয়ে তাঁর পক্ষে নতুন কোন দেশে অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি।

খুলাফা রাশিদূনের আমলে শাসন ব্যবস্থা ছিল কুরআন ও হাদীসের নির্দেশে পরিচালিত এবং ইসলামের সমতা ও গণতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। খলীফা উমর ফারূক (রা.) সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।[১৭৭] খলীফা হিসেবে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন সাহাবীদের পরামর্শ নিয়ে রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পাদন করেছেন। 'মজলিসে শূরা' নামে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পরামর্শ সভা গঠন করা হয়।[১৭৮] অর্থনৈতিক সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের জন্য দীওয়ান প্রতিষ্ঠা করেন।[১৭৯] দীওয়ান নামক এই বিভাগের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় ও সুষ্ঠু বন্টনের কার্যক্রম পরিচালিত হতো। সরকারী খাতে এবং সামরিক, বেসামরিক ও জনহিতকর কার্যে ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ সমবন্টনের জন্য হযরত উমর (রা.) একটি ভাতাভোগী তালিকা প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলাম গ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই এই ভাতা তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৮০]

---

১৭১. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৫-২৫৭।
১৭২. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০১-১০৩ ; ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪১-১৪২।
১৭৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৬ ; ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪১-১৪২।
১৭৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৩-১৬০।
১৭৫. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯৫-২০০ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩।
১৭৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৩, ৩৫৫-৩৫৯; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৩-৮৪; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭-৭৯।
১৭৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৪।
১৭৮. আল-বালাযুরী, ফতুহ আল-বুলদান, পৃ. ১৩-২০ ; ইমাম আবূ ইউসুফ, কিতাব আল-খারাজ (বূলাক ১৩০২ হি.), পৃ. ২৫, S.A.Q. Hosaini, Constitution of The Arab Empaire (Lahore, 1958), P. 81.
১৭৯. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৭-২৭৯ আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯।
১৮০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৭-২৭৯ আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৭ ; W. Muir, op.cit., P. 161 ; Islamic Culture, No. iv, 1980 , P248 ; ইতিহাস, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২৩।

www.pathagar.com

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর ৬৩ বছর বয়সে ১৩ হিজরীর জুমাদা আল-আখিরা মাসের ২২ তারিখে ইন্তিকাল করেন। আল-তাবারী (র.) তাঁর শাসন কাল দু'বছর তিন মাস দশদিন অথবা আটদিন বলে উল্লেখ করেছেন।[১৮১] মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শাসনতন্ত্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) ২৩ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের ২৬ তারিখে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী আবূ লু'লু[১৮২] কর্তৃক ছুরিকাহত হন।[১৮৩] তিনি ২৪ হিজরীর ১লা মুহাররম ইন্তিকাল করেন।[১৮৪] তিনি দশ বছর ছয় মাস খিলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[১৮৫] হযরত উমরের ন্যায় হযরত উসমানও আততায়ীর হাতে শহীদ হন। হযরত উসমান (রা.) ৩৫ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে অথবা ৩৬ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে শাহাদাত প্রাপ্ত হন।[১৮৬] আল-ইয়াকূবী ও আবূ আল-ফিদা ৩৫ হিজরীর যিলহজ্জের ১৮ তারিখ উল্লেখ করেছেন।[১৮৭] আল-তাবারী (র.) একাধিক সনদ উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি ৩৫ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে আইয়াম আল-তাশরীক ১২ তারিখ শুক্রবার শাহাদত বরণ করেন।[১৮৮] তিনি ১১ বছর ১১ মাস ১৮ দিন অথবা ২২ দিন মুসলিম জাহানের খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।[১৮৯] ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী (রা.) ও মুয়াবিয়ার (রা.) মধ্যে সংঘটিত বিরোধ মিমাংসাকে কেন্দ্র করে খারিজীদের উদ্ভব ঘটে।[১৯০] তারা ইসলামের ঐক্য

১৮১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬১২ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭।

১৮২. আবূ লু'লু কূফার শাসনকর্তা মুগীরাহ্ ইব্ন শু'বাহর ভৃত্য এবং জাতিতে খ্রীস্টান। আবূ লু'লু ইতোপূর্বে খারাজ প্রদান সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে খলীফা উমরের নিকট এসেছিল। এতে অনুমান করা যায় যে, অনেক পূর্ব থেকে সে খলীফাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। দ্রষ্টব্য-তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩-২৬৫।

১৮৩. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩-২৬৫ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪।

১৮৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩-২৬৫ ; ইব্ন সা'দ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৫ আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬০ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪।

১৮৫. ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪।

১৮৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪১।

১৮৭. আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৬ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০।

১৮৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪১-৪৪২ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

১৮৯. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪১ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮১।

১৯০. আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সংঘটিত বিরোধ মিমাংসার জন্য দুমাত আল-জান্দালের শালিস বসে। আমর ইব্ন আল-আসের কৌশলতার কারণে শালিসের রায় আলীর প্রতিকূলে হয়। আলীর বার হাজার সৈন্য এই অন্যায় সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে। আলীর সাথে তাদের মত বিরোধ সৃষ্টি হলে তারা

www.pathagar.com

ও অখণ্ডতার জন্য হযরত আলী, মুয়াবিয়া ও আম্রকে দায়ী করে এবং এই তিনজনকে একই সময়ে হত্যা করার জন্য কা'বা গৃহে শপথ গ্রহণ করে। মুয়াবিয়া ও আম্র খারিজীদের হাত হতে অল্পের জন্য রক্ষা পান। কিন্তু খলীফা হযরত আলী (রা.) ফজর নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাওয়ার পথে ৪০ হিজরীর রমযান মাসে আবদুর রহমান ইব্ন মুলজামের ছুরিকাঘাতে শাহাদত বরণ করেন।[১৯১]

উমাইয়া ও আংশিক আব্বাসীয় যুগ

উমাইয়া যুগ

উমাইয়া গোত্রের মুয়াবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা.) ৪০ হিজরীতে পূর্ণভাবে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১৯২] আল-তাবারীর বর্ণনার উপর ভিত্তি করে সংক্ষিপ্তভাবে উমাইয়া খিলাফতের প্রাসংগিক ঘটনা বিশ্লেষিত হল।

খিলাফত রাশিদার সনাতন নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিহার করে মুয়াবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা.) খলীফা হিসেবে ঘোষণা দিলে সিরিয়ার অধিবাসীরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে। কিন্তু মক্কা ও মদীনায় অবস্থানরত রাসূল (সা.)-এর বিশিষ্ট সাহাবা ও বিদগ্ধজন মুয়াবিয়ার খিলাফতকে মেনে নিতে পারেননি। এই পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পেরে কূফার অধিবাসীরা মুয়াবিয়ার খিলাফতের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করে হযরত আলী (রা.)-এর পুত্র হযরত হাসান (রা.)-কে খলীফা বলে ঘোষণা করে।[১৯৩] কূফার প্রখ্যাত ব্যক্তিগণের মধ্যে কাইস ইব্ন সা'দ হাসানের বাই'আত

আলী, আমর ও মুয়াবিয়াকে দোষারোপ করে আলীর দল ত্যাগ করে। তারা ইতিহাসে 'খারিজী' নামে পরিচিত। দ্রষ্টব্য-তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৯-৫১; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯১; আল-ইয়াকূত, মু'জাম আল-বুলদান, ২য় খণ্ড, (তেহরান ঃ মানশুরাত মাকতাবাত আল-আসদারকম, ১৯৬৫), পৃ. ২৪৬; কিতাব আল-মিলাল ওয়া নিহাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৬।

১৯১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১০-১১৫ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-৯১; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১২ ; দিনওয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯২-৯৩।

১৯২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৬-১২৯ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৬ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮ ; P. K. Hitti, op.cit., P. 189 ; W. Arnold, op.cit., P. 22 ; Montgomary Watt, The Majestry that was Islam (London : Sidgwick & Jackson, 1976), P. 18-20.

১৯৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২১ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৪-৪১৫ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৬।

www.pathagar.com

গ্রহণকারীর অন্যতম।[১৯৪] মুয়াবিয়া (রা.) হাসানকে খিলাফতের দায়িত্ব থেকে সরে আসার জন্য বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করতে থাকেন। হযরত হাসান (রা.) বিশৃংখলা ও রক্তপাত এড়ানোর উদ্দেশ্যে ৪১ হিজরীর রবীউস্-সানী মাসে মুয়াবিয়ার নিকট খিলাফতের দায়িত্ব হস্তান্তরিত করেন।[১৯৫]

আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) নিজ ক্ষমতা সুদৃঢ় করার পর কূফার শাসনকর্তা মুগীরা ইব্ন শু'বার পরামর্শে পুত্র ইয়াযীদকে খিলাফতের উত্তরাধিকার মনোনীত করে ইসলামে বংশানুক্রমিক শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে।[১৯৬] এই বংশানুক্রমিক শাসনের বিরদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছে। কিন্তু আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) সেদিকে কর্ণপাত না করে তাঁর পুত্র ইয়াযীদকে পরবর্তী উত্তরাধিকার নিযুক্ত করে বাহ্যিক আনুগত্য আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হুসাইন ইব্ন আলী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা.) প্রমুখ ব্যক্তি ইয়াযীদের খলীফা নিযুক্তিতে প্রকাশ্যভাবে বিরোধীতা করেন। মুয়াবিয়া (রা.) মুসলিম উম্মাহর উপর অগণতান্ত্রিক পন্থায় স্থিরকৃত ইয়াযীদের খিলাফতকে চাপিয়ে দিয়ে মুসলমানদের সনাতন রাজনীতিতে জটিলতা সৃষ্টি করেন। তিনি ৬০ হিজরীর রজব মাসে মৃত্যুবরণ করেন।[১৯৭] আল-ওয়াকিদীর বর্ণনায় আমীরে মুয়াবিয়ার মৃত্যু তারিখ ১৫ রজব উল্লেখিত হয়েছে।[১৯৮] আল-তাবারী আলী ইব্ন মুহাম্মদের সূত্রে বলেন যে, তিনি ৬০ হিজরীর রজব মাসের আটদিন অবশিষ্ট থাকতে (২২ তারিখ) বৃহস্পতিবার মৃত্যুবরণ করেন।[১৯৯]

আমীরে মুয়াবিয়া (রা.)-এর মৃত্যুর পর ইয়াযীদ উমাইয়া মামলিকাতের সিংহাসনে আরোহণ করেন।[২০০] তাঁর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া সর্বস্তরের জনগণ

---

১৯৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২১ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৪-৪১৫ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৬।

১৯৫. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৪-১২৮ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৫ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৬-৯৭।

১৯৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৪-২২৫ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪১ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৪ ; P. K. Hitti, op.cit., P P. 189-190 ; W. Arnold, op.cit., P. 22.

১৯৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৯ : ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০২।

১৯৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৯।

১৯৯. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৯।

২০০. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫০-২৫৫; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪১ ;P. K. Hitti, op.cit., P. 190 ; W. Arnold, op.cit., P. 22.

www.pathagar.com

কর্তৃক সমর্থিত হয়নি। কূফাবাসীরা ইয়াযীদের খিলাফতের প্রতি সমর্থন না দিয়ে হযরত আলীর দ্বিতীয় পুত্র হুসাইন (রা.)-কে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য পত্র বিনিময় শুরু করে।[২০১] ইসলামের একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠান খিলাফত একজন অধার্মিক ও অযোগ্য লোকের হাতে অবমূল্যায়ন হবে চিন্তা করে ইমাম হুসাইন (রা.) কূফাবাসীদের আহ্বানে সাড়া দেন। তিনি আত্মীয়-স্বজনের নিষেধ উপেক্ষা করে ৬০ হিজরীর শাবান মাসে তাঁর দু'শ সহচরসহ কূফা যাত্রা করেন।[২০২] ফুরাত নদীর তীরবর্তী কারবালায় উপনীত হলে তিনি ইয়াযীদের সৈন্যগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন। তারা ইয়াযীদের বশ্যতা স্বীকারের জন্য চাপ দিলে তিনি তা প্রত্যাখান করেন। ৬১ হিজরীর ১০ই মুহাররমে তিনি তাঁর সঙ্গীসাথীসহ কারবালা প্রান্তরে ইয়াযীদ বাহিনীর হাতে শাহাদত বরণ করেন।[২০৩]

কারবালার মর্মান্তিক শাহাদাত মুসলিম জগতে ক্ষোভের সঞ্চার করে এবং সর্বত্র এর প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে। এই হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে শী'আ[২০৪] সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ফলে মুসলিম জাতি শী'আ ও সুন্নী নামে দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। হুসাইনের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে শী'আগণ অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে পড়ে। হুসাইনকে কূফা গমনের আহ্বান জানিয়েছিল কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁকে কোন সাহায্য করতে না পারায় তারা অনুশোচনায় দগ্ধিভূত হতে থাকে এবং হুসাইনের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহনের জন্য শী'আ নেতা সুলাইমানের নেতৃত্বে উমাইয়া শাসনের বিরদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু তারা কারবালার হত্যাকাণ্ডের নায়ক সেনাপতি উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদের নিকট পরাজিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এই দলটি

---

২০১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮৬-২৮৭ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৪-২১৫ ; P. K. Hitti, op.cit., P. 190 .

২০২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮৭-২৯০ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৩ ও পরবর্তী পৃ.ষ্ঠা ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৫ ; P. K. Hitti, op.cit., P. 190.

২০৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩০১ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৬; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৬-১০৭ ; P. K. Hitti, op.cit., P P. 190-191.

২০৪. হযরত আলী ও তাঁর বংশধরগণের সমর্থকদেরকে শী'আ বলা হয়। রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর খিলাফতের দাবীদার হিসেবে তারা আলী (রা.)-এর সমর্থক ছিল। আবূ বকর, উমর ও উসমানের খিলাফতকে তারা বৈধ বলে স্বীকার করে না। কারণ তাদের মতে হযরত আলী রাসূল (সা.)-এর একমাত্র উত্তরাধিকার। উসমানের (রা.) খিলাফতের পর তাদের সহযোগিতায় হযরত আলী (রা.) খিলাফত লাভ করেছিল। আলীর মৃত্যুর পর হাসানকে এবং হাসানের মৃত্যুর পর হুসাইনকে তারা ন্যায় সঙ্গত খলীফা ও ইমাম বলে মনে করতো। হুসাইন শাহাদৎ বরণ করলে তারা অত্যন্ত মর্মাহত ও শোকার্ত হয়ে পড়ে। ফলে আবূ বকরের আমলে শী'আদের আধ্যাত্মিক জন্ম হয়ে থাকলেও ৬১ হিজরীর ১০ই মুহাররম হুসাইনের নির্মম হত্যাকান্ডের প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রকাশ্যে তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

www.pathagar.com

ইতিহাসে খিলাফতের ধ্বংস সাধনে সচেষ্ট থাকে।[২০৫] উমাইয়াদের এই বর্বরতার জন্য শী'আ, সুন্নী ও খারেজীগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই হীন কর্মকাণ্ডের বিরদ্ধে মদীনাবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইয়াযীদ তাঁর রাজকীয় বাহিনী প্রেরণ করে ৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে হার্‌রা নামক স্থানে তাঁদেরকে পরাজিত করেন। ইয়াযীদের বাহিনী পবিত্র মদীনা নগরী লুণ্ঠন করে এবং নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। রাসূল (সা.)-এর বিশিষ্ট সাহাবীগণ এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন।[২০৬] মক্কাবাসীরাও ইয়াযীদের খিলাফত মেনে নিতে পারেনি। তাঁরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইরকে খলীফা ঘোষণা করে। হুসাইন ইব্ন নুমীর সেনাপতিত্বে ৬৪ হিজরীতে ইয়াযীদের সৈন্য বাহিনী মক্কা আক্রমণ করে এবং কা'বা গৃহের পবিত্রতা নষ্ট করে।[২০৭] এসব নিষ্ঠুর ও ন্যাক্কারজনক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। ইয়াযীদ ৬৩ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের ১৪ তারিখ মঙ্গলবার মৃত্যুবরণ করে।[২০৮] ইয়াযীদের মৃত্যুর বছর সম্বন্ধে মত পার্থক্য রয়েছে। ইব্ন কুতাইবা তাঁর মৃত্যুর তারিখ ৬৪ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন।[২০৯] অধিকাংশ ঐতিহাসিক ৬৪ হিজরীতে তার মৃত্যুর তারিখ নির্দেশ করেছেন।[২১০] তবে আল-তাবারী (রা.) ৬৪ হিজরীর আলোচনার মধ্যে ইয়াযীদের মৃত্যুর ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।[২১১]

ইয়াযীদের মনোনয়ন অনুসারে মুয়াবিয়া ইব্ন ইয়াযীদ উমাইয়া খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন।[২১২] কিন্তু তিনি পিতার অশুভ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট ছিলেন না। এ সময় সিরিয়ার কিয়দাংশ ব্যতীত সমগ্র মুসলিম বিশ্বে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর

---

২০৫. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৭৫ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৭; ইব্ন আল-আসীর, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮ ও পরবর্তী পৃ.ষ্ঠাসমূহ।

২০৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬৩-৩৭০ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫১ ; P. K. Hitti, op.cit., P. 191.

২০৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৮১-৩৮৩ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫১-২৫২ ; মুরূজ আল-যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৯।

২০৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৮৪।

২০৯. ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫২; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৮।

২১০. ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫২; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৮।

২১১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৮৪।

২১২. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৮৫-৩৮৬ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩-১৫৪ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৯।

www.pathagar.com

(রা.) খলীফা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।[২১৩] মুয়াবিয়া ইব্ন ইয়াযীদ একমাত্র ব্যতিক্রম যিনি কাউকে তাঁর উত্তরাধিকার মনোনীত করে যাননি। কারণ ইয়াযীদ ইব্ন মুয়াবিয়া ও মুয়াবিয়া ইব্ন ইয়াযীদের বংশের কোন যোগ্য উত্তরাধিকার ছিল না। ফলে সিরিয়ায় যুহাক ইব্ন কাইস উমাইয়া খিলাফতের প্রতিনিধিত্ব করতে থাকেন।[২১৪] দীর্ঘদিন দামেশ্‌কে কোন উমাইয়া খলীফা নিযুক্ত না থাকায় যুহাক আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইরের আনুগত্য স্বীকার করে নিজেকে শক্তিশালী করে তোলে।[২১৫] এ সময় ইয়াযীদের সেনাপতি উবাইদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ, হুসাইন ইব্ন নুমীর ও মারওয়ান ইব্ন হাকাম কূফা ও মক্কা হতে বিতাড়িত হয়ে দামেশ্‌কে ফিরে আসে এবং তারা মারওয়ানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ৬৪ হিজরীতে মারজ রাহাতের যুদ্ধে যুহাক ইব্ন কাইসকে পরাজিত ও নিহত করেন।[২১৬]

যুহাকের পতন ঘটিয়ে মারওয়ান ৬৫ হিজরীতে দামেশ্‌কের উমাইয়া সিংহাসনে আরোহণ করলে উমাইয়া বংশের হারবীয় শাখার পতন ঘটে এবং হাকামীয় শাখার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়।[২১৭] ক্ষমতা লাভের পর মারওয়ান নিজ বংশের স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য পুত্র আবদুল মালিক ও আবদুল আযীযকে তাঁর উত্তরাধিকার মনোনয়নের প্রস্তাব দেন। উপস্থিত সিরিয়াবাসীর সম্মুখে খিলাফতের ভাবী উত্তরাধিকার খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ খিলাফতের দাবী প্রত্যাহার করেন। খালিদের সমর্থক হাসান ইব্ন মালিক এতে সম্মতি প্রকাশ করে ঘোষণা করেন যে, আমীরুল মু'মিনীন মারওয়ানের পর তার উত্তরাধিকার হিসেবে আবদুল মালিক ও আবদুল আযীযের নিকট বাই'আত গ্রহণ করন। উপস্থিত জনতা ৬৫ হিজরীর রমযান মাসে আবদুল মালিক ও আবদুল আযীযের নিকট বাই'আত গ্রহণ করে।[২১৮]

---

২১৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৮১ ; ইব্ন আল-আসীর, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭২-৭৮।

২১৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১৩ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১০।

২১৫. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০৮-৪১৪ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪-১৫৫ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৯-১১০।

২১৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১৩-৪১৯ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১০।

২১৭. উমাইয়া ইব্ন আবদুল শাম্‌সের পুত্র ছিলেন আবূ আল-আস ও হারব। মুয়াবিয়ার দাদা হারবের নাম অনুসারে হারবীয় শাখা এবং আবূ আল-আসের পুত্র, মারওয়ানের পিতা হাকাম হতে হাকামীয় শাখা। দ্রষ্টব্য-তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০৯-৪৭৪-৪৭৫; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪-১৫৫ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৫ ; P. K. Hitti, op.cit., P. 206.

২১৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৭৪-৪৭৫ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫ ; মুরজ আল-যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৮ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১১।

www.pathagar.com

মারওয়ানের মৃত্যুর পর আবদুল মালিক ৬৫ হিজরীর ২৭শে রমযান দামেশ্‌কের সিংহাসনে আরোহণ করেন।[২১৯] মারওয়ান অস্ত্র বলে সিরিয়া দখল করে তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছিল বটে, কিন্তু তখনও আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর মক্কা ও মদীনার স্বীকৃত খলীফা এবং ইরাক শী'আ মতাবলম্বী মুখ্‌তারের প্রভাবাধীন। মুখ্‌তার ইব্ন আবূ উবাইদা কারবালা হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের অজুহাতে সাম্রাজ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করে, অনুশোচনাকারী দল তার সাথে যোগ দেয়। আবদুল মালিক মুখ্‌তারকে দমন করতে ব্যর্থ হন।[২২০] কিন্তু ৭১ হিজরীতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইরের ভাই বসরার শাসনকর্তা মুস'আব কর্তৃক মুখ্‌তার পরাজিত ও নিহত হলে আবদুল মালিক তার দিক থেকে নিরাপদ হন।[২২১]

৭৩ হিজরীতে আবদুল মালিকের নিকট ইরাকের শাসনকর্তা মুস'আব পরাজিত হলে ইরাক উমাইয়াদের অধীনে চলে যায়।[২২২] উমাইয়া খিলাফতের সবচেয়ে শক্তিশালী বিরোধী পক্ষ আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইরের বিরদ্ধে হিজাযের শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করা হয়। ৭৩ হিজরীর জুমাদা আল-উলা মাসের ১৭ তারিখে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর আরাফাতের প্রান্তরে প্রাণপণ যুদ্ধ করে পরাজিত ও শহীদ হলে আবদুল মালিক সমগ্র মুসলিম জাহানের একচ্ছত্র মালিক হন।[২২৩] উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে মুসলিম সাম্রাজ্যে খিলাফত প্রশ্নে যে চরম অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও বিশৃংখলা শুর হয়, আবদুল মালিক সে সব বিদ্রোহ ও বিশৃংখলা দমন করে উমাইয়া বংশকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং উমাইয়াদের বংশীয় রাজতন্ত্র সুদৃঢ় করেন।

মৃত্যুর পূর্বে আবদুল মালিক তাঁর পুত্র ওয়ালীদ ও সুলাইমানকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন।[২২৪] পিতা মারওয়ান কর্তৃক মনোনীত পরবর্তী উত্তরাধিকার আবদুল

---

২১৯. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৭৪-৪৭৫ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৯; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১১।

২২০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮৭ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা এবং ৫৪৮-৫৪৯ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫-১৫৬ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১২-১১৩।

২২১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫৮-৫৭৬ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫-১৫৬ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১১-১১২।

২২২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩-১১ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫-১৫৬ ; Montgomary Watt, op.cit., PP. 23-24.

২২৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯-৩৩ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫-১৫৬; Montgomary Watt, op.cit., PP. 23-24.

২২৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯ ; ইব্ন আল-আসীর, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫।

www.pathagar.com

আযীয, আবদুল মালিক খিলাফতকালে মৃত্যুবরণ করায় পুত্রদ্বয়ের এ মনোনয়ন দান সহজ হয়েছিল।[২২৫] ৮৬ হিজরীতে ওয়ালীদ দামেশ্কের সিংহাসনে বসলে উমাইয়া খিলাফতে এক নতুন যুগের সূচনা হয়।[২২৬] তাঁর শাসনকালের বিজয়েতিহাস ইসলামের গৌরবজনক অধ্যায়। ওয়ালীদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সকল সেনাপতিগণ মুসলিম সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি সাধন করেন, সুলাইমান উমাইয়া খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে তাঁদের ঘাতক সেজে বসলেন। খিলাফত লাভের অন্তরায় সৃষ্টির জন্য ওয়ালীদের পুত্রকে মনোনীত করতে যারা প্ররোচিত করেছিল, সুলাইমানের সন্দেহ ভাজন ব্যক্তিগণ তার এ নৃশংসতা হতে রক্ষা পাননি।[২২৭] সুলাইমান নিজ পুত্র আইউবকে তাঁর উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় আইউবের মৃত্যু হয়।[২২৮] ফলে ৯৯ হিজরীতে উমর ইব্ন আবদুল আযীয মুসলিম সাম্রাজ্যের খলীফার পদ অলংকৃত করেন।[২২৯] মুসলিম সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ, বিশৃংখলা, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা ও অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ অব্যাহত ছিল উমর ইব্ন আবদুল আযীযের উদার নীতিতে তার অবসান ঘটে এবং সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আরব-অনারব, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর প্রজাদের মঙ্গল সাধনই ছিল মহান খলীফার একান্ত প্রয়াস।[২৩০] তাঁর উদার নীতিতে শী'আ, সুন্নী, খারিজী, আরব, অনারব সকল শ্রেণীর লোকেরা তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিল। এজন্য তাঁকে খুলাফা রাশিদূনের 'পঞ্চম খলীফা' বলে গণ্য করা হয়।

---

২২৫. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৭-২০৯।

২২৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১৩ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৩ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৬-১১৭।

২২৭. পিতার মনোনয়ন লংঘন করে সুলাইমানের পরিবর্তে ওয়ালীদ তাঁর পুত্রকে উত্তরাধিকার মনোনীত করতে চাইলে হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ সহায়তা করেছিলেন। সুলাইমান ক্ষমতা লাভের পূর্বে হাজ্জাজ মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু তার আত্মীয়-স্বজন ও সন্দেহ ভাজন ব্যক্তিগণ সুলাইমানের আক্রোশ থেকে রক্ষা পায়নি। হাজ্জাজের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সিন্ধু বিজয়ী মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম সুলাইমান কর্তৃক নির্যাতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন এবং মধ্য এশিয়া বিজয়ী সেনাপতি কুরাইবা ইব্ন মুসলিমকে যেমন বিজয়ী মূসা ইব্ন নুসাইর ও তারিক ইব্ন যিয়াদকে শেষ জীবনে অভাবের তাড়নায় অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে হয়। সুলাইমানের এই নৃশংসতা ইতিহাসের একটি ন্যাক্কারজনক ঘটনা। দ্রষ্টব্য- তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭৩ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৩-২৯৯।

২২৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩০৩।

২২৯. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩০৬-৩০৮; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০১ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৯।

২৩০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩০২ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২০ ; A Short History of the Saracens, P. 127.

www.pathagar.com

উমর ইব্ন আবদুল আযীযের মৃত্যুর পর ১০১ হিজরীতে ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক ক্ষমতা গ্রহণ করেন।[২৩১] হেরেম প্রিয় ইয়াযীদ শাসন কার্যে তেমন কোন যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারেননি। ফলে তাঁর আমলে সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ ও বিশৃংখলা লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী খলীফা হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক (১০৫ হিজরী-১২৫ হি.) বিদ্রোহ ও বিশৃংখলা দমন করে সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা রক্ষার চেষ্টা করেছেন।[২৩২] তিনি উমাইয়া বিরোধী প্রচারক রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চাচা আব্বাসের বংশধরদের উপর দমননীতি অবলম্বন করে এবং হযরত আলী (রা.)-এর বংশধর যায়িদকে শহীদ করেও তাঁদের প্রচারণা স্তব্ধ করতে পারেননি।[২৩৩] তিনি ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদের মনোনয়ন বাতিল করে তাঁর পুত্র মাসলামাকে মনোনীত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদ উমাইয়া খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন।[২৩৪] অযোগ্যতা, অকর্মণ্যতা ও হেরেম প্রিয়তার জন্য তিনি আমীর উমরাহদের সমর্থন হারান। এ সময় উমাইয়াগণ পরস্পর ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে।[২৩৫] ফলে তাঁদের অভ্যন্তরীণ শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। ইয়াযীদ ইব্ন ওয়ালীদ এবং তাঁর ভাই ইব্রাহীম ইব্ন ওয়ালীদ ক্ষমতা লাভ করেছিলেন বটে[২৩৬] কিন্তু তারা খিলাফত পরিচালনায় তাঁদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেনি। ১২৭ হিজরীতে মারওয়ান ইব্ন হাকামের দৌহিত্র মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ খলীফা ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াযীদকে পরাজিত করে দামেশ্কের সিংহাসন দখল করেন।[২৩৭] ক্ষমতা দখলের জন্য তিনি ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াযীদের বিরদ্ধে সফলতা অর্জন করেছেন কিন্তু উমাইয়া বিরোধী আন্দোলন দমন করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন। মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ ছিলেন উমাইয়া বংশের সর্বশেষ খলীফা।

২৩১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৪-২২৫ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১০ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২১।

২৩২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৪ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯-১৬০ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৬-৩১৯ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৩-১২৪।

২৩৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৭-৪৮১।

২৩৪. প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫২০-৫২৫ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩১ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫-১২৬।

২৩৫. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৮।

২৩৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৬-৫৯৭; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০-১৬১ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৮।

২৩৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬০৬ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৬ ; আবূ আল-ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩-১৩৪।

www.pathagar.com

খুলাফা রাশিদূনের পর উমাইয়া খলীফাগণ রাজ্য সম্প্রসারণে গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছিল। এজন্য ইতিহাসে উমাইয়া যুগকে মুসলিম সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতির যুগ বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল-তাবারী (র.) মুসলমানদের এসব বিজয়ের কারণ ও পূর্বাপর ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।[২৩৮] ইসলামের প্রচার ও প্রসার করা ছিল এসব অভিযান পরিচালনার অন্যতম প্রয়াস। এখানে সেনাপতি উকবা ইব্ন নাফীর উক্তিটি প্রনিধানযোগ্য। মুয়াবিয়া (রা.) কর্তৃক প্রেরিত সেনাপতি উক্‌বা ইব্ন নাফী আল-মাগরিব (মরক্কো) অধিকার করে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে উপনীত হয়ে বলেছিলেন, "হে আল্লাহ্! যদি এই বিশাল সমুদ্র আমার অন্তরায় না হতো তাহলে আমি আরও দেশ জয় করতাম এবং তোমার দীন ও নামের মহিমা প্রচার করতাম"।[২৩৯] ওয়ালীদের (৮৬ হি.-৯৬ হি.) আমলে সাম্রাজ্যের অধিক বিস্তৃতি ঘটেছিল। সেনাপতি মূসা ইব্ন নুসাইর ও তারিক ইব্ন যিয়াদ কর্তৃক আল-মাগরিব পুনরাধিকার ও আন্‌দালুস (স্পেন) বিজয়[২৪০] এবং কুতাইবা ইব্ন মুসলিমের নেতৃত্বে মধ্য এশিয়া চীন পর্যন্ত[২৪১] মাসলামাহ্ ইব্ন আবদুল মালিকের নেতৃত্বে রোমান সাম্রাজ্য[২৪২] মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম কর্তৃক হিন্দ (ভারত) বিজিত হয়।[২৪৩] আল তাবারী (র.) চীনাদের সাথে কুতাইবা ইব্ন মুসলিমের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করেছেন।[২৪৪] পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ চীনা ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত তেমন কোন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ইতিহাস আলোচনা করেননি।

উমাইয়া শাসকগণ ছিলেন আরব সভ্যতার ধারক ও বাহক। এ সময় সরকারী কর্মকাণ্ডে এবং সেনাবাহিনীতে নিখুঁত আরব জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং আরবীয়করণ নীতিতে আরবী রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। উমাইয়া খিলাফতে অনারবদের ভূমিকা ছিল না। এজন্য উমাইয়া শাসনকে প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ আরবীয় শাসন বলে মনে করা হয়।

---

২৩৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩৬-২৫৬।
২৩৯. A Short History of the Saracens, P.P 77-78.
২৪০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩৫-২৫৬ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৫।
২৪১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৪৫, ২৬৮ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৬-২৯০।
২৪২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৪৫।
২৪৩. প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৫৭-২৫৮।
২৪৪. প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৬৮ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চাচা আব্বাসের বংশধরকে 'আব্বাসীয়' বলা হয়। আব্বাসীয়গণ কুরাইশ বংশের হাশেমীয় গোত্রের একটি শাখা। উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠার শুরু হতে আব্বাসীয়গণ এবং আলীর বংশধর ও সমর্থকগণ (শী'আগণ) উমাইয়া শাসন মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। আব্বাসের পুত্র আবদুল্লাহ্[২৪৫] জ্ঞান সাধনায় তাঁর জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর পুত্র আলী পিতার পদাংক অনুসরণ করলেও তিনি উমাইয়াদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। হিশামের খিলাফত কালে ১১৮ হিজরীতে আলীর মৃত্যু হয়।[২৪৬] আলীর পুত্র মুহাম্মদ তীক্ষ্ম মেধাবী ও উচ্চাকাংক্ষী ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে উমাইয়া বিরোধী প্রচারণা শুরু করেন। তাঁর নেতৃত্বে আব্বাসীয় আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ইব্রাহীম, আবূ আল-আব্বাস ও আবূ জা'ফর নামক তিন পুত্র রেখে তিনি ১২৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[২৪৭] অগ্রজ পুত্র ইব্রাহীমের নেতৃত্বে উমাইয়া বিরোধী আব্বাসীয় আন্দোলন সাফল্যের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়।

আব্বাসীয়গণ উমাইয়াগণ অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকটাত্মীয়। সুতরাং তাঁরা মুসলিম জাহানের খিলাফত পরিচালনায় তাঁদের ন্যায় সঙ্গত অধিকার প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়। মহানবী (সা.)-এর পরিবারবর্গের এবং সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে তাঁরা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারণা চালাতে থাকে। ফলে দল মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠী এ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে।[২৪৮]

আলী ও ফাতিমার বংশধরগণ এবং তাঁদের সমর্থক শী'আগণ ছিল উমাইয়া খিলাফতের প্রত্যক্ষ শত্রু। ফলে তাদের উপর উমাইয়াদের দমননীতি অব্যাহত ছিল। সে সময় কারবালা হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া অনুশোচনাকীদের আন্দোলন ও মুখতারের বিদ্রোহ প্রসমিত হয়।[২৪৯] সর্বোপরি ইমাম যায়িদ (রা.) প্রকাশ্যে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দেন।[২৫০] ফলে আলী পন্থী ও শী'আগণ

২৪৫. আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস ছিলেন সুশিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। হাদীস বর্ণনকারী হিসেবে তিনি ইব্ন আব্বাস নামে পরিচিত।

২৪৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৪২।

২৪৭. প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫১৩।

২৪৮. প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৮১ ও পরবর্তী পৃ.ষ্ঠা ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৮-৩৪৮ ; Montgomary Watt, op.cit., P. 28-31 ; P. K. Hitti, op.cit., P. 282-286.

২৪৯. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫৮ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫-১৫৬ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৭ ; ইব্ন আল-আসীর, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা সমূহ।

২৫০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৮১।

www.pathagar.com

সাময়িকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। স্বার্থের অনুকূল মনে করে তারা আব্বাসীয়দের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে

মাওয়ালী[২৫১] উমাইয়া শাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। কারণ সমতা, সমমর্যাদা ও সম্মান লাভের আশায় তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাঁদের সে আশা পূরণ হয়নি। উমাইয়া আমলে ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ পদদলিত হয় এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রে আরবদের নিকট মাওয়ালীরা তাঁদের ন্যায় সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তাঁরা সমঅধিকার লাভের আশায় উমাইয়াদের বিরুদ্ধে আব্বাসীয় আন্দোলনের পতাকা তলে সমবেত হয়।[২৫২]

উমাইয়াদের দমননীতি ও নিষ্ঠুরতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে খারিজীরাও উমাইয়া খিলাফতের ধ্বংস সাধনে ব্রতী হয়। এ সময় উমাইয়া খলীফাগণ খারিজীদের বিদ্রোহ দমনে ব্যাপৃত ছিলেন।[২৫৩] আলী ও ফাতিমার বংশধর, শী'আ, সুন্নী, মাওয়ালী ও খারিজীরা দল মত নির্বিশেষে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। আরব বংশোদ্ভূত ইসপাহানবাসী অসাধারণ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আবূ মুসলিম খোরাসানী আব্বাসীয়দের সাথে যোগ দিলে আন্দোলনে গতি সঞ্চারিত হয়।[২৫৪]

আব্বাসীয় আন্দোলনের শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল খোরাসান। খোরাসানের শেষ উমাইয়া শাসনকর্তা নাসর ইব্ন সাইয়ার কিরমানের খারিজী নেতা যাহাক ইব্ন কাইসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকার এই সুবর্ণ সুযোগে আবূ মুসলিম খোরাসান দখল করেন।[২৫৫] খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ান শংকিত হয়ে আব্বাসীয় আন্দোলনের প্রধান নেতা ইব্রাহীমকে বন্দী করেও আন্দোলন থামিয়ে রাখতে পারেননি বরং কূফা, নিহাওয়ান্দ, মেসোপটেমিয়া তাঁর হাত ছাড়া হয়ে যায়। এসব সংবাদ পেয়ে দ্বিতীয়

২৫১. মাওলা শব্দের অর্থ প্রভূ। মাওয়ালী অর্থ আশ্রিত। প্রাক-ইসলাম যুগে আরব সমাজে কোন গোত্রের সাথে সংপৃক্ত অথবা আশ্রিত লোকদেরকে মাওয়ালী বলা হতো। কিন্তু ইসলামী যুগে অনারব মুসলমানদেরকে মাওয়ালী বলে অভিহিত করা হয়েছে।

২৫২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২, ৪৩ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৮-৩৪৮ ; আবূ আল ফিদা,, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩০-১৩২ ; Montgomary Watt, op.cit., P. 29-31 ; P. K. Hitti, op.cit., P. 283-284.

২৫৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৫-১৬ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

২৫৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫২. ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১-১৬২; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪২ ; আবূ আল ফিদা,, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩০-১৩১ ; Montgomary Watt, op.cit., P. 29-31 ; P. K. Hitti, op.cit., P. 284.

২৫৫. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২-২৩ ;আবূ আল ফিদা,, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩০।

www.pathagar.com

উদার ও মহানুভব খলীফা ওয়াসিক শিক্ষা-সংস্কৃতির একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ২৩২ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হলে আল-মুতাওয়াক্কিল আব্বাসীয় খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন।[৩০৮] তিনি শী'আ ও মুতাযিলাদের সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহার করে ঐতিহাসিকদের নিকট সমালোচিত হয়েছেন এবং ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের উপর কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করে গোড়া ধর্মান্ধতার পরিচয় দিয়েছেন। আল-মুতাওয়াক্কিল হিম্স ও আর্মেনিয়ার বিদ্রোহ দমনে সফল হয়েছেন।[৩০৯] কিন্তু রোমানদের আক্রমণ প্রতিহত করতে এবং বন্দী মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।[৩১০] তুর্কী আমীরদের অবাঞ্ছিত প্রভাব খর্ব করতে গিয়ে তিনি তাদের বিরাগভাজন হন। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র মুনতাসিরকে উপেক্ষা করে দ্বিতীয় পুত্র মা'তাযকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন।[৩১১] ফলে মুনতাসির ক্ষুব্ধ হয়ে তুর্কী আমীরদের সাথে পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ২৭ হিজরীতে তুর্কী সেনাপতিগণ মুতাওয়াক্কিলকে হত্যা করে।[৩১২]

২৪৭ হিজরীতে মুনতাসির তুর্কীদের সহায়তায় আব্বাসীয় খিলাফতে বসেন।[৩১৩] এ সময় খলীফাগণ তুর্কী আমীরদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে পড়ে। তাঁরা খিয়াল খুশীমত খলীফা মনোনীত করতেন এবং কোন খলীফা তাঁদের কোপ দৃষ্টিতে পড়লে পদচ্যুত, নিহত অথবা বিতাড়িত হতেন। ২৪৮ হিজরীতে মুনতাসিরের মৃত্যু হলে তুর্কী আমীরগণ আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মু'তাসিমকে আল-মুস্তাঈন উপাধি দিয়ে খলীফা মনোনীত করেন।[৩১৪] তিনি তুর্কীদের অত্যাচারে রাজধানী ত্যাগ করলে তারা মুতাওয়াক্কিলের পুত্র মু'তাযকে ২৫২ হিজরীতে খলীফা ঘোষণা করেন।[৩১৫] কিন্তু আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেও মুসতাঈন তুর্কীদের হাত হতে রক্ষা

৩০৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩; আবূ আল ফিদা; প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৭।

৩০৯. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৯ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৫-৪৯০।

৩১০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৬।

৩১১. প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৭-৩৬২।

৩১২. প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৯০-৩৯৬; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯২; আবূ আল ফিদা ; প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৩।

৩১৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪০০; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৩ ; আবূ আল ফিদা ; প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৩।

৩১৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪১৭; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৪ ; আবূ আল ফিদা ; প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪।

৩১৫. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৪ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০০-৫০২ ; আবূ আল ফিদা ; প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫-৫৬।

www.pathagar.com

পাননি। তুর্কীদের আশা আকাঙ্ক্ষা পুরণ করতে ব্যর্থ হলে মু'তাযকে লাঞ্ছিত হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতে হয়। ২৫৫ হিজরীতে আল-মুহতাদী বিল্লাহ্‌কে খলীফা নিযুক্ত করা হয়।[৩১৬] ক্ষমতার পালা বদল চললেও খলীফাদের অবস্থার কোন উন্নতি হয় না। আল-মুহতাদীকে তুর্কীদের নিকট লাঞ্ছিত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়।[৩১৭] ২৫৬ হিজরীতে আল-মুতামিদ আল্লাহ্‌কে খিলাফতে বসান হয়।[৩১৮] এ সময় বিদ্রোহ ও বিশৃংখলা দমন করে সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের শক্তিশালী নেতা কারমাতির আবির্ভাব ঘটে।[৩১৯] উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তুর্কী প্রভুত্বের যুগে মু'তাযিদ দীর্ঘকাল (২৫৬-২৭৯ হি.) আব্বাসীয় খিলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ২৭৯ হিজরীর ১৯শে রজব সোমবার তিনি মৃত্যুবরণ করলে আল-মু'তাযিদ খিলাফত লাভ করেন।[৩২০] কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের নামে কারমাতির অনুচরগণ সাম্রাজ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করে। আব্বাসীয় খিলাফতের রথগৌরব অক্ষুন্ন রাখার প্রত্যয়ে আল-মু'তাযিদের প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ। ২৮৯ হিজরীর ২৩শে রবিউস্-সানী সোমবার তিনি মৃত্যুবরণ করলে আল-মুকতাফী বিল্লাহ্ ৮ই জুমাদাল উলা তারিখে খলীফার পদ অলংকৃত করেন।[৩২১] তিনি বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে এবং কারমাতিদেরকে কঠোর হস্তে দমন করতে সক্ষম হন। আল-মুকতাফী ২৯৫ হিজরীর যিলকাদ মাসের ১১ তারিখ রাতে মৃত্যুবরণ করেন।[৩২২] খলীফা মু'তাযিদ (২৭৯-২৮৯ হি.) মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পুত্র জা'ফরকে 'আল-মুক্‌তাদির বিল্লাহ্' উপাধি দিয়ে তার উত্তরাধিকার মনোনীত করে যান। ২৯৫ হিজরীতে আল-মুক্‌তাদির আব্বাসীয় খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৩২৩] তাঁর শাসনকালের (২৯৫-৩২০ হি.) ৩০২হি./৯১৫ খ্রি. পর্যন্ত আল-তাবারী ইতিহাস আলোচনা সমাপ্ত করেছেন।[৩২৪]

৩১৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫২৭।
৩১৭. প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৮২-৫৯৬-৩ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৪।
৩১৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৯; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৮ ; আবূ আল ফিদা ; প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬১।
৩১৯. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫৯।
৩২০. প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৬৪ ; আবূ আল ফিদা ; প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭১।
৩২১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২০৮; আবূ আল ফিদা; প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৫
৩২২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ ; ওসমান গণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।
৩২৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৫০; আবূ আল ফিদা; প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৭
৩২৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৩৫।

www.pathagar.com

মারওয়ান ক্রুদ্ধ হয়ে ইব্‌রাহীমকে হত্যা করেন।[২৫৬] ইব্‌রাহীমের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই আবুল আব্বাস আব্বাসীয়দের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।[২৫৭]

উমাইয়া শাসকগণ যেমন তাঁদের আমোদ-প্রমোদ, বিলাস-ব্যাসন ও নিষ্ঠুরতার জন্য জনসমর্থন হারান তেমনি সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ায় তাঁদের সামরিক শক্তিও দুর্বল হয়ে যায়। এই অন্তিম মুহূর্তে উমাইয়া বংশের সর্বশেষ খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ান ১৩২ হিজরী যিলহজ্জ মাসে যাব নদীর তীরে আব্বাসীয়দের সম্মিলিত বাহিনীর নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলে উমাইয়া খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে।[২৫৮]

আংশিক আব্বাসীয় যুগ

আব্বাসীয়গণ মাওয়ালী ও হযরত আলী (রা.)-এর বংশধরদের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় উমাইয়াদের পতন ঘটিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের খিলাফত লাভ করেন। ১৩২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে কূফার মসজিদে আবূল আব্বাসকে মুসলিম জাহানের খলীফা ঘোষণা করা হয় এবং জনসাধারণ তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে।[২৫৯] আল-ইয়াকূবী বলেন যে, কারো মতে তিনি ১৩২ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[২৬০] তবে তাঁর ক্ষমতা লাভের তারিখ ১৩২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাস ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে।[২৬১] আবুল আব্বাস উমাইয়াদেরকে নৃশংসভাবে নিধন করেছিলেন বলে ঐতিহাসিকগণ তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছেন। আর এজন্য তিনি 'আস্-সাফ্‌ফাহ' অর্থাৎ রক্ত পিপাসু উপাধি লাভ করেন।[২৬২] তাঁর পূর্ব পুরুষদের প্রতি উমাইয়াগণ নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিল, সম্ভবত তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে আস্-সাফ্‌ফাহর এই নিষ্ঠুর প্রয়াস।[২৬৩]

---

২৫৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯১ ;আবূ আল ফিদা,, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩১।

২৫৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৮।

২৫৮. প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৭-৯৪; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৬ ; আবূ আল ফিদা,, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩-১৩৪ ; Montgomary Watt, op.cit., P. 31 ; P. K. Hitti, op.cit., P. 285.

২৫৯. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৮ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা সমূহ।

২৬০. আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৯।

২৬১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৮ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৯ ; আবূ আল ফিদা,, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩-১৩৪।

২৬২. আবূ আল ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫ ; P. K. Hitti, op.cit., P. 288.

২৬৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯১ ; আবূ আল ফিদা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩১।

www.pathagar.com

আল-তাবারীর বর্ণনা হতে জানা যায় যে, এই নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদে উমাইয়া শাসনকর্তা ইয়াযীদ ইব্ন উমর ইব্ন হুবাইরাহ আব্বাসীয় খিলাফত অস্বীকার করেন এবং হযরত আলী (রা.)-এর বংশধর আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসানকে খলীফা ঘোষণা করেন। তিনি নিজেকে খলীফা ঘোষণা করেননি। কারণ জনগণের সাধারণ ধারণা ছিল যে, মুসলিম খিলাফতের ন্যায় সংগত দাবীদার একমাত্র আলী ও ফাতিমার বংশধর। এভাবে তিনি জন সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। আল-সাফ্ফাহ তাঁর ভ্রাতা আবূ জা'ফরকে এবং সেনাপতি হাসান ইব্ন কাহতাবাহ্কে ইয়াযীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলে তিনি নিরুপায় হয়ে নিরাপত্তা লাভের প্রতিশ্রুতিতে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু আল-সাফ্ফাহ্ হাসান ইব্ন উমর ইব্ন হুবাইরাহ্কে এবং তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নির্মমভাবে হত্যা করেন।[২৬৪] আবূল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ্ তাঁর চাচা জাবির যুদ্ধের সেনাপতি আবদুল্লাহ্র ইচছা ও আব্বাসীয় আন্দোলনের বলিষ্ঠ নেতা আবূ মুসলিমের মতামত উপেক্ষা করে ভ্রাতা আবূ জা'ফরকে তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকার মনোনীত করেন।[২৬৫] প্রসংগত উল্লেখ্য যে, মহানবী ও খুলাফা রাশিদূনের অনুসৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আব্বাসীয়গণ জনসমর্থন লাভ করেছিল। কিন্তু আবূ জা'ফরকে খিলাফতের উত্তরাধিকার মনোনীত করে তিনি উমাইয়াদের ন্যায় বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।[২৬৬]

আস-সাফ্ফাহর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই আবূ জা'ফর ১৩৬ হিজরীতে আল-মানসূর উপাধি ধারণ করে মুসলিম সাম্রাজ্যের খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন।[২৬৭] ক্ষমতা লাভের পর তিনি আব্বাসীয়দের বংশীয় শাসন স্থায়ীকরণ এবং তাঁর নিরংকুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এবং তাঁর বংশের অন্তরায় হতে পারে সন্দেহভাজন এমন কাউকে তিনি জীবিত ছাড়েননি। খিলাফতের ভাবী উত্তরাধিকার মনোনয়ন লাভের প্রতিশ্রুতিতে মানসূরের চাচা আবদুল্লাহ্ জাবির যুদ্ধে সেনাপতি হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু স্বার্থ সিদ্ধির পর আস-সাফ্ফাহ তাঁর ভাই মানসূরকে খিলাফত প্রদান করলে আবদুল্লাহ্ বিদ্রোহী হয়ে উঠে। মানসূর কর্তৃক প্রেরিত আবূ মুসলিমের নিকট ৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে নাসিবিনের

---

২৬৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৪-১১০।

২৬৫. প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২০-১২২; P. K. Hitti, op.cit., P. 290 ; ওসমান গণী, আব্বাসীয় খিলাফত (কলিকাতা ঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৩), পৃ. ৫।

২৬৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২০-১২৪ ; P. K. Hitti, op.cit., P. 290.

২৬৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২১. ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪-১৬৫; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৪ ; আবূ আল ফিদা,, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৭; P. K. Hitti, op.cit., P. 290.

www.pathagar.com

যুদ্ধে আবদুল্লাহ্ পরাজিত ও বন্দী হন। মানসূরের বন্দীশালায় এই প্রথিতযশা বীর বরের করুণ মৃত্যু হয়।[২৬৮]

খুরাসানের মাওয়ালী নেতা আবূ মুসলিমের প্রচারণায় ও দুঃসাহসিক নেতৃত্বে উমাইয়াদের পতন ঘটেছিল এবং তাঁর বাহুবলে আবদুল্লাহ্র ন্যায় বীরেরও পতন হয়েছিল। আল-সাফ্ফাহ কর্তৃক নিযুক্ত খুরাসানের শাসনকর্তা আবূ মুসলিমের জনপ্রিয়তা, অপরিসীম ক্ষমতা ও রণকৌশল খলীফাকে শংকিত করে তোলে। কারণ মাওয়ালীরা তাঁকে অবতার জ্ঞান করত এবং অন্ধের মত অনুসরণ করত। আল-মানসূর তাঁকে প্রলোভিত করে কৌশলে তাঁর দরবারে ডেকে আনেন এবং নৃশংসভাবে হত্যা করেন।[২৬৯] আবূ মুসলিমের সমর্থক মাওয়ালীরা খুরাসানে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং এ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সেনাপতি সানবাদের নেতৃত্বে খলীফার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। আল-মানসূর কঠোর হস্তে এ বিদ্রোহ দমন করেন।[২৭০] মাওয়ালীরা আব্বাসীয়দের একনিষ্ঠ সমর্থক হলেও তাঁদের নেতা আবূ মুসলিমের হত্যাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় আব্বাসীয় খিলাফতে সমাসীন আরবদের বিরুদ্ধে অনারবদের প্রথম অসন্তোষ।

উমাইয়াদের পতনে আলীর বংশধরগণ প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল।[২৭১] রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উত্তরাধিকার হিসেবে মুসলিম খিলাফতে তাঁদের ন্যায়সংগত অধিকার ছিল বলে তাঁরা মনে করতো। কিন্তু তাঁরা আব্বাসীয়দের চতুরতা ও কূটনীতি অনুধাবন করতে পারেনি। আব্বাসীয়গণ কৌশলে ক্ষমতা দখল করলে তাঁরা রাজনীতি বর্জন করে ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন ও জ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। আলীর বংশধরদের প্রতি জনগণের অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং মুসলিম খিলাফতে তাঁদের অধিকার ও যোগ্যতা আল-মানসূরকে তাঁদের প্রতি ঈর্ষান্বিত করে তোলে। খলীফার বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও উস্কানীতে তাঁরা অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হন।[২৭২] আল-মানসূর ভ্রাতৃদ্বয় মুহাম্মদ ও ইব্রাহীমকে পরাজিত ও নিহত করেই

---

২৬৮. ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪-১৬৫; আবূ আল ফিদা,, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৭; P. K. Hitti, op.cit., P. 290.

২৬৯. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২৭-১২৯ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪-১৬৫; আবূ আল ফিদা,, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮ ; P. K. Hitti, op.cit., P. 290-291.

২৭০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪০-১৪১ ; P. K. Hitti, op.cit., P. 291.

২৭১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৮১ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৪-৩৭৯।

২৭২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮৩ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৪-৩৭৯।

www.pathagar.com

ক্ষান্ত হননি ; তাদের বৃদ্ধ পিতা আবদুল্লাহ্ এবং ইব্রাহীমের বৃদ্ধ শ্বশুর মুহাম্মদও তাঁর কোপ দৃষ্টি হতে রক্ষা পাননি।[২৭৩] এসব নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি ঐতিহাসিকদের নিকট সমালোচিত হয়েছেন। তবে খিলাফতের সন্দেহভাজন শত্রুদেরকে নির্মূল করে এবং সকল প্রকার বিদ্রোহ ও বিশৃংখলা দমন করে তিনি আব্বাসীয়দের বংশীয় শাসন সুদৃঢ় করেছেন এতে কারো দ্বিমত নেই। মানসূরের আমল থেকেই তার প্রতিষ্ঠিত ও নির্মিত রাজধানী বাগদাদের[২৭৪] উন্নতির জয়যাত্রা শুরু করে এবং পরবর্তীতে এই নগরী বিশ্বে সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়।[২৭৫] তিনি আস-সাফ্ফাহ কর্তৃক মনোনীত ভ্রাতুষ্পুত্র ঈসাকে খিলাফতের দাবী প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেন এবং ১৪৭ হিজরীতে পুত্র মুহাম্মদকে আল-মাহদী উপাধি প্রদান করে তাঁর উত্তরাধিকার মনোনীত করেন।[২৭৬] জনসাধারণ মাহদীর মনোনয়ন গ্রহণ করে কিন্তু মানসূরের এই শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতা আব্বাসীয়দের পরবর্তী উত্তরাধিকার মনোনয়নের পদ্ধতিতে বিশৃংখলা সূচনা করে।

১৫৮ হিজরীতে আল-মাহদী খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[২৭৭] আল-তাবারী তাঁর শাসনকালে খুরাসানে হাশিম ইব্ন হাকিম নামক একজন ধর্মদ্রোহী নেতার আবির্ভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আল্লাহ্র অবতার বলে ঘোষণাকারী এই নেতা তাঁর কুৎসিত চেহারা গোপন রাখার জন্য মুখোশ পরিধান করতো এজন্য তাকে মুকান্না বলা হত। এই শক্তিশালী নেতা রাজকীয় বাহিনীর নিকট পরাজিত ও নিহত হন।[২৭৮] এছাড়া যিন্দীক নামক এক ধর্মদ্রোহী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। আল-মাহদী রাজকীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই নাস্তিক্যবাদী সম্প্রদায়কে কঠোর হস্তে দমন করেন।[২৭৯] এ সময় রোমানগণ মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় লুট-তরাজ শুরু করে। আল-মাহদী তাঁর পুত্র হারূনের নেতৃত্বে এক বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং বার্ষিক কর দানের শর্তে সন্ধি

২৭৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮৩ ও ২৫০ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৬-৩৭৯ ; আবূ আল ফিদা,, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫-১০ ; P. K. Hitti. op.cit., P. 290.

২৭৪. বিস্তারিত আলোচনার জন্য গবেষণা গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৭৫. P. K. Hitti, op.cit., P. 292-293 ; ওসমান গণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৬।

২৭৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৭১-২৮৩; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫-১৬৬।

২৭৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৪৭ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯২ ; আবূ আল ফিদা,, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩।

২৭৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৬৭-৩৬৯ ; আবূ আল ফিদা,, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪-১৫ ; Montgomary Watt, op.cit., P. 103.

২৭৯. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯১ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০০; আবূ আল ফিদা,, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪ ; Montgomary Watt, op.cit., P. 111.

www.pathagar.com

স্থাপন করে।[২৮০] আল-মাহদীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আল-হাদী খিলাফত লাভ করেন। আল-তাবারী (র.) তাঁর স্বল্পকালীন শাসনকালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উল্লেখ করেছেন।[২৮১]

আল-হাদীর মনোনয়ন অনুসারে আব্বাসীয় গৌরব হারূন আল-রশীদ ১৭০ হিজরীতে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[২৮২] তিনি সকল প্রকার বিদ্রোহ ও বিশৃংখলা কঠোর হস্তে দমন করে সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। আলী বংশীয়দের সাথে তিনি ভাল আচরণ করেননি। বন্দী দশায় তাঁর কারাগারে ইমাম মূসা আল-কাযিমের মৃত্যু হয়। দাইলামের বিদ্রোহী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্কে কঠোর হস্তে দমন করা হয়।[২৮৩] এ সময় রোমানগণ মাহদীর আমলে স্থাপিত সন্ধি ভঙ্গ করে মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। বারবার সন্ধি ভঙ্গকারী রোমানদেরকে একাধিকবার পরাজিত করে তিনি সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করে জাতির নিকট প্রশংসিত হয়েছেন।[২৮৪] কিন্তু আব্বাসীয়দের কল্যাণকামী নিরপরাধ বার্মাকী পরিবারের ধ্বংস সাধন করে তিনি সমালোচিত হয়েছেন।[২৮৫] তাঁরা অবিচল আনুগত্যের সাথে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে হারূনের খিলাফতকে গৌরবোজ্জ্বল করে তুলেছিল। খলীফার বাল্য সাথী ও প্রধানমন্ত্রী জা'ফরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।[২৮৬] বয়োবৃদ্ধ ও পিতৃতুল্য ইয়াহ্ইয়াকে এবং তাঁর পুত্রদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এই প্রতিভাসম্পন্ন বার্মাকী পরিবারের ধ্বংস সাধন করা হয়।[২৮৭] যা হারূনের শাসনকালের একটি ন্যাক্কারজনক অধ্যায়।

---

২৮০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯১ ; আবূ আল ফিদা, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪-১৫।

২৮১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪০৬ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৪-৪০৬; আবূ আল ফিদা, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬।

২৮২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৪১ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৭ ; আবূ আল ফিদা,, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮।

২৮৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৪৯ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৮; আবূ আল ফিদা,, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০-২২।

২৮৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৭০ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭; আবূ আল ফিদা,, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২।

২৮৫. ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬-১৬৭ ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৮৪, ৫২৫ ; আবূ আল ফিদা,, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩০ ১৩১ ; P. K. Hitti, op.cit., P. 295-296.

২৮৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৮৪ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ ; আবূ আল ফিদা,, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩-২৫ ; P. K. Hitti, op.cit., P. 295-296.

২৮৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫২৫ ; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬-১৬৭।

www.pathagar.com

আল-তাবারী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, হারূন আল-রশীদ ১৭৫ হিজরীতে দ্বিতীয় পুত্র মুহাম্মদকে 'আল-আমীন' উপাধি দিয়ে তাঁর উত্তরাধিকার মনোনীত করেন[২৮৮] এবং ১৮২ হিজরীতে জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে 'আল-মামুন' উপাধি প্রদান করে পরবর্তী উত্তরাধিকার নিযুক্ত করেন।[২৮৯] তৃতীয় পুত্র কাসিমকে তৃতীয় উত্তরাধিকার মনোনীত করে সম্ভাব্য ভ্রাতৃ সংঘাতের পূর্ব সমাধান হিসেবে তিনি তাঁদের অধীনে সাম্রাজ্যকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে দেন। তাঁরা নিজ নিজ অঞ্চল শাসন করবেন এবং যিনি খলীফা হবেন প্রত্যেকেই তাঁর আনুগত্য করবেন বলে উল্লেখ করা হয়। অথচ নির্দিষ্ট অঞ্চলের শাসন ক্ষমতা দিয়ে তাঁদের প্রত্যেককে পরস্পর বিরোধী শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। এই একাধিক মনোনয়ন দান তাঁদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিভেদ ও জটিলতা সৃষ্টি করে। যার বাস্তব ফল হচ্ছে আমীন ও মামুনের মধ্যে সংঘটিত গৃহযুদ্ধ।[২৯০]

পিতার মৃত্যুর পর 'আল-আমীন' ১৯৩ হিজরীতে মুসলিম সাম্রাজ্যের খলীফার পদ অলংকৃত করেন।[২৯১] আব্বাসীয় খিলাফতের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আরব পারসিক আমীরদের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ চলে আসছিল এবং ইতোমধ্যেই পারসিক লেখক শ্রেণীর মধ্যে তাঁদের পূর্ব গৌরব তুলে ধরে আরবদের চেয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে শু'উবী আন্দোলন বা লিখনী তৎপরতা শুরু হয়েছিল।[২৯২] আমীন ও মামূনের খিলাফত দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে আরব পারসিকদের এই প্রতিযোগিতা প্রবল আকার ধারণ করে। ফলে আরব সমর্থিত আমীন ও পারসিকদের সমর্থনপুষ্ট মামুনের মধ্যে গৃহযুদ্ধ নিশ্চিত হয়ে পড়ে। ধর্মীয় দিক থেকে এটা ছিল শী'আ-সুন্নী সংঘাত। মামূনের সেনাবাহিনীর নিকট আমীন পরাজিত ও নিহত হলে আব্বাসীয় খিলাফতে আরবদের প্রাধান্য বিনষ্ট হয় এবং অনারব পারসিকদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৯৩]

আল-মামুন ১৯৮ হিজরীতে আব্বাসীয় খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন। অভ্যন্তরীণ কলহ-বিবাদের সুযোগে ১৯৯ হিজরীতে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন তাবাতাবা

---

২৮৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৪৮ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।

২৮৯. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৭০ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।

২৯০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৪৪-৫৪৬ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-১৬৯।

২৯১. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৪৪-৫৪৭; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৩ ; আবূ আল ফিদা,, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭।

২৯২. গবেষণা গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৯৩ তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯৪-১০০; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৪-৪৪৫ ; আবূ আল ফিদা,, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭-২৮।

www.pathagar.com

আব্বাসীয়দের পরিবর্তে আলী ও ফাতিমার বংশধরদের প্রতি আনুগত্য করার জন্য জনগণকে আহবান জানান। কূফা ও বসরাবাসী এ আহবানে সাড়া দেয় এবং তাবাতাবার হাতকে শক্তিশালী করে। খলীফার সেনাপতি হাসান ইব্ন সাহলকে পরাজিত করে তারা কূফা ও বসরায় তাঁদের আধিপত্য কায়েম করে।[২৯৪] এছাড়া আলী বংশীয় ইব্রাহীম ইব্ন মূসা ইব্ন জা'ফরকে ইয়ামনে খলীফা মনোনীত করে তারা আব্বাসীয় খিলাফত হতে বিচ্ছিন্ন হতে চেষ্টা করে।[২৯৫] খলীফা আল-মামুন এসব ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করে সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করেন। এ সময় রোমান সম্রাট তওফীল (থিওফিলাস) মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। খলীফা স্বয়ং তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে তিনি সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হন।[২৯৬] আল-মামূনের যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সাম্রাজ্যে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। এটি বলা অত্যুক্তি নয় যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশে তাঁর শাসনকাল আব্বাসীয় খিলাফতের স্বর্ণযুগ। তিনি পিতা কর্তৃক মনোনীত কাসিমের পরিবর্তে অপর ভাই আবূ ইসহাক মুহাম্মদকে 'মু'তাসিম বিল্লাহ্' উপাধি দিয়ে ২১৮ হিজরীতে তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকার নিযুক্ত করেন।[২৯৭]

আব্বাসীয় প্রশাসনে অনারব প্রভাব

উমাইয়া শাসনকে প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ আরবীয় শাসন বলা যেতে পারে। কারণ এ যুগে আরব প্রশাসনে কোন অনারবদের অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে প্রশাসনে অনারবদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।[২৯৮] বিশেষ করে পারসিক ও খুরাসানীগণ প্রশাসনের বিভিন্ন শাখায় স্থান করে নেয়। আল-মানসূর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) আবূ মুসলিমকে হত্যা করে, হারূন আল-রশীদ বার্মাকীদেরকে নির্মূল করে অনারবদের প্রভাব খর্ব করার চেষ্টা করেছেন।[২৯৯] আমীন-মামূনের গৃহযুদ্ধে আরবদের বিপর্যয় ঘটলেও আব্বাসীয় প্রশাসনে আরব-অনারবদের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। ২১৮ হিজরীতে/৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে 'মু'তাসিম

---

২৯৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১১৭-১২২; আবূ আল ফিদা,, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯-৩৪।

২৯৫. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১২৩-১২৬; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৫-৪৪৯ ; আবূ আল ফিদা ; প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০।

২৯৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৯৩-১৯৫।

২৯৭. প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৯৫-১৯৬।

২৯৮. প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০২ ; ওসমান গণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

২৯৯. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২৭, ৪৮৪, ৫২৫; ইব্ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪-১৬৭; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮; P.K. Hitti, op.cit., PP. 290-291.

www.pathagar.com

বিল্লাহ্' খিলাফত লাভ করে আরব ও পারসিক সেনাবাহিনীর উপর আস্থা হারিয়ে ক্রীত তুর্কীদের সমন্বয়ে একটি দেহরক্ষী বাহিনী গঠন করেন।[৩০০] এই তুর্কী বাহিনী এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, তাদের অশুভ প্রভাব থেকে বাগদাদ নগরী নিরাপদ করার জন্য মু'তাসিম তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে সামাররায়[৩০১] রাজধানী স্থানান্তর করেন।[৩০২] সাম্রাজ্যের বিদ্রোহ দমন ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে এই বাহিনী কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল। এ সময় বিদ্রোহী ও নাস্তিক বাবেক সাম্রাজ্যে বিশৃংখলা ও ত্রাসের সৃষ্টি করে খলীফা সেনাপতি আফসীনকে প্রেরণ করলে বাবেকের শহর অধিকৃত হয় এবং ধৃত ও বন্দী করে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। বাবেক কর্তৃক আটকিয়ে রাখা বহু সংখ্যক বন্দী মুক্তি লাভ করে।[৩০৩] রোমান সম্রাট তওফীল (থিওফিলাস) মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে লুটতরাজ ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করতে থাকে। খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ্ ২১৩ হিজরীতে তওফীলকে সমুচিত শিক্ষা দেন। কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য তিনি রোমানদের সাথে সন্ধি স্থাপন করে সামাররায় প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন।[৩০৪] বিদ্রোহী মাযীয়ারের বিরুদ্ধে তিনি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। মাযীয়ার খলীফার বাহিনীর নিকট পরাজিত ও নিহত হন।[৩০৫] এভাবে নবগঠিত তুর্কী বাহিনী দ্বারা খলীফা মুতাসিম তাঁর স্বার্থসিদ্ধি করেছিলেন বটে কিন্তু এই সেনাবাহিনী আরব প্রভূত্বের মূলে কুঠারাঘাত করে এবং আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের ভিত রচনা করে।

আবূ জা'ফর হারুন ২২৭ হিজরীতে 'আল-ওয়াসিক বিল্লাহ্' উপাধি নিয়ে আব্বাসীয় খিলাফত লাভ করেন।[৩০৬] তাঁর শাসনামলে আব্বাসীয় খিলাফতের গৌরব অক্ষুন্ন ছিল। এ সময় রোমানদের সাথে মুসলমানদের বন্দী বিনিময় হয়।[৩০৭]

৩০০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২২৩-২২৬; আবূ আল ফিদা ; প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩।

৩০১. গবেষণা গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় ২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩০২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৯০-৩৯৬; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯২ ; আবূ আল ফিদা ; প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৩।

৩০৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২২৬ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা সমূহ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৩-৪৭৬; আবূ আল ফিদা ; প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫।

৩০৪. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩-২৭৫; আবূ আল ফিদা ; প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪।

৩০৫. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৮৩; আবূ আল ফিদা ; প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৬-৪৭৭।

৩০৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩১৮; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৯ ; আবূ আল ফিদা ; প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫-৪৬।

৩০৭. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩১; ওসমান গণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

আল্লামা তাবারী (র.)-এর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী ঃ সমীক্ষা ও মূল্যায়ন

আল-তাবারীর কয়েকটি প্রধান গ্রন্থ পর্যালোচনা

আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী (র.) তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে গ্রন্থ রচনা করে জ্ঞানকোষে সংযোজন ঘটিয়েছেন। নাসির ইব্ন সা'দ আল- রশীদ-আল তাবারীর নয়টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। আল-কুরআনের বিশদ ভাষ্য জামি'আল বায়ান ফী তাফসীরুল আল-কুরআন,[১] বিশ্ব ইতিহাস গ্রন্থ তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক,[২] বা তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক,[৩] হাদীস গ্রন্থ তাহযীব আল-আসার,[৪] এবং যয়ল আল-মুযায়য়িল, ইখ্তিলাফ উলামা', আল-আমসার ফী শারা'ই আল-ইসলাম, লাতীফ আল-কাওল ফী আহ্কামি শারাঈ আল-ইসলাম, আল-খাফীফ ফী আহ্কামি শারাঈ আল-ইসলাম, বাসীত আল-কাওল ফী আহ্কামি শারাঈ আল-ইসলাম এবং আল-মুসনাদ আল-মুজাররাদ।[৫]

১. তাফসীর গ্রন্থটি ১৩৭৩ হিজরীতে মিসর থেকে শারকাহ মাকতাবা'আত মুস্তফা আলবাব আল-হালাবী কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

২. তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক গ্রন্থটি লাইডেন থেকে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ই. জে. ব্রিল. লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

৩. তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক গ্রন্থটি কায়রো থেকে ১৩৫৭ হিজরীতে মাতবা'আত আল-ইসতিকামাহ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

৪. তাহযীব আল-আসার গ্রন্থটি ১৪০২ হিজরীতে নাসির ইব্ন সা'দ আল-রশীদের সম্পাদনায় মক্কা হতে মাতাবি আল-সাফা কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

৫. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী, তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, সম্পাদনা নাসির ইব্ন সা'দ আল-রশীদ (মক্কা ঃ মাতাবি'আল-সাফা, ১৪০২ হি.), ভূমিকা, পৃ. সাদ-দাদ ص – ض।

www.pathagar.com

ইব্ন নাদীম আল-তাবারীর ষোলখানা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে, কিতাব আল-লাতীফ ফী আল-ফিক্হ, ইয়াহ্তুবী আলা ইদ্দাত, কিতাব আল-বাসীত ফী আল-ফিক্হ, কিতাব আল-শুরূত আল-কাবীর, কিতাব আল-মুহাযির ওয়া আল-সিজিল্লাত, কিতাব আল-ওয়াসাইয়া, কিতাব আল-আদাব আল-কাযী, কিতাব আল-তাহারাত, কিতাব আল-সালাত, কিতাব আল-যাকাত, কিতাব আল-লাতীফ ফী আল-ফিক্হ, কিতাব আল-তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, কিতাব আল-কারা'আত, কিতাব আল-খাফীফ ফী আল-ফিক্হ, কিতাব আল-মুসতারশদ, কিতাব তাহযীব আল-আসার ও কিতাব ইখ্তিলাফ আল-ফুকাহা।[৬]

আল-তাবারী (র.) 'যয়ল আল-মুযায়িল' গ্রন্থে সাহাবা, তাবিঈ, তাবি-তাবিঈ এবং পরবর্তী কালের হাদীস বিশারদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইখ্তিলাফ আল-উলামা আল-আমসার ফী আহ্কামি শারাঈ আল-ইসলাম গ্রন্থে ফিকহ শাস্ত্রবিদগণের বিভিন্ন বিষয়ের মতামত উপস্থাপন করেছেন। লাতীফ আল-কাওল ফী আহ্কামি শারাঈ আল-ইসলাম গ্রন্থে তিনি তাঁর মাযহাব সম্পর্কে এবং তাঁর মাযহাবের অনুসারী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আল-খাফীফ ফী আহ্কামি শারাঈ আল-ইসলাম গ্রন্থটি লাতীফ আল-কাওল ফী আহ্কামি শারাঈ আল-ইসলাম গ্রন্থের সার সংক্ষেপ।[৭] এসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে জনসম্মুখে উপস্থাপিত হয়নি।

আল-তাবারীর রচিত জামি'আল-বয়ান প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদের একটি সুবিন্যস্ত তাফসীর গ্রন্থ। প্রবাদ আছে যে, তিনি তিরিশ হাজার পৃষ্ঠায় এই তাফসীর গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু আয়ুস্কালের স্বল্পতা অনুধাবন করে এবং বিস্তৃত গ্রন্থ অধ্যয়নে পাঠকদের নিরুৎসাহিতা উপলব্ধি করে তিনি গ্রন্থটি তিন হাজার পৃষ্ঠায় সমাপ্ত করেন।[৮] তাঁর এই তাফসীর গ্রন্থটি পরবর্তীকালের তাফসীরকারকদের নিকট প্রাথমিক উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের গুণীজন ও সমালোচকগণের মতে প্রাথমিক তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে আল-তাবারীর গ্রন্থের কোন বিকল্প নেই। ইমাম সুয়ূতীর মতে ইব্ন জারীরের তাফসীর বিশুদ্ধতায় অনন্য এবং জ্ঞানের দিগন্তকে প্রসারিত করেছে। তিনি কোন ঘটনার

৬. ইব্ন নাদীম, আল-ফিহরিস্ত (বৈরুত ঃ মাকতাবাহ আল-খাইয়াত, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ২৩৪।

৭. তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. সাদ (ص)।

৮. তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. শীন সাদ ; আল-খাতীব আল-বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ, ২য় খণ্ড, (কায়রো ঃ মাকতাবাত আল-খানজী, ১৩৪৯ হি.), পৃ. ১৬৩ ; আল-যাহবী, তাফসীর ওয়া আল-মুফাস্সিরূন, ১ম খণ্ড, (মিসর ঃ দার আল-কুতুব আল-হাদীস, ১৩৯৬ হি.), পৃ. ২০৮; মুহাম্মদ ইয়াহিয়া, 'আরবুঁ কী তারীখ নবেসী' আল-মা'আরিফ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, লাহোর, ১৯৮৬, পৃ. ৬৩।

www.pathagar.com

বিশ্লেষণে বিভিন্ন রিওয়ায়াত উপস্থাপিত করেছেন এবং যাচাই বাছাই করে একটি রিওয়ায়াতের উপর অপরটির প্রাধান্য দান করেছেন।[৯] উপরন্তু ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবহারিক শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন। পরবর্তীকালের তাফসীরকারকগণ আল-তাবারীর তাফসীর গ্রন্থের অনুকরণ করেছেন। আবূ হামিদ ইসফারাইনীর মতে আল-তাবারীর তাফসীরের সন্ধানে চীন পর্যন্ত ভ্রমণ করা কোন ব্যক্তির পক্ষে মোটেই অবাস্তব বলে গণ্য হবে না। ইব্ন তাইমিয়ার মতে, বর্তমান মানুষের নিকট সংরক্ষিত তাফসীর গুলোর মধ্যে আল-তাবারীর তাফসীর গ্রন্থটি অনন্য।[১০] পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি নির্ভরযোগ্য সনদ সূত্রে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন এবং দুর্বল ও অভিযুক্ত রাবীদের বর্ণনা বর্জন করেছেন। ইমাম ইব্ন খুযাইমাহ্ গ্রন্থটির শুরু হতে শেষ পর্যন্ত গভীর মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে তাবারী (র.) অপেক্ষা ইল্ম তাফসীরে অধিক পারদর্শী ব্যক্তি পরিলক্ষিত হয় না। প্রাথমিক পর্যায়ের লিখিত তাফসীর গ্রন্থ সমূহের মধ্যে আল-তাবারীর জামি'আল-বয়ান বিষয় বিন্যাস, বর্ণনারীতি ও উপস্থাপন পদ্ধতির জন্য পরবর্তী তাফসীরকারকগণ কর্তৃক অনুসৃত হয়েছে।[১১]

তাবারী আল-কুরআনের প্রথম সূরা আল-ফাতিহা হতে সর্বশেষ সূরা আল-নাস পর্যন্ত প্রত্যেক আয়াতের সরল অর্থসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি সনদ সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আয়াতের ব্যাখ্যা দান করেছেন। কোন বর্ণনায় দ্বিমত দেখা দিলে একাধিক রিওয়ায়াত উল্লেখ করে তাঁর মতামত পেশ করেছেন। শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থ ও আভিধানিক পরিভাষার উপর নির্ভর করে যাঁরা কুরআন করীমের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তিনি তাঁদের অযৌক্তিক অভিমত খণ্ডন করে সঠিক তথ্য তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। এ সবের ব্যাখ্যা প্রদানে তিনি সাহাবা, তাবিঈ ও সজ্জন ব্যক্তিদের বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[১২] কুরআনের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হাদীসের সনদ বর্ণনায় তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তিনি সিকাহ্ ও যাঈফ রাবীর সনাক্তকরণে যে নীতি নির্ধারণ করেছেন তার প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি

৯. আল-যাহবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৭।

১০. মু'জাম আল-উদাবা, ১৮শ খণ্ড, পৃ. ৪২ ; আল-যাহবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৭-২০৮।

১১. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৮-২১০।

১২. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী, জামি'আল-বয়ান আন তা'বীল আয়ই আল-কুরআন, ১ম খণ্ড, (মিসর ঃ শারকাহ মাকতাবাত মাতবাআহ মুসতফা আল-বাব আল-হালাবী ওয়া আওলাদুহূ, ১৩৭৩ হি.), পৃ. ৩২৯-৩৩২ (এখন থেকে এই উৎসটি সংক্ষেপে জামি'আল-বয়ান ব্যবহৃত হবে)।

www.pathagar.com

অত্যন্ত সচেতনতা অবলম্বন করেছেন। সামান্যতম বিতর্কিত অথবা সন্দেহের উদ্রেক করে এমন বর্ণনা তিনি গ্রহণ করেননি।[১৩]

আল-কুরআনের পঠন-পদ্ধতি কিরা'আত সম্পর্কে আল-তাবারীর জ্ঞানের গভীরতা ছিল। তিনি কিরা'আতের ভিন্নতা নির্দেশ করে সে মোতাবেক অর্থের পার্থক্য তুলে ধরেছেন।[১৪] আল-কুরআনের পঠন-পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি আঠার খণ্ডে সমাপ্ত একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এতে তিনি আল-কুরআনের ভাষার উচ্চারণ পদ্ধতি ও পঠন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু গ্রন্থটি অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় আমাদের নিকট তা পৌঁছেনি।[১৫]

তাবারীর তাফসীর গ্রন্থে ইসরাঈলী বর্ণনা সূত্রে অনেক ঘটনা ও কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। কা'ব আহ্বার, ওয়াহ্হাব ইব্ন মুনাব্বিহ ও ইব্ন আল-জুরাইজের সনদ উল্লেখ করে এগুলো বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকের সনদ সূত্রে ইসরাঈলী বর্ণনা গৃহীত হয়েছে। তবে তিনি এসব বর্ণনা সম্পর্কে পাঠকগণকে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছেন। আল-তাগলাবী তাঁর আয়ুস্কালের চল্লিশ বছর নাসারা ছিলেন এবং বাকী চল্লিশ বছর মুসলমান ছিলেন। তাবারী (র.) তাঁর নিকট হতে বনূ ইসরাঈলের এবং তাঁদের নবীগণের ঘটনাসহ ইয়াজূজ-মাজূজ ও অন্যান্য বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।[১৬] উল্লেখ্য যে, তিনি ইসরাঈলী বর্ণনা গ্রহণ করলেও তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এই জাতীয় রিওয়ায়ত সম্পর্কে সূক্ষ্ম সমালোচনা হতে বিরত থাকেননি। ঘটনার সত্যতা নিরূপণের জন্য পূর্ণ ইসনাদ উল্লেখ করা তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[১৭]

তাবারী (র.) একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর রচিত অসমাপ্ত 'তাহযীব আল-আসার' গ্রন্থ এর সাক্ষ্য বহন করে। আবূ মুহাম্মদ আবদুল আযীয ইব্ন মুহাম্মদ আল-তাবারীর মতে সমসাময়িক কালে হাদীসের অভিজ্ঞানে তাঁর মত পণ্ডিত ব্যক্তি কম ছিল। তাঁর রচিত বিশ্ব ইতিহাস, তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থ

১৩. জামি'আল-বয়ান, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ১৫-২২ ; আল-যাহবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১২-২১৩।

১৪. সূরা আম্বিয়ার ৮১ নম্বর আয়াতের وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً এই অংশে মিসরের অধিকাংশ কারীগণ الريحُ শব্দটি যবর দিয়ে পড়েছেন। কিন্তু আবদুর রহমান ইব্ন আ'রাজ শব্দটি পেশ দিয়ে পড়েছেন। তাঁর মতে শব্দটি মুবতাদা। যেহেতু অধিকাংশ কারীগণ যবর দিয়ে পড়ায় তা ইজ্মা'র দলিল হিসেবে গণ্য হয়েছে। সুতরাং আল-তাবারী পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা করার পর যুক্তি সাপেক্ষে অধিকাংশ কারীদের সাথে একমত পোষণ করেছেন।

১৫. আল-যাহবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৪।

১৬. জামি'আল-বয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫-২২।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-২৩।

www.pathagar.com

জ্ঞানকোষে সমাদৃত হয়েছে।[১৮] তিনি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী ইতিহাস ও তাফসীর গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করে গেছেন কিন্তু হাদীস গ্রন্থ 'তাহযীব আল-আসার' শেষ করে যেতে পারেন নি। গ্রন্থটি অসমাপ্ত রেখে তিনি ৩১০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[১৯] তিনি যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রন্থটি শেষ করে যেতে পারতেন তা হলে ইতিহাস ও তাফসীরের ন্যায় হাদীসের পরিমণ্ডলে তাঁর অবদান সমুজ্জ্বল হয়ে থাকতো। বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে গ্রন্থটির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এর গুণগতমান লক্ষ্য করে সৌদী বাদশা ফাহাদ ইব্ন আবদুল আযীযের বিশেষ তত্ত্বাবধানে আল-তাবারীর অসমাপ্ত হাদীস গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি নাসির ইব্ন সা'দ আল-রশীদের সম্পাদনায় ১৪০২ হিজরীতে মক্কার মাতাবি আল-সাফা কর্তৃক প্রকাশিত হয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়।[২০]

আল-তাবারী (র.) তাঁর হাদীস গ্রন্থে সিহাহ্ সিত্তা হাদীস গ্রন্থের ন্যায় ধারাবাহিকভাবে অধ্যায় বিন্যাস করেননি। সম্ভবত তিনি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং নিজস্ব ধারা ও পদ্ধতিতে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আল-খাতীব আল-বাগদাদী (র.) বলেন, আল-তাবারীর 'তাহযীব আল-আসার' সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী অনন্য গ্রন্থ। এ জাতীয় গ্রন্থ তিনি আর দ্বিতীয়টি দেখেননি। এই গ্রন্থে তিনি আহাদীস আল-তিজারাহ,[২১] আহাদীস ফী ওয়াসিয়াত আল-রাসূল (সা.) বিস্-সালাত,[২২] আহাদীস আল-হিদাইয়াত মিন আল-মুশরিক,[২৩] আহাদীস আল-নাহী আন সাওম আইয়াম মিন্নী, আহাদীস আল-গোসল মিন আল-জানাবাত,[২৪] আহাদীস আল-মানাকিব প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে সমালোচনার দৃষ্টিতে আলোচনা করেছেন যা অন্য কোন হাদীস গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায় না। এতে তিনি সাহাবা ও তাবিঈর হাদীস উপস্থাপন করেছেন। তিনি প্রতিটি হাদীসের নির্ভরযোগ্য সনদ উল্লেখ পূর্বক তাঁর দোষ-ত্রুটি, বর্ণনাধারা ও গুণাগুণ পর্যালোচনা করেছেন। আলোচিত বিষয়ে তিনি ফিক্হ

১৮. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩ ; আল-যাহবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫-২০৬; ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪-২৩৫ ; আল-মা'তারিফ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ৬৩।
১৯. তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ত্ব (ط) : আল-খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৬ ; ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফিয়াত আল-আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, (মিসর ঃ বুলাক, ১২৯৯ হি.), পৃ. ৫৭৮ ; আল-যাহবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫; ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।
২০. তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. দাদ (ض)।
২১. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড পৃ. ৩৯।
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫।
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫।

www.pathagar.com

শাস্ত্রবিদ ও উলামা'র মতামত উপস্থাপিত করেছেন এবং প্রাসংগিকভাবে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করে গ্রহণযোগ্য মত তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।[২৫] এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল-ইয়াকূত বলেছেন যে, 'তাহযীব আল-আসার গ্রন্থটির অসমাপ্ত কাজ পরবর্তী কোন বিদ্যানজনের পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।[২৬] ইব্ন কাসীর গ্রন্থটির মূল্যায়ন করে বলেছেন যে, আল-তাবারী (র.) অনেক মূল্যবান ও মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে 'তাহযীব আল-আসার' অন্যতম। গ্রন্থটি পরিকল্পনা অনুযায়ী সমাপ্তি হলে তা হাদীস অভিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হতো। গ্রন্থটির যতটুকু সম্পন্ন হয়েছে তা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, হাদীস অভিজ্ঞানে আল-তাবারী (র.) একজন প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব।[২৭]

আল-তাবারীর রচনা বৈশিষ্ট্য

হাদীস চর্চার ধারায় আল্লামা তাবারী (র.) ইতিহাসের ঘটনাবলী বিচার বিশ্লেষণ করে গ্রহণ অথবা বর্জন করেছেন। ব্যক্তি ঐতিহাসিক হিসেবে কেবল তাঁর প্রতিষ্ঠা নয় ; বরং তিনি ইতিহাস চর্চার এমন একটি প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়েছেন যা পরবর্তী সময়ের জন্য দিকদর্শন হয়ে আছে। মহানবী (সা.)-এর ইন্তিকালের পর হাদীসের পঠন-পাঠনের ধারায় সীরাহ্ ও মাগাযী এবং পরবর্তীতে ইতিহাস রচনা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। আল-তাবারী (র.) মুহাদ্দিস অনুসৃত পদ্ধতির পূর্ণতা দানকারী ঐতিহাসিক। এদিক থেকে হিজরী তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাস চর্চার ক্রমোন্নয়নের ধারায় তাঁকে পূর্ণতাদানকারী ও একটি যুগের অবসান হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।[২৮] ইতিহাসের উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহ ও সংকলনে হাদীসবেত্তা ও ফিক্হ শাস্ত্রবিদগণের নীতিমালা অনুসরণ করায় তাঁর রচনায় ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। ইতিহাসকে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে গণ্য করেছেন। এ কারণে তিনি হাদীসের সাথে তারীখের সম্পৃক্ততা

২৫. প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃ. ৮৮ (ض)।

২৬. প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃ. ৮৮ (ض)।

২৭. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ৯৫-৯৮।

২৮. আবদুল আযীয আল-দূরী, নাশ'আতু 'ইলম আল-তারীখ ইনদা আল-আরব, অনুবাদ, এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, আরব জাতির ইতিহাস চর্চা (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ৫১-৫২, মফিজুল্লাহ কবীর, মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ২১৪ ; Encyclopaedia of Islam (Urdu) Vol. iv (Lahore : The University of Panjab, 1962), P. 56 (Henceforth the Source is referred to as EIU) : আবুল বাশার মোশাররফ হোসেন, 'মুসলিম ইতিহাস চর্চার সূচনা' ইতিহাস, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, চট্টগ্রাম, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ৩০।

www.pathagar.com

অনুধাবন করে হাদীসের যাচাই-বাছাই-এর নিয়ম নীতি ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে আরোপ করেছেন। তাই ইসনাদ এবং তা থেকে উদ্ভূত আসমাউর রিজাল তাঁর রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে।[২৯] আল্লামা তাবারী (র.) পর্যন্ত ইতিহাস চর্চায় এই ইসনাদ পদ্ধতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আল-তাবারীর পরবর্তী যুগে তা শিথিল হয়ে যায়। ঘটনার বিশুদ্ধতা নিরূপণের জন্য তিনি সনদের বলিষ্ঠতার উপর সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিতেন।[৩০] নির্ভরযোগ্য সূত্র ব্যতিত তিনি বর্ণনা গ্রহণ করতেন না। একই ঘটনা তিনি বিভিন্ন সনদ সূত্রে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং প্রামাণ্যতার দিক থেকে তিনি একটি বর্ণনার প্রাধান্য দিয়েছেন। আল-তাবারী (র.) ইসনাদ পরীক্ষার জন্য রিওয়ায়াত এবং বর্ণিত ঘটনার বিশুদ্ধতা যাচাই করার জন্য দিরায়াত প্রয়োগ করে চূড়ান্তভাবে কোন তথ্য গ্রহণ করতেন।[৩১]

সন-তারিখ ভিত্তিক ইতিহাস আলোচনা আল-তাবারীর রচনারীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি সন-তারিখের ক্রমানুসারে ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জী বিন্যাস করেছেন।[৩২] তিনি হিজরত পরবর্তী ইতিহাস হিজরী সন অনুযায়ী এবং হিজরত পূর্ব ইতিহাস কালের ঘটনাপ্রবাহের ক্রমানুসারে অথবা কোন বড় ঘটনাকে কেন্দ্র বিন্দু করে পূর্বের ও পরের ঘটনাবলী বিন্যাস করেছেন।[৩৩] তিনি বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত একই ঘটনার একাধিক তারিখ উল্লেখ করেছেন এবং নির্ভরযোগ্য তারিখের উপর মতামত পেশ করেছেন। আল-তাবারীর পরবর্তীকালে বর্ষক্রমিক ঘটনা বর্ণনার পরিবর্তে বংশ ক্রমিক ঘটনা আলোচনা শুরু হওয়ায় ইতিহাস চর্চায় একটি যুগের অবসান হয় এবং একটি নতুন যুগের সূচনা হয়।[৩৪]

---

২৯. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪ ; আবদুল আযীয আল-দূরী, নাশ'আত ইলম আল-তারীখ ইনদা আল-আরব (বৈরুত ঃ মাতবা'আহ আল-কাসুলী-কীয়াহ, ১৯৬০), পৃ. ৫৫ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, P. K. Hitti, History of the Arabs (London : Macmillon & co. Ltd., 1961), P. 390; B. Lewis, Historians of the Middle East (London : Oxford University Press, 1957), P. 53; Encyclopaedia Britannica Vol. II (London: Willian Benton, 1973), P. 480 (Henceforth the Source is referred to as EB); আবদুর রশীদ 'আল-ইমাম আল-তাবারী ফী হাদীসিহি আন আল-সীরাত আল-নুবুবিয়্যা', আল-বা'স আল-ইসলাম, নাদওয়াত আল-উলামা', ৬ষ্ঠ সংখ্যা লাক্ষ্ণৌ, ১৪১১ হিজরী, পৃ. ৪০।

৩০. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৫১-৫২ ; B. Lewis, op.cit., P. 53 : Islamic Studies, No. III, 1984, P. 236.

৩১. আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৫১-৫২।

৩২. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মূলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১০-১১৪।

৩৩. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭১ ; P. K. Hitti, op.cit., P. 390 ; EB, vol. II, P. 538.

৩৪. মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ, পৃ. ২১৬।

www.pathagar.com

আল-তাবারীর অর্জিত জ্ঞান ভাণ্ডার পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অমূল্য সম্পদ। তিনি নিরপেক্ষভাবে জ্ঞান সাধনা করে গেছেন। বিভিন্ন সময় তাঁকে সরকারী উচ্চ পদে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু জ্ঞান সাধনাকে নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য তিনি সে সব পদ গ্রহণ করেননি।[৩৫] কোন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তিনি জ্ঞান সাধনা অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর পরবর্তী অনেক ঐতিহাসিক রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন। স্বাভাবিকভাবে সরকার অথবা কোন দল-মতের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে ধর্মীয় ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি হ্রাস পায় এবং শাসক ও দরবারের স্তুতিবাদ ইতিহাসের পরিমণ্ডলে অনুপ্রবেশ করে।[৩৬]

সমসাময়িক কালে আরবী ভাষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশের বাহন হিসেবে বিবেচিত হয়। আরবী ভাষা মাওয়ালীর হাতে উৎকর্ষ লাভ করে এবং সে সময় আরবী ভাষার অধ্যয়ন ও অনুশীলন অভিজাত্যের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গণ্য হত। আল-তাবারী (র.) পারস্যবাসী হওয়া সত্ত্বেও একজন আরবের চেয়ে আরবী ভাষায় অধিক পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং সে ভাষায় বিশ্ব ইতিহাস রচনা করে একজন যুগস্রষ্টা ঐতিহাসিক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন।[৩৭] আরবী ভাষা তাঁর রচনায় গতি লাভ করেছে। শব্দ চয়ন, বাক্য বিন্যাস ও ভাবের অভিব্যক্তির জন্য তাঁর রচনা সুষমামণ্ডিত। বিকল্প কোন পন্থা না থাকায় আরবীয়করণের মাধ্যমে তিনি ফারসী ও অন্যান্য অনারব শব্দ তাঁর রচনায় ব্যবহার করে আরবী ভাষার পরিমণ্ডল বিস্তৃত করেছেন। কোন ঘটনার সমর্থনে কিংবা পাঠকের উৎসাহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর রচনায় কবিতা উপস্থাপন করেছেন।[৩৮] কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি স্বরচিত কবিতা উপস্থাপন করে রচনাকে মান সম্মত করে তুলেছেন।[৩৯] এসব দিক বিবেচনা করে বলা যায় যে, আল-তাবারীর ভাষা সহজবোধ্য, প্রাঞ্জল ও গতিশীল। ভাবের সাথে ভাষার এই সংমিশ্রণের ফলে আল-তাবারীর 'তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক' গ্রন্থ বিশ্বজনীনতা লাভ করে আরবী ভাষা ও ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে যুগ যুগ ধরে সমাদৃত হয়ে আসছে।

৩৫. তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. দাল ; আল-খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩-১৬৫ ; ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৭-৪৭৮।

৩৬. EB, vol. iv, W. 56.

৩৭. ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৭ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৫০-৫১ ; EA, vol. XXVI, P. 204 ; Islamic Studies, No. III, 1984, P. 235.

৩৮. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৫, ৩৯০।

৩৯. তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. সা ঐ

www.pathagar.com

আল্লামা তাবারী ও ইতিহাস দর্শন

আল্লামা তাবারী (র.) একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি মাত্র নন, বরং তিনি একটি প্রতিষ্ঠান। তিনি বিশ্ব ইতিহাস রচনার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করেছেন।[৪০] হিজরী তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম ইতিহাস চর্চার যে ধারা অব্যাহত ছিল তিনি তার পূর্ণতা দান করে ইতিহাস অধ্যয়নে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে সাধারণত ব্যক্তি চরিতকে কেন্দ্র করে মুসলিম ইতিহাস চর্চার উন্মেষ ঘটে। প্রাক-ইসলাম আরবের গোত্রীয় ঘটনাবলী শৌর্য বীর্যের কল্পকথায় বর্ণিত হয়ে মুসলমানদেরকে তাঁদের বীরত্ব সংরক্ষণে অনুপ্রাণিত করেছে। মহানবী (সা.) ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় তাঁর সামরিক অভিযানসমূহ ও সীরাহ্‌র বিভিন্ন ঘটনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপিত হয়।[৪১] এভাবে ইসলাম ইতিহাসের পঠন-পাঠন শুরু হয়। ইসলামী যুগে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার খবর প্রদান ও কুলজী বর্ণনা ইতিহাসের পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে ইতিহাস চর্চার পরিধি সম্প্রসারিত করে তোলে। তারপর শুরু হয় দেশ বিজয়। বিজিত অঞ্চলে নতুন নতুন শহর গড়ে ওঠে এবং প্রশাসনিক অবকাঠামো সৃষ্টি হয়। এসব বিষয় ইতিহাস চর্চার ক্রমোন্নয়নের ধারায় গতি সৃষ্টি করে এবং তার পরিধিকে বিস্তৃত করে তোলে। ফিকরাহ আল-উম্মাহ্ বা জাতির চিন্তাধারা এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়ে ওঠে এবং ইসলামের ঐতিহ্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। জাতির কার্যক্রমকে বিশ্বের প্রাচীন ও সমসাময়িক জনগোষ্ঠীর বিস্তৃত পরিমণ্ডলে নিয়ে তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষিত সৃষ্টি হয় হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে।[৪২] ইতিহাসের বিস্তৃত ক্যানভাসে বিশ্ব জনগোষ্ঠীর জীবন ধারার বর্ণনাক্রম সাধারণভাবে বিশ্ব ইতিহাস হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এবং এই পর্যায়ে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে আল-ইয়াকূবী বিশ্ব ইতিহাস রচনার যে ধারণা প্রক্ষিপ্ত করেন তা ক্রমবিকাশের ধারায় ইব্‌ন কুতাইবা, আল-দিনাওয়ারী ও আল-তাবারীর রচনার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।[৪৩] আল-তাবারী (র.) বিশ্ব সৃষ্টি থেকে শুরু করে মানব জনগোষ্ঠীর ঘটনাপ্রবাহ, চিন্তা-

৪০. তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. দাল ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৫০; P.K. Hitti, op.cit. P. 390 EB. Vol. II. P. 480: Islamic Culture April, 1960, PP. 143-144.

৪১. ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১ ; P.K. Hitti, op.cit, P. 388 ; EB, Vol, II, P, 538; Islamic Studies, No. III, P. 233 ; Islamic Culture No iv, 1959, P. 140.

৪২. আল-দূরী প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৪৪, ১৪১ ; Islamic Studies No III, 1984, PP. 234-235.

৪৩. ইব্‌ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮ ; আল-দূরী প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫৪ ; EI, Vol, VI, P, 1152 ; EB, Vol. II, P. 538 Islamic Culture No iv, 1959, P. 144.

www.pathagar.com

চেতনা, জীবনবোধ এবং সার্বিকভাবে সমাজের সাথে সম্পৃক্ততা প্রদর্শন করে যে বিবরণ তাঁর 'তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক' গ্রন্থে উপস্থাপিত করেছেন তা ইতিহাস রচনার পরিক্রমায় এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিয়েছে। আল-তাবারীর ইতিহাস রচনার এই অবকাঠামো আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ বিশ্ব ইতিহাস রচনার প্রয়াস পেয়েছেন।[৪৪]

আল-তাবারীর 'তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক' গ্রন্থের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে তাঁর জীবন দর্শন সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। তিনি বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বের অবস্থার সাথে পরের অবস্থার নিরীক্ষায় জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার মধ্যে তিনি বিভিন্ন সমস্যা উত্থাপন করে সেগুলোর সমাধানে আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ক্ষমতাকে একমাত্র মূল উৎস হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।[৪৫] বিগত সময়ের শক্তিধর শাসকদের অবিমৃষ্যকারিতার সমুচিত শাস্তি আল্লাহ্ দিয়েছেন এবং তা প্রতিহত করার ক্ষমতা কারো হয়ে উঠেনি।[৪৬] এর উদাহরণ তুলে ধরে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বকে তিনি জনমনে প্রতিষ্ঠিত করার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন। প্রাসংগিকভাবে তিনি রাসূলগণের সাথে ক্ষেত্র বিশেষে প্রাচীন শাসকবর্গের সংঘাতের যে চিত্র উপস্থাপিত করেছেন তাতেও একই সুর অনুরীত হয়েছে।[৪৭] ইতিহাস ও জনগোষ্ঠীর কার্যক্রমকে তিনি আল্লাহ্‌র ইচছার প্রতিফলন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। মানব গোষ্ঠির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত পরিসরে রূপায়িত হয়ে থাকে। আপাত দৃষ্টিতে মানুষের সক্রিয়তা পরিলক্ষিত হলেও তাতে আল্লাহ্‌র ইচছার প্রতিফলন মূখ্য হয়ে দাঁড়ায়। আল-তাবারীর এই ইতিহাস দর্শন তাঁর গ্রন্থে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। উপরন্তু একই সাথে আল্লাহ্‌র চিরন্তন হওয়ার উপরও তা আলোকপাত করে।

আল-তাবারীর 'তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক' গ্রন্থের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, ইতিহাস সম্পর্কে দু'টি মূল চিন্তাধারা তাতে বিশ্লেষিত হয়েছে। হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি থেকে সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী

---

৪৪. মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ, পৃ. ২১৬।

৪৫. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪-৬ ; তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫-৭।

৪৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫০-১৫৮ ; তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৪; ইমাম বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, (দিল্লী ঃ কুতুবখানা রশীদিয়াহ, তা. বি.), পৃ. ৪৭১ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

৪৭. তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৪-১৮৫ ; সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮০-৪৮৫ ; ইব্‌ন কুতাইবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-২০ ; আল-ইয়াকূবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩-৩৬।

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত মানুষের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশনা মনোনীত ব্যক্তির মাধ্যমে প্রেরণ করে থাকেন।[৪৮] এটি রিসালাত হিসেবে আখ্যায়িত হয়। রিসালাতের মূল বিষয়বস্তু এক ও অভিন্ন। এর মূল লক্ষ্যে কোন পার্থক্য নেই। একই রিসালাতের ফল্গুধারা বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে কোনরূপ পরিবর্তিত না হয়ে যুগে যুগে একইভাবে প্রতিভাত হয়েছে। ইতিহাস এই ঘটনাবলী তার বিস্তৃত রাজ্যে ধরে রেখেছে। মানুষের কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত ত্রুটির উর্ধ্বে হতে পারে না। কিন্তু রিসালাতের নির্দেশনা একক, অভ্রান্ত ও মানব কল্যাণকর।[৪৯] তাবারীর গ্রন্থ বিবৃত রাসূলগণের শাশ্বত জীবনধারা ও সমাজের সাথে তাঁদের সম্পৃক্ততা পর্যবেক্ষণ করলে তাঁর ইতিহাস দর্শনের ক্ষেত্রে এই সত্যের প্রতিধ্বনি হয়। কাল ও স্থানের প্রেক্ষিত বিচার করে সমাজের সাথে মানব গোষ্ঠির সম্পৃক্ততা নির্ণয় করা এবং সেভাবে উম্মাহ বা জাতির কার্যক্রম উপস্থাপন করা তাঁর ইতিহাস দর্শনের আর একটি অধ্যায়। 'তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক' গ্রন্থে বিবৃত খুলাফা রাশিদূনের আমল থেকে আব্বাসীয় যুগের ৩০২ হি./৯১৫ খ্রি[৫০] পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর যে ইতিহাস আলোচিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করলে আল-তাবারীর ইতিহাস ও জীবনবোধ সম্পর্কে উক্ত ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কর্মনির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতির ত্রুটি বিচ্যুতি তিনি তুলে ধরে সে সবের সংশোধন করা উম্মাহর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইতিহাস বিশ্ব স্রষ্টার ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে গণ্য হলেও মানবিক ত্রুটি বিচ্যুতির দায়িত্ব জনগোষ্ঠীকেই বহন করতে হবে। কৃতকর্মের জন্য তাকে মহান আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে হবে।[৫১] আল-তাবারীর গ্রন্থে এসব বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আল-তাবারী (র.) মুসলিম জাতির গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। ইসলামী ঐতিহ্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে তিনি তার খতিয়ান পেশ করেছেন। তাঁর ইতিহাস রচনায় সমালোচনা স্থান পায়নি। তাঁর উত্তরসূরী ঐতিহাসিকগণের মধ্যে

৪৮. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১ম খণ্ড, উর্দু অনুবাদ, আবদুর রহীম (লাহোর ঃ কওমী কুতুবখান, ১৯৬২), পৃ. ৪৪২ ; মুফ্তী মুহাম্মদ শফী, খতমে নবুওয়াত (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬), পৃ. ৬৪-৬৫ ; ফিকর ওয়া নযর, ৪র্থ খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা, ১৯৬৭, পৃ. ৮০২।

৪৯. আল-কুরআন, সূরা আম্বিয়া ঃ ২৫-২৬ ; জামি'আল বয়ান, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১৫ ; হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৩।

৫০. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৩৫।

৫১. আল-কুরআন, সূরা নিসা ঃ ১৪৬ ; সূরা নহল ঃ ৩৬; তারীখ আল-রুসূল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৪ ; হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪০-৪৪১।

www.pathagar.com

সমালোচনামূলক ইতিহাস সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এ ব্যাপারে আল-মাসউদী পথ দেখিয়েছেন।[৫২]

ইতিহাস অভিজ্ঞান আল-তাবারীর নিকট ধর্মীয় বিষয়ভুক্ত। তাই সত্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াসে এর অধ্যয়ন হাদীস্ চর্চার চেয়ে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি সে কারণে ইতিহাসের কোন ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে ইসনাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি মনে করেন যে, সনদের বলিষ্ঠতার উপর ঘটনার সত্যাসত্য নির্ভরশীল।[৫৩] তিনি ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণের জন্য রিওয়ায়াত দিরায়াত পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন এবং এই মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী তাঁর 'তারীখ আল-রুসূল ওয়া আল-মুলূক' গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। ফলে তাঁর উত্তরসূরী ঐতিহাসিকগণ তাবারীতে বিবৃত ঘটনাবলী গ্রহণের সময় সনদ বর্ণনার প্রয়োজন মনে করেননি।[৫৪] বলতে গেলে আল-তাবারী (র.) পর্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সমদ উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে। বিশ্ব ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আল-তাবারীর 'তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক' একটি অনন্য গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে।[৫৫]

---

৫২. মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ, পৃ. ২১৬।

৫৩. ইব্ন নাদীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪ ; আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৫১; আল-বা'স আল-ইসলাম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৪১১ হিজরী, পৃ. ৪০ ; ইতিহাস, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ৩০।

৫৪. আল-দূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬ ; আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, পৃ. ৫২।

৫৫. তাহযীব আল-আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা ; P.K. Hitti, op.cit, P. 390 EB, Vol. II. P. 480; EA. Vol. XXVI, P. 204 ; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৯।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক ঃ প্রাসংগিক ও নির্বাচিত অংশ বিশেষের অনুবাদ

মানুষ সৃষ্টি ও পৃথিবীতে মানব সমাজের সূচনা

হযরত আদম (আ.)

আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণের ইচ্ছা ফিরিশ্তাদের নিকট ব্যক্ত করেন। কিন্তু পৃথিবীতে শান্তি শৃংখলা ভঙ্গ ও শোনিতপাতের আশংকায় ফিরিশতাগণ আপত্তি উত্থাপন করেছিল এবং তাঁর আজ্ঞাবহ দাস হিসেবে তাঁদের অবিচল আনুগত্যের কথা ব্যক্ত করেছিল। মহান আল্লাহ্ ধমকের সুরে তাঁদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর অসীম জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করেন। এরপর তিনি ফিরিশতা জিবরাঈল, মিকাঈল এবং আযরাঈলকে পর্যায়ক্রমে পৃথিবী হতে মাটি সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু ধরিত্রী মানুষ সৃষ্টির জন্য মৃত্তিকা প্রদানে অসম্মতি জানিয়ে আল্লাহ্র ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ তারপর ইব্লীসকে প্রেরণ করে একজন মানুষ সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ মাটি শক্তি প্রয়োগের দ্বারা পৃথিবী হতে আনার ব্যবস্থা করেন। এই 'আদিম আল-আর্দ' (পৃথিবীর মৃত্তিকা) দিয়ে আদমকে সৃষ্টি করার কারণে তার নামকরণ হয় 'আদম'।[১]

পৃথিবী হতে সংগৃহীত ঠনঠনে শুষ্ক মাটি নরম করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কয়েকদিন বৃষ্টিপাত করেন। ফিরিশ্তারা তা মর্দন করার পর আল্লাহ্ তাঁর কুদ্রতী

১. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আল-তাবারী, তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, (কায়রো ঃ মাতবা'আহ আল-ইসতিকামাহ, ১৩৭৫ হি.), পৃ. ৬০-৬১।

www.pathagar.com

হাতে আদমের দেহ-কাঠামো তৈরী করেন। আদমের দেহ কাঠামো দীর্ঘদিন ধরে রোদে ফেলে ভালভাবে শুকানো হয়। নির্ধারিত সময়ে তাঁর মাথার মধ্যে রূহ্ প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয় এবং ফিরিশ্তাগণের সাথে তিনি 'আল-হামদু লিল্লাহ' উচ্চারণ করেন। এরপর তাঁর চোখের মধ্যে জ্যোতি প্রবেশ করিয়ে দিলে তিনি বেহেশ্তের সুস্বাদু খাদ্য, ফলপুঞ্জ ও সুখ স্বাচ্ছন্দের উপকরণ অবলোকন করেন। মহান আল্লাহ্ আদমকে প্রতিটি বস্তুর জ্ঞান দান করেন। ফিরিশ্তাদেরকে সেগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা জবাব দিতে পারে না; বরং তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কথা অকপটে স্বীকার করে। আদমকে সে সবের সনাক্ত করতে বলা হলে তিনি তা করে আল্লাহ্র নির্দেশে জ্ঞান প্রতিযোগিতায় জয়ী হন। বিজয়ী ব্যক্তিকে সম্মান জানানোর লক্ষ্যে আল্লাহ্ আদমকে সিজ্দা করার জন্য ফিরিশ্তাদেরকে নির্দেশ দেন। ইব্লীস ব্যতিত সকলেই আদমকে সিজ্দা করে আনুগত্যের বাহ্যিক প্রকাশ ঘটান। ইব্লীস ছিল আগুন থেকে সৃষ্টি এবং আদমের মৃত্তিকা সংগ্রাহক হিসেবে সে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে বসে। এই অহংবোধ তাকে অহংকারী করে তোলে এবং সে আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করে আদমের সিজ্দা হতে বিরত থাকে। আল্লাহ্ কর্তৃক সে অভিশপ্ত ও বিতাড়িত ঘোষিত হয়। ইব্লীস কিয়ামত পর্যন্ত আদম ও তাঁর সন্তান-সন্ততিদের অজাত শত্রুতে পরিণত হয়।[২]

বেহেশ্তে কালযাপন

আদমকে মহান আল্লাহ্ বেহেশ্তে স্থান দেন। সবরকম সুখ স্বাচ্ছন্দ ভোগ করেও তিনি নিঃসংগতায় ভুগছিলেন। তাঁর জীবনে পূর্ণতা আনার জন্য সহধর্মিনী হওয়াকে সৃষ্টি করা হয়। তিনি যখন নিদ্রিত ছিলেন তখন তাঁর বাম পাঁজরের হাড় থেকে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়। তিনি একজন রমনীকে শিয়রের পাশে উপবিষ্ট দেখতে পান এবং ফিরিশতাদের তাঁর নাম জিজ্ঞাসার উত্তরে আদম 'হাওয়া' নাম উচ্চারণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা উভয়কে বেহেশ্তে সুখ স্বাচ্ছন্দে অবস্থান, খাদ্য গ্রহণ ও বিহার করার নির্দেশ দেন। তবে একটি মাত্র গাছের নিকটবর্তী হওয়া ও ফল ভক্ষণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। তাঁরা বেহেশতের শান্তি নিবাসে কালযাপন করতে থাকেন। বিতাড়িত ইব্লীস তাঁদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য সাপের উপর ভর করে বেহেশ্তে প্রবেশ করে এবং আদম ও হাওয়াকে প্রলুব্ধ করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও আদমকে প্রলুব্ধ করতে না পেরে সে

২. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২-৭০।

www.pathagar.com

হাওয়ার নিকট তার প্ররোচনার জাল বিস্তার করে এবং শেষ পর্যন্ত সফলকাম হয়। হাওয়া নিজে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে আদমকে তাতে শরীক করে। সংগে সংগে তাঁরা বিবস্ত্র হয়ে যায় এবং মালিন্য তাদেরকে স্পর্শ করে। হযরত আদম ও হাওয়া পাঁচশ বছর বেহেশ্‌তে অবস্থান করেছিলেন। শেষ দিন মধ্যাহ্নে তাঁদের এ অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল। আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করার ঐ দিন যুহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে আদম ও হাওয়া এবং তাঁদের পরম শত্রু ইব্‌লীস ও সাপ পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।[৩]

পৃথিবীতে মানব সমাজ

সপ্তাহের উত্তম দিন শুক্রবারে প্রথম সূর্য উদিত হয়, আদমকে সৃষ্টি করা হয়, তাঁকে বেহেশ্‌তে স্থান দেয়া হয় এবং এই দিনে বেহেশ্‌ত হতে বহিষ্কার করে তাঁকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়। আদমকে হিন্দুস্তানের এমন এক পাহাড়ে নামিয়ে দেয়া হয় যার পার্শ্বস্থিত স্থান বুয বলে আখ্যায়িত হয় এবং হাওয়া জিদ্দায় নিক্ষিপ্ত হন। তাঁরা আল্লাহ্‌র শিখানো দু'আর মাধ্যমে বহুদিন ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করায় তাঁদের অপরাধ মোচন হয় এবং আরাফাতে তাঁদের পরস্পরের সাক্ষাত ঘটে। তাঁদের এই মিলন স্থানের নাম রাখা হয় জাম'আ। আদম ও হাওয়ার পৃথিবীর জীবন শুরু হয়। আল্লাহ্ তাঁদেরকে ওয়াহীর মাধ্যমে আগুনের ব্যবহার, কৃষিকাজ, কুটির শিল্প, গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি সম্পর্কে পার্থিব জ্ঞান প্রদান করেন।[৪]

পৃথিবীতে প্রক্ষিপ্ত হওয়ার একশ' বছর পর হযরত আদম ও হাওয়ার মধ্যে দৈহিক মিলন ঘটে। এতে কাবীল (কায়িন) ও তাঁর এক বোন জন্মগ্রহণ করে। এভাবে প্রতিবার জময (একটি পুত্র ও একটি কন্যা) সন্তান জন্ম নেয়। এই প্রক্রিয়ায় হাবীল ও তাঁর এক বোন জন্মগ্রহণ করে। এভাবে জময জন্মগ্রহণের প্রক্রিয়ায় হযরত আদম ও হাওয়ার ঘরে একশ' বিশ জন সন্তান-সন্ততি আসে। তিনি কাবীলের জময়কে হাবীলের সাথে এবং হাবীলের জময়কে কাবীলের সাথে আল্লাহ্‌র নির্দেশে বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কাবীল তাঁর বোন কালিমাকে বিয়ে করার জন্য তাঁর পিতার উপর চাপ প্রয়োগ করে। উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশে দু'জনকে কুরবানী করতে বলা হয় এবং যার কুরবানী কবুল

৩. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আল-তাবারী, তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, সম্পাদক, M. J. De Goeje (Leyden : E. J. Brill, Printed in the Netherland, 1964), PP. 108-119 ; তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭১-৭৫।

৪. তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১২-১১৩।

www.pathagar.com

হবে তার সাথে কালিমার বিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। হাবীলের কুরবানী কবুল হলে কাবীল ক্রোধান্ধ হয়ে হীরা উপত্যকায় হাবীলকে হত্যা করে। এটি ছিল মানবজাতির প্রথম ভ্রাতৃ হত্যা। কাবীল কালিমাকে নিয়ে ইয়ামনের আদনে গমন করে এবং সেখানে বসতি স্থাপন করে।

আল-তাবারী (র.) ইব্ন আব্বাসের সূত্রে উল্লেখ করে বলেন যে, হযরত আদম (আ.) পৃথিবীতে অবতরণের একশ' তিরিশ বছর পর হযরত হাওয়া শীস ও তার জময বোন হাজুরাকে জন্ম দেন। শীসের নাম দেয়া হয় 'হিবাতুল্লাহ্'। কারণ তাঁর জন্মের পর জিব্‌রাঈল সংবাদ দেন যে, হাবীলের পরিবর্তে আল্লাহ্ শীসকে দান করেছেন। নামটি আরবী ভাষায় শীস (شث) সিরীয় ভাষায় শাস (شاث) ও হিব্রু ভাষায় শীস (شيث) বলে উল্লেখ আছে। আল-তাবারী (র.) আহলে তাওরাতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, শীস একা জন্মগ্রহণ করেন, যিনি হাবীলের পরিবর্তে হিবাতুল্লাহ্। হযরত আদমের মৃত্যুর সময় উপনীত হলে তিনি শীসকে ডেকে কয়েকটি বিষয়ে জ্ঞান দান করেন। তিনি তাঁকে দিন-রাতের মূহুর্ত এবং প্রত্যেক প্রহরে উপাসনা ও সৃষ্টি জগতের নানা বিষয়ের শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে জ্ঞানের কথা বলেন। তাঁর জন্য এক হাজার বছর আয়ূষ্কাল নির্ধারিত ছিল। কিন্তু নয়শ' চল্লিশ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অবশিষ্ট ষাট বছর বয়স তিনি হযরত দাউদ (আ.) কে প্রদান করার জন্য প্রার্থনা জানালে আল্লাহ্ তা মঞ্জুর করেন। তাঁর মৃতদেহ ফিরিশ্‌তাগণ পানি দিয়ে গোসল দেন এবং ইসলামী রীতিতে কবরস্থ করেন। এই নিয়ম হযরত আদম (আ.) ও তাঁর সন্তানদের জন্য সুন্নাত হিসেবে ঘোষিত হয়।[৫]

নবী ও রাসূলগণের জীবনের বিশেষ ঘটনা প্রবাহ

হযরত নূহ্ (আ.)-এর প্লাবন

হযরত নূহ (আ.) চারশ' আশি বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেন। একশ' বিশ বছর ধরে তিনি তাঁর জাতিকে আল্লাহ্‌র তাওহীদের দিকে আহবান করেছেন। কিন্তু তারা তাতে সাড়া না দিয়ে তাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়েছে। এমনকি তাঁকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার চেষ্টা করেছে। সমাজের বিত্তহীন লোকেরা তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছিল। তাঁর জাতির অত্যাচার, অবাধ্যতা ও আল্লাহ্‌দ্রোহীতা

৫. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯২-১১১ ; তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, ১৪৪-১৬১।

www.pathagar.com

সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত হযরত নূহ্ (আ.) এর ধৈর্যের বাঁধ ভেংগে যায় এবং তিনি আল্লাহ্র নিকট তাদের ধ্বংস কামনা করেন। আল্লাহ্ তাঁর আবেদন কবূল করে তাঁকে একটি গাছের চারা রোপন করার নির্দেশ দান করেন। আল্লাহ্র নির্দেশে তিনি সাজ বৃক্ষের চারা রোপন করেন। চল্লিশ বছরে তা বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয়। এই বৃক্ষের কাঠ দিয়ে তাঁকে একটি নৌকা তৈরীর নির্দেশ দান করেন এবং অবাধ্য জাতিকে মহাপ্লাবন দিয়ে ধ্বংস করার সংবাদ প্রদান করেন। আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবিক হযরত নূহ্ (আ.) সাজ বৃক্ষের কাঠ, লৌহ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে নৌকা তৈরী করা শুরু করেন। এ দেখে অবিশ্বাসীরা তাঁকে উপহাস করতে থাকে এবং বলতে থাকে যে, নূহ্ নবুওয়াতের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে একজন কাঠমিস্ত্রীতে পরিণত হয়েছে। তাদের পরিহাস উপেক্ষা করে আশি হাত লম্বা, পঞ্চাশ হাত চওড়া, তিরিশ হাত উঁচু এবং তিন তলা বিশিষ্ট নৌকা নির্মাণের কাজ তিনি সম্পন্ন করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াহীর মাধ্যমে হযরত নূহ্ (আ.)-কে প্লাবনের পূর্ব সংকেত হিসেবে চুলা থেকে পানি উত্থিত হওয়ার সংবাদ প্রদান করেন। চুলা ফেটে পানি বের হওয়ার সাথে সাথে তাঁকে প্রত্যেক উদ্ভিদ ও জীবের জোড়া এবং ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে নিয়ে নৌকায় আরোহণের নির্দেশ দান করেন। চুলা থেকে পানি উৎসারিত হওয়ার সাথে সাথে তিনি উদ্ভিদ, জীব ও তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে নৌকায় আরোহন করেন। তাঁর পুত্র সাম, হাম ও ইয়াফেস তাঁর সাথে নৌকায় উঠেন। কিন্তু তাঁর অপর এক পুত্র কিন'আন কাফির দলভুক্ত হওয়ায় নৌকায় ওঠেনি এবং তাঁর স্ত্রীও কাফির দলভুক্ত ছিল।[৬]

হযরত নূহ্ (আ.)-এর ছয়শ' বছর বয়সের সময় রজব মাসের দশ তারিখে জুমু'আর দিন মহাপ্লাবন শুরু হয়। তিন তলা বিশিষ্ট নৌকাটির উপরিভাগে পাখিকূল মধ্যভাগে মানুষ এবং নিম্নভাগে ছিল পশু। নৌকাটি পানির উপর চলতে থাকে এবং ধীরে ধীরে প্লাবনের তীব্রতা কমতে থাকে। প্লাবনের ষষ্ঠ মাসে দশ-ই মুহাররম তারিখে নৌকাটি জুদি পর্বতের কর্দাই নামক স্থানে লংগর করে। এরপর নূহ্ (আ.) কর্দাই-এর নিকটস্থ এলাকা বসতি স্থাপনের জন্য মনোনীত করে নগরের গোড়া পত্তন করেন। স্থানটির নামকরণ হয় 'সামানীন'। তাঁর অনুসারীদের প্রত্যেকের জন্য ঘর-বাড়ি নির্মিত হয়। তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা ছিল আশিজন। এই স্থানটি সামানীন বাজার নামে পরিচিত।[৭]

৬. তারীখ আল-রুসূল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, ১৮৫-১৮৮।
৭. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৬-১৯৭।

www.pathagar.com

মহাপ্লাবনে হযরত নূহ্ (আ.)-এর অবিশ্বাসী পুত্র কিন'আন প্লাবিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায় এবং জীবিত অপর তিন পুত্রের প্রত্যেকের তিনজন করে সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতি সত্তার জন্ম দেয়। আরব, পারস্য ও রোমানরা সামের বংশধর। তাদের অবয়ব কাঠামো সুসামঞ্জস্য ও সুশ্রী। হাবশী, কিব্তী, সুদানী, বার্বার ও কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট কৃষ্ণাংগরা হচ্ছে হামের বংশধর। ইয়াফেসের তিনটি বংশধর হচ্ছে তুর্কী, সাকাবালা (الصقابلة) ও ইয়াজূজ-মাজূজ। তারা ছিল দুর্ধর্ষ প্রকৃতির এবং তাদের কেউ ছিল ছোট চক্ষু ও বৃহৎ মুখমণ্ডল বিশিষ্ট, কেউ আবার সুন্দর চুল ও কমনীয় মুখমণ্ডলের অধিকারী।[৮]

ইরম ইব্ন সাম ইব্ন নূহ্ (আ.) হতে দু'টি গোত্র উদ্গত। তাদের একটি আদ ইব্ন আউস ইব্ন ইরম ইব্ন সাম ইব্ন নূহ্ (আ.)। এই আদ ছিল প্রথম আদ। অপরটি সামূদ ইব্ন জারস ইব্ন ইরম ইব্ন সাম ইব্ন নূহ্ (আ.)। এরা হচ্ছে আরবে আগমনকারী আল-আরাব আল-আরীবা।[৯]

হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর আগমন

হযরত ইব্রাহীম (আ.) ইব্ন তারীখ (আযর) ইব্ন নাহুর ইব্ন সারূখ ইব্ন আরগু ইব্ন ফলিগ ইব্ন আবির ইব্ন শালিখ ইব্ন কিন'আন ইব্ন আরফাকসদ ইব্ন সাম ইব্ন নূহ্ (আ.) ছিলেন আল্লাহ্র প্রেরিত নবী ও রাসূল। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর জন্মস্থান নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেন, আহওয়াজ ভূখণ্ডের সূস নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়। কারো মতে তাঁর জন্মস্থান ছিল সাওয়াদের বাবেল নামক স্থানে। কারো মতে কুসাইয়ের পার্শ্ববর্তী সাওয়াদ নামক স্থানে। আবার কারো মতে তিনি কাছকার সীমান্তের যাওয়াবীর (الزوبى) পার্শ্ববর্তী ওয়ারকা (ورکاء) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর তাঁর পিতা সেখান থেকে হিজরত করে কুশাইয়ের (كوشى) পার্শ্ববর্তী নমরূদের দেশে আসেন। কারো মতে তাঁর জন্মস্থান ছিল বাহরান (بحران)। কিন্তু তাঁর পিতা বাবেলে চলে আসেন। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে নমরূদ ইব্ন কুশের যুগে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর জন্ম হয়েছিল।

৮. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৩।
৯. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩১।

www.pathagar.com

হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর জন্মের সময় নিকটবর্তী হলে নমরূদের কতিপয় জ্যোতিষী তাকে সংবাদ দেয় যে, ইব্‌রাহীম নামে একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করবে যে প্রচলিত ধর্ম খতম করবে এবং দেবদেবী হিসেবে অর্চিত মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলবে। জ্যোতিষীদের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর জন্মের বছর এসে গেলে নমরূদ সেই গ্রামের প্রতিটি গর্ভবর্তী মহিলাকে ধরে আনার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। ইব্‌রাহীম (আ.)-এর মাতা আযর পত্নী ব্যতিত সকলকে বন্দী করে আনা হয়। আযর পত্নী তন্বী দেহকাঠামোর কারণে এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশে তার গর্ভের বাহ্যিক আলামত লক্ষ্য করা যায়নি। সে বছরের সকল সদ্যপ্রসূত শিশুকে হত্যা করা হয়েছিল। প্রসব ব্যথা অনুভব করলে আযর পত্নী গভীর রাতে নিকটস্থ একটি পাহাড়ে গিয়ে ইব্‌রাহীমকে প্রসব করেন। নিরাপদ গুহায় রেখে তাঁর মা বাড়ী ফিরে আসেন। তিনি প্রতিদিন সেখানে গিয়ে দুধ দান করতেন এবং তাঁর নিরাপদ অবস্থান দেখে আসতেন। মাতার অনুপস্থিতিতে শিশুটি তাঁর বৃদ্ধ আঙুল চুষে ক্ষুধা মিটাতেন। আল্লাহ্ তায়ালা এভাবে ইব্‌রাহীমকে জীবিত রাখেন। আল্লাহ্‌র কুদ্‌রতে ইব্‌রাহীম (আ.) একদিনে একমাসের ন্যায় এবং প্রতি মাসে এক বছরের শিশুর ন্যায় বাড়তে থাকেন। সেখানে তাঁর অবস্থান ছিল পনের মাস। অবশেষে তাঁর পীড়াপীড়িতে এক সন্ধ্যায় তাঁর মা তাঁকে গুহা থেকে বের করে নিয়ে আসেন।

হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) বাল্যকাল হতে স্রষ্টা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করতেন। তিনি ব্যাকুলভাবে স্রষ্টার সন্ধানে রাতের নক্ষত্র থেকে শুরু করে দিনের সূর্য অবলোকন করতেন। আকাশের নক্ষত্রকে প্রভূ হিসেবে মনে করে তা অস্তমিত হওয়ার সাথে সাথে তিনি তার প্রভূ হওয়া বাতিল করে দেন। প্রদীপ্ত চন্দ্রকে তিনি প্রভূ বলে মনে করেন। কিন্তু চন্দ্রের ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে তিনি ভুল বুঝতে পেরে তার সে মত প্রত্যাহার করেন। তারপর দিনের আগমনে উদিত দিবাকরকে দেখে তিনি তাকে প্রভু হিসেবে গণ্য করেন। সূর্য অস্তাচলে চলে গেলে তিনি এসবের প্রভু হওয়ার অসারতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এসবের স্রষ্টা হচ্ছে তাঁর প্রভু যিনি চিরন্তন এবং যার আদি-অন্ত নেই। এভাবে তিনি আল্লাহ্‌র সন্ধান পান এবং তিনি প্রচলিত শিরকের ধারে কাছে পৌঁছেননি।

হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর পিতা আযর মূর্তি গড়তো এবং তার জাতি সেগুলোর পূজা করতো। আযর মূর্তি তৈরী করে তা বিক্রয় করার জন্য ইব্‌রাহীমকে বাজারে পাঠাতেন বলে উল্লেখ আছে। তিনি এসব মূর্তির অসারতা গ্রাহকদের নিকট খুলে বলতেন এবং এসব কিনতে নিষেধ করতেন। তিনি সব মূর্তিকে নদীতে

www.pathagar.com

ডুবিয়ে দিয়ে পানি খাওয়ার জন্য ধরে রেখে উপহাস করতেন। এভাবে তিনি তাঁর স্বজনদের ধর্মকে নিয়ে উপহাস করতেন এবং লোকজনকে সে পথ থেকে ফিরে আসার পরামর্শ দিতেন। ধর্মের বিরুদ্ধে তাঁর এসব প্রচারণা শেষপর্যন্ত নমরূদের কানে গিয়ে পৌঁছে।[১০]

হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) তাওহীদের দাওয়াত থেকে ক্ষান্ত হননি; বরং তিনি নমরূদকে আল্লাহ্‌র তাওহীদের দিকে আহবান জানান। এক পর্যায়ে নমরূদ হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) কে তাঁর প্রভুর শক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি আল্লাহ্‌র জীবিতকরণ ও মৃত্যুদানের ক্ষমতা নির্দেশ করেন। নমরূদ অনুরূপ ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে নিজেকে যাহির করে এবং দুই ব্যক্তিকে ধরে এনে একজনকে হত্যা করার ও অপরজনকে মুক্তি দেয়ার নির্দেশ দেয়। তার আদেশ পালিত হয়। এভাবে সে জীবিতকরণ ও মৃত্যুদানের ক্ষমতার অপব্যাখ্যা করে। এবার হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) যুক্তির অস্ত্র দিয়ে উত্তম শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে সূর্যকে পশ্চিম থেকে উদিত করার নির্দেশ দেন। কারণ তাঁর প্রভু আল্লাহ্‌ সূর্যকে গগণে উদিত করে থাকেন। এবারে নমরূদ আর কোন উত্তর দিতে পারে না। যুক্তির প্রতিযোগিতায় সে পরাজিত হয়ে যায়। ইব্‌রাহীম (আ.)-এর সাথে তর্কে হেরে গিয়ে এবং তার ক্ষমতার আস্ফালনের অসারতা অনুভব করতে পেরে সে তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারার প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র নির্দেশে আগুন তাঁর জন্য শান্তিদায়ক হয়ে যায়। ফলে নমরূদের অগ্নিকুণ্ড হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর জন্য শান্তির বাগানে পরিণত হয় এবং তিনি নমরূদের কুচক্রি জাল থেকে নিস্তার পান।[১১]

হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) বাবেল পরিত্যাগ করে সিরিয়ায় গমন করেন। এ সময় সারাহ্‌'র সাথে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। সারাহ্‌ ছিলেন হার্‌রানের (حران) বাদশার কন্যা। তিনি তাঁর স্বজাতির মূর্তি উপাসনাকে ঘৃণা করতেন। তিনি তাঁর পিতা ও স্বজাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে থাকেন। ফলে তাদের সাথে চরম বিরোধ সৃষ্টি হয়। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) সারাহকে সঙ্গে নিয়ে মিসরে হিজরত করেন। তখন মিসরে ফারাও বংশের নিকট হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর পত্নী সারাহ্‌র রূপ, গুণ ও সৌন্দর্যের খ্যাতি পৌঁছলে সে সারাহ্‌কে নিয়ে আসার জন্য দূত প্রেরণ করে। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) সারাহ্‌কে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফির'আউনের নিকট আনতে বাধ্য হন। তাঁকে স্পর্শ করার চেষ্টা করলে ফির'আউনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

১০. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪-২৫৬।
১১. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬১-২৬৪।

www.pathagar.com

অলৌকিকভাবে অবশ হয়ে পড়ে। বারবার একই অবস্থা ঘটতে থাকে। এতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সে সারাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তার সুস্থতার জন্য বিশ্ব প্রভূর নিকট দূ'আ করতে অনুরোধ করে। সারাহকে হাজিরা নাম্নী এক সহচরী উপহার দেয়। পরবর্তীতে সারাহর অনুরোধে হযরত ইব্রাহীম (আ.) হাজিরাকে বিয়ে করেন।[১২]

হযরত মূসা (আ.) ও ফির'আউন

হযরত মূসা (আ.) ইব্ন ইমরান ছিলেন হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর বংশধর। হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর অপর নাম ছিল ইসরাঈল। হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.) মিসরে প্রতিষ্ঠা লাভ করলে বনূ ইসরাঈল মিসরে গমন করে এবং বসতি স্থাপন করে। হযরত মূসা (আ.) মিসরে বনূ ইসরাঈল বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এ সময় মিসরের ফির'আউন ছিল ওয়ালীদ ইব্ন মুস'আব। মিসরের আদি অধিবাসী কিব্তীরা বনূ ইসরাঈলের উপর নানাভাবে অত্যাচার করে আসছিল। বনূ ইসরাঈল বংশে নবী জন্মগ্রহণ করে তার ক্ষমতা তছনছ করে দেয়ার আশংকায় ফির'আউন ওয়ালীদ ইব্ন মুস'আব বনূ ইসরাঈল বংশে সদ্য প্রসূত পুত্র সন্তানকে হত্যা করার আদেশ জারী করে। এ সময় হযরত মূসা (আ.)-এর জন্ম হয় এবং আল্লাহ্ তাঁর হিফাযতের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ফির'আউনের লোকজন শিশুটির খোঁজ পেয়ে হত্যা করতে পারে চিন্তা করে মূসার মা বিচলিত হয়ে পড়েন। আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁকে একটি বাক্সে পুরে তা নীল নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। শিশু মূসার বোন বাক্সটির অনুসরণ করতে থাকে। বাক্সটি ভাসতে ভাসতে ফির'আউনের মহলের ঘাটে গিয়ে থেমে যায়। ফির'আউনের স্ত্রী হযরত আছিয়া ভাসমান বাক্সকে প্রত্যক্ষ করে তা উঠিয়ে আনার নির্দেশ দেন। বাক্সটি উঠিয়ে আনার পর মুখ খুললে তাতে একটি সুন্দর জীবিত শিশু প্রত্যক্ষ করেন। দেখার সাথেসাথে শিশু মূসার প্রতি হযরত আছিয়ার অন্তর দয়া ও মমতায় আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। ফির'আউন তাকে বনূ ইসরাঈলের সন্তান বলে সন্দেহ করে এবং তার ধ্বংসের কারণ হতে পারে এ আশঙ্কায় তাকে হত্যার আদেশ করে। কিন্তু হযরত আছিয়ার বারবার অনুরোধের প্রেক্ষিতে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে হত্যা না করার জন্য রাযী হয়ে যায়। শিশুটির লালন পালনের জন্য দায়িত্ব গ্রহণে আগ্রহী মহিলাদের আহ্বান করা হলে মূসার বোনের নিকট সংবাদ পেয়ে তাঁর

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬।

www.pathagar.com

মা রাজমহলে উপস্থিত হন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তিনি রাজ পরিবারের সদস্য হিসেবে নিজ মায়ের কোলে লালিত-পালিত হতে থাকেন।

ফির'আউন ওয়ালীদ ইব্‌ন মুস'আবের মহলে তিনি ধীরে ধীরে বড় হতে থাকেন এবং বনূ ইসরাঈলের উপর মিসরীয়দের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করতে থাকেন। তিনি একজন কিব্‌তী কর্তৃক একজন বনূ ইসরাঈলের উপর অত্যাচার হতে দেখে তা নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু লোকটি হযরত মূসা (আ.)-কে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে আত্মরক্ষার্থে তিনি পাল্টা আক্রমণ চালান। এতে করে কিব্‌তী নিহত হয়। এ সংবাদ অবগত হয়ে ফির'আউন তাঁর হত্যার নির্দেশ জারী করে। তিনি মিসর থেকে মাদাইয়ানে পালিয়ে আসেন। এখানে তিনি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন এবং বিয়ে করে পারিবারিক জীবন শুরু করেন।

মহান আল্লাহ্‌ হযরত মূসা (আ.)-কে নবুওয়াত ও রিসালাত দান করেন। নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে তাঁকে মু'জিযা প্রদান করেন। তাঁর হাতের লাঠি মাটিতে ফেলামাত্র বিরাট সাপে পরিণত হতো। এছাড়া তাঁর হস্তদ্বয় বগলে প্রবেশ করানো মাত্র অলৌকিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। আল্লাহ্‌ ফির'আউনের নিকট তাওহীদের দাওয়াত পেশ করার জন্য হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দান করেন। তিনি ভাষার জড়তার কারণে তাঁর অনুজ হারূনকে নবী হিসেবে তাঁর সাহায্য করার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেন। মহান আল্লাহ্‌ তাঁর দু'আ কবূল করেন। তিনি হারূনকে সঙ্গে নিয়ে ফির'আউনের দরবারে উপস্থিত হন এবং তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেন। ফির'আউন তাঁকে চিনতে পেরে প্রভূ হিসেবে তাঁর বাল্যকালের লালন পালনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ্‌র স্রষ্টা ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সম্পর্কে যুক্তি উপস্থাপিত করেন। কিন্তু ফির'আউন তার ক্ষমতার অহংকারে অন্ধ হয়ে তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ পেশ করতে বলে। তিনি আল্লাহ্‌র প্রদত্ত মু'জিযা প্রদর্শন করলে ফির'আউন তাঁকে একজন যাদুকর হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং দেশের শ্রেষ্ঠ যাদুকরদেরকে ডেকে হযরত মূসা (আ.) কে তাদের মুকাবিলা করার নির্দেশ দেয়। যাদুকরগণ তাদের যাদুর সাহায্যে অসংখ্য বড় বড় সাপ হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে প্রেরণ করে। আল্লাহ্‌র নবী তাঁর মু'জিযার লাঠি মাটিতে ফেলা মাত্র তা প্রকাণ্ড সাপে পরিণত হয় এবং তাদের যাদুর সাপগুলো গ্রাস করে ফেলে। পরাজিত হয়ে যাদুকরগণ তাঁকে আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী বলে স্বীকার করে এবং ঈমান গ্রহণ করে। ফির'আউন এতে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং বনূ ইসরাঈলের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। হযরত মূসা (আ.) বনূ

www.pathagar.com

ইসরাঈলকে একত্রিত করে মিসর পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে পড়েন। ফির'আউন সংবাদ পেয়ে সৈন্য সামন্ত নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করে। হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীগণ লোহিত সাগরের তীরে উপনীত হন। সাগরের দিক ব্যতিত সবদিকে ফির'আউনের বাহিনী তাদেরকে ঘিরে ফেলে। হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ্‌র আদেশে সাগর বক্ষে লাঠির আঘাত করলে পানি দু'ভাগ হয়ে মাঝখান দিয়ে রাস্তা হয়ে যায়। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে এই রাস্তা দিয়ে পার হয়ে যান এবং ফির'আউন ও তার অনুসারীগণ এই রাস্তা ধরে ধাওয়া করে মধ্যপথে উপস্থিত হলে আল্লাহ্‌র নির্দেশে লোহিত সাগরের পানি একত্রিত হয়ে যায়। ফির'আউন তার দলবলসহ সাগরে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়। ফির'আউন যখন সাগরবক্ষে মৃত্যুর মুখোমুখি তখন চিৎকার করে সে তার ঈমান আনার কথা উচ্চারিত করেছিল। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। আল্লাহ্‌দ্রোহী ফির'আউনের এরূপ মৃত্যু মানব গোষ্ঠির জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।[১৩]

হযরত দাউদ (আ.) ও সমকালীন প্রসঙ্গ

হযরত দাউদ (আ.) আল্লাহ্ প্রেরিত নবী হযরত সামুইল (আ.)-এর সময়ে বনূ ইসরাঈল বংশে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত সামুইল (আ.)-এর প্রত্যাশার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তালূতকে বনূ ইসরাঈলের শাসন ক্ষমতা দান করেন। এ কারণে সে সময়ের শক্তিধর পুরুষ জালূত তালূতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। হযরত সামুইল (আ.)-এর নির্দেশে তালূত জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কিন্তু জালূতের শক্তির কাছে বিশ্বাসী বনূ ইসরাঈল যুদ্ধে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। এ সময় অল্পবয়স্ক যুবক দাউদ বিশ্বাসীদের পক্ষে হযরত সামুইল (আ.) ও তালূতের দুর্বল বাহিনীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। দাউদের যোগ্য নেতৃত্বে অল্প সংখ্যক বিশ্বাসী সৈন্য বাহিনীর নিকট জালূত পরাজিত ও নিহত হয়। যুদ্ধে জয়লাভ করলে বাদশা তালূত তাঁর কন্যাকে দাউদের সাথে বিয়ে দেন। তালূতের মৃত্যুর পর বনূ ইসরাঈল রাজ্য পরিচালনার সকল দায়-দায়িত্ব হযরত দাউদ (আ.)-এর উপর ন্যস্ত করে। তিনি চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন।

পরম করুণাময় আল্লাহ্ হযরত দাউদ (আ.)-কে নবুওয়াত ও রিসালাত দান করেন। বনূ ইসরাঈলের নবী হযরত দাউদ (আ.)-এর উপর 'যাবূর' কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল। তিনি সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। যাবূর কিতাব হতে তিনি

১৩. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭০-২৯৩।

www.pathagar.com

যখন আল্লাহ্‌র কালাম পাঠ করতেন তখন বনের পশু-পাখি, নদীর মাছ ও প্রাণীকুল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তা শুনতো।

হযরত দাউদ (আ.) যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণ লৌহ নির্মিত অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করেন যা ছিল তাঁর নিজের হাতের তৈরী। তিনি লৌহকে গলিয়ে সে যুগের উপযোগী যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ করতেন। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এসব অস্ত্র তৈরী করে বাজারে বিক্রি করে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতেন।

তিনি বায়তুল মাক্‌দাসের ভিত্তি স্থাপন করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বায়তুল মাক্‌দাসের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে যেতে পারেন নি। মসজিদের বাকী কাজ তাঁর পুত্র হযরত সুলাইমান (আ.)-এর সময় সম্পন্ন হয়।[১৪]

হযরত ঈসা (আ.) এক ব্যতিক্রম সৃষ্টি

হযরত মারইয়াম (আ.) ছিলেন অভিজাত ইমরান পরিবারের পূত পবিত্র ও সতী রমণী। তিনি উৎসর্গীকৃত এবং আল্লাহ্‌র ঘরের সেবিকা ছিলেন। তাঁর চাচাত ভাই ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াকূব ছিলেন একজন পরহেযগার ব্যক্তি এবং মসজিদের একনিষ্ঠ সেবক। একদিন তাদের খাবার পানি শেষ হয়ে গেল। হযরত মারইয়াম (আ.) পানির পাত্র নিয়ে একটি কূপের নিকট যান এবং পানিসহ্ প্রত্যাবর্তন করেন। দিনটি ছিল বছরের সবচেয়ে বড় দিন এবং সবচেয়ে গরমের দিন। সে দিনও তাঁদের খাবার পানি শেষ হয়ে গেছে। হযরত মারইয়াম (আ.) ইউসুফকে পানি সংগ্রহের জন্য পরামর্শ দিলে ইউসুফ বলেন, যে পানি আছে আজ ও কালের জন্য তা যথেষ্ট। তবুও হযরত মারইয়াম (আ.) পানি আনার জন্য বের হন। পথিমধ্যে হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) মানুষের আকৃতিতে এসে তাঁর গর্ভে একটি সন্তান জন্মগ্রহণের সুসংবাদ প্রদান করেন। মারইয়াম (আ.) এই অচেনা ব্যক্তিকে দেখে লজ্জা অনুভব করেন। তিনি বলেন, "হে মারইয়াম ! আমি আল্লাহ্‌র তরফ হতে প্রেরিত হয়েছি। তিনি আপনাকে একটি পবিত্র সন্তান দান করবেন।" তিনি বিস্মিত কণ্ঠে বলেন, "আমি কোন চরিত্রহীনা মহিলা নই এবং কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি। কি করে আমার সন্তান প্রসব সম্ভব ?" তিনি এই অযাচিত ব্যক্তি থেকে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) আরও সংবাদ দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ্‌র অসীম রহমতে তিনি তাঁকে এমন সন্তান দিবেন যে হবে জাতির আশির্বাদ ও রহমত স্বরূপ।

১৪. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৯-৩৪৩।

www.pathagar.com

হযরত মারইয়াম (আ.) এবং তাঁর চাচাত ভাই ইউসুফ আল-নাজ্জার সমাজে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। আল্লাহ্‌র ঘরের খাদেমা ও খাদেম হিসেবে তাঁরা এরূপ সামাজিক মর্যাদায় সমাসীন হন। হযরত মারইয়াম (আ.) যে মসজিদের খাদেমা ছিলেন সে মসজিদটির অবস্থান ছিল সাহিউন পর্বতের পাদদেশে। আল্লাহ্‌র কুদ্‌রতে তিনি গর্ভবতী হন। কিন্তু ইউসুফের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। পুরুষের সংস্পর্শে আসা ছাড়া সন্তান হওয়া কিভাবে সম্ভব হতে পারে - এ বিষয় নিয়ে তিনি চিন্তা করে কোন সুরাহা না করতে পেরে মারইয়ামকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেন। তিনি প্রশ্ন করেন, "বীজ ছাড়া কি শস্য জন্মিতে পারে ?" হযরত মারইয়াম হাঁ বলে উত্তর দেন। তার পরবর্তী প্রশ্ন ছিল, "ফল ছাড়া কি শস্য বৃক্ষ হতে পারে ?" পুনরায় তিনি হাঁ বলে উত্তর দেন। তিনি আবার প্রশ্ন করেন, "পুরুষের সংস্পর্শ ব্যতিত কি সন্তানের জন্ম হতে পারে ?" এবারও তিনি হাঁ বলে উত্তর দেন। এরপর তিনি ইউসুফ নাজ্জারকে লক্ষ্য করে বলেন যে, আল্লাহ্ প্রথমে বীজ ছাড়া শস্য সৃষ্টি করেছেন অথবা শস্য ছাড়াই বীজ সৃষ্টি করেছেন। তিনি ফল ছাড়াই বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন। এসব তাঁর কুদ্‌রতের বহিঃপ্রকাশ। তিনি প্রথম মানুষ আদম ও হাওয়াকে পিতামাতা ব্যতিত সৃষ্টি করেছেন। ইউসুফ তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন যে, সে আল্লাহ্‌র সর্বময় ক্ষমতার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ সূত্র ছাড়াই সৃষ্টি করতে পারেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সাথেসাথে সব সৃষ্টি হয়ে যায়। হযরত মারইয়াম (আ.)-এর এসব বাক্যালাপে ইউসুফ অনুধাবন করতে পারেন যে তাঁর এসব বক্তব্যের মধ্যে এমন কিছু রহস্য আছে যা তিনি ব্যক্ত করতে চান না।

হযরত মারইয়াম (আ.) ক্রমেই গর্ভধারণ-জনিত আলামত অনুধাবন করতে থাকেন। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তাঁকে অন্যত্র গমনের নির্দেশ দান করেন। কারণ তাঁর অবস্থানের জায়গায় সন্তান প্রসব করলে লোকেরা তাকে হত্যা করতে পারে। ইউসুফ তাঁকে একটি গাধার পিঠে সওয়ার করিয়ে নির্জন স্থানে নিয়ে যান। একটি খেজুর গাছের নীচে তিনি হযরত ঈসা (আ.)-কে প্রসব করেন। ফিরিশ্‌তারা মারইয়াম (আ.)-কে জানিয়ে দেন যে, তাঁর পদতলে নহর রয়েছে যা হতে তিনি পবিত্রতা অর্জন করতে পারেন এবং পানি পান করে পরিতৃপ্ত হতে পারেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের সময় খেজুরের মওসুম ছিল না, অথচ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় গাছে খেজুর ধরেছিল যে খেজুর খেয়ে হযরত মারইয়াম (আ.) ক্ষুধা মিটাতে পারেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের সময় সে যুগের মূর্তি উপাসকদের মূর্তিগুলো উপুড় হয়ে পড়েছিল। মিথ্যা দূরীভূত হয়েছিল এবং সত্য প্রকাশ পেয়েছিল।[১৫]

---

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৪-৪২৬।

www.pathagar.com

প্রাচীন শাসক ও শাসিতের ইতিবৃত্ত

বখ্‌তে নাসর ও বায়তুল-মাক্‌দাস

বখ্‌তে-নাসর আহওয়াজ ও রোমের মধ্যবর্তী টাইগ্রীস নদীর পশ্চিম তীরবর্তী (বাবেল) অঞ্চলের শাসক ছিলেন। তিনি 'নেবুকাদ-নেজার' নামে পরিচিত। বখ্‌তে-নাসর দামিশ্‌ক উপনীত হয়ে তাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন এবং একজন সেনাধ্যক্ষের উপর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দিয়ে বায়তুল-মাক্‌দাসের দিকে রওনা হন। এ সময় হযরত দাউদ (আ.)-এর উত্তরাধিকার বনূ ইসরাঈল বংশের একজন শাসক বায়তুল-মাক্‌দাস অঞ্চল শাসন করছিলেন। তিনি তার সাথেও সন্ধি স্থাপন করেন। কিন্তু পণের বিনিময়ে বনূ ইসরাঈলের শাসকের উপর শাসনভার অর্পণ করে এবং একজন সেনাধ্যক্ষকে রেখে বখতে-নাসর বায়তুল-মাক্‌দাস ত্যাগ করেন। কিছুদিন পর বনূ ইসরাঈলের লোকেরা সেনাধ্যক্ষকে হত্যা করলে তাদের একজন সেনাধ্যক্ষ বখ্‌তে-নাসরকে পত্র দিয়ে ঘটনাটি অবহিত করেন। তিনি পত্র পেয়ে তাকে উক্ত পদে বহাল হতে নির্দেশ দেন। তিনি বায়তুল-মাক্‌দাসে ফিরে আসেন এবং তাদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা ও বন্দী করেন। বখ্‌তে-নাসরের আক্রমণে জেরুজালেম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। হযরত আরমিয়া (আ.) বনূ ইসরাঈলের নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি বনূ ইসরাঈলকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানান এবং তাদের অপরাধের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেন। কিন্তু তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনি। আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার কারণে তাদের উপর শাস্তি নেমে এসেছিল। বখ্‌তে-নাসর তাদেরকে ধ্বংস সাধন করে মিসরের শাসনকর্তার নিকট পত্র দিয়ে এক পলাতক কৃতদাসকে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দান করেন। অন্যথায় তিনি তার দেশ আক্রমন করে সব তছনছ করে দিবেন। মিশর সম্রাট জবাব দেন যে, তার দেশে কোন পলাতক নেই, বরং মিসরের সবাই মুক্ত ও স্বাধীন। উত্তর পেয়ে বখ্‌তে-নাসর মিসর আক্রমণ করেন। তিনি মিসরীয়দেরকে পরাজিত ও বন্দী করে আরো পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন। তিনি বহু মিসরীয় ও ফিলিস্‌তীনিদেরকে বন্দী করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই বন্দীদের মধ্যে হযরত দানইয়াল (আ.) ও অন্যান্য নবী ছিলেন।

হযরত আরমিয়া (আ.) ফিরে গিয়ে দেখতে পান যে, বায়তুল-মাক্‌দাস ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তিনি মনে মনে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে ভাবতে থাকেন যে, আল্লাহ্‌ তাঁকে এই মৃত শহরে প্রেরণ করেছেন। এই মৃত শহর আবার কি ভাবে

www.pathagar.com

জীবন্ত হয়ে কলকাকলিতে ভরে উঠবে ? এরূপ চিন্তা করতে করতে তিনি তাঁর আরোহিত গাধাটি একটি গাছের সাথে বেঁধে রেখে এবং তাঁর খাবার বস্তু সেখানে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। আল্লাহ্‌র নির্দেশে তিনি একশ' বছর মৃত অবস্থায় পড়ে থাকেন। এর মধ্যে বখ্‌তে-নাসরের মৃত্যু হয়েছে এবং বনূ ইসরাঈল মুক্তি পেয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে বায়তুল-মাক্‌দাসকে পুনর্নির্মাণ করে শহরটিকে উজ্জীবিত করে তোলে। হযরত আরমিয়া (আ.) জীবন ফিরে পেয়ে মনে করে যে, দিনের কিয়দংশ ঘুমিয়েছেন। অথচ ইতোমধ্যে একশ' বছর পার হয়ে গেছে। তিনি শহরটিকে সুসজ্জিত এবং জনবসতিপূর্ণ অবস্থয় দেখতে পান। তিনি এসব দেখে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন এবং তাঁর কুদ্‌রতের বহিঃপ্রকাশ দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন।[১৬]

আসহাবে কাহ্‌ফ

আসহাবে কাহ্‌ফ হযরত ঈসা (আ.) ইব্‌ন মারইয়ামের প্রচারিত ধর্মের অনুসারী ছিল। হযরত ঈসা (আ.)-এর ঊর্ধ্বলোকে তিরোধান ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের মধ্যবর্তী সময়ের ঘটনা। সে যুগের বাদশা ছিল দাক্‌ইয়ানূস। সে ছিল আল্লাহ্‌দ্রোহী ও মূর্তি উপাসক। একদল যুবকের হযরত ঈসার (আ.) তাওহীদবাদী ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার সংবাদ দাক্‌ইয়ানূসের নিকট পৌঁছে। সম্রাট তাদেরকে দরবারে তলব করলে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ধর্মরক্ষার জন্য দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। যুবকদল নাইহালুস (نيخلوس) নামক একটি পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

আল-তাবারী (র.) ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বীর একটি বর্ণনা পেশ করেছেন ঃ হযরত ঈসা (আ.)-এর কয়েকজন অনুসারী একটি শহরে উপস্থিত হয়। সে অঞ্চলের বাদশার শহরে একটি বিরাট প্রবেশদ্বার ছিল এবং প্রবেশ দ্বারের সামনে একটি মূর্তি ছিল। কোন ব্যক্তিকে শহরে প্রবেশ করতে হলে ঐ মূর্তিকে সিজ্‌দা করতে হতো। হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীগণ শহরে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করে, কিন্তু মূর্তিকে সিজ্‌দা করা সম্ভব নয় ভেবে তাঁরা শহরে প্রবেশ না করে পাশের একটি হাম্মাম খানায় অবস্থান করতে থাকে। তাঁরা একজন ক্ষেত খামারের মালিকের ক্ষেতে মজুরি দিতে থাকে। সুযোগ বুঝে তাঁদের কেউ কেউ শহরে প্রবেশ করে জনগণকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে থাকে। ফলে শহরের সাতজন যুবক

১৬. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮২-৩৮৩।

www.pathagar.com

তাঁদের দাওয়াত গ্রহণ করে। তাঁরা ক্ষেত মালিকের নিকট প্রস্তাব দেয় যে, তারা দিনে কাজ করবে। কিন্তু নামায আদায়ের জন্য তাঁদেরকে অবসর দিতে হবে। একদিন শাসনকর্তার পুত্র একজন অসংযত রমণীকে সাথে নিয়ে হাম্মামে প্রবেশ করে। হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীগণ সম্রাট তনয়কে ধিক্কার দিয়ে স্ত্রীলোকটিকে সংযত হতে বলে। এতে সম্রাট তনয় রাগান্বিত হয়ে হাম্মামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আর প্রত্যাবর্তন করেনি। এদিকে সম্রাট তনয়কে হত্যা করা হয়েছে বলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। সম্রাট ক্রোধান্ধ হয়ে ঈসায়ী ধর্মে দিক্ষিত যুবকদেরকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দেয়। যুবকগণ তাঁদের জীবন ও ধর্ম রক্ষার জন্য দেশ ত্যাগ করে একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে। তাঁদের সাথে একটি কুকুর ছিল। সেখানে তাঁরা রাত যাপনের ইচ্ছা করে। এদিকে সম্রাটের লোকজন গুহার সম্মুখদ্বার পর্যন্ত গিয়ে ভীত চকিত অবস্থায় ফিরে আসে। কারণ মহান আল্লাহ্ তাওহীদবাদী যুবকদের নিরাপত্তার জন্য গুহাদ্বার সুরক্ষিত করে ফেলেন এবং তা অনতিক্রম্য হয়ে দেখা দেয়। আল্লাহ্র নির্দেশে গুহাবাসী যুবকগণ অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঘুমিয়ে পড়ে এবং গুহার মুখটি বন্ধ হয়ে যায়।

দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর একজন রাখাল শিলাবৃষ্টির মধ্যে গুহাদ্বারে উপনীত হয়ে তা বন্ধ দেখতে পায়। সে শিলাবৃষ্টি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য গুহার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করতে থাকে। দৈবাৎ গুহার মুখ খুলে যায় এবং সে সাতজন যুবককে নিদ্রিত অবস্থায় দেখতে পায়। পরদিন গুহাবাসীদের নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং তাঁরা ক্ষুধা অনুভব করে। দাক্ইয়ানূসের ভয়ে ভীত এসব যুবক সতকর্তার সাথে একজন যুবককে দিরহাম দিয়ে খাদ্য সংগ্রহের জন্য শহরে পাঠায়। খাবারের দোকানে দাক্ইয়ানূসের যুগের প্রচলিত টাকা দিলে তাঁকে প্রতারক মনে করে তাঁর সব সংবাদ নেয়া শুরু করে। যুবকটি জানায় সে প্রতারক নয় ; বরং তাঁর এক বন্ধু খাদ্য সংগ্রহের জন্য তাঁকে এই টাকা দিয়েছে। সে তাদের গুহার সংবাদ দিতে বাধ্য হয়। এই সংবাদ শহরে প্রচারিত হয় এবং দোকানী ও কিছু লোক ঘটনার সঠিকতা নিরূপণের জন্য যুবকের সাথে গুহা অভিমুখে রওনা হয়। গুহার নিকটবর্তী হলে যুবক তাদেরকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলে গুহার মধ্যে প্রবেশ করে। তাঁর প্রবেশের সাথে সাথে গুহার মুখ পুনরায় চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। শহরবাসীদের কেউ আর গুহায় ঢুকতে পারে নাই। আল্লাহ্ গুহাবাসীদেরকে পুনরায় নিদ্রাবস্থায় রাখেন।[১৭]

১৭. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৫-৪৫৬।

www.pathagar.com

সামসুন

সামসুন ছিলেন রোমের একটি গ্রামের অধিবাসী। মহান আল্লাহ্ তাঁকে প্রজ্ঞা ও হিদায়াত দান করেছিলেন। তাঁর স্বজাতি ছিল মূর্তি উপাসক। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহ্র নামে তিনি মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। তাদের অনেকেই নিহত ও বন্দী হয় এবং অনেক ধন-সম্পত্তি তাঁর অধিকারে আসে। একদা যুদ্ধক্ষেত্রে ক্লান্ত ও পিপাসিত হয়ে তিনি এক পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করলে পাহাড় শীর্ষের এক পাথর ফেটে পানি নিঃসরণ হতে থাকে এবং তিনি তা পান করে পিপাসা নিবারণ করেন। এই লৌহ কঠিন যোদ্ধার সাথে এঁটে উঠতে না পেরে মূর্তি উপাসকরা তাঁর স্ত্রীকে প্রলুব্ধ করে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র পাকা করে ফেলে। তাঁর স্ত্রী ন্যায়নিষ্ঠ স্বামীকে বেঁধে তাদের হাতে তুলে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে তারা একটি শক্ত রশি প্রদান করে। বীর সিংহ সামসুন গভীর নিদ্রায় গেলে তাঁর স্ত্রী তাকে মূর্তি উপাসকদের নিকট হস্তান্তর করার জন্য বেঁধে রাখে। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ হলে তিনি রশিগুলো ছিঁড়ে বন্ধন মুক্ত হন এবং স্ত্রীর নিকট এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাঁর ছলনাময়ী স্ত্রী তার বীরত্ব ও শক্তি পরীক্ষার জন্য এরূপ করেছিল বলে উত্তর দেয়। সামসুনের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলার সংবাদ দিলে তাঁর শত্রুপক্ষ লোহার শিকল তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে যায়, পরদিন যাতে আল্লাহ্ বিশ্বাসী সামসুন ঘুমিয়ে পড়লে তাঁর স্ত্রী তাকে লৌহার শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলে। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তিনি শিকল ছিঁড়ে ফেলে নিজেকে বন্ধনমুক্ত করেন। তাঁর সাথে এরূপ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁর পূর্বের ন্যায় বীরত্ব পরখ করার জন্য তার এই কৌশলের কথা জানায় এবং তাঁর এরূপ অমিত বিক্রম শক্তির উৎস জানানোর জন্য অনুরোধ করে। সামসুন তাঁর এই শক্তির উৎস জানাতে অস্বীকার করেন। কিন্তু স্ত্রীর ছলনাতে প্রতারিত হয়ে তিনি জানান যে, তাঁর মাতা জন্মের সময় সন্তানের জন্য এরূপ অজেয় শক্তি প্রার্থনা করেছিলেন এবং তার মাথায় কেশদাম হচ্ছে এই শক্তির উৎস। চুল দিয়ে তাকে বাঁধলে তার বাঁধন মুক্ত হওয়ার ক্ষমতা থাকবে না। এবার তিনি নিদ্রায় গেলে তাঁর মাথার লম্বা চুল দিয়ে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বেঁধে ফেলে। এই বাঁধন ছিন্ন করা তাঁর পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় তাঁর স্ত্রী তাঁকে মূর্তি উপাসকদের নিকট হস্তান্তর করে। তারা এই অমিত বিক্রম তাওহীদ বিশ্বাসী ব্যক্তিকে কাপুরুষিত আচরণ করে নাক, কান, হাত, পা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নৃশংসভাবে হত্যা করে।[১৮]

১৮. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৪-৪৬৫।

www.pathagar.com

হারমুয

হারমুয ছিলেন তাঁর দাদা আরদাশীরের ন্যায় সুন্দর দৈহিক কাঠামো ও দৃঢ় চিত্তের অধিকারী। তাঁর মাতা ছিলেন মিহরাকের কন্যা। মিহরাককে হারমুযের দাদা আরদাশীর হত্যা করেছিল। জ্যোতিষীগণ বলেছিল, মিহরাকের রক্তের সম্পর্কের একটি ব্যক্তি তাঁর সিংহাসন অধিকার করবে। এ কারণে আরদাশীর তাকে হত্যা করেন। এক সময় আরদাশীরের পুত্র রাজকুমার সাবুর মৃগয়ায় গিয়ে পিপাসিত হন এবং পানির অন্বেষণে একটি তাঁবুতে যান। তাঁবুর মধ্যে কোন পুরুষ লোক না থাকায় একজন রমণী তাকে পানি পান করতে দেন। সাবুর তন্বীদেহী যুবতীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। এ সময় তাঁবুতে বাসকারীদের কেউ কেউ সেখানে উপস্থিত হলে তিনি মেয়েটির পরিচয় জানতে চান। তাদের মধ্যে একজন মেয়েটি তার বলে পরিচয় প্রদান করে। রাজকুমার সাবুর নিয়ম অনুযায়ী প্রস্তাব দিয়ে বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে আসেন। বাসর-রাতে তাঁর ব্যবহারে সাবুর মুগ্ধ হন এবং তাঁর অভিজাত রক্তের পরিচয় পান। তিনি আরো জানতে পারেন যে মেয়েটি মিহরাকের। সাবুর তাঁর পিতা আরদাশীরের নিকট এ সম্পর্কে তথ্য গোপন রাখেন। কিছু দিন পর তাঁর গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সন্তানটির নাম রাখা হয় হারমুয। আরদাশীর কোন এক সময় তাঁর পুত্র সাবুরের গৃহে গমন করে বালক হারমুযকে দেখে জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে হারমুযের দৈহিক গঠন ও চারিত্রিক গুণাবলীর মিল লক্ষ্য করেন। সাবুরকে ডেকে পাঠালে তিনি ভীত অবস্থায় পিতার নিকট গিয়ে সব খুলে বলেন। তাঁর পিতা এ ব্যাপারে আর কোন উচ্চবাচ্য করেননি।

হারমুয বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাঁর পিতা সাবুর কর্তৃক খুরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি অত্যন্ত ধীশক্তির অধিকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সাবুর তাঁর পুত্র কর্তৃক রাজক্ষমতা দখলের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে দূত মারফত পত্র দিয়ে তাঁকে ডেকে পাঠান। দূত পত্র দিয়ে তাঁর সম্পর্কে তাঁর পিতার সন্দেহ প্রবণতার কথা খুলে বলেন। এর তাৎক্ষণিক জবাবে বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ নিজ অঙ্গের কিছু অংশ কেটে দূত মারফত পিতার নিকট পাঠিয়ে দেন এবং জানিয়ে দেন যে, তাঁর ক্ষমতা দখলের কোন লোভ নেই। পুত্রের এরূপ আচরণে বিস্মিত হয়ে সাবুর তাঁকে রাজ্যের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দান করেন। পিতার মৃত্যুর পর হারমুয বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের মালিক হন। তিনি পিতা ও পিতামহের ন্যায় প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন।[১৯]

---

১৯. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৬-৪৮৮।

www.pathagar.com

কিস্‌রা নাওশারওয়ান

কিস্‌রা নাওশারওয়ান ইব্‌ন কুবায ইব্‌ন ফিরূয ইব্‌ন ইয়ায্‌দজির্‌দ ইব্‌ন বাহরামজুর পিতার মৃত্যুর পর পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ক্ষমতা লাভের পর চারজন ফায়ুস্‌বানের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। তারা পারস্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছিলেন। এই চারজনের মধ্যে আযারবাইজানের ফায়ুস্‌বানও ছিলেন। চিঠির মর্ম নিম্নরূপ ঃ

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রাহীম

বাদশা কিস্‌রা নাওশারওয়ানের পক্ষ হতে ওয়ারী ইব্‌ন নাখীরজান আযারবাইজান, আর্মিনিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, দামবাওয়ান্দ, তাবারিস্‌তান ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ফায়ুস্‌বানের প্রতি। বাদশার পক্ষ হতে সালাম। তিনিই উত্তম ব্যক্তি যার তিরোধানের পর মানুষ সম্পদ বিনষ্ট, ফিত্‌নার সৃষ্টি ও অশুভতার আগমনকে ভয় করে। সুতরাং অভিজাত বংশের ব্যক্তিই উত্তম ব্যক্তি। কিস্‌রা কোন কিছুতে ভয় করে না, কিংবা কোন প্রাপ্তিযোগ অথবা সম্পদহীন হওয়াতে তাঁর কোন আনন্দ বা খেদ নেই। তবে লোক সমক্ষে নিন্দিত হওয়াকে সে রীতিমত ঘৃণা করে। কোন উত্তম শাসকের তিরোধানের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছড়িয়ে পড়ার কামনা সে করে না।

কিস্‌রা নাওশারওয়ানের আমলে ফুসা গোত্রের এক কপট ব্যক্তি একটি বাতিল ধর্মমত প্রচার করে। তার নাম ছিল যুরাতুস্‌ত ইব্‌ন খুরকান। সে অগ্নি উপাসনা মতবাদের উদ্ভব ঘটায়। তার এই মতবাদের প্রসার ঘটে এবং বহু অনুসারী তার এই ধর্মমত গ্রহণ করে। এই মতবাদের মাধ্যমে মানুষকে সংসার ও সম্পদ ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করা হয় এবং এটা মহাপুণ্যের কাজ বলে বর্ণনা করা হয়। মাযদুক ইব্‌ন বামদায নামে যুরাতুস্‌তের একজন প্রধান সহকারী ছিল। কিস্‌রা নাওশারওয়ান লোকদেরকে এই ধর্মমত পরিত্যাগ করার বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি সংসার ছেড়ে বৈরাগীর বেশে ঘুরাঘুরির উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন এবং এই অনভিপ্রেত মতবাদকে বাতিল বলে ঘোষণা করেন।[২০]

মহানবী (সা.) ও তাঁর প্রতিনিধিগণ

মহানবী (সা.)-এর বংশক্রম

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌, ইব্‌ন আবদুল-মুত্তালিব (শায়বাহ), ইব্‌ন হাশিম, ইব্‌ন আবদুল মান্নাফ, ইব্‌ন কুসাই, ইব্‌ন কিলাব, ইব্‌ন মুররাহ, ইব্‌ন

২০. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২৫।

www.pathagar.com

কা'ব, ইব্ন লাওয়ী, ইব্ন গালিব, ইব্ন ফিহর (কুরাইশ), ইব্ন মালিক, ইব্ন আল-নযর, ইব্ন কিনানাহ্, ইব্ন ইলয়াস, ইব্ন মুযির, ইব্ন নাযর, ইব্ন মা'দ, ইব্ন আদনান, ইব্ন আদদ, ইব্ন আল-হিমাইসা, ইব্ন সালামান, ইব্ন আউস, ইব্ন বুস, ইব্ন কামুওয়াল, ইব্ন আবী, ইব্ন আউয়াম, ইব্ন নাশিদ, ইব্ন হিযা, ইব্ন বিলদাস, ইব্ন ইয়াদ লাফ, ইব্ন তারীখ, ইব্ন জাহিম, ইব্ন তাহাশ, ইব্ন মাখী, ইব্ন আয়ফী, ইব্ন আবকার, ইব্ন উবাইদ, ইব্ন দা'আ, ইব্ন হামাদান, ইব্ন সানবির, ইব্ন ইয়াসরিবী, ইব্ন ইয়াহ্যান, ইব্ন ইয়ালহান, ইব্ন আর'উবী, ইব্ন আয়ফী, ইব্ন দায়শান, ইব্ন ঈসার, ইব্ন আকনাদ, ইব্ন ঈহাম, ইব্ন মাকসর, ইব্ন নাহাস, ইব্ন যারহ্, ইব্ন শামা, ইব্ন মাযা, ইব্ন আউস, ইব্ন আরাম, ইব্ন কায়যুর, ইব্ন ইসমাঈল (আ.), ইব্ন ইব্রাহীম (আ.)[২১]

মহানবী (সা.) ও খাদীজা (রা.)-এর পরিণয়

হযরত খাদীজা (রা.) বিন্ত খুওয়াইলিদ ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল-উজ্জা ইব্ন কুসাই ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যবসায়ী মহিলা। তিনি তাঁর অর্থ এবং অন্য লোকের শ্রমলগ্নী করে অংশীদারিত্বের ব্যবসা করতেন এবং লভ্যাংশ পেতেন। এরূপ ব্যবসাকে 'মুদারিবা' বলে অভিহিত করা হতো। কুরাইশের লোকেরা তাঁর সাথে ব্যবসায় এভাবে অংশগ্রহণ করতো। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, নম্রতা ও উন্নত চরিত্রের পরিচয় পেয়ে তাঁকে তাঁর ব্যবসার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তাব দেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে মায়সারাহ নামক একজন দাসকে সাথে নিয়ে ব্যবসার জন্য সিরিয়ায় যাত্রা করেন। তিনি সংসার বিরাগী খ্রিস্টান পুরোহিতের বাসগৃহের নিকটবর্তী একটি গাছের ছায়ায় উপনীত হন। পুরোহিত মায়সারাহ্কে গাছের নিচে উপবিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে, মক্কার কুরাইশ বংশের লোক। খ্রিস্টান পাদ্রী অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ঐ গাছের নিচে উপস্থিত ব্যক্তি রাসূল ব্যতিত কেউ হতে পারে না। হযরত মুহাম্মদ (সা.) আনীত দ্রব্যাদি বিক্রয় করে এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে মক্কার পথে রওনা হন। দ্বিপ্রহরের তীব্র রোদে তিনি উটের পিঠে সাওয়ার আছেন এবং দু'জন ফিরিশ্তা তাঁর মাথার উপর ছায়া বিস্তার করে চলেছেন। মায়সারাহ্ ভালভাবে এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। এই ব্যবসায় আশাতীত লাভ হয়।

---

২১. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮-২৯।

www.pathagar.com

মায়সারাহ্ হযরত খাদীজা (রা.)-এর নিকট খ্রিস্টান পুরোহিতের বক্তব্য এবং ফিরিশ্‌তাদের ছায়াদানের ঘটনা বিবৃত করেন। খাদীজা প্রখর ধী-শক্তির অধিকারিনী ছিলেন। মুহাম্মদ (সা.)-এর চরিত্র মাধুর্য ও আমানতদারীতে মুগ্ধ হয়ে খাদীজা (রা.) তাঁর সাথে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে লোক পাঠান। তিনি এ প্রস্তাব তাঁর চাচাকে অবগত করান। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চাচা আবূ তালিব খাদীজা (রা.)-এর পিতা খুওয়াইলিদের নিকট গিয়ে প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং উভয়ে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ইব্‌রাহীম ব্যতিত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সব সন্তান ছিলেন হযরত খাদীজা (রা.)-এর গর্ভজাত। পুত্র কাসিম, তায়্যিব ও তাহির এবং কন্যা যয়নাব, রুকাইয়া, উম্মু কুলসুম ও ফাতিমা (রা.)। তিন পুত্র জাহিলিয়্যা যুগে মৃত্যুবরণ করেন। কন্যাগণ তাঁর সাথে মদীনায় হিজরত ও ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।[২২]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রথম ওয়াহী লাভ

নবুওয়াতের আলামত হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রাথমিক অবস্থায় ওয়াহীর প্রক্রিয়ায় সত্য স্বপ্ন অবলোকন করতেন। তিনি স্বপ্নে যা দেখতেন তা উষার শুভ্রতার ন্যায় প্রতিভাত হতো। এরপর তিনি হেরা নামক গুহায় তাহান্নুস পালন করতে থাকেন। তিনি কয়েকদিন অবস্থানের খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে নিয়ে যেতেন। খাবার শেষ হয়ে গেলে আবার ঘরে ফিরতেন। পুনরায় খাবার নিয়ে গুহায় প্রত্যাবর্তন করতেন। কোন কোন সময় হযরত খাদীজা (রা.) তাঁর জন্য খাবার নিয়ে যেতেন। এরূপে তাহান্নুস পালন করা কালীন সময়ে তাঁর নিকট মহাসত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠে এবং তাঁর রাসূল হওয়ার বাণী ঘোষিত হয়। জিব্‌রাঈল (আ.) তাঁকে বলেছিলেন, "হে মুহাম্মদ, আমি জিব্‌রাঈল এবং আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। সুতরাং আপনি 'পড়ুন'।" মহানবী উত্তরে বলেন, "আমি পাঠক নই"। জিব্‌রাঈল (আ.) তাঁকে পুনরায় পড়তে বলেন। মহানবী (সা.) পূর্বের ন্যায় উত্তর প্রদান করেন। তৃতীয় বারও অনুরূপ বাক্য বিনিময় হয়। এরপর হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) তাঁকে বুকে চেপে ধরে আল্লাহ্‌র বাণী উচ্চারণ করেন, "পড়ুন আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে ..."। হযরত মুহাম্মদ (সা.) কম্পিত দেহে জিব্‌রাঈল (আ.)-এর সাথে পড়তে থাকলেন। এভাবে মহানবী (সা.) উপর ওয়াহী অবতীর্ণের সূচনা হয়। তিনি এই ঘটনার পর ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে হযরত

২২. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪-৩৫।

www.pathagar.com

খাদীজা (রা.)-কে সব খুলে বলেন এবং তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে নির্দেশ দেন। তিনি একটু শান্ত হলে খাদীজা (রা.) তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে, আল্লাহ্ কোনক্রমেই তাঁর মত ব্যক্তির অনিষ্ট করবেন না ; বরং তাঁর জন্য আল্লাহ্র বড় নি'আমত অপেক্ষা করছে। হযরত খাদীজা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সঙ্গে নিয়ে ওয়ারাকা ইব্ন নওফিল ইব্ন আসদের নিকট যান এবং তাঁকে আদ্যপ্রান্ত সব খুলে বলেন। ওয়ারাকা সব শুনে বলেন যে, এই সেই নামুস বা আল্লাহ্র পবিত্র দূত যাকে আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মূসা (আ.) ইব্ন ইমরানের উপর ওয়াহী দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। "হায় আক্ষেপ ! আমি যদি যুবক হতাম এবং সে দিন জীবিত থাকতাম, যেদিন দেশবাসী আপনাকে দেশান্তরিত করবে"। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিস্ময়ের সাথে বলেছিলেন, তারা আমাকে দেশান্তরিত করবে ? ওয়ারাকা বলেন, "হ্যা। সত্যবাণী নিয়ে যে কেউ এসেছেন বিপথগামী মানুষ তাঁর সাথে শত্রুতা করেছে। যদি আমি সে দিন জীবিত থাকি তবে প্রাণপণে আপনাকে সাহায্য করবো।" এই ওয়াহী অবতীর্ণ সূচনা থেকে তাঁর উপর নবুওয়াতের দায়িত্ব আরোপিত হয়।[২৩]

বদরের যুদ্ধের পটভূমি

আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব ব্যবসায়ের পণ্য দ্রব্যসহ সত্তর জন বণিকের এক কাফেলা নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করে। মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ এ সংবাদ জানতে পারেন। ইতোপূর্বে আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহাশের নেতৃত্বে নাখলার খণ্ড যুদ্ধে আমর ইব্ন হাযরামী নিহত হওয়ায় এবং কুরাইশদের মুগীরা গোত্রের লোক ও তাদের মিত্র ইব্ন কাইসান বন্দী হওয়ায় তাদের মধ্যে যুদ্ধের প্রাথমিক ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এছাড়া আদি ইব্ন জাবিরের মিত্র গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহাশের সাথে প্রেরিত কয়েকজন সহচরকে অগ্নিদগ্ধ করার ঘটনাও মহানবী (সা.) ও কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। এসব কারণের প্রেক্ষিতে আবূ সুফিয়ান কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে নিম্নভূমির পথ ধরে সিরিয়া হতে মক্কা ফিরছিল। তারা যুদ্ধাস্ত্র কিনে নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রয়োগের পরিকল্পনা করেছিল। এই সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা.) সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করে তাদের পথ রোধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের আক্রমণের বার্তা পেয়ে আবূ সুফিয়ান মক্কার কুরাইশদের নিকট

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

www.pathagar.com

তাদের রক্ষার জন্য সাহায্য চেয়ে সংবাদ প্রেরণ করলে তারা বাণিজ্য দলের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হয়। কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার সাথে মক্কার আমীর গোত্র না থাকলেও কা'ব গোত্র ও মালিক ইব্ন হিসাল গোত্রের লোক ছিল। মুসলমানগণ বদরের উপত্যকায় উপনীত হন, কিন্তু কোন কুরাইশ বণিকদের সন্ধান পাননি। কারণ মুসলমানগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার আশংকায় আবূ সুফিয়ান বদরের প্রধান রাস্তা পরিত্যাগ করে নিম্নভূমির পথ ধরে চলতে থাকে। এদিকে মহানবী (সা.) ও তাঁর সহচরগণ বদরের নিকট তাঁবু স্থাপন করেন এবং যুবাইর ইব্ন আওয়ামের নেতৃত্বে একদল সাহাবীকে বদরের জলাশয়ের নিকট প্রহরায় নিয়োজিত রাখেন। আবূ সুফিয়ানের সংবাদ পেয়ে কুরাইশগণ সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধের জন্য মদীনার দিকে অগ্রসর হয়ে বদরের নিকট তাঁবু ফেলে। কুরাইশদের কয়েকজন গুপ্তচর মুসলমানদের সংবাদ সংগ্রহের জন্য জলাশয়ের নিকট আসে। যুবাইরের নেতৃত্বে জলাশয়ের প্রহরীদল হাজ্জাজ গোত্রের একজন কৃষ্ণকায় কৃতদাস যুবককে ধরে ফেলে, কিন্তু তার অন্যান্য সঙ্গী কুরাইশ দলের নিকট পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ধৃত যুবকটি আবূ সুফিয়ানের দলভুক্ত মনে করে তারা তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট নিয়ে আসে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। কিন্তু সে আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা সম্পর্কে কোন সংবাদ দিতে পারেনি ; বরং মক্কা হতে আগত কুরাইশ দল সম্পর্কে সত্য সংবাদ পরিবেশন করে। এতে সাহাবীগণ সন্তুষ্ট হতে না পেরে বারবার আবূ সুফিয়ানের দল সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মহানবী (সা.) নামাযরত অবস্থায় উক্ত যুবকের কথা এবং তার সাথে তাদের ব্যবহার অনুধাবন করছিলেন। আবূ সুফিয়ানের দল সম্পর্কে কোন সংবাদ না পেয়ে তারা যুবকটিকে মিথ্যাবাদী বলে প্রহার করছিল। ফলে সে আবূ সুফিয়ানের দল সম্পর্কে মিথ্যা বলেছিল। এই মর্মে আল্লাহ্ রাসূল (সা.)-এর উপর ওয়াহী অবতীর্ণ করেন, "তোমরা উচ্চভূমিতে এবং কাফেলাটি নিম্নভূমিতে তোমাদের নিচে অবস্থান করছে"। কুরাইশ দলের গুপ্তচর হওয়া সত্ত্বেও যুবকটি যখন আবূ সুফিয়ানের দল সম্পর্কে মিথ্যা বলছিল তখন তারা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল এবং প্রহার থেকে নিষ্কৃতি দিচ্ছিল। কিন্তু যখন সত্য সংবাদ বলছিল তখন তারা তাকে লাঞ্ছিত করছিল। মহানবী (সা.) তাদের এই কার্যকলাপের জন্য নামায শেষ করে বললেন, "যার হাতে আমার জীবন তার শপথ, নিশ্চয় যখন সে সত্য কথা বলছে তোমরা তখন তাকে প্রহার করছো, আর যখন সে মিথ্যা বলছে তখন তোমরা তাকে প্রহার থেকে নিষ্কৃতি দিচ্ছ"। কুরাইশদের উপস্থিতি সম্পর্কে যুবকটির সংবাদ মহানবী

www.pathagar.com

(সা.) সত্য বলে গ্রহণ করেন। কারণ বাণিজ্য কাফেলা উদ্ধারের জন্য কুরাইশদের বের হওয়া স্বাভাবিক। যুবকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট কুরাইশদের সম্পর্কে সত্য সংবাদ পরিবেশন করে কিন্তু আবূ সুফিয়ানের দল সম্পর্কে তার অজ্ঞতা স্বীকার করে। যুবকটি কুরাইশদের সৈন্য বাহিনীর সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক সংবাদ দিতে পারে না, তবে তাদের অধিক সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। সে দিন যে ব্যক্তি কুরাইশ বাহিনীর খাবার পরিবেশন করেছিল যুবকটি তার নাম বলেছিল। কয়টি উট তাদের জন্য যবেহ করা হয়েছিল রাসূল (সা.)-এর এই প্রশ্নের জবাবে সে নয়টি উটের কথা বলেছিল। কিন্তু পরবর্তী প্রশ্নের জবাবে সে দশটি উট যবেহ্ সম্পর্কে জানিয়েছিল। মহানবী (সা.) ধারণা করেন যে, কুরাইশদের সৈন্য সংখ্যা নয়শত থেকে এক হাজার হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কুরাইশদের সৈন্যসংখ্যা ছিল নয়শত পঞ্চাশ জন। মহানবী (সা.) জলাশয়ের নিকট গেলেন এবং তা সংরক্ষণের জন্য তাঁর সহচরগণকে সারিবদ্ধভাবে প্রহরায় রাখেন। বদরের এই স্থানকে তিনি তাঁদের সমরক্ষেত্র বলে উল্লেখ করে সেখানে তাঁবু ফেলেন। তাঁদের পৌঁছার পর কুরাইশ বাহিনী উক্ত স্থানে পৌঁছে মুসলমানদেরকে আক্রমণ করলে তিনি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করেন, "হে আল্লাহ্, কুরাইশ দল গর্ব ও দাম্ভিকতার সাথে তোমার শত্রুতা করছে এবং তোমার রাসূলকে (সা.) মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয়েছে। হে আল্লাহ্, তুমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা পালন করার জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা করছি"। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে আবূ সুফিয়ান ও তার দলের একজন অশ্বারোহী এসে কুরাইশদেরকে জুহ্ফায় প্রত্যাবর্তন করার প্রস্তাব করে। কিন্তু তারা গর্বভরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল যে, তারা তিন রাত বদরে অবস্থান করবে এবং কোন হিজাযবাসী যদি তাদের গৌরব ম্লান করে দিতে পারে তাহলে তাদেরকে অবশ্যই তাদের যুদ্ধাস্ত্রের সামনে দাঁড়াতে হবে। তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে মহানবী (সা.) তাদের দিকে এক মুষ্টি মাটি নিক্ষেপ করেন। আল্লাহ্ তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "যারা অহঙ্কার ও শক্তির প্রতাপ দেখাতে ঘর থেকে বের হয়েছে তারা রাসূল (সা.)-এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে"। আল্লাহ্ দাম্ভিক অবিশ্বাসীদেরকে পরাজয়ের গ্লানিতে আচ্ছন্ন করেন এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর অনুসারীদেরকে বিজয়ের গৌরব দান করেন।[২৪]

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-১৩৩।

www.pathagar.com

মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপট

মহানবী (সা.) বাত্ন মার্‌রা হতে মক্কা অভিমুখে রওনা হলে কুরাইশগণ আবূ সুফিয়ান ও হাকাম ইব্ন হিযামকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য প্রেরণ করে। মহানবী (সা.)-এর গমন পথ সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। আবূ সুফিয়ান ও হাকাম ইব্ন হিযাম বুদাইল ইব্ন ওয়ারাকা (রা.)-কে তাদের সঙ্গী হিসেবে মনোনীত করেন। তারা কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হননি। ইতোপূর্বে মহানবী (সা.) ও কুরাইশদের মধ্যে হুদায়বিয়া নামক স্থানে একটি সন্ধি সাক্ষরিত হয়েছিল। বনূ বকর গোত্র ছিল কুরাইশদের মিত্র এবং বনূ কা'ব গোত্র ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মিত্র গোত্র। হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে বিবাদমান বনূ বকর ও বনূ কা'ব গোত্রের মধ্যেও মিত্রতা স্থাপিত হয়। কারণ সন্ধির শর্তে নিষিদ্ধ ছিল যে, পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং যুদ্ধে মিত্র পক্ষকে সাহায্য করা যাবে না। কিন্তু কুরাইশগণ যুদ্ধের উস্কানী হিসেবে বনূ কা'ব গোত্রের বিরুদ্ধে বনূ বকর গোত্রকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। কুরাইশগণকে অভিযুক্ত করে কা'ব গোত্র রাসূল (সা.)-এর নিকট বিচারপ্রার্থী হয়। এই পরিস্থিতিতে মহানবী (সা.) মক্কা অভিমুখে রওনা হন। পথিমধ্যে আল-যাহরান নামক স্থানে আবূ সুফিয়ান, হাকাম ইব্ন হিযাম ও বুদাইল ইব্ন ওয়ারাকা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। তাঁরা রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য প্রকাশ পূর্বক ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁদেরকে কুরাইশদের নিকট ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে, অভিযানের সময় যে ব্যক্তি মক্কার উচ্চভূমিতে অবস্থিত আবূ সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নিবে সে নিরাপদ। এছাড়া মক্কার নিম্নভূমিতে অবস্থিত হাকাম ইব্ন হিযামের গৃহে যে ব্যক্তি প্রবেশ করবে সে নিরাপদ এবং যে ব্যক্তি কোন প্রতিরোধ ব্যতিরেকে নিজ ঘরে অবস্থান করবে সেও নিরাপদ। আবূ সুফিয়ান ও হাকাম ইব্ন হিযাম বাইয়াত লাভের পর মক্কার পথে রওনা হলে মহানবী (সা.) যুবাইরকে একটি পতাকা প্রদানপূর্বক আনসার ও মুহাজিরদের অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতিত্ব দান করে তাঁদের পশ্চাতে প্রেরণ করেন। তিনি যুবাইরকে মক্কার উচ্চভূমি হাজূন নামক স্থানে পতাকা স্থাপন করে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে নির্দেশ দেন। মহানবী (সা.) এই স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে কুযা'য়াহ, বনূ সালীম ও নব্য মুসলমানদের সেনাপতি নিযুক্ত করে নিম্নভূমির পথ ধরে মক্কা প্রবেশের নির্দেশ দেন। তাঁদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে যেন আক্রমণ না করা হয়।

www.pathagar.com

কুরাইশগণ তাদের মিত্র গোত্র বনূ বকর, বনূ হারিস ও যোদ্ধাদেরকে মক্কার নিম্নভূমিতে সমাবেশ করে। মক্কা প্রবেশের সময় বনূ বকর ও গেরিলা বাহিনী খালিদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেও তারা পরাজিত হয়। যুবাইরের অশ্বারোহীদের মধ্য হতে বনূ মাহারিব ইব্ন ফিহর গোত্রের কুর্য ইব্ন জাবির এবং বনূ কা'ব গোত্রের ইব্ন আল-আশ'আরকে কিদা নামক স্থানে যুদ্ধ করতে হলেও মক্কার উচ্চভূমিতে যুবাইরকে কোন যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়নি। মহানবী (সা.) মক্কা প্রবেশ করলে মক্কাবাসীরা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি মক্কার নব-মুসলিমদের সাথে অর্ধমাস অতিবাহিত করেন।[২৫]

মুরতাদ-ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আবূ বকর (রা.)-এর ভূমিকা

মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় তুলায়হা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে এবং নিজেকে নবী বলে দাবী করে। ধর্মদ্রোহী তুলায়হাকে দমন করার জন্য মহানবী (সা.) যিরার ইব্ন আযওয়ারকে প্রেরণ করেন। মুসলমানগণ ওয়ারিদাতে এবং পৌত্তলিকগণ সুমায়রা নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। যিরার ইব্ন আযওয়ার ও তুলায়হার মধ্যে সংঘর্ষে যিরার একটি লাঠির আঘাত পেলে তাঁকে মুসলিম সেনা শিবিরে আনা হয়। কিন্তু তুলায়হার লাঠির আঘাতে তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সৈন্যদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এ সময় মহানবীর (সা.) ওফাতের সংবাদ পেয়ে মুসলামনগণ অত্যন্ত শোকাবিভূত হয়ে পড়ে। বিদ্রোহী ধর্মত্যাগীগণ একত্রিত হয় এবং তুলায়হার নবুওয়াতের দাবীকে জোরদার করে তোলে। দুই চাদরের অধিকারী আওফ আল-জায্মী মুসলমানদের সমর্থন করে। সুমামাহ ইব্ন আওস ইব্ন লাম আল-তায়ী এক পত্রের মাধ্যমে আওফ আল-জাযমীকে জানান যে, প্রয়োজন বোধে সে কুরদূদাহ ও উনসার দুওয়াইনা আল-রমলে অবস্থানরত পাঁচশত সৈন্য দিয়ে তাকে সাহায্য করতে পারবে। এছাড়া মহালহিল ইব্ন যায়িদ তাকে সব রকমের সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং হিয়াল ফায়িদও তাদের মনোভাব ব্যক্ত করে। তাই গোত্র আসাদ ও গাতাফান গোত্রের সাথে জাহিলিয়া যুগের পুরাতন মিত্রতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে এবং আওফ আল-জায্মীকে উত্তেজিত করে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময় গাতাফান ও আসাদ গোত্রের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল কিন্তু তাঁর ওফাতের সংবাদ পেয়ে উয়্যাইনা ইব্ন হাসান তাদের মধ্যে পুরাতন মিত্রতার বন্ধন নতুন করে স্থাপনের মাধ্যমে তুলায়হাকে অনুসরণের

২৫. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩২-৩৩৩।

www.pathagar.com

আহবান করে এবং শপথ বাক্য উচ্চারণ করে বলে যে, কুরাইশ গোত্রের নবীর অনুসরণ করার চেয়ে তাদের মিত্র গোত্রের নবীর অনুসরণ করা উত্তম। তাছাড়া মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যু হয়েছে এবং তুলায়হা জীবিত আছে। কাজেই তাদের তুলায়হার অনুসরণ করা উচিত। তুলায়হার প্রতি গাতাফান গোত্রের সমর্থন প্রত্যক্ষ করে যিরার, কাদায়ী, সিনান এবং ইসলামের পূর্ণ অনুসারীগণ খলীফা আবূ বকর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে। যিরার ইব্ন আযওয়ার প্রতিকূল অবস্থার চেয়েও অনুকূল অবস্থার বর্ননা দিলেও যুদ্ধের জন্য খলীফাকে দৃঢ় মনে হচ্ছিল। আসাদ, গাতাফান, হাওয়াযিন ও তাঈ গোত্রের প্রতিনিধিগণ আবূ বকর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়। কুযা'য়াহ গোত্রের প্রতিনিধিগণ সেনাপতি উসামা ইব্ন যায়িদের নিকট গেলে তিনি তাদেরকে খলীফার নিকট প্রেরণ করেন। এসব প্রতিনিধিগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওফাতের দশ দিন পর যাকাত হতে নিস্কৃতি লাভের সুপারিশের জন্য বিশিষ্ট সাহাবী ও নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে পরামর্শ পরিষদের সদস্যগণের অধিকাংশ তাদের দাবী মেনে নিতে রাযী হলেও আব্বাস তাদের দাবী মেনে নিতে অস্বীকার করেন। পরামর্শ পরিষদ সাময়িকভাবে যাকাত মাওকূফের দাবী মেনে নিতে খলীফাকে অনুরোধ করেন এবং প্রতিনিধিগণও খলীফার সাথে সাক্ষাত করে। কিন্তু খলীফা আবূ বকর (রা.) তাদের সুপারিশ ও দাবী সম্পর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেন এবং মহানবী (সা.) কর্তৃক নির্ধারিত যাকাত হতে সামান্য পরিমাণ যাকাত কম নিতে অস্বীকার করেন। এ ব্যাপারে খলীফা তাদেরকে বোঝা-পড়া করার জন্য একরাত একদিন সময় দেন। কিন্তু দূত ও প্রতিনিধিগণ খলীফার প্রস্তাব গ্রহণ করতে না পারায় তারা স্ব স্ব গোত্রের নিকট প্রত্যাবর্তন করে।[২৬]

মহানবী (সা.)-এর ওফাতের পর আরবের প্রায় সকল শ্রেণীর বেদুঈনগণ ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে। এ সময় মুসায়লামা ও তুলায়হা নবুওয়াত দাবী করে বিশৃংখলার সৃষ্টি করে। তাঈ ও আসাদ গোত্রের লোকেরা এবং গাতফান গোত্রের নেতাগণ ইসলাম ত্যাগ করে তুলায়হার নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রের লোকেরা যাকাত প্রদানে অস্বীকার করে ধর্মত্যাগী আন্দোলনকে শক্তিশালী করলে সমগ্র দেশব্যাপী এ আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। ইয়ামন, ইয়ামামা ও বনূ আসাদের দেশ হতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রেরিত দূতগণ ও বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তাদের প্রতিনিধিগণ রাসূল (সা.)-এর

২৬. তারীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৬-৪৮৭।

www.pathagar.com

চিঠিপত্রের জবাব নিয়ে এবং আসওয়াদ, মুসায়লামা ও তুলায়হার সংবাদ নিয়ে আবূ বকর (রা.)-এর নিকট পৌঁছে। শাসনকর্তাদের নিকট হতে সংবাদ না আসা পর্যন্ত খলীফা তাদের অপেক্ষা করতে বলেন। বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তাগণ দূত প্রেরণ করে খলীফাকে এসব বিদ্রোহ ও বিশৃংখলার সংবাদ পৌঁছে দেন। মহানবী (সা.) দূত প্রেরণের মাধ্যমে এসব বিদ্রোহ নিষ্পত্তির ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু খলীফা আবূ বকর (রা.) যুদ্ধ করে তাদেরকে চিরতরে মিটিয়ে দেন। তিনি উসামা ইব্ন যায়িদের (সিরিয়া হতে) আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। কিন্তু আব্স ও যুবিয়ান গোত্রের বাড়াবাড়ির জন্য তিনি সেনাপতি উসামা ব্যতিরেকে যুদ্ধ পরিচালনা করে তাদেরকে নির্মূল করেন।[২৭]

দীওয়ান প্রতিষ্ঠায় হযরত উমর ফারূক (রা.)-এর অবদান

খলীফা উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) জনগণের নিকট রাষ্ট্রীয় সম্পদের বিলি বণ্টনের লক্ষ্যে রেজিষ্ট্রী বা নামের তালিকা তৈরী সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণ করেন। আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা.) প্রতি বছর সম্পদ জমা হওয়ার সাথে বিলি বন্টনের প্রস্তাব দেন। উসমান ইব্ন আফফান (রা.) সম্পদের সঠিক হিসাব ও সুসম বন্টনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য পেশ করেন। সিরিয়ার শাসনকর্তা কর্তৃক প্রজাদের নামের তালিকা প্রস্তুত ও সেনাবাহিনী গঠনের প্রত্যক্ষদর্শী ওয়ালীদ ইব্ন হিশাম ইব্ন মুগীরা আমীরুল-মু'মিনীনকে রেজিষ্ট্রী বা জনগণের নামের তালিকা প্রস্তুত ও সেনাবাহিনী গঠনের পরামর্শ দেন। খলীফা উমর (রা.) এই মত গ্রহণ করেন এবং কুরাইশদের কুলজী বিশারদ আকীল ইব্ন আবূ তালিব, মাখ্রামা ইব্ন নওফল ও যুবাইর ইব্ন মুত'য়িমকে মর্যাদা অনুসারে জনগণের নামের তালিকা প্রণয়নের নির্দেশ দেন। তারা প্রথমে বনূ হাশিম, আবূ বকর ও তাঁর সম্প্রদায় এবং উমর ও তাঁর সম্প্রদায়ের নাম ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করেন। খলীফা উমর (রা.) তা প্রত্যক্ষ করে বলেন, "আল্লাহ্র শপথ আমি কি এরূপ প্রত্যাশা করেছি? তোমরা রাসূল (সা.)-এর নিকট আত্মীয়গণ থেকে শুরু কর"। যে ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর যত নিকটবর্তী ভাতা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করণের জন্য তিনি তত বেশী অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ যেখানে উমরের অবস্থান রেখেছেন তিনি সেখানে তাঁর নাম সংযোজন করার পরামর্শ দেন। খলীফা উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) দীওয়ান বা রেজিষ্ট্রী নিয়ে খুযা'য়া গোত্রের নিকট কুদায়েত নামক স্থানে উপস্থিত

২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৫।

www.pathagar.com

হন। প্রত্যেকেই তাঁর নিকট থেকে তাদের পরিবারের ভাতা লাভ করে। সেখানে কোন ব্যক্তি এমনকি কোন কুমারী অথবা বিধবা মহিলা এই ভাতা থেকে বঞ্চিত হয়নি। তিনি উসফানে গিয়ে সেখানেও সন্ধ্যার সময় ভাতা বন্টন করেন। এভাবে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন।[২৮]

মুয়াবিয়ার সকাশে হযরত আলী (রা.)-এর প্রতিনিধি

হযরত আলী (রা.) উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনের জন্য মুয়াবিয়াকে তাঁর আনুগত্য মেনে নেওয়ার আহবান জানাতে বশীর ইব্ন আমর ইব্ন মুহসিন আল-আনসারী, সাঈদ ইব্ন কাইস আল-হামাদানী এবং শিব্স ইব্ন রবি'য়ী আল-তামীমীকে প্রেরণ করেন। শিব্স ইব্ন রবি'য়ী খলীফা আলীকে (রা.) বলেন, তিনি এখন ক্ষমতাবান ও পদমর্যাদার অধিকারী এবং আপনার সমকক্ষ মর্যাদা লাভের প্রত্যাশী হওয়া সত্ত্বেও কি তিনি আপনার আনুগত্য গ্রহণ করবে"? হযরত আলী (রা.) তাকে মুয়াবিয়ার নিকট গিয়ে যুক্তি প্রদর্শন করে তাঁর মতামত যাচাই করার নির্দেশ দেন। আবূ উমরা বশীর ইব্ন আমর যিলহজ্জ মাসের প্রথম তারিখে মুয়াবিয়ার নিকট গমণ করেন। তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করার পর মুয়াবিয়াকে বলেন, "আপনার নিকট এ পৃথিবী তুচ্ছ। নিশ্চয় আপনাকে পরপারে যেতে হবে এবং আল্লাহ্ আপনার কর্মের বিচার করে তার প্রতিফল দিবেন"। আবূ উমরা আল্লাহ্র শপথ করে তাঁকে জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন ও রক্তপাত হতে বিরত থাকার জন্য আহবান জানান। মুয়াবিয়া (রা.) তাকে স্তব্ধ করে দেন এবং এই উপদেশগুলো আলীকে দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। আবূ উমরা (রা.) আলীর ধর্মভীরুতা, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী, রাসূল (সা.)-এর নিকটাত্মীয় হিসেবে খিলাফতের যোগ্য ও ন্যায়সংগত দাবীদার বলে উল্লেখ করেন। মুয়াবিয়া (রা.) আলীর মনোভাব জানতে চাইলে তিনি তাকে আল্লাহ্কে ভয় করতে এবং সত্যের ও ন্যায়ের আহবান মেনে নিতে আলীর নির্দেশ ব্যক্ত করেন। মুয়াবিয়া উসমানের হত্যার প্রতিশোধ ও বিচার দাবীর জন্য দৃঢ় অংগীকার ব্যক্ত করেন। শিব্স ইব্ন রবি'য়ী সাঈদ ইব্ন কাইসের কথা বলার পূর্বে ইব্ন মুহসিনের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মুয়াবিয়াকে বলেন, "আল্লাহ্র শপথ, নিশ্চয় আপনি আমাদের নিকট সুস্পষ্ট ব্যক্তি। কারণ মৃত খলীফার রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করার কথা বলে জনগণকে প্রতারিত করে তাদের আনুগত্য আদায়ের কৌশল ধোঁকা ব্যতিত আর কিছু নয়। জনসমর্থন নিয়ে আমরাও উসমান হত্যার প্রতিশোধ দাবী জানিয়েছি।

২৮. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৭-২৭৯।

www.pathagar.com

কিন্তু আপনি তাতে সমর্থন না দিয়ে এই পরিস্থিতির সুযোগে পরোক্ষভাবে আলীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। আল্লাহ্ তাঁর শক্তি দিয়ে কারো প্রত্যাশা নস্যাৎ করতে পারেন এবং কারো ক্ষেত্রে তাঁর প্রত্যাশার অতিরিক্ত প্রদান করতে পারেন। কিন্তু এ দু'টির মধ্যে কোনটিই তার জন্য মঙ্গলজনক নয়"। তিনি ব্যর্থ হলে আরবদের নিকট তার পরিণতি খারাপ হবে এবং সাফল্য লাভ করলে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণে তাকে জাহান্নামের অনলে জ্বলতে হবে। সুতরাং খিলাফতের যোগ্য ব্যক্তির সাথে বিবাদ না করার জন্য প্রতিনিধিগণ মুয়াবিয়াকে তাঁর অন্যায় দাবী পরিত্যাগ করার পরামর্শ দেন। মুয়াবিয়া (রা.) আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণাবলী উচ্চারণ করে তাদেরকে জ্ঞানহীন, অসহিষ্ণু বলে আখ্যায়িত করেন এবং একজন নেতা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাথে তাদের আলাপ-আলোচনা ও ব্যবহারের সমালোচনা করেন। তাদের এসব প্রস্তাব উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও অযৌক্তিক বলে উল্লেখ করে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং তরবারীর উপর মীমাংসার ভার অর্পণ করেন। শিবস ইব্ন রবি'য়ী মুয়াবিয়াকে বলেছিলেন, "আপনি কি তরবারির ভয় দেখাচ্ছেন? আল্লাহ্র শপথ অতি শীঘ্রই আপনার উপর তা প্রয়োগ করা হবে"। প্রতিনিধি দল বিফল মনোরথ হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আলীকে তা অবহিত করেন। খলীফা আলী (রা.) যিলহজ্জ মাসে যোগ্য সেনাপতির নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। খলীফা মুয়াবিয়াও তাঁদের মুকাবিলার জন্য সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। উভয় দলের পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তবে মুয়াবিয়ার সিরিয় বাহিনী ধ্বংস ও পরাজয়ের ভয়ে আলীর ইরাকী বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে অনিহা প্রকাশ করেছিল। খলীফা আলী (রা.) বিভিন্ন সময় যে সব ব্যক্তিকে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করেন, তাদের মধ্যে ছিলেন, আল-আশতার, হিজর ইব্ন আদী আল-কিন্দী, শিবস ইব্ন রবি'য়ী, খালিদ ইব্ন মা'মার, যিয়াদ ইব্ন নযর আল-হারিসী, যিয়াদ ইব্ন খাস্ফ আল-তাইমী, সা'ঈদ ইব্ন কাইস, মা'কাল ইব্ন কাইস আল-রিয়াহী ও কাইস ইব্ন সা'দ এবং মুয়াবিয়ার সেনাপতিদের মধ্যে আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ-আল-মাখযুমী, আবূ আল-আওয়ার আল-সালিমী, হাবীব ইব্ন মাসলামাহ আল-ফিহরী, ইব্ন যু আল-কালা আল-হামিরী, উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন খাত্তাব, শুরহবীল ইব্ন আল-সাম্ত আল-কিন্দী, হামযা ইব্ন মালিক আল-হামাদানী উল্লেখ্য। যিলহজ্জ মাসের দিবাভাগে অথবা দিনের কোন কোন অংশে তারা যুদ্ধ করেছিল।[২৯]

২৯ প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৯-৫৭১।

www.pathagar.com

উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতের প্রধান কয়েকটি ঘটনা

উমাইয়া খিলাফত ও মারওয়ান ইব্ন হাকাম

যুহাক ইব্ন কাইস সসৈন্য মারজরাহাত নামক স্থানে উপনীত হয়ে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইরের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করলে দামিশকের বহিরাগত অধিবাসীদের একটি দল যুহাকের নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। উমাইয়াগণ জাবিয়া নামক স্থানে হাসান ইব্ন মালিকের সাথে মিলিত হয়। এখানে তারা খলীফা মনোনয়ন সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে যুহাক ইব্ন কাইস পত্র মারফত আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরের সমর্থক হিম্সের শাসনকর্তা নু'মান ইব্ন বশীর কিন্নাসিরীনের শাসনকর্তা যুফির ইব্ন হারিস ও প্যালেস্টাইনের শাসনকর্তা নাতিল ইব্ন কাইসকে সৈন্য প্রেরণ করে তাকে সাহায্যের নির্দেশ দেন। যুহাককে সাহায্য করার জন্য নু'মান ইব্ন বশীর শুরাহবীল ইব্ন যুলকালাকে প্রেরণ করেন, এবং আজনাদবাসীরাও মারজরাহাতে যুহাকের দলে যোগ দেয়। জাবিয়ায় সমবেত উমাইয়া সমর্থকদের মধ্যে চরম অর্ন্তদ্বন্দ্ব শুরু হয়। হুসাইন ইব্ন নুমাইর আল-সুকুনী মারওয়ান ইব্ন হাকামের পক্ষে যোগ দেন এবং মালিক ইব্ন হুবায়রা অপ্রাপ্ত বয়স্ক খালিদ ইব্ন ইয়াযীদকে সমর্থন করেন। হুসাইন ইব্ন নুমাইর খালিদ ইব্ন ইয়াযীদকে একজন বালক সাব্যস্ত করে বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রবীণ ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচনের উপর জোর দাবী পেশ করেন। বালক হলেও কর্মদক্ষতা তাঁর কর্মে পাওয়া যাবে বলে মালিক ইব্ন হুবায়রা তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। উপস্থিত জনতা এসব বিতর্ক পরিহার করার জন্য আবূ সুলায়মানকে আহবান জানায়। মালিক ইব্ন হুবায়রা হুসাইন ইব্ন নুমাইরকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, মারওয়ান ইব্ন হাকাম তাঁর গোত্রের উচ্চাসনে সমাসীন। কাজেই তাঁর নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলে তাদের সকলকে তাঁর অনুগত দাসে পরিণত হতে হবে। তিনি খালিদ ইব্ন ইয়াযীদের নিকট বাইয়াত গ্রহণের আহবান করেন। কিন্তু হুসাইন ইব্ন নুমাইর একটি স্বপ্নের কথা বলেন যে, খলীফা পদের দাবীদার প্রত্যেক ব্যক্তি আকাশের একটি প্রদীপ ধরতে চেষ্টা করেছিল এবং একমাত্র মারওয়ান ইব্ন হাকাম ব্যতিত কেউ তা ধরতে পারেনি"। হুসাইন ইব্ন নুমাইর মারওয়ান ইব্ন হাকামকে খলীফা নির্বাচনের জন্য বজ্রকঠোর শপথ করেন। কাইস বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও মারওয়ানকে খলীফা হিসেবে নির্বাচনের শপথ করায় মালিক ইব্ন হুবায়রা হুসাইন ইব্ন নুমাইরের অমঙ্গল কামনা করেন।

www.pathagar.com

মারওয়ান ইব্ন হাকামকে খলীফা হিসেবে মেনে নেয়ার সিদ্ধান্ত হলে রাওহা ইব্ন যামরা আল-জুযামী দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা আদায় করেন এবং উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.)-এর সাহচর্য ও ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে তোমাদের অভিমত সত্য, কিন্তু রাসূল (সা.)-এর উম্মাতের সংগী হওয়ার জন্য আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমরের মত দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি উপযুক্ত হতে পারে না। অনুরূপভাবে জনসাধারণ আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরের মর্যাদা ও তাঁর গুণ বর্ণনা করে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিশিষ্ট সাহাবী যুবাইরের পুত্র এবং আবূ বকর (রা.)-এর কন্যা আসমার পুত্র হিসেবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা.) উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু ইয়াযীদ ইব্ন মুয়াবিয়া ও মুয়াবিয়া ইব্ন ইয়াযীদকে খলীফা বলে অস্বীকার, মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাত ও তাঁদের ঐক্য বিনষ্ট করে তিনি কপটতার পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং একজন কপট ব্যক্তিকে খিলাফতের এই গুরুদায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে না। রাওহা ইব্ন যামরা' ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি মারওয়ানের ত্যাগ ও অবদান উল্লেখ করে বলেন যে, মারওয়ান ইব্ন হাকাম হযরত উসমান (রা.)-এর গৃহে বন্দী অবস্থায় শত্রুর মুকাবিলা করেন এবং হযরত আলী (রা.)-এর সংগে উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ছাড়াও তিনি ইসলামের জন্য বহু কষ্ট সহ্য করেছেন। কাজেই বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি মারওয়ান ইব্ন হাকামের নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা হোক এবং বালক খালিদ ইব্ন ইয়াযীদকে যুবক হওয়ার সুযোগ দেয়া হোক। জনসাধারণ প্রথমে মারওয়ানকে, তাঁরপর খালিদ ইব্ন ইয়াযীদকে এবং তাঁরপর আমর ইব্ন সাঈদ ইব্ন আ'সকে খলীফা নির্বাচন করতে এবং মারওয়ানের খিলাফতকালে খালিদকে হিম্সের শাসনকর্তা ও আমর ইব্ন সাঈদকে দামেশ্কের শাসনকর্তার পদে নিয়োগ প্রদান করতে একমত পোষণ করে। কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়সের জন্য জনগণ খালিদ ইব্ন ইয়াযীদকে খলীফা হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু খালিদের সমর্থক হাসান ইব্ন মালিক ইব্ন বাহদাল খালিদ ব্যতিত অন্য কাউকে খলীফা হিসেবে আনুগত্য দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেও পরে তিনি রাজি হন এবং উপস্থিত জনসাধারণের মধ্যে আগামী বৃহস্পতিবার খলীফা নির্বাচন করা হবে বলে ঘোষণা করেন। তিনি নির্দিষ্ট দিনে মারওয়ান ইব্ন হাকামকে খলীফা ঘোষণা করে তাঁর নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। জনসাধারণ খলীফা হিসেবে তাঁর নিকট বাই'আত গ্রহণ করে। মারওয়ান ইব্ন হাকাম দলবলসহ জাবিয়া অভিমুখে রওনা হন এবং মারজরাহাত নামক স্থানে যুহাক ইব্ন কাইসের

www.pathagar.com

মুখোমুখি হন। সাকাসিক, সুকূন গাস্‌সান ও রর্ব (ربع) মারজরাহাতে উপস্থিত হয় এবং হাসান ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন বাহদাল জর্দানের দিকে রওনা হন। মারওয়ানের সেনাবাহিনীর দক্ষিণ বাহুতে আমর ইব্‌ন সাঈদ ও বাম বাহুতে উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ নেতৃত্ব দেন। যুহাকের সেনাবাহিনীর একদিকে যিয়াদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মুয়াবিয়া আল-আকীলী নেতৃত্ব দেন। ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ নিম্‌স দামেশ্‌ক আক্রমণ করেন এবং যুহাকের শাসনকর্তাকে বিতাড়িত করে শহর দখল করেন। ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ নিম্‌স অর্থ ও অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে মারওয়ানকে সাহায্য করেন। মারজ রাহাতের যুদ্ধে যুহাক ইব্‌ন কাইস মারওয়ানের সেনাবাহিনীর নিকট পরাজিত ও নিহত হন এবং তাঁর বহু সৈন্য নিহত হয়। কালব গোত্রের একজন ব্যক্তি যুহাকের কর্তিত মস্তক মারওয়ানের নিকট পৌঁছালে তিনি তা দেখে আক্ষেপ করেন। জনসাধারণ মারওয়ান ইব্‌ন হাকামকে খলীফা হিসেবে আনুগত্য প্রদর্শন করলে তিনি তাঁর গৌরব গাঁথা বর্ণনা করেন।[৩০]

আবদুল-মালিকের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইরের সর্বশেষ প্রচেষ্টা

হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফের নেতৃত্বে আবদুল মালিক কর্তৃক প্রেরিত সেনাবাহিনী ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইরের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়। এক পর্যায়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইরের সমর্থকগণ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করে সেনাপতি হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফের নিকট আত্মসমর্পণ করতে থাকে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইরের পুত্রদ্বয় হামযা ও খুবায়ব স্বপক্ষ ত্যাগ করে হাজ্জাজের নিকট আত্মসমর্পন করে নিরাপত্তার জন্য আবেদন জানায়। এভাবে সমর্থকগণ তাঁর দল পরিত্যাগ করতে থাকলে তিনি তাঁর অন্তিম সময় অনুভব করেন এবং পরামর্শ ও দু'আ লাভের আশায় স্বীয় মাতা আস্‌মার নিকট যান। তিনি তাঁর মাতার ঘরে গিয়ে সালাম দেন এবং তাঁর হাত ধরে চুম্বন করেন। তিনি তাঁর পুত্রদ্বয় ও সমর্থকদের দলত্যাগ ও আবদুল মালিকের সেনাবাহিনীর শক্তি সম্বন্ধে তাঁর মাতাকে অবহিত করেন। একদিকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইরের অল্প সংখ্যক সৈন্যের পক্ষে আব্‌দুল মালিকের বিশাল বাহিনীর মুকাবিলা করা সম্ভব নয়। অপর দিকে আত্মসমর্পণ করলে প্রতিপক্ষ তাঁকে নিরাপত্তাদান ও প্রচুর আর্থিক সম্পদ দিতে প্রস্তুত। এই সংকটজনক পরিস্থিতি উল্লেখপূর্বক তাঁর মাতার নিকট তাঁর করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ চান। এ বিষয়ে আবদুল্লাহ্‌র যথেষ্ট

৩০. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, ৪১৩-৪১৫।

www.pathagar.com

জ্ঞান আছে বলে তাঁর মাতা জানালেও তিনি তাঁকে সত্যের উপর অটল থেকে তাঁর শহীদ সংগীদের ন্যায় তাদের মুকাবিলা করার পরামর্শ দেন। কারণ এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে পার্থিব সম্পদ ও প্রতিপত্তির উপর আকৃষ্ট হওয়া নিকৃষ্ট কাজ। মু'মিনের কাজ স্বাধীনভাবে সত্যের পথ অনুসরণ করা। তাতে যদি তাঁর মৃত্যু হয় তবে নিশ্চয় তা সত্য ত্যাগের চেয়েও শ্রেয়। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর তাঁর আম্মাজানের ললাটে চুম্বন করেন এবং তাঁর মায়ের উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করত উল্লেখ করেন, তিনি তাঁর অনুরূপ সিদ্ধান্তে অটল থেকে মাতার মনোভাব যাচাই করলেন। পার্থিব সম্পদ ও জীবন তুচ্ছ ভেবে তিনি আল্লাহ্র হুকুমের পরিপন্থী কার্যকলাপের উমাইয়াদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তাঁর মাতার উপদেশ ও প্রেরণায় তিনি অধিক মনোবল পান। যুদ্ধে নিহত হলে তাঁর মৃতদেহের উপর যা হবে তাতে তাঁর কোন অনিষ্ট হবে না বলে তিনি জানান এবং নিহত হলে দুঃখ না করে আল্লাহ্র ইচ্ছার প্রতি সন্তুষ্ট থেকে ধৈর্যধারণের জন্য তাঁর মাতাকে অনুরোধ করেন। কারণ তিনি মিথ্যার সমর্থনে নয়; বরং সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনই তাঁর একান্ত কাম্য। তিনি নিহত হলে তাঁর মাতার শোক লাঘবের জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করেন। তাঁর মাতা শাহাদত বরণে আগ্রহী ব্যক্তির জন্য এবং মক্কা মদীনার অসহায় মানুষের দীর্ঘ রাত ও শোকাহত আবহাওয়ার প্রশান্তি কামনা করেন। তিনি আবদুল্লাহ্কে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞতাকারীর প্রাপ্ত পুণ্যদান করার জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা জানিয়ে তাকে আল্লাহ্র রাস্তায় সমর্পণ করেন। তিনি তাঁর নিকটবর্তী হয়ে তাঁকে চুম্বনদান করে বিদায় জানান এবং তাঁর সৈনিক পোশাক মজবুত করে পরিধান করার নির্দেশ দেন। তিনি ঢিলা পোশাক খুলে ফেলে তা শক্ত করে পরিধান করেন। তিনি একটি কবিতা পাঠ করতে করতে রণক্ষেত্রে গমন করেন।

সেদিন বুধবার আবদুল মালিকের বাহিনী প্রত্যেকটি প্রবেশদ্বারে কড়া প্রহরায় নিযুক্ত। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইরের লোকেরা আত্মসমর্পণ করে প্রতিপক্ষের দলে যোগ দিতে থাকলে তাঁর সামরিক শক্তি ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। কা'বার প্রবেশদ্বারে হিম্সবাসী, বনূ শায়বার প্রবেশদ্বারে দামিশ্কবাসী, সাফার প্রবেশদ্বারে জর্দানবাসী, বনূ জুমাহের প্রবেশদ্বারে ফিলিস্তিনবাসী এবং বনূ সাহমের দ্বারে কিন্নাসরীনবাসীর অবরোধে যুদ্ধ ভয়াবহরূপ আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইরের প্রতিকূলে চলে যায়। হাজ্জাজ ও তারিক ইব্ন আমর প্রস্তরযুক্ত ভূখণ্ডে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর খাঁচায় বন্দী সিংহের ন্যায় যুদ্ধের বিভিন্ন অংশে ছুটাছুটি

www.pathagar.com

করতে থাকেন এবং প্রবেশদ্বার সমূহে অবরোধকারী বাহিনীকে ধাওয়া করতে থাকেন। এই সিংহ পুরুষের উপর চড়াও হতে কারো সাহস হচ্ছিল না বটে কিন্তু তিনি তাঁর অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয় লক্ষ্য করেন এবং একটি কবিতা পাঠ করতে থাকেন।

আমি যখন স্পষ্ট অবগত হয়েছি,
আমার এই দিনের পরিণতি সম্বন্ধে
তখন ধৈর্য আমার প্রশান্তি।

পরিশেষে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর ৭৩ হিজরীর জুমাদাল আউওয়াল মাসে আবদুল মালিকের সেনাবাহিনীর নিকট পরাজিত ও শহীদ হন। সেনাপতি হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাফওয়ান ও ইমারা ইব্ন আমর ইব্ন হাযমের খণ্ডিত মস্তক মদীনায় প্রেরণ করেন। কয়েকদিন ধরে মদীনার রাস্তায় তা প্রদর্শিত হওয়ার পর আবদুল মালিকের নিকট দামিশ্‌কে প্রেরণ করা হয়। মক্কাবাসী আবদুল মালিকের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়।[৩১]

আব্বাসীয়দের চূড়ান্ত আন্দোলন ও উমাইয়া খিলাফতের পরিসমাপ্তি

আবূল আব্বাস সালামা ইব্ন মুহাম্মদকে দুই হাজার, আবদুল্লাহ্ আল-তায়ীকে এক হাজার পাঁচশত আবদুল হামীদ ইব্ন রাবি'য়ীকে দুই হাজার ওয়াদাস ইব্ন নযলাকে পাঁচশত সৈন্য দিয়ে উমাইয়া সেনাপতি আবূ আউনের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। আব্বাসীয় বংশের মধ্য হতে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কে যাবে বলে আবূল আব্বাস ঘোষণা করলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী রাযী হয়ে যান এবং আল্লাহ্‌র আশিষে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে রওয়ানা হন। সেনাপতি আবূ আউন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী যুদ্ধের শৃংখলা রক্ষার জন্য হাইয়াশ ইব্ন হাবীব আল-তায়ীকে পুলিশের নেতৃত্বে এবং নুসাইর ইব্ন আল-মুহ্‌তাফরকে প্রহরীদের প্রধান নিযুক্ত করেন। যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে খবরাখবর আদান-প্রদানের জন্য আবূল আব্বাস মূসা ইব্ন কা'বের নেতৃত্বে তিরিশজন লোক নিয়োগ করেন। ১৩২ হিজরীর জুমাদিউস্ সানী মাসে আবদুল্লাহ্ আলীর নির্দেশে পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে উইয়ায়না (عبينه) ইব্ন মূসা নদী পার হয়ে সার্‌রাহের বাহিনীর সাথে মুকাবিলা করেন। কিন্তু রাতের অন্ধকার জনিত কারণে জয় পরাজয় ছাড়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করে

৩১. প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩০-৩৪।

www.pathagar.com

তিনি নদী অতিক্রম করে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীর বাহিনীতে ফিরে আসেন। পরদিন মারওয়ান সেতু নির্মাণ করে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্ন মারওয়ানকে আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী সেনাপতি মুখারিক ইব্ন সিফারকে 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মারওয়ানের মুকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করেন। মুখারিক উমাইয়াদের নিকট পরাজিত হলে বহু সৈন্য বন্দী ও নিহত হয়। বন্দী সৈন্যদেরকে এবং নিহত সৈন্যের শবদেহ মারওয়ানের নিকট প্রেরণ করা হয়। মারওয়ান বন্দীদের মধ্য হতে একজনকে ডেকে পাঠালে মুখারিক তাঁর নিকট উপস্থিত হন। মারওয়ান মুখারিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে একটি শবদেহের প্রতি মুখারিক নির্দেশ করে তিনি কৌশলে নিজের পরিচয় গোপন করেন এবং মুক্তি পান। সেনাপতি মুখারিকের পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ার আশংকায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী মূসা ইব্ন কা'বের পরামর্শক্রমে মুহাম্মদ ইব্ন শওলকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করে এবং আবূ আউনকে দক্ষিণ বাহিনীর পরিচালক নিযুক্ত করে মারওয়ানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ওয়ালীদ ইব্ন মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে মারওয়ানের তিন হাজার রক্তিম বর্ণের সৈন্যের এক বাহিনী তাদের প্রতিরোধের বুহ্য রচনা করে। উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। মারওয়ান এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে আবদুল আযীয ইব্ন উমর ইব্ন আবদুল আযীযের সাথে পরামর্শক্রমে 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীর নিকট দূত মারফত যুদ্ধ বন্ধ করে রণক্ষেত্র ত্যাগ করার জন্য শান্তি প্রস্তাব পাঠান। আবদুল্লাহ্ এ প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণ পরিচালনা করার জন্য সূর্য উদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন। এদিকে মারওয়ানের নির্দেশ উপেক্ষা করে ওয়ালিদ ইব্ন মুয়াবিয়া ইব্ন মারওয়ান আব্বাসীয়দের দক্ষিণ বাহুর সেনাবাহিনীর উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে বসে, দক্ষিণ বাহিনীর সেনাপতি আবূ আউন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীকে সংবাদ প্রদান করলে তিনি উমাইয়াদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পরিচালনা করেন। আব্বাসীয়দের পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর নিকট উমাইয়াগণ টিকতে না পেরে পশ্চাদপসারণ করতে থাকে। এই দুঃসময়ে মারওয়ান বনূ আমীর ও বনূ গাতফান গোত্রকে তাঁর সাহায্যের জন্য আহবান জানিয়ে ব্যর্থ হন। পুলিশ বাহিনীও ভীত সংকিত হয়ে তাঁর আদেশ পালনে অনীহা প্রকাশ করে। ফলে মারওয়ানের সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দেয়। তিনি আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসে সেনাবাহিনীকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ প্রদানের অংগীকার ঘোষণা করেন। কিন্তু অনেকেই যুদ্ধ না করে ধন-সম্পদ নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করতে থাকে। এ সংবাদ

www.pathagar.com

পেয়ে মারওয়ান তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্ন মারওয়ানকে প্রেরণ করে তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন।

পরিশেষে মারওয়ান আব্বাসীয়দের নিকট যাবের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী সেতু নির্মাণ করে নিমজ্জিত ব্যক্তিদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। পারাপারে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য নদীর উপর নির্মিত সেতু ভেঙ্গে দিলে বহু সৈন্য পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করেন। কূফার মসজিদে জুম'আর দিন আবূল আব্বাসকে আব্বাসীয়দের খলীফা ঘোষণা করা হয় এবং জনসাধারণ তাঁর নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। মারওয়ান হার্‌রান হয়ে দামিশ্ক এবং এক অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে মিসরের ফুসতাতে পালায়ন করেও আব্বাসীয় সেনাবাহিনীর হাত হতে রক্ষা পাননি। অল্প সংখ্যক ব্যতিত অধিকাংশ সৈন্য তাঁকে ত্যাগ করেছিল। মুওয়াওয়াদ নামক বসরার এক ব্যক্তির বর্শার আঘাতে উমাইয়াদের শেষ খলীফা মারওয়ান মাটিতে পড়ে যায় এবং ডালিম বিক্রেতা কূফার এক ব্যক্তির তরবারির আঘাতে তাঁর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১৩২ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের ২৭ তারিখ রবিবার ইয়াযীদ ইব্ন হালীর মাধ্যমে তাঁর খণ্ডিত মস্তক আমীরুল মু'মিনীন আবূল আব্বাসের নিকট প্রেরণ করা হয়।[৩২]

আল-মনসূর ও আবূ মুসলিমের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব

আবূ মুসলিম পত্রের মাধ্যমে খলীফা আবূল আব্বাসের নিকট হতে হজ্জ সমাপণের অনুমতি লাভ করলে খলীফার পরামর্শক্রমে ভ্রাতা আবূ জা'ফরও হজ্জ করার অনুমতি পত্র পাঠান। আবূল আব্বাস তাঁর আবেদন অনুমোদন করলে আবূ মুসলিম সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। কারণ হজ্জ অনুষ্ঠানে আবূ জা'ফর উপস্থিত থাকলে তিনি হজ্জ পরিচালনা হতে বঞ্চিত হবেন। নিয়মানুসারে হজ্জ সমাপনান্তে তাঁরা নিজ নিজ কর্মস্থলের দিকে রওনা হন। ইতোমধ্যে আবূল আব্বাসের মৃত্যু হয় এবং আবূ জা'ফর আল-মনসূর আব্বাসীয় খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আবূ মুসলিম এ সংবাদ পেয়ে খলীফার মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করে আল-মনসুরের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁর খিলাফত লাভ সংক্রান্ত কোন কথা চিঠিতে উল্লেখ ছিল না। এতে আল-মনসুর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে পত্র প্রেরণ করেন। আবূ মুসলিম পত্র পেয়ে খিলাফতে তাঁর অবদানের কথা জানিয়ে উত্তর দেন। আল-মানসূরের নিকট

৩২. প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৮ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ

www.pathagar.com

কোন সৈন্যবাহিনী না থাকায় ইয়াযীদ ইব্ন উসাইদ আল-সালমীর পরামর্শক্রমে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে আবূ মুসলিমের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। আবূ মুসলিম সিরিয়ার দিকে রওনা হলে তিনি হাসানকে তাঁর পিছু অনুসরণ করতে নির্দেশ দেন। তিনি খলীফার চিঠির প্রতি আবূ মুসলিমের বিদ্রুপ ও দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীর পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বিস্তারিত তালিকা পেশ করার জন্য খলীফা আবূ আল-খাসীবের মাধ্যমে আবূ মুসলিম পত্র পেয়ে আবূ আল খাসীবকে দোষারোপ করে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হন। কিন্তু দূত হত্যা মারাত্মক অপরাধ ভেবে তিনি তাঁকে ছেড়ে দেন। আবূ মুসলিম খুরাসানে পৌঁছলে বিপদের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে খলীফা তাকে সিরিয়া ও মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে ইয়াকতীন মারফত পত্র দেন। আবূ মুসলিম তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং খুরাসান অভিমুখে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। আল-মনসুর আবূ হামীদ আল-মরুযীকে পত্রসহ দূত হিসেবে আবূ মুসলিমের নিকট প্রেরণ করেন। প্রথমে মিষ্টি কথা দিয়ে এবং পরে প্রয়োজনে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করে ভীতি সঞ্চার করার জন্য তাকে অনুমতি দেন। আবূ হামীদ আল-মারুযী তাকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হন। আবূ নসর আবূ মুসলিমকে ইংগিত প্রদান করেন যে, তিনি খলীফার নিকট উপস্থিত হলে নিরাপত্তার পরিবর্তে তাঁকে হত্যা করতে পারে। ফলে তিনি খলীফার প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়েন এবং আবূ হামীদ আল-মারুযীকে খলীফার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে বলেন। আবূ হামীদ আল-মারুযী তাকে প্রশ্ন করেন, আপনি কি খলীফার বিরোধিতা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ? তিনি হ্যাঁ সূচক উত্তর দেন। এরপর আল-মারুযী তাঁকে খলীফার বিরোধীতা না করার জন্য অনুরোধ করেন এবং খলীফার সাথে সাক্ষাত না করলে কঠোর পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। আল-মনসূর আবূ মুসলিমের মনোভাব উপলব্ধি করে আবূ দাউদকে স্থায়ীভাবে খুরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আবূ মুসলিম আবূ দাউদের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করলে তিনি (আবূ দাউদ) আহলে বায়তের সদস্যের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ আনুগত্য সম্পর্কে জানান এবং খলীফার অনুমতি ব্যতিত খুরাসানে প্রত্যাবর্তন না করার জন্য তাকে অবহিত করেন। এতে আবূ মুসলিমের মনে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং তাঁর মনোবল হ্রাস পেতে থাকে। আল-মনসূরের প্রেরিত দূত আবূ ইসহাক আবূ মুসলিমকে খলীফার সৎ মনোভাবের কথা বলেন এবং তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করে নিজের ত্রুটি স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনার পরামর্শ দেন। খলীফার নিকট গমনের সিদ্ধান্ত নিলে তাঁর সহকর্মী নিযাক তাকে সেখানে

www.pathagar.com

উপস্থিত হয়ে খলীফাকে হত্যা করে সে স্থলে অন্য কাউকে মনোনয়ন দিয়ে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন। আবূ মুসলিম তাঁর আগমন সম্পর্কে খলীফাকে অবহিত করেন এবং মাদাইনের নিকট এক ব্যক্তি তাকে খলীফার আক্রোশ ও হত্যার মনোভাব সম্পর্কে জানালেও তিনি হুলওয়ানের জনগণকে রেখে তিন হাজার সংগীসহ মাদাইনে পৌছান। তিনি খলীফা আল-মনসূরের নিকট উপস্থিত হলে সেদিন তাঁকে সাক্ষাতের অনুমতি দেয়া হয়নি। পরদিন আল-মনসূরের নির্দেশে আবূ আল-খাসীবের পরিচালক রাবী'কে পাঠিয়ে তাঁকে খলীফার সাথে নির্জন সাক্ষাতের অনুমতি দেয়া হয়। সংকেত শব্দের সাথে সাথে আবূ মুসলিমকে হত্যা করার জন্য উসমান ইব্ন নুহায়িক ও অপর চারজন প্রহারীকে প্রস্তুত রাখা হয়। আবূ মুসলিম একাকি মনসূরের নিকট প্রবেশ করলে তিনি তাঁকে হারবানের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের হিসাব ও খুরাসানে প্রত্যাবর্তনের কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। প্রশ্ন উত্তরের এক পর্যায়ে আল-মনসূরের ইংগিতে উসমান ইব্ন নুহায়িক ও তার সংগীরা তাঁকে হত্যা করে।[৩৩]

৩৩. প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২৭ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

www.pathagar.com

উপসংহার

মহানবীর (সা.) মাগাযী ও সীরাহ্‌কে উপজীব্য করে ইসলামে ইতিহাস চর্চার সূত্র পাত হয়।[১] তাঁর জীবদ্দশায় আল-কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কারণে ওয়াহী মাতলূ (আল-কুরআন) ব্যতিত তাঁর বাণী লিখে রাখার প্রতি সাধারণত অনুমতি ছিল না। তবে প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবীগণ তাঁর জীবনের কার্যক্রমকে অবলোকন করে স্মৃতিতে ধরে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। মুখ পরম্পরায় তাঁর জীবনের ঘটনাবলী হস্তান্তরিত হয়ে আল-কুরআন সংকলিত ও গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হওয়ার পর হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ দিক হতে সে সব লিপিবদ্ধ হতে থাকে। এভাবে মাগাযী ও সীরাহ রচিত হতে থাকে। তারপর দেশ বিজয় শুরু হয় এবং বিজিত অঞ্চলে মুসলিম প্রশাসন কাঠামো গড়ে ওঠে। বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে 'ইজ্‌মা' মুসলিম জাতীয় জীবনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এভাবে ফিকরাত আল-উম্মাহ মুসলিম ইতিহাস চর্চার প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। মাগাযী ও সীরাহ, খবর ও কুলজী, তাবাকাত ও জীবনীকোষ মিলে জাতীয় ইতিহাসের পটভূমি সৃষ্টি করে। ক্রমান্বয়ে তা চরিত ইতিহাস, বিজয়-ইতিহাস, আঞ্চলিক ইতিহাস ও জাতীয় ইতিহাসের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্ব ইতিহাস রচনার প্রেক্ষিত সৃষ্টি করে।[২] এই বিশ্ব ইতিহাস রচয়িতা হিসেবে আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) মুসলিম ইতিহাস চর্চার যে কাঠামো দাঁড় করান তা তাঁর উত্তরসুরী মুসলিম ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক অনুসৃত হয়েছে। এসব বিচার করলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইতিহাস চর্চার পরিমন্ডলে আল-তাবারী একজন ব্যক্তিমাত্র নন, বরং তিনি একটি প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক অবস্থা থেকে হিজরী তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম ইতিহাস চর্চার যে ধারা

---

১. মুহাম্মদ ইবন সা'দ, আল-তাবাকাত আল-কুবরা, ৫ম খণ্ড, (বৈরুত ঃ দার আল সদর, ১৩৭৬ হিজরী), পৃ ১৫৬ ; আব্‌দ আল-আযীয আল-দূরী, নাশ'আত 'ইলম আল-তারীখ 'ইনদা আল-আরব (বৈরুত ঃ মাকতাবা'আত আল-কাসুলীকীয়াহ, ১৯৬০), পৃ ২৪ ; B. Lewis, Historians of the Middle East (London : Oxford University Press, 1962), P. 46 ; Encyclopaedia of Islam, Vol. iv, (Leyden : E. J. Brill Ltd. 1924). P. 440 (Hencefroth the source is reffered to as EI).

২. অভিন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায় ৯২-১১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

চলে আসছিল তাতে তিনি পূর্ণতা দান করেন এবং ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নবদিগন্তের সূচনা করেন।

আল্লামা তাবারী কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ, ভাষাতত্ত্ব ও তারীখ অভিজ্ঞানে, একজন মাওয়ালী হয়েও যে অবদান রেখেছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর গ্রন্থ রচনা করলেও তাফসীর, হাদীস ও তারীখ সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁর রচনা মৌলিক চিন্তার পরিমন্ডল সম্প্রসারিত করেছে। তাঁর তাফসীর জামি'আল বায়ান তাফসীর শাস্ত্রের পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।[৩] আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ায় তাঁর হাদীস গ্রন্থ 'তাহযীব আল-আসার' তিনি সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি।[৪] সমাপ্ত হলে তাফসীরের ন্যায় জ্ঞানের ক্ষেত্রে এটি একটি অনন্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতে পারত। আল-তাবারী তাঁর 'তারীখ আল-রুসূল ওয়া আল-মুলূক' শীর্ষক ইতিহাস গ্রন্থের জন্য অমর হয়ে আছেন। এটি একটি বিশ্ব ইতিহাস। তাঁর গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে বিগত সম্রাট ও শাসকগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, নবী ও রসুলের আগমনের যুগ, তাদের কার্যক্রম ও জীবনের পরিসীমা, খলীফাদের যুগ ও তাদের জীবনী, তাদের সাম্রাজ্যের সম্প্রাসরণ ও সমকালীন প্রধান ঘটনাবলী। এছাড়াও তাতে বিষয়বস্তু হিসেবে রয়েছে মহানবীর (সা.) সাহাবা ও তাবিঈগণের নাম, ডাকনাম, বংশ পরিচয়, আয়ুষ্কাল, কর্মজীবন ও মৃত্যু স্থান। মোটকথা তিনি এই গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে শুরু করে পৃথিবীতে মানুষের আগমন, বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতন, নবী-রসূলগণের কর্ম পদ্ধতি ও জীবন ধারা, মহানবীর সীরাহ, সাহাবা ও তাবিঈগণের জীবন-কোষ এবং ৩০২ হিজরী/৯১৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত খিলাফত পরিক্রমার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন।[৫]

আল্লামা তাবারী তাঁর সময়ের প্রসিদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের খ্যাতিমান পন্ডিতগণের নিকট হতে ইতিহাস সম্পর্কে পাঠ গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের ফলে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তার সংগে আত্মীক জ্ঞানের যোগ দিয়ে তিনি তাঁর বিশ্ব ইতিহাস গ্রন্থ সমৃদ্ধশালী করে তুলেছেন। তিনি ইতিহাস অধ্যয়ন ও তা থেকে অনুশীলন গ্রহণ করা পবিত্র কর্ম হিসেবে বিবেচনা করেছেন এবং সেজন্য তিনি ইতিহাসের ঘটনাবলী চুলচেরা বিচার করে গ্রহণ অথবা বর্জনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৬] আল-কুরআনে বর্ণিত বিশ্ব সৃষ্টি ও বিভিন্ন

৩. অত্র গ্রন্থ, ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪. প্রাগুক্ত

৫. তারীখ-আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ২য় খণ্ড, পৃ ১১০-১১৫ ; P. K Hitti, History of the Arabs (London : Macmillon & Co. Ltd. 1961), P. 390 ; Encyclopaedia Britannica , Vol. ii, (London : William Benton, 1975), P. 538.

৬. প্রাগুক্ত, তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

জনগোষ্ঠীর উত্থান ও পতন সম্পর্কিত তথ্যাদির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি প্রাচীন ইতিহাস অনুশীলনের প্রতি অনুরক্ত হন। তিনি সৃষ্টিতত্ত্ব, আদম সৃষ্টি ও পৃথিবীতে প্রেরণ, পার্থিব জীবনে মনুষ্য জনগোষ্ঠীর সংঘাত, নবী ও রসূলগণের আগমন, শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। এসব বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন সূত্রে পরিবেশিত তথ্যাদি একত্রিত করেছেন। তালমুদ, ইসরাইলী কাহিনী ও আখ্যান উপাখ্যান এসব বর্ণনায় স্থান পেয়েছে। এসব ঘটনার বর্ণনায় অথবা কোন মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি আল-কুরআন ও আল-হাদীসের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন।[৭] প্রাচীন শাসনবর্গের আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি সনদ বা সূত্র উল্লেখের প্রতি নমনীয় মনোভাব পোষণ করেছেন। আদম সৃষ্টি থেকে শুরু করে মহানবী (সা.) চরিত ইতিহাস, সাহাবা ও তাবীঈগণের জীবন-কোষ এবং ৩০২ হিজরী পর্যন্ত খিলাফতের ইতিহাসকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তিনি খিলাফত প্রশ্নে আহল আল-সুন্নাত ওয়া আল-জমা'আতের মতবাদকে প্রয়োগ করেছেন।[৮] হযরত আলীর (রা.) বংশের প্রতি সহানুভূতি থাকলেও তিনি শি'আ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত নন। পারস্যে তাঁর সময়ে শি'আ মতবাদের প্রাধান্য দেখা দিলেও তিনি তাতে সাড়া দেননি, বরং খিলাফত প্রশ্নে ধারাবাহিকতাভাবে চার খলিফার মানাকিবকে তিনি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি শু'উবী[৯] আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন না; বরং মুসলিম উম্মাহর সংহতির জন্য আরব ও অনারব মুসলমানদের অবদানের মূল্যায়ণ সমভাবে করেছেন। আরবের উন্নাষিকতাকে তিনি আমল দেননি, অপর পক্ষে মাওয়ালীর দাম্ভিকতাকে তিনি সুনজরে দেখেননি। কর্মের উপর মানুষের মর্যাদা নিরূপণের নীতির উপর তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর বিশ্ব ইতিহাস গ্রন্থে এমতের প্রতিফলন ঘটেছে।

আল-তাবারী তাঁর তারীখ আল-রুসুল ওয়া আল-মুলূক গ্রন্থে প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। কোন বড় ঘটনাকে কেন্দ্রবিন্দু করে তিনি পূর্বের ও পরের ঘটনাবলী বিন্যস্ত করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, হবুতী[১০] সনকে কেন্দ্র করে সৃষ্টিতত্ত্ব ও আদমের (আ.) সৃষ্টি সম্পর্কে তথ্যাদি বিন্যাসিত হয়েছে। তারপরে আদম (আ.)-এর অবস্থান, সমাজ, সৃষ্টি, তাঁর

৭. তারীখ-আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ ২৪-৬০।
অত্র গ্রন্থ, প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৯. অত্র গ্রন্থ, প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১০. প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ.) ও হাওয়ায় বেহেশত হতে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময়কাল হবুতী সন বলে আখ্যায়িত হয়। দ্রষ্টব্য-তারীখ-আল রুসুল ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ ১০৮-১১৯ ; তারীখ-আল উমাম ওয়া আল-মুলূক, ১ম খণ্ড, পৃ ৭১-৭৫।

www.pathagar.com

হিদায়তের ধারা এবং নূহ্ (আ.) পর্যন্ত মানবগোষ্ঠীর কার্যক্রম বিবৃত হয়েছে। এইভাবে সংঘটিত বড় ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল-তাবারী প্রাচীন ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। মহানবী (সা.)-এর সময় থেকে ৩০২ হিজরী পর্যন্ত তিনি তারিখ ভিত্তিক ইতিহাস সংকলন করেছেন।[১১] পরবর্তী সময়ে বংশ ভিত্তিক ইতিহাস রচিত হয়েছে। ইসলামের গৌরব সমুন্নত করার প্রয়াস আল-তাবালীর গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়।

পরিশেষে আল-তাবারীর তারীখ আল-রুসূল ওয়া আল-মুলূক গ্রন্থ বিশ্ব ইতিহাস রচনার যে ধারা ও পদ্ধতি প্রর্দন করেছে তা পরবতকিালে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে বিশ্লেষণমূলক আঞ্চলিক, জাতীয় ও বিশ্ব ইতিহাস রচনা করে যশস্বী হয়ে আছেন। আল-তাবারীর ইতিহাস রচনার পদ্ধতি বিজ্ঞান সম্মত এবং জ্ঞানকোষে তথ্য সমৃদ্ধ সংযোজন হিসেবে সমাদৃত। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের নিরলস প্রচেষ্টা তাঁকে এই কৃতিত্বের আসনে সমাসীন করেছে। তাই মুসলিম ইতিহাস চর্চায়, ব্যক্তি নন; বরং একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিনি চিরভাস্বর হয়ে আছেন। তাঁর ইতিহাস চর্চা সম্পর্কে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধানও গবেষণা পরিচালিত হওয়ার লক্ষ্যে আমার এই গ্রন্থ রচনার মুখ্য প্রয়াস।

১১. অত্র গ্রন্থ, পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

ii) ইংরেজী উৎস

A. Books

Ahsan, M. Manazir	Social life Under the Abbasids. London : Longman Group, Ltd., 1979
Al-Asqalani, Ibn Hajar	Isabah Fi Ahwal al-Sahaba. tr. Dr. Spranger, Calcutta, 1956.
Al. Mas'udi	Murooj al-Zahab. tr. A. Hakim, London : Horrison & Co., n.d.
Ali, Muhammad	Muhammad : The prophet. Lahore : Ahmediyyah Anjuman Ishat Islam, 1951.
Ameer Ali, Syed	A Short History of the Saracens. London : Macmillon & Co. Ltd., 1889.
Ameer Ali, Syed	The life and Teaching of Muhammad. London : Williams and Norgats, 1873.
Arnold, T.W.	The Caliphate. Oxford : University Press, 1965.
Bengalee, Sufi Mutiur Rahman	The life of Muhammad. Chicago : The Muslim Sunrise Press, 1941.
Browne, E. G	A Literary History of Persia. Vol. 1, Cambridge : The University Press, 1951.
Bury, J. B.	The Ancient Greek Historians. New York, 1958.
Burgh, G. De	The Legacy of the Ancient World. Vol. 1 London : The Whitefriars Press, Ltd. 1955.
Ferdinand Schevil	Six Historians. Chicago : The University of Chicago Press, 1956.
Flint, R.	History of the Philosophy of History. London, 1893.

www.pathagar.com

Gibb, H.A.R.	Studies on the Civilization of Islam : London Routledge & Kegan Paul Ltd., 1962.
Goldziher, Ignaz	Muslim Studies. Vol. 1, London : George Allen & Unwin Ltd., 1967.
Henry, S. Lucas	A Short History of Civilization. New York : Macgraw-Will Book Company, INC, 1953.
Henry Breasted, James	Ancient Time A History of the early World. America : The Oriental Institute the University of Chicago, n.d.
Henry H. Halley	Halley's Bible Handbook. America : Library of Congress, 1962.
Hitti, P.K.	History of the Arabs. London : Macmillon & Co. Ltd., 1961.
Hitti, P.K.	The Near East in History. New York : D Van Nostrand Co. INC., 1961.
Hitti, P.K.	The Arabs A Short History. America : Princeton University Press, 1949.
Hutton Webster	History of Civilization Ancient and Medieval. Bostton : D. C. Heath and Company, 1947.
Ibn Ishaq	Sirat Rasul Allah. tr. A. Guillaume, The life of Muhammad, London : Oxford University Press, 1968.
Ibn Khallikan	Ibn Khallikan's Biographical Dictionary. Tr. Mac Guckin De Slane, New York 1843.
Ibn Khaldun	Al-Muquddimah. Tr. F. Rosenthal, Vol. 3, New York 1930.
Johonstons, P. De. Lacy	Muhammad and his Power. New York : Chorles Scribner's sons, 1901.

www.pathagar.com

Lane-Pools, Stanley	Muhammadan Dynasties. Paris : Paul Geuthner, 1952.
Levy, R.	The Social Structure of Islam. Cambridge : University Press, 1957.
Lewis, B.	Historians of the Middle East. London : Oxford University Press, 1962
Liu Chal-Lien	The Arabian Prophet. tr. Isaac Mason, North Chaina : Royal Asiatic Society of Shanghai, 1921.
Maurice Bucaille	The Bible, The Qur'an and Science. Paris : Desclee de Brouwer, 1978.
Margoliouth, S.	Muhammad and Rise of Islam. London : The Anivherbeher Press : 1906.
Margoliouth, S.	Lectures on Arabic Historians. Calcutta, 1930.
Mohy-ud-Din	The Arabian Prophet. Karachi : Feroz & Sons. 1965.
Muir, William	The Caliphate, Its Rise, Decline and Fall. Beirut, 1963.
Muir, William	Life of Muhammad. London : Smith Elder & Co., 1861.
Nabia Abbott	Studies an Arabic Literary Papyri, Chicago : The University of Chacago Press,1967.
Nicholson, R.A.	A Literary History of the Arabs. Cambridge : Cambridge University Press, Reprient, 1969.
O'Leary, De Lacy	Arabic Thought and Its Place in History. London : Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd. 1922.
Rev. E. Sell	The Faith of Islam. London, 1880.
Rosenthal, F.	A History of Muslim Historiography. Leyden, 1952.

www.pathagar.com

Sarwar, Hafiz Ghulam	Muhammad the Holy Prophet. Lahore : Muhammad Ashraf, n.d.
Salik, S.A.	The Early Heroes of Islam. Calcutta : The University of Calcutta, 1926.
Sell, Rev. Canon.	The Life of Muhammad. Madras : The Christian Literature Society for India, 1913.
Smith, R. Bosworth	Muhammad and Muhammadanism. London : Smith Elder & Co. 1874.
Spranger, A.M.D.	The life of Muhammad. Allahabad : Presbyterion Mission, 1851.
Sydney Nettleton Fisher	The Middle East. London : Routledge & Kegan Paul Ltd., 1959.
Wallbank, T.W. & Taylor, A.M	Civilization Past and Present. New York : Scoott Foresman and Company, 1949.
Watt, Montgomary	Muhammad Prophet and States man. London : Oxford University Press, 1961.
"	Muhammad at Mecca. London Oxford University Press, 1961.
"	Muhammad at Medina. London Oxford University Press, 1953.
"	The Majesty that was Islam. London : Sidgwick & Jackson, 1976.
"	The Formative Period of Islamic Thought. Edinburgh : University Press, 1973.
Welhousen, J.	The Arab Kingdom and Its Fall. Beirut, 1963.
Will Derant	Our Oriental Heritage. Vol, 1, New York : Simon & Schuster, 1954.

www.pathagar.com

B. Short Papers

Abbasi, Yusuf, M. Dr.	"The History of Tabari (Tarik al-Rusul Wal-Muluk)" Ed. Muhammad Khalid Masud, Islamic Studies, vol. 26, No. 1, Islamic Research Institute, Islamabad, 1987.
Ahmad, Imtiaz	"Waqidi as a Traditonist" Islamic Studies, vol. 28, No. 3, Islamic Research Institute, Islamabad, 1979.
Ayad, M. Kamil	"The Begining of Muslim Historical Research" tr. M.S. Khan, Islamic Studies, vol. 28, No. 1, Islamic Research Institute, Islamabad, 1978.
Gabrieli, Francesco	"Arabic Historiography", tr. M.S. Khan, Islamic Studies, vol. 23, No. 2, Islamic Research Institute, Islamabad, 1979.
Ghulam Murtaza	"The History of Al-Tabari" Islamic Studies, vol. 26, No. 34, Islamabad, 1987.
Khan M.S.	"Medieval Arabic Historiography" Islamic Studies, Islamic Research Institute, Vol. 23, No. 3, Islamabad, 1984.
Khan, M.S.	"Medieval Arabic Historiography" Islamic Culture, the Islamic Culture Board Hyderabad, India, 1959.
Niser Ahmed Faruqi	"Early Muslim Historiography", Islamic Culture, The Islamic Culture Board, Vol. 54, No. 4, Hyderabad, 1980.
Richter, Guataz	"Medieval Arabic Historiography", tr. M.S. Khan, Islamic Studies, vol. 23, No. 3, Islamic Research Institute, Islamabad, 1948.
Yusuf Abbasi, M.	"The History of Tabari" Islamic Studies, Islamic Research Institute, Vol. 26, No. 1, Islamabad, 1987.

www.pathagar.com

C. Encyclopaedia

Blackie's Modern Encyclopaedia of University Information, Vol. iv London: Blackie & Son, 1889-1890.

Chamber's Encyclopaedia., Vol. 6, London : Pergamon Press, 1967.

Encyclopaedia Britannica. Vol. 2. London : William Benton, 1973.

Encyclopaedia of Islam. Leyden : E. J. Brill Ltd. 1924.

Encyclopaedia of Islam (Urdu), Lahore : The University of Panjab,

Encyclopaedia of Social Science. New York : The Macmillon Company, 1968.

Encyclopaedia Americana, Vol. 26, Danbury International Headquarter, 1929.

International Islamic Colloquium Papers, December 29. 1957-January 8. 1958, Lahore, 1960.

www.pathagar.com

iii. বাংলা উৎস

ক. গ্রন্থ

আজমী, নূর মুহাম্মদ	হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ঢাকা ঃ ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬৬
আল-তাবারী আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর	তাফসীরে তাবারী, অনুবাদ, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯১
আল-গাযালী	কিমিয়ায়ে সা'আদত,অনুবাদ, নুরুর রহমান, ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৪
আলী হাসান, মুহাম্মদ	তাফসীর আল-কুরআন, ঢাকা ঃ উসমানীয়া বুক ডিপো, তা. বি.
ইয়াকুব আলী, এ. কে. এম.	আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২
" "	মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯
ওসমান গণী, ডক্টর	মহানবী (সা.),কলিকাতা ঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৮৮ আব্বাসীয়া খেলাফত কলিকাতা ঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৩
কবীর, মফিজুল্লাহ	মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭
খাঁ, আকরাম	মোস্তফা চরিত, ঢাকা ঃ ঝিনুক পুস্তিকা, ১৯৭৫
খান, মোছলেহ উদ্দীন আমহদ	মহানবীর সীরাত কোষ, ঢাকা ঃ শতদল প্রকাশনী লিমিটেড, ১৯৯০
গুপ্ত, শ্রী দূর্গাচরণ	শ্রীমদ্ভাগবত কলিকাতা ঃ গুপ্ত প্রেস, ১২৯৩ বাংলা
সাঈদ, মুহাম্মদ	তাওয়ারিখে মুহাম্মদী ঢাকা ঃ আইডিয়াল পাবলিকেশন, ১৯৮১
তাবতাবায়ী, সৈয়দ গোলাম হুসাইন খান	সিয়ারে মুতাখ্খিরীন, ড. এম. আব্দুল কাদের অনুদিত, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮
নুরুল ইসলাম, মুহাম্মদ	বিজ্ঞান না কুরআন, ঢাকা ঃ নতুন সাহিত্য কুটির পুনঃ মুদ্রন, ১৯৮০

www.pathagar.com

ফজলুল করিম, আলহাজ মওলানা	আদর্শ মানব, ঢাকা ঃ ইসলামী মিশন লাইব্রেরী, ১৯৭৪
মওদুদ, আব্দুল	মুসলিম মনিষা, ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্থান, ১৯৭০
মজুমদার, শ্রী নলিনীকান্ত	বেদের ঐতিহাসিকতা, কলিকাতা ঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ইন্ড সন্স, তা.বি.
মমতাজ উদ্দিন	নবী পরিচয়,ঢাকা ঃ রুবী প্রেস, ১৯৬২
রহিম, মুহাম্মদ আব্দুর	হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭০
শফী, মুফ্তী মুহাম্মদ	খতমে নবুওয়াত,ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬
শহীদুল্লাহ্, মুহাম্মদ	শেষ নবীর সন্ধানে,ঢাকা ঃ রিনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৬১
শাসসুল হক, মওলানা ও আজিজুল হক, মওলানা, সম্পাদিত	বুখারী শরীফ, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম খন্ড, ঢাকা ঃ হামিদিয়া লাইব্রেরী, ১৩৮৩ বাংলা
শেখ, মুহাম্মদ লুৎফর রহমান	ইসলাম ঃ রাষ্ট্র ও সমাজ ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭
শিবলী নু'মানী	সীরাতুন নবী (স.), ১ম খন্ড, অনুবাদ, মহিউদ্দীন খান, ঢাকা ঃ প্যারাডাইস লাইব্রেরী, ১৯৭৪
শিরোমণি, শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র	মনুসংহিতা, কলিকাতা ঃ বিদ্যারত্ন যন্ত্রেন মুদ্রিতা ১৯২৩
শ্রী আনন্দ চন্দ্র বেদান্ত বাগীশৈঃ	বেদান্ত সার, কলিকাতা ঃ ব্রাহ্ম সমাজের যন্ত্র, ২৬ কার্তিক ১৯৮২ শক
শ্রী কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন মহর্ষি বেদবান	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, কলিকাতা ঃ নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯১ বাংলা
সেন, অতুল চন্দ্র ও অন্যান্য	উপনিষদ, কলিকাতা ঃ হরফ প্রকাশনী, ১৯৮০
সুলাইমান নদবী, সৈয়দ	পায়গামে মুহাম্মদী, অনুবাদ, আব্দুল মান্নান তালিব, চট্টগ্রাম ঃ মেমন খেদমত কমিটি, ১৯৬৮
হাসান, এস. এম.	নবী মোস্তফা (সা.), ঢাকা ঃ পাকিস্তান পাবলিকেশন, ১৯৬১

www.pathagar.com

খ. কোষ গ্রন্থ

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম ও ২য় খন্ড, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮২
ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম থেকে ৫ম খন্ড, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬-১৯৯০

গ. প্রবন্ধ

আকরাম খাঁ	"মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য", মাসিক মোহাম্মদী ৩২শ বষ্, ঢাকা, আশ্বিন, ১৩৮৬ বাংলা
আবুল বাশার মোশাররফ হোসেন	"মুসিলম ইতিহাস চর্চার সূচনা" ইতিহাস, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, চট্টগ্রাম, ১৩৭৪ বাংলা
আশরাফ উদ্দিন আহমেদ	"ইতিহাসের জনক হিরোদোতাস", ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা ১৯৮১
বাদল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	"ইতিহাস রচানার পদ্ধতি ও সমস্যাবলী" ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা ১৩৮০
মুহাম্মদ আশরাফ আলী	"হযরত মুহাম্মদের (স.) নবুওয়ত সম্বন্ধে বাইবেলের সাক্ষ্য" আল-এসলাম, ৪র্থ ভাগ, ২য় সংখ্যা, ঢাকা, জ্যেষ্ঠ, ১৩২৫ বাংলা
মুহাম্মদ জহুরুল ইসলাম	"প্রাচীন ঐতিহাসিক থুকিদিদিস" ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা ১৩৭৬
শেখ আবুল মনসুর এলাহী বকস্	"ইসলাম জগতে ইতিহাস চর্চা" আল-এসলাম, আঞ্জুমানে উলামা, একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা, কলিকাতা, ১৩২৫ বাংলা
সাইয়েদ সুলাইমান নদবী	"মোস্তফা চরিতের ঐতিহাসিক দিক" ইসলামী একাডেমী পত্রিকা, ইসলামিক একাডেমী, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা ১৯৬৭
সা'ঈদ ইবনুল কাদির	"ইসলামের ইতিহাস পঞ্জী" ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ইসলামিক একাডেমী, দ্বাদশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা ১৯৭৩

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি
(আরবি, ফারসি ও উর্দূ উৎস)

ا - الكتب

إبن الاثير — أُسد الغابة، طهران : المكتبة الاسلامية، بدون التاريخ

إبن تيمية ، تقى الدين — كتاب النبوات، مصر : ادارة الطبعة المنيرية، ١٣٢٤هـ

ابو العباس احمد — كتاب الصفة\الصفوة ، حيدراباد : مجلس دائرة المعارف العثمانية ، ١٣١٩هـ

إبن الجوزى ، جمال الدين — مولد الجوزى، مصر ، بدون التاريخ

أبو الفرج عبد الرحمن ابن خلكان — وفيات الأعيان ، جلد اول ، مصر : بلق ، ١٢٩٩هـ

إبن خالدون ، عبد الرحمن — ألمقدمة لكتاب الابار، مصر : المكتبات التجارية ، بدون التاريخ

إبن سعد ، محمد — ألطبقات الكبرى ، بيروت : دارصادر ، ١٩٥٧م جزء السابع ، اردو ترجمة ، حيدراباد : جامعة عثمانية ، ١٩٤٤م

إبن الصلاح — علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح) مصر مطبعة السعدة ، ١٣٢٦هـ

إبن قتيبة — ألمعارف ، مصر : المطبعة الاسلامية ، ١٣٥٣هـ

أداب الكاتب ، ليدن : مطبعة بريل ، ١٩٠٠م

إبن كثير — ألبداية والنهاية فى التاريخ ، القاهرة : المطبعة السعدة، ١٣٤٨ - ١٣٥٨هـ

إبن ماجة ، عبد الله محمود بن يزيد — سنن ، كراچى : ايجوكشن پريش ، بلاتاريخ

إبن نديم — ألفهرست ، بيروت : شارع بلس ، ١٨٧٢م

إبن هشام ، أبو محمد — ألسيرة النبوية ، مصر : مصطفى البابى الحلبى واولاده، ١٩٥٥م

www.pathagar.com

ابو داؤد	سنن ، المجلد الاول ، كلكتة : لورجت بور روڈ، بلاتاريخ
	سنن ، المجلد الثانى ، كراچى : نور محمد كار خانه تجارت كتب ، بلا تاريخ
أبو زهو، محمد محمد	الحديث والمحدثون ، مصر : شركة مساهمة مصرية ١٩٥٨م
أبو الفتح عزيزى	مفتاح اللغات ، كراچى : مطبع سعيدى، قران محل بلاتاريخ
أبو الفدا اسماعيل	كتاب المختصر فى اخبار البشر ، بيروت : دار اللبتد بدون التاريخ
أبو الفيض المتوفى، السعيد محمد	سيرة سيد المرسلين ، الجمهورية العربية المتحدة : دار النصر ، ١٩٢٤م
أبو المنتهى	شرح فقه أكبر ، حيدراباد ، ١٣٢١هـ
أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح	تاريخ اليعقوبى ، بيروت : دار صادر ، ١٩٦٠م
إدريس كاندهلوى، محمد	سيرة المصطفى ، ديوبند : ارشاد بكدفو ، بلاتاريخ
الرازى ، فخر الدين	تفسير الكبير ، مصر : دار الكتب العربية ، ١٣٢١هـ
الإصبهانى ، ابو نعيم احمد بن عبد الله	دلائل النبوة ، حيدراباد : دائرة المعارف العثمانية ، ١٣١٩هـ
اطهر صاحب ، قاضى مباركپورى	تدوين سيرة ومغازى ، ديوبند : شيخ الهند اكيدمى ، ١٤١٠هـ
الألوسى ، محمد	روح المعانى ، دامشق : الميمنية ، بدون التاريخ
أمير خان ، حكيم محمد	تواريخ حبيب إلهى ، لاهور : حاجى مالك الدين محمد اينڈ سنز ، بلاتاريخ
البخارى ، محمد بن إسماعيل	صحيح البخارى ، المجلد الاول و الثانى ، دهلى : كتب خانه رشيدية ، بلاتاريخ
	التاريخ الكبير ، حيدراباد : دائرة المعارف ، ١٣٦٠هـ
البلازورى ، أبو الحسن	فتوح البلدان ، مصر : المكتبة التجارية الكبرى، ١٩٥٩م

www.pathagar.com

	انساب الاشراق ، مصر : دار المعارف، بدون التاريخ
ألبيضاوى ، ناصر الدين قاضى	انوار التنزيل ، مصر : مصطفى البابى الحلبى واولاده، ١٩٣٩م
ألتفتازانى ، سعد الدين مسعود بن عمر	شرح العقائد النسفى ، داكا : امدادية لائبريرى ، بلاتارخ
توكلى ، نور بخش صاحب	سيرت رسول عربى ، كراجى : تاج كمپنى ليتيڈ ، ١٩٣٨م
تهانوى ، أشرف على	نشر الطب فى ذكر النبى الحبيب ، بمبئى : مكتبة اشرفية ، بلاتاريخ
ألجاحظ	ألبيان والتبيان ، القاهرة ، ١٩٤٨م
جرجى زيدان	تاريخ اداب اللغة العربية ، القاهرة : دار الهلال ، ١٩٥٧م
ألجزائرى ، طاهر بن صالح	توجية النظر إلى اصول الاثر ، مصر : الجمالية ، ١٣٢٨هـ
حاجى خليفة	كشف الظنون ، الجلد ١ – ٢ ، بيروت : دار الفكر ، ١٩٨١م
حسين أمين	تاريخ العراق فى عصر السلاجقة ، بغداد : منشورات المكتبة الاهلية ، ١٣٨٥هـ
حالبى ، على ابن برهان الدين	سيرت حلبية ، اردو ترجمة ، محمد اسلم قاسمى ، ديوبند : ادارة قاسمية ، ١٩٨٨م
ألحنبلى ، أبو الفلاح عبد الحى بن عماد	شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ، القاهرة : المكتبة القدسى ، ١٣٥٠هـ
ألخضرى بك ، الشيخ محمد	نور اليقين فى سيرت سيد المرسلين ، كراجى : قديمى كتب خانه ، بلاتاريخ
ألخطيب البغدادى ، حافظ ابو بكر أحمد بن على	تاريخ بغداد ، الجلد الاول والثانى ، القاهرة : المكتبة الخانجى ، ١٣٤٩هـ
ألخطيب ، عبد الكريم	ألنبى محمد (ص) ، بيروت : دار المعارفة ، ١٩٨٥م
ألدارمى ، ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن	سنن دارمى ، كانپور : مطبع نظامى ، ١٢٩٢م

www.pathagar.com

دحلان ، سيد أحمد زيمنى	سيرة نبوية ، مصر : الوهبية ، ١٢٨٥هـ
ألدورى ، عبد العزيز الزمخشرى ،	علم التاريخ عند العرب ، بيروت ، الكفوليكية ، ١٩٦٠
أبو القاسم ، جارا الله	الكشاف ، مصر : بولاق ، ١٣١٨م
ألذهبى ، أبو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان	ميزان الإعتدال ، مصر : عيسى البابى الحلبى وشيركاة، ١٩٦٣م
ألذهبى ، شمس الدين	تذكرة الحفاظ ، مصر : دائرة المعارف ، ١٣٢٥هـ
ألذهبى ، محمد حسين	التفسير والمفسرون ، الجزء الاول ، مصر : دار الكتب الحديث ، ١٣٩٦هـ
ألراضى ، عبد الرحمن	ألجرح والتعديل ، المجلد الثالث ، حيدراباد ، بلاتاريخ
ألراغب الإصفهانى	ألمفرادات ، مصر : الميمنية ، ١٣٢٤هـ
الرفعى ، مصطفى صادق	وحى الكلام ، الجزء الاول والثانى ، بيروت : دار الكتب العربية ، ١٣٢١هـ
روزنشال ، فرانج	علم التاريخ عند المسلمين ، تحقيق ، صالح احمد ، بغداد : الكتبة المثنى ، ١٩٦٢م
ألزبيرى ، مصعب	نسب قريش ، القاهرة ، ١٩٥٣م
ألزرقانى ، محمد بن عبد الباقى	شرح على المواهب اللدنية ، جلد ٨ - ١ ، مصر : المطبعة الازهرية ، ١٣٢٦هـ
ألسخاوى ، إمام	فتح المغيث ، لكهنو : انوار محمدى ، بلا تاريخ
ألسهيلى ، أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن أبى الحسن الخشى	الروض الانف ، بيروت : دار الفكر ، ١٩٨٩م
ألسيوطى ، جلال الدين	حسن المحاضرة فى تاريخ المصر والقاهرة ، مصر : ادارة الوطن ، ١٢٩٩هـ
	تدريب الراوى ، مدينة المنورة : المكتبة النورية الرضوية، بدون التاريخ
	ألفية السيوطى فى علم الحديث ، القاهرة : مكتبة المنار، ١٣٣٢هـ
	ألسمارخ فى التاريخ ، ليدن ، ١٨٩٤م
شاه ولى الله ، محمد الدهلوى	إزالة الخفاء ، كراجى : مطبع سعيدى ، قران محل ، بلاتاريخ ، اردو ترجمة، حضرت مولانا عبد الشكور ومولانا انشاء الله

www.pathagar.com

	حجة الله البالغة ، الجزء الاول ، اردو ترجمة ، عبد الرحمن ، لاهور ، قومی کتب خانه ، ١٩٦٢م
شبلی نعمانی	سيرة النبی (ص) ، حصه اول، اعظم، گره ، مطبع معارف ، بلاتاريخ
صبحی الصالح	علوم الحديث مصطلحه ، بيروت : دار العلم للملايين ، ١٩٨٤م
ألمباركبوری ، صفی الدين	الرحيق المختوم ، مكة المكرمة : رابطة العالم الاسلامی، ١٩٨٠م
ألصينی ، بدر الدين الحنّی	العلقة بين العرب والصين ، مصر : المكتبة النهضة ، ١٩٥٠م
طباطبائی ، سيد غلام حسين خان	سيرة المتاخرين ، كلكة : طبعّ ، ١٣٥٢هـ
ألطبری ، ابو جعفر محمد بن جرير	جامع البيان فی تفسير القران ، مصر : مصطفی البابی الحلبی واولاده ، ١٩٥٤م
	تاريخ الأمم والملوك، قاهرة: مطبعة الاستقامة، ١٩٣٩م
	تاريخ الرسل والملوك ، ليدن : مطبعة بريل ، ١٩٦٤م
	تهذيب الاثار ، الجزء الاول ، تحقيق ، ناصرين سعد الرشيد ، مكة المكرمة ، مطابع الصفا ، ١٤٥٢هـ
ألطبری ، علی بن ربّن	كتاب الدين والدولة ، مصر : مطبعة المقتطف، ١٩٣٣م
عبد الحق محدث الدهلوی	مدارج النبوت ، اردو ترجمة ، غلام معين الدين نعيمی، كراچی : مدينة پبليشنگ كمپنی ، بلاتاريخ
	أخبار الأخيار ، اردو ترجمة ، مولانا سبحان محمود، كراچی : مدينة پبليشنگ كمپنی ، بلاتاريخ
	المقدمة لمشكواة المصابيح ، دهلی : كتب خانه رشيديه، بلاتاريخ
عبد الرؤف ، أبو البركات	أصح السير ، كراچی : ايجوكشن پريش ، ١٩٣٢م
العسقلانی ، ابن حجر	تقريب التقريب ، المدينة المنورة: المكتبة العلمية ، بدون التاريخ
	تهذيب التهذيب ، حيدرباد : دائرة المعارف النظامية، ١٣٢٧هـ

www.pathagar.com

	فتح الباری ، جلد ١، مصر : بولاق ، ١٣٠٠هـ، جلد ٢ دهلی : الرحمنی ، ١٣٣٧هـ ، جلد ٧ – ١٠ ، جلد ١٦ دهلی : المطبع الانصاری ، ١٣٠٧هـ
	لسان المیزان ، حیدراباد : دائرة المعارف ، ١٣٢٠هـ
	الإصابة فی تمیز الصحابة ، مصر : مصطفی محمد ١٩٣٩م
اُلعینی ، بدر الدین أبو محمد محمود بن أحمد	عمدة القاری ، بیروت : دار الفکر ، بدون التاریخ
اُلغزالی ، محمد	فقة السیرة، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، ١٩٧٦م
فرشتة ، محمد قاسم	تاریخ فرشتة ، اردو ترجمة ، عبد الحئی خواجة ، کراچی : غلام علی ایند سنز ، ١٩٦٢م
اُلقسطلانی ، أحمد بن محمد بن أبی بکر الخطیب	اُلمواهب اللدنیة، اردو ترجمة، محمد عبد الجبار خان، کراچی : محمد علی کارخانة اسلامی کتب ، بلاتاریخ
اُلقیمی ، نظام الدین	غرائب القران ورغائب الفرقان ، مصر : مصطفی البابی الجلی واولاده، بدون التاریخ
گستان ولی بان	تمدن عرب ، اردو ترجمة ، سید علی بلگرامی ، حیدراباد ، بلاتاریخ
لیمود ، حامد محمود بن محمد بن منصور	منتقی النقول ، مکة المکرمة : رابطة العالم الاسلامی ١٩٧٦م
محمد فواد عبد الباقی	المعجم المفهرس لالفاظ القران الکریم ، لاهور : سهیل اکیدیمی ، ٢٩٨٧م
محمد هارون ، اُلشیخ	تلخیص دروس السیرة المحمدیة ، مصر : المطبعة الرحمنیة ، ١٣٤٠هـ
اُلمسعودی	مروج الذهب ومعادن الجواهر ، القاهرة ، ١٣٥٢هـ
مفتی صفی	المنجد ، دیوبند : ادارة اخترى ، بلاتاریخ
مکین ، محمد	نظرة جامعة الی تاریخ الاسلام فی الصین واحوال المسلمین فیها ، القاهرة : المطبعة السلفیة، ١٣٥٣هـ
مالك ، إمام	اُلمؤطا، الجلد الاول، دهلی،المطبعة المصطبعی،بلاتاریخ

www.pathagar.com

منظور الافريقى أبو الفضل جمال الدين — لسان العرب ، جلد ٤ ، بيروت : دار الفكر ، بدون التاريخ

ألواقدى ، محمد بن عمر — كتاب المغازى ، تحقيق ، مارسدن جونس ، لندن : جامعة اكسفاورد ، ١٩٦٦م

وقار على بن مختار على — حاشية نزهة النظر فى توجيه نخبة الفكر ، ديوبند : مكتبة التهانوى ، بدون التاريخ

ألوهاب ، محمد بن عبد — مختصر سيرة الرسول (ص)، قطر: الوطنية، ١٣٨٥هـ

هارون ، عبد السلام — تهذيب سيرة ابن هشام ، بيروت : المجمع العلمى العربى الاسلامى ، ١٣٧٤هـ

هاشمى ، عبد القدوس — تقويم تاريخى ، كراچى ، ١٩٦٥م

ألهمدانى ، عبد الملك — تكملة تاريخ الطبرى ، الجزء الاول ، بيروت : المكتبة الخياط ، ١٩٥٨م

ياقوت ، أبو عبد الله — معجم الأدباء، بيروت دار الاحياء التراث، بدون التاريخ

كتاب معجم البلدان ، لندن : فيفجيغ ، ١٩٦٨م

ألنبهانى ، الفقير يوسف بن إسماعيل — حجة الله على العالمين فى معجزة سيد المرسلين استانبول : المكتبة ايشيق، بشارع دار الشفعة بفاتح، ١٩٧٤م

ألنسائى ، أحمد بن شعيب — ألسنن ،كراچى : نور محمد كارخانه تجارت كتب ، بلاتاريخ

نصير الإجتهادى — نهج الفصاحت، كراچى: غلام على اينڈ سنز، ١٩٦١م

نعمانى ، عبد الرشيد — لغات القران ، جلد ١، دهلى : اينڈيا افسربرش ، ١٩٤٩م

ألنواوى ، محى الدين أبو ذكريا يحيى بن شرف — ألصحيح مسلم ، كراچى : نور محمد كارخانه تجارت كتب ، ١٣٤٩ هـ

ب - المجلات

خالد ، محمد إسحاق — "الإحكام السلطانية" فكر ونظر ادارة تحقيقات اسلامى، المجلد ٣، العدد ٧ - ٨، راولپنڈى، ١٩٦٦م

www.pathagar.com

سليمان ندوى "العلامة التجارية بين العرب والهند" ثقفة الهند ، العدد ٢، جون ، ١٩٥٠م

عبد الحئى ، سيد "العرب المسلمون الذين قدموا إلى الهند فى القرن الاول" ثقفة الهند ، العدد ٢، جون ، ١٩٥٠م

عبد الخالق "إمام طبرى" فكر ونظر ، ادارة تحقيقات اسلامى ، المجلد ٦، العدد ٣، اسلامباد ، ١٩٦٨م

عبد الرشيد "الإمام الطبرى فى حديثه عن السيرة النبوية" البعث الاسلام ندوة العلماء ، العدد السادس ، المجلد الخامس و الثلاثون ، لكناؤ ، ١٣١١هـ

فضل الرحمن "محمد صلى الله عليه وسلم" فكر ونظر إدارة تحقيقات اسلامى ، المجلد ٥، العدد ٦، روالپنڈى، ١٩٦٧م

الكاشف ، سيدة اسماعيل "علاقة الصين بدار الإسلام" مجلة كلية الاثار ، جامعة القاهرة ، يناير، ١٩٧٦م

معصومى ، دكتور صغير حسن "رسول ونبى" فكر ونظر ، إدارة تحقيقات إسلامى، المجلد ٤، العدد ١٢، روالپنڈى، ١٩٦٧م

محمد يوسف "عهد رسالت مين شورائى نظام" فكر ونظر ، إدارة تحقيقات إسلامى ، المجلد ٥، العدد ٦ ، روالپنڈى، ١٩٦٧م

محمد يحيى "عربوں كى تاريخ نويسى" المعارف ، خصوصى شماره ٦، لاهور ، ١٩٨٦م

পারিবারিক গ্রন্থাগার
তামরীনা বিনতে মুজাহিদ

ইফাবা:-৯৮— ৯৯-গবেষণা/৫৪৩৪(উন্নয়ণ)-৩২৫০

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ